খোলাফায়ে রাশেদীনের ৬০০ শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

www.nagorikpathagar.org

খোলাফায়ে রাশেদীনের
৬০০
শিক্ষণীয় ঘটনাবলী

মূল

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্শাবী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

দাওরায়ে হাদীস (মুমতাজ)

আল জামিয়াতুল আহ্লিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

ফাযিল (অনার্স), আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ

বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯

E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

www.nagorikpathagar.org

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯।

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬২৭৩০৩৫।

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ২০১৫

মুদ্রণে ঃ ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

হাদিয়া ঃ ৩৫০.০০ টাকা মাত্র।

www.nagorikpathagar.org

যাঁরা
খোলাফায়ে
রাশেদীনের
জীবন থেকে
শিক্ষা গ্রহণ
করতে চায়,
তাদের জন্য................ ।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআ'লার যিনি 'খোলাফায়ে রাশেদীনের শিক্ষণীয় ঘটনা' নামক বইটি পাঠকের সামনে উপস্থাপণের তৌফিক দিয়েছেন। মূলতঃ এটি মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী রচিত ৫টি বইয়ের সংকলন।

প্রিয় বন্ধুরা! বর্তমান অপসংস্কৃতির কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুন্দর জীবন গঠন করতে প্রয়োজন আদর্শবান নক্ষত্রতুল্য লোকদের অনুসরণ। কিন্তু বড় আফসোস! মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে আমরা বিজাতীয় লোকদের অনুসরণ করে গর্ববোধ করি, অথচ আমাদের অতীত ইতিহাস কত উজ্জ্বল, ইসলামে কত মহান মহান ব্যক্তি রয়েছেন তা আমাদের অনেক ছোট বন্ধুরা জানেই না। তাঁদের একজনের সাথে যদি বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত সকল মনীষীর তুলনা করা হয় তবুও তাঁদের একজনের সমতুল্য হবে না।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তারা ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করেছেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যাকাত অস্বিকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রায় অর্ধ পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জামেউল কুরআন হিসেবে পরিচিত। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে পরাজিত হলে খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পুণরায় ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই তাকে ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলা হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পথ অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদীনগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তাদের সুদীর্ঘ জীবনে রয়েছে নানা শিক্ষণীয় ঘটনা, যা আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। সুতরাং আজকের এ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। তাদের আদর্শ অনুসরণ করা আমাদের কর্তব্য। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরাশাদ করেন।

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ

"তোমাদের উচিত আমার সুন্নাত অনুসরণ করা। এবং সুপথপ্রাপ্ত খলিফাদের সুন্নাত অনুসরণ করা।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং : ৪২)

এ গ্রন্থে ইসলামের ৪ খলিফা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, এবং পঞ্চম খলিফা হিসেবে স্বীকৃত হযরত ওমর বিন আব্দুল আজীজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া মহামূল্যবান ঘটনাবলি

www.nagorikpathagar.org

সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। যে ঘটনাগুলো কোনো ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর ক্ষেত্রে পরশপাথরের ন্যায় কাজ করবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমার জীবনের আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে এ ধরণের ঘটনার একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

অবশেষে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, তিনি যেন আমাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদনীদের মতো মহান ব্যক্তিদেরকে অনুসরণ করে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফীক দান করেন.............আমীন।

দোয়া কামনায়
যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

হযরত আবু বকর

১.	দ্বিধাহীন ইসলাম গ্রহণ	৬
২.	তিনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে সত্যই বলেছেন	৬
৩.	একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন	৭
৪.	আল্লাহ তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন	৮
৫.	তোমার বন্ধু আক্রান্ত হয়েছে	৮
৬.	ত্বালহার ইসলাম গ্রহণ ও হযরত আবু বকর	৯
৭.	হযরত আবু বকর অন্যের আশ্রয় ফিরিয়ে দিলেন	১০
৮.	হযরত আবু বকরের মায়ের ইসলাম গ্রহণ	১১
৯.	সফর সঙ্গী, হে আল্লাহর রাসূল	১৩
১০.	রোম পরাজয় বরণ করেছে	১৪
১১.	আবু বকরের এক রাত ওমরের পরিবার-পরিজন থেকেও উত্তম	১৬
১২.	সাপের গর্ত	১৭
১৩.	চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন	১৮
১৪.	মদিনার পথে	১৯
১৫.	নবী আবু বকর-কে দুধ দিলেন	১৯
১৬.	দুই বন্ধুর পথ চলা	১৯
১৭.	আমি আমার প্রতিপালকের ওপর সন্তুষ্ট	২০
১৮.	আবু বকর সিদ্দিক জান্নাতে	২১
১৯.	জান্নাতের সব দরজা	২১
২০.	আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিন	২২
২১.	ক্ষুধা-ই আমাদেরকে বের করেছে	২২
২২.	আবু বকর! তাদেরকে ছেড়ে দাও	২৪
২৩.	আমার আগেই তিনি সুসংবাদ দিয়ে ফেলেছেন	২৪
২৪.	আবু বকরের পক্ষে আল্লাহর সাক্ষী	২৫
২৫.	আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ	২৬
২৬.	আবু বকর-এর সম্পদ	২৭
২৭.	তিন কথা, যার প্রত্যেকটিই সত্য	২৭
২৮.	কোনো সম্মুখ যোদ্ধা আছ?	২৮
২৯.	আবু বকর ও তাঁর ছেলে	২৮
৩০.	রিদওয়ানে আকবার	২৯
৩১.	আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত	২৯

www.nagorikpathagar.org

৩২. আবু বকর -এর পরিবারের বরকত ৩০
৩৩.সম্মানিত লোকই সম্মানিতকে চিনে ৩১
৩৪. নবীর ভালোবাসায় ৩১
৩৫.তুমি দোহাই দিও না ৩২
৩৬.নবী করীম -এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ ৩৩
৩৭.কে প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে ৩৩
৩৮.সুসংবাদ গ্রহণ কর.......সাহায্য আসছে ৩৪
৩৯.যার সাথে গোপনে কথা বলেছি তাঁকে শুনিয়েছি ৩৪
৪০.কারো কাছে কিছু চাইতেন না ৩৫
৪১.যদি খলিল গ্রহণ করতাম ৩৫
৪২.আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন ৩৫
৪৩.অনুগ্রহপ্রাপ্ত ৩৭
৪৪.আমার সাথিকে ছেড়ে দিচ্ছ? ৩৮
৪৫.আবু বকর আমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি ৩৮
৪৬.কল্যাণের সমষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ ৩৯
৪৭.আবু বকর ও রাফে বিন আমর আত্তাঈ ৩৯
৪৮.এ শায়েখ কেন কাঁদছে? ৪১
৪৯.নিশ্চয়ই তোমরা ইউসুফের সাথিদের ছোটরূপ ৪১
৫০.তোমরা ভালো করেছ ৪২
৫১.জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি কতই না উত্তম ৪৩
৫২.বিষাক্ত মহিলা ৪৪
৫৩.এ তিনটি মর্যাদা কার? ৪৫
৫৪.প্রথম ভাষণ ৪৫
৫৫.আবু বকর যেভাবে বিচার করতেন ৪৬
৫৬.আমি আরোহণ করব না আর তুমিও নামবে না ৪৬
৫৭.যদি তারা একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে ৪৭
৫৮.কাপড় বিক্রেতা ৪৮
৫৯.উম্মে আয়মানের কান্না ৪৮
৬০.তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ ৪৯
৬১.ভীমরুল ও মৌমাছির দংশন ৪৯
৬২.বদরের যুদ্ধে নবী -এর পাহারাদার ৫০
৬৩.চোর ও শাস্তি ৫০
৬৪.উত্তম কে? ৫১
৬৫.হযরত ওমরের কান্না ৫১

www.nagorikpathagar.org

৬৬.নাতীকে নিয়ে মদিনায় ঘুরে বেড়ানো ৫২
৬৭.হাউজে তুমি আমার সাথি ৫৩
৬৮.এ তীর আমার ছেলেকে হত্যা করেছে ৫৩
৬৯.আমার থেকে প্রতিশোধ নাও ৫৪
৭০.এ মিসকিনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর ৫৫
৭১.ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে ৫৫
৭২.নবীর সাথে মক্কায় প্রবেশ ৫৭
৭৩.প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ৫৭
৭৪.আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ৫৮
৭৫.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মতামত ৫৮
৭৬.তোমার ওপর একজন নবী ও একজন সিদ্দিক রয়েছেন ৫৯
৭৭.আল্লাহর নাঙ্গা তলোয়ারের ইসলাম গ্রহণ ৫৯
৭৮.শাসনকর্তার গবেষণা ৫৯
৭৯.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর জিহ্বাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন ৬০
৮০.তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিতে ৬০
৮১.নবিগণের পর সবচেয়ে মর্যাদাবান লোক ৬১
৮২.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খিলাফতের যোগ্য ৬১
৮৩.হে আল্লাহ মদিনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও ৬২
৮৪.কুমারী ও বিধবা ৬২
৮৫.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও উকবা বিন আবু মুআইত ৬৩
৮৬.যাকে আল্লাহ সিদ্দিক নামে নামকরণ করেছেন ৬৩
৮৭.আবু বকর চার কাজে আমার থেকে অগ্রগামী ৬৩
৮৮.তিন চাঁদ ৬৪
৮৯.আল্লাহর রাস্তায় হাঁটা ৬৪
৯০.সহচরদের পরীক্ষা ৬৫
৯১.আল্লাহ তাআ'লা আবু বকরকে রহম করুন ৬৫
৯২.আবু বকর সত্য বলেছে ৬৫
৯৩.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও বদরের যুদ্ধবন্দি ৬৬
৯৪.বদরী সাহাবী ৬৭
৯৫.খাদ্যের বরকত ৬৮
৯৬.আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মর্যাদা ৬৮
৯৭.তোমরা নিজেদের চিন্তা কর ৬৯
৯৮.বড় মর্যাদা ৬৯
৯৯.আপনি আমাকে আদেশ করুন আমি তার ঘাড়ে আঘাত করি ৭০

www.nagorikpathagar.org

১০০.তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার বাবার ৭০
১০১.কল্যাণের পথে অগ্রগামী ৭০
১০২.তুমি কি এটি পছন্দ কর ৭১
১০৩.শ্রবণ ও দৃষ্টি ৭১
১০৪.যে সামান্য পরিমাণ আমল করবে ৭১
১০৫.জান্নাতের পরিণতবয়সিদের সর্দার ৭২
১০৬.বৃদ্ধার সেবায় মুসলিম বিশ্বের শাসনকর্তা ৭২
১০৭.দাদির মিরাস ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৭২
১০৮.বায়তুল মাল উন্মুক্ত কর ৭৩
১০৯.হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সদকা ৭৩
১১০.যদি আমি পাখি হতাম ৭৪
১১১.উসামার নেতৃত্ব ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৭৪
১১২.হে শ্রেষ্ঠ মানব ৭৫
১১৩.হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আযাদকৃত দাস ৭৫
১১৪.পিতার সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যবহার ৭৬
১১৫.লানতকারী হয়ো না ৭৬
১১৬.জনগণকে তাঁর বাইয়াত থেকে মুক্ত করে দিলেন ৭৬
১১৭.আপনি পরবর্তীদের কাঁদিয়ে গেলেন ৭৭
১১৮.কথা না বলার মানতকারী মহিলার প্রতি নসিহত ৭৮
১১৯.মৃত্যুর বিছানায় ৭৮
১২০.জান্নাত পেয়ে সফল ৮০

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৮৩

১. পৃথিবীতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আগমন ৮৫
২. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইসলাম ৮৬
৩. ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অবস্থান ৮৭
৪. ইসলাম গ্রহণের পথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৮৮
৫. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ ৮৯
৬. ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৯২
৭. হিজরতের পথে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৯৪
৮. আল্লাহ্ তা'আলা যে মহিলার কথা শুনেছেন ৯৫
৯. বৃদ্ধা কবি ৯৫
১০. ক্ষুধার্ত শিশু ৯৬
১১. অন্ধ বৃদ্ধা মহিলা ৯৭

www.nagorikpathagar.org

১২. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে শহীদ ঘোষণা ৯৮
১৩. এক বেদুঈন যে তার মাকে নিয়ে তাওয়াফ করছিল ৯৮
১৪. কবর থেকে যুবকের কথা ৯৯
১৫. আপনার পরে আমি আর কাউকে স্বীকৃতি দিব না ১০০
১৬. আজ আমি আবু বকর থেকে এগিয়ে যাব ১০০
১৭. কুষ্ঠরোগী মহিলা ১০১
১৮. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আত্মমর্যাদা ১০২
১৯. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে মিলে যাওয়া কোরআনের আয়াত ১০২
২০. সদকার উটের সেবায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১০৪
২১. গোলামের পেছনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১০৪
২২. ছেলেকে শিষ্টাচার শিখাচ্ছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১০৫
২৩. পানির পাত্র বহন করছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১০৫
২৪. তোমার কথা শুনবও না, তোমার আনুগত্যও করব না ১০৬
২৫. স্বামীর অনুপস্থিতিতে এক মহিলা ১০৬
২৬. খাওয়ার পর আবার খাওয়া! ১০৭
২৭. মহিলা সঠিক বলেছে ওমর ভুল করেছে ১০৮
২৮. ওমর! শয়তান তোমাকে ভয় পায় ১০৯
২৯. সত্য বলেছে আউফ ১০৯
৩০. শয়তানকে আছাড় দিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১১০
৩১. যতক্ষণ না মানুষ পরিতৃপ্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ঘি খাব না ১১০
৩২. নিজের পরিচয় নিজেই বর্ণনা করছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১১১
৩৩. আল্লাহকে ভয় করুন, হে আমীরুল মুমিনীন ১১১
৩৪. দুইটি দোষ আছে তোমার মাঝে ১১১
৩৫. জারীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বুদ্ধি ১১২
৩৬. তুমি যদি বিপথে যেতে তবে আমরা ঠিক করে দিতাম ১১২
৩৭. জান্নাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘর ১১৩
৩৮. এ ব্যতীত আমার আর কোনো কাপড় নেই ১১৪
৩৯. আমার আর তোমার মাঝে একজন লোক ঠিক কর ১১৪
৪০. পায়ে হেঁটে নদী পার হলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১১৫
৪১. আপনি আপনার পরবর্তীদেরকে কষ্টে ফেলে যাচ্ছেন ১১৫
৪২. উসামা বিন যায়েদের মর্যাদা ১১৫
৪৩. আপনি পবিত্রতা অবলম্বন করছেন আর তাই তারাও ১১৬
৪৪. ইবনে হুজাফার কপালে চুমু দিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১১৬
৪৫. ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও গোস্ত ১১৮

www.nagorikpathagar.org

৪৬.	অশ্বারোহী ও গনিমত	১১৯
৪৭.	আপনার সাথের লোককে ছেলের সুসংবাদ দিন	১১৯
৪৮.	আমাদেরকে অমুক ব্যক্তির কাছে নিয়ে চলুন	১২০
৪৯.	তাওবাকারী বৃদ্ধ	১২০
৫০.	পলায়নকারী রাজা	১২০
৫১.	বাড়ির দেওয়ালে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১২৩
৫২.	তুমি তোমার প্রতিপালককে কি বলবে?	১২৩
৫৩.	নীলনদের কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চিঠি	১২৪
৫৪.	মিশরের গভর্নরের কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাহায্য চাওয়া	১২৫
৫৫.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১১৬
৫৬.	কিসরার মুকুট সুরাকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাথায়	১২৮
৫৭.	এত বড় শক্তিশালী যুবক আমি আর দেখিনি	১৩০
৫৮.	আমি তোমাকে বসরার কাজী নির্বাচন করলাম	১৩১
৫৯.	হে সারিয়া, পাহাড়! পাহাড়!	১৩২
৬০.	এক ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের সবাই জান্নাতী	১৩২
৬১.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কারামত	১৩২
৬২.	খলিফার জামায় তালি	১৩৩
৬৩.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দোয়ার বরকত	১৩৩
৬৪.	তুমি তোমার পরিবারকে বাঁচাও কেননা তারা পুড়ে গেছে	১৩৪
৬৫.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও এক পাদ্রী	১৩৪
৬৬.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক মাস অসুস্থ	১৩৫
৬৭.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও পারস্যের সম্রাট হুরমুজ	১৩৫
৬৮.	তুমি ন্যায়বিচার করেছ	১৩৬
৬৯.	বিশ্বাসঘাতক ইহুদি	১৩৭
৭০.	মাজলুমের প্রতিশোধে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১৩৭
৭১.	নিজ সন্তানকে চুমু দিচ্ছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১৩৮
৭২.	ইসলাম ত্যাগকারী এক ব্যক্তি	১৩৯
৭৩.	নিজের সন্তানকে বেত্রাঘাত করলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১৩৯
৭৪.	হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রস্তাব	১৪০
৭৫.	কঠোরতা ও কোমলতার মাঝে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১৪০
৭৬.	তাওরাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	১৪১
৭৭.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর রাগ	১৪১
৭৮.	মধু ও আমীরুল মুমিনীনের স্ত্রী	১৪২
৭৯.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অনাবৃষ্টির বছর	১৪২

www.nagorikpathagar.org

৮০. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রভাব ১৪৩
৮১. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বেতনভাতা ১৪৩
৮২. রক্তপণ আদায় করলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৪৪
৮৩. আল্লাহর রাস্তায় আঘাত ১৪৪
৮৪. অন্ধ মহিলার সেবায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৪৫
৮৫. আমার স্বামী মারা গেছে ১৪৫
৮৬. বন্দি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৪৬
৮৭. নিজ মামাকে হত্যা করলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৪৬
৮৮. এক ছোট ছেলেকে পাহারা দিচ্ছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৪৭
৮৯. খলিফা ও ইবনে সালামা ১৪৭
৯০. বিশ্বস্ত দাস ১৪৮
৯১. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘুম ১৪৮
৯২. দুগ্ধপোষ্য বালক ও চার মহিলা ১৪৯
৯৩. দুনিয়াবিরাগী আমীর ১৪৯
৯৪. মদপানকারী ও আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৫০
৯৫. দুধ বিক্রয়কারিণী কন্যা ১৫১
৯৬. আমার কাছে তোমার অংশ ছাড়া আর কোনো অংশ নেই ১৫২
৯৭. ইয়ামুল জিস্‌র ১৫৩
৯৮. বায়তুল মুকাদ্দাসে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৫৩
৯৯. কিয়ামতের দিন কী তুমি আমার বোঝা বহন করবে? ১৫৪
১০০. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর ভাইয়ের খুনি ১৫৬
১০১. চন্দ্রের সাথে বিচারক ১৫৬
১০২. আমি জুলুম করেছি ১৫৭
১০৩. দিনারের ব্যাগ ১৫৭
১০৪. কবরে বাচ্চা ১৫৮
১০৫. আহা ওমর! ১৫৯
১০৬. ঋণগ্রস্ত বৃদ্ধ ১৬০
১০৭. গরিব আমীর ১৬১
১০৮. মধুর পাত্র ১৬২
১০৯. সাঈদ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হিমসবাসী ১৬২
১১০. যা খেয়ে তুমি পরিতৃপ্ত হবে তা খাইয়ে মুসলমানদেরকে ১৬৪
১১১. উম্মে সুলাইত পাওয়ার অধিক হকদার ১৬৪
১১২. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজ ছেলেকে ধমকাচ্ছেন ১৬৫
১১৩. মধু মিশ্রিত পানি ১৬৫

www.nagorikpathagar.org

১১৪. ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আতেকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৬৬
১১৫. খাদেমদের সাথে খানা খাচ্ছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৬৬
১১৬. কবর থেকে উত্তর ১৬৬
১১৭. শহীদের ছেলে শহীদ ১৬৭
১১৮. মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি গাছ ১৬৭
১১৯. তুমি কুরআন শিখ ১৬৮
১২০. খেজুর গাছ ও রোমের সম্রাট ১৬৮

উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৭০

১. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ ১৭২
২. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিয়ে ১৭৩
৩. সবচেয়ে উত্তম স্বামী স্ত্রী ১৭৩
৪. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাবশায় হিজরত ১৭৪
৫. উম্মে কুলছুম রাদিআল্লাহু আনহা ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিয়ে ১৭৪
৬. যদি আমার আরেকজন মেয়ে থাকত ১৭৫
৭. নাজ্জাশীর পরীক্ষা ১৭৫
৮. এক লোক যাকে ফেরেশতা লজ্জা করে ১৭৫
৯. আমি উসমানের ওপর সন্তুষ্ট ১৭৬
১০. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চারিত্রিক মিল ১৭৭
১১. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও কূপের ইহুদি মালিক ১৭৭
১২. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতি ১৭৮
১৩. তুমি আল্লাহর জামা খুলে ফেলো না ১৮০
১৪. দুঃসময়ের সৈন্যদল ১৮০
১৫. তোমরা উসমানকে অনুসরণ কর ১৮০
১৬. এক ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছে ১৮২
১৭. জান্নাতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী ১৮২
১৮. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমানের জন্যে নিজের হাত রাখলেন ১৮৩
১৯. দুই নূরের অধিকারী ১৮৩
২০. উহুদ স্থির হও ১৮৪
২১. উসমান নির্যাতিতদের আমীর ১৮৪
২২. হে আল্লাহ, আপনি উসমানকে দান করুন ১৮৪
২৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সম্মানিত ১৮৫
২৪. মসজিদ সম্প্রসারণ ১৮৫
২৫. উসমানের জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়াদা ১৮৬

www.nagorikpathagar.org

২৬. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ব্যবসা ১৮৬
২৭. দিনারের অধিকারী ১৮৮
২৮. জান্নাতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিয়ে ১৮৮
২৯. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এক বালকের কিসাস গ্রহণ ১৮৯
৩০. রোগী দেখতে গেলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৮৯
৩১. আমীরের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ ১৮৯
৩২. অপরের কাছে উপদেশ চাইলেন ১৯০
৩৩. খলিফার কাপড় ১৯০
৩৪. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কবরস্থানে কাঁদছেন ১৯১
৩৫. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৯১
৩৬. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিচক্ষণতা ১৯১
৩৭. এ উম্মতের নাজাত কিসে নিহিত? ১৯২
৩৮. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের ওপর সাথিদেরকে প্রাধান্য দিলেন ১৯৩
৩৯. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অসিয়ত ১৯৪
৪০. হত্যাকারী লোক ১৯৪
৪১. বৃদ্ধ ও বালক ১৯৫
৪২. অনুতপ্তের অশ্রু ১৯৬
৪৩. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে আগ্রহ ব্যতীত বিয়ে করো না ১৯৬
৪৪. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিষিদ্ধতা উঠিয়ে দিলেন ১৯৭
৪৫. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৯৭
৪৬. মদীনাকে ভুলে যেয়ো না ১৯৭
৪৭. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অন্তর্দৃষ্টি ১৯৭
৪৮. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আফ্রিকা জয় ১৯৭
৪৯. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হত্যা করতে চাইল এক লোক ১৯৯
৫০. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও জমিনের মালিক ২০০
৫১. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর তাকওয়া ২০০
৫২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটি ২০১
৫৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২০১
৫৪. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নম্রতা ২০২
৫৫. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কেন হাসলেন ২০৩
৫৬. হে সম্পদশালীরা, তোমরা সব কল্যাণ নিয়ে নিলে ২০৩
৫৭. লাঠি ভাঙা লোক ২০৪
৫৮. এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন ২০৪
৫৯. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর লাজুকতা ২০৫

www.nagorikpathagar.org

৬০.	কোরাইশদের মধ্যে তিনজন	
৬১.	মীকাতের প্রতি লক্ষ্য রাখার তাকিদ	
৬২.	অভিযুক্ত মহিলা	২০
৬৩.	উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বক্তব্য	২০৭
৬৪.	বাঁদীর সাথেও পর্দায় যত্নবান	২০৭
৬৫.	কিয়ামতের দিন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাফায়াত	২০৭
৬৬.	বিয়ের অনুষ্ঠান	২০৮
৬৭.	পরামর্শ সভার প্রতি আগ্রহ	২০৮
৬৮.	প্রতিদিন মাসহাফ দেখতেন	২০৯
৬৯.	নবজাতকের উপহার	২০৯
৭০.	সুন্নতের পরিপন্থি কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ	২০৯
৭১.	আল্লাহর ভয়	২১০
৭২.	উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিনয়	২১০
৭৩.	উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গাছ রোপণ করছেন	২১০
৭৪.	পরবর্তীদের প্রতি অনুগ্রহের একটি উদাহরণ	২১১
৭৫.	যাদুটোনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ	২১১
৭৬.	বৃহৎ স্বার্থের নিমিত্তে হাদিস গোপন	২১২
৭৭.	চরম মিথ্যাবাদী মুসায়লামার দল	২১২
৭৮.	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাকে সম্মান প্রদর্শন	২১৩
৭৯.	কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্বারোপ	২১৩
৮০.	আহলে কিতাবের কাছে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২১৪
৮১.	হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা	২১৪
৮২.	পরামর্শ ও মতামত চাওয়ার সু অভ্যাস	২১৪
৮৩.	ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে ফতওয়া প্রদান	২১৫
৮৪.	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে শিষ্টাচারিতা	২১৫
৮৫.	উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উতবার সম্পদ	২১৫
৮৬.	নিজেকে পরামর্শের অনুগত রাখা	২১৬
৮৭.	খিয়ানতের কারণে জামাতাকে বরখাস্ত	২১৬
৮৮.	উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে নিয়ে এক ব্যক্তির তর্ক	২১৬
৮৯.	অবরোধকারীদের উদ্দেশ্যে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কথা	২১৭
৯০.	ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২১৮
৯১.	উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে পানি পান করালেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২১৮
৯২.	উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অসিয়ত	২১৯
৯৩.	উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাণী	২১৯

www.nagorikpathagar.org

৯৪. তোমরা উসমানকে হত্যা করো না ২২০
৯৫. তোমরা উসমানকে গালি দিও না ২২০
৯৬. প্রশান্তচিত্তে বিদ্রোহীদের সাথে কথোপকথন ২২১
৯৭. খিলাফত ছেড়ে দিতে চাইলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২২২
৯৮. বিদ্রোহীদের অবরোধ ২২২
৯৯. শেষ বাক্য ২২৩
১০০. সর্বোচ্চ পরিষদে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২২৩
১০১. আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে যাব না ২২৪
১০২. আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দ্রোহ ২২৪
১০৩. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও বিদ্রোহীদের প্রশ্ন ২২৫
১০৪. বন্দিদশায়ও কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্ন ২২৬
১০৫. তুমি আমাদের সাথে ইফতার করবে ২২৭
১০৬. বিরোধীদের আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করলেন ২২৭
১০৭. রাত তাদের জন্যে ২২৮
১০৮. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে থাকতে সন্তুষ্ট ২২৮
১০৯. আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগে তাওয়াফ করব না ২২৮
১১০. এক লোক জাহান্নাম চাচ্ছে ২২৯
১১১. আমাকে ওইদিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে ২৩০
১১২. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বরকত ২৩১
১১৩. আল্লাহর খলিফা ও আল্লাহর উটনী ২৩২
১১৪. রোম সেনাপতির তাঁবুতে ২৩৩
১১৫. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ ২৩৩
১১৬. জান্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রফীক ২৩৪
১১৭. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্মৃতিকথা বর্ণনা ২৩৫
১১৮. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বদান্যতা ও তালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যক্তিত্ব ২৩৫
১১৯. আমি আমার প্রভুর কাছে দশটি জিনিস সঞ্চয় করে রেখেছি ২৩৫
১২০. উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রীর বিশ্বস্ততা ২৩৬

আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২৩৮

১. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বুদ্ধিমত্তা ২৪০
২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে প্রতিপালিত ২৪১
৩. বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ২৪১
৪. গিরিপথে নামায ২৪২
৫. দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার ভাই ২৪২

www.nagorikpathagar.org

৬.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে চুমু খেলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২৪৩
৭.	নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর সাথে এক রাতে	২৪৪
৮.	দুই অশ্বারোহীর স্বভাব	২৪৪
৯.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পা মুছে দিচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	২৪৫
১০.	আলী ব্যতীত কোনো যুবক নেই	২৪৬
১১.	গরিব ও দিনার	২৪৮
১২.	অবাধ্যতার প্রতিদান	২৫০
১৩.	আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেহমানদারী	২৫০
১৪.	স্বর্ণ, রূপা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২৫১
১৫.	তুমি আমার পক্ষ থেকে সে অবস্থানে হারুন মুসার পক্ষ থেকে যে অবস্থানে ছিল	২৫২
১৬.	কে অধিক সাহসী বীর?	২৫২
১৭.	যদি আলী না থাকত তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত	২৫৩
১৮.	একজন মহিলা ও সাহল বিন হুনাইফ	২৫৪
১৯.	আমীরুল মুমিনীনের অশ্রু	২৫৪
২০.	ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মোহরানা	২৫৫
২১.	বিয়ের ওলিমা	২৫৬
২২.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক নিকটবর্তী	২৫৬
২৩.	আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক	২৫৭
২৪.	হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নাম রাখলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	২৫৭
২৫.	হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দুধমাতা	২৫৭
২৬.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অহংকারী ইহুদি	২৫৮
২৭.	এ দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে	২৬০
২৮.	বিচারের সম্মুখীন আমীরুল মুমিনীন	২৬০
২৯.	সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কিছু চেহারা কালো হয়ে যাবে	২৬১
৩০.	রুটির মালিক	২৬২
৩১.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও স্বর্ণের পাত্র	২৬৩
৩২.	আওলীয়াদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য	২৬৩
৩৩.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও দুর্গের দরজা	২৬৪
৩৪.	ফাতেমা রাদিআল্লাহু আনহা একজন গোলাম চাইলেন	২৬৫
৩৫.	প্রতি নেকে দশগুণ	২৬৫
৩৬.	সাহসী বালক	২৬৭
৩৭.	তিন দিরহামের কাপড়	২৬৭
৩৮.	আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন	২৬৮

www.nagorikpathagar.org

৩৯.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া	২৬৯
৪০.	আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে যান	২৭০
৪১.	তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে ওই লোকটি যেন আলী হয়	২৭০
৪২.	আমার পেটে পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু ঢুকাবো না	২৭১
৪৩.	যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল	২৭১
৪৪.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতে	২৭১
৪৫.	মৃতরা কথা বলছে	২৭২
৪৬.	আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলী সবচেয়ে প্রিয়	২৭২
৪৭.	আমি কীভাবে তোমাদের অভিভাবক	২৭৩
৪৮.	যিনাকারিণী মহিলা	২৭৩
৪৯.	ফকীহের গুণ	২৭৪
৫০.	উম্মে সালামা রাদিআল্লাহু আনহা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২৭৪
৫১.	হিজরি সালের ইতিহাস	২৭৫
৫২.	এক ব্যক্তিকে থাপ্পড় মেরেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২৭৫
৫৩.	তিনটি বিষয় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্বতন্ত্রতা	২৭৬
৫৪.	ইয়ামানে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রেরণ	২৭৬
৫৫.	আহলে বাইতের প্রজ্ঞা	২৭৭
৫৬.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ	২৭৮
৫৭.	আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মর্যাদা	২৭৮
৫৮.	হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেয়ে	২৭৯
৫৯.	উম্মে কুলছুমের জন্যে প্রস্তাব দিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু	২৮০
৬০.	আমি যার অভিভাবক আলী তাঁর অভিভাবক	২৮১
৬১.	খুলাফায়ে রাশেদীন	২৮১
৬২.	সাতজন আমীর	২৮১
৬৩.	আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পরামর্শ	২৮২
৬৪.	বিক্রেতা ও দাসী	২৮২
৬৫.	আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে	২৮৩
৬৬.	আলীকে নিয়ে ভালো ব্যতীত কোনো কথা বলবে না	২৮৪
৬৭.	আইন শুধু আল্লাহর	২৮৪
৬৮.	মাওয়ালী মহিলা ও আরবী মহিলা	২৮৫
৬৯.	প্রহরী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট	২৮৫
৭০.	চোর দাস	২৮৫
৭১.	দৃষ্টিশক্তি হারানো লোক	২৮৬
৭২.	অমসৃণ কাপড়	২৮৬

www.nagorikpathagar.org

৭৩. খেলাফতকে সুসজ্জিত করেছেন আপনি ২৮৭
৭৪. শান্তি, যুদ্ধ নয় ২৮৬
৭৫. মিথ্যার সাক্ষ্যদাতা ২৮৭
৭৬. আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন ২৮৭
৭৭. আমাদেরকে দেবতা বানিয়ে দিন ২৮৭
৭৮. আমার চারটি কথা স্মরণ করে রাখ ২৮৯
৭৯. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খেলাফত ফিরিয়ে দিলেন ২৮৯
৮০. খবীস ইহুদি ২৯০
৮১. পশমের চাদর ২৯০
৮২. আপনি সত্য বলেছেন আমীরুল মুমিনীন ২৯০
৮৩. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর তরবারি বিক্রি করবেন ২৯১
৮৪. ওয়ালীদকে হত্যা করেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২৯১
৮৫. সত্যকে অপছন্দকারী এক ব্যক্তি ২৯২
৮৬. ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আবু সুফিয়ান ২৯৩
৮৭. আবু বকর খেলাফতের অধিক যোগ্য ২৯৪
৮৮. এমন একটি আমল যা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যতীত কেউ করতে পারেন নি ২৯৪
৮৯. ইহুদি ও বাগান ২৯৫
৯০. এক মহিলা তার স্বামীর ব্যাপারে অপবাদ দিল ২৯৬
৯১. তোমার আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করি ২৯৬
৯২. আখেরাতের সফর অনেক দীর্ঘ ২৯৭
৯৩. সতর্ক অন্তর ২৯৭
৯৪. আবু তুরাব উঠ ২৯৭
৯৫. আমাকে শান্তির মাঝে আসতে দাও ২৯৮
৯৬. রাসায়নিক পরীক্ষায় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২৯৮
৯৭. জুতা সেলাইকারী ২৯৯
৯৮. খলিফার দৈনন্দিন খরচ ২৯৯
৯৯. গাভী ও গাধা ৩০০
১০০. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রতিবাদ ৩০০
১০০.আমার জন্যে যা হালাল তোমার জন্যেও তা হালাল ৩০১
১০১.খেজুর সংগ্রহ করছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৩০১
১০২.আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দান ৩০২
১০৩.কে সবচেয়ে উত্তম ৩০২
১০৪.আল্লাহ তোমাকে খুশি করুন ৩০২
১০৫.উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই কন্যা ৩০৩

www.nagorikpathagar.org

১০৬.আল্লাহ তোমার কথাকে দৃঢ় করুন ৩০৪
১০৭.আহলে বাইতের সন্তুষ্টি ৩০৪
১০৮.মুনাফিকদের লক্ষণ ৩০৫
১০৯.নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের গুণাগুণ ৩০৫
১১০.এটা সে কোথা থেকে পেল ৩০৫
১১১.দুই হতভাগা লোক ৩০৬
১১২.প্রজাদেরকে সৎকাজের প্রতি উৎসাহিতকরণ ৩০৭
১১৩.মুসলমানদের বাজার ৩০৭
১১৪.ধোঁকাপ্রাপ্ত কারীয বিন আস সাবাহ ৩০৭
১১৫.ফাতিমা রাদিআল্লাহু আনহা-এর জানাযা পড়ালেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৩০৮
১১৬.শোক ও দুঃখ ৩০৯
১১৭.এক লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে ৩০৯
১১৮.মৃতব্যক্তি তার ঋণের কাছে বন্ধক ৩১১
১১৯.মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ ৩১১
১২০.হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রতি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অসিয়ত ৩১২

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ৩১৫

১. দুধ বিক্রয়কারিণী কন্যা ৩১৬
২. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর চুলের ঘটনা ৩১৭
৩. ভীতসন্ত্রস্ত গোলাম ৩১৮
৪. খলিফাকে গালি দিল এক ব্যক্তি ৩১৮
৫. সাঈদ ও আল ওয়ালিদ ৩১৯
৬. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ও যয়নুল আবেদিন ৩১৯
৭. আল্লাহ আপনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুক ৩২০
৮. এটা আমার জন্যে ভালো তোমাদের জন্যে খারাপ ৩২১
৯. আপনার আজকের প্রজারা কিয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ৩২২
১০. মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ৩২৩
১১. স্বপ্নে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখা ৩২৩
১২. খিলাফতের বাহন ৩২৪
১৩. খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কাঁদছেন ৩২৪
১৪. ফাতেমার অলংকার ৩২৫
১৫. আমি তোমাদের থেকে উত্তম নই ৩২৬
১৬. বাঘ ও বকরি ৩২৬

www.nagorikpathagar.org

১৭. তোমরা সত্যের পথে আমাদের সহযোগী হও ৩২৭
১৮. আমাকে পরামর্শ দাও ৩২৭
১৯. যখন আপনি অটল থাকবেন তারাও অটল থাকবে ৩২৮
২০. আপনি ঘুমাচ্ছেন আর আপনার প্রজারা দরজায় ৩২৯
২১. বিশ্বস্ত উপদেশ প্রদানকারী ৩৩০
২২. খালিদ বিন রাইয়ানকে অপসারণ ৩৩০
২৩. আল্লাহর ওপর ভরসা ৩৩১
২৪. হাজ্জাজের শোষণের ক্ষেত্রগুলো ৩৩২
২৫. প্রজারা রাজার মতোই হয় ৩৩২
২৬. খলিফারা তাকে ফিরিয়ে দিত না ৩৩২
২৭. ওমর (রহ) ও সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের ছেলে ৩৩৩
২৮. মৃত্যুকে আপনার মাথায় রাখুন ৩৩৪
২৯. সাবিক গাইছে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কাঁদছেন ৩৩৪
৩০. তিনি দিরহাম ও দিনার পছন্দ করেন না ৩৩৬
৩১. আল্লাহ অপরাধ গোপন রাখার কারণে তুমি ধোঁকায় পড় না ৩৩৬
৩২. ছেলে ও আপেল ৩৩৭
৩৩. আখেরাতের প্রতি ওমর (রহ)-এর আগ্রহ ৩৩৭
৩৪. এমন নেতা যিনি কোনো দিনারের মালিক না ৩৩৭
৩৫. যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ ৩৩৮
৩৬. আংটি বিক্রিয় করে মূল্য সদকা করে দাও ৩৩৮
৩৭. যিয়াদের জন্যে বায়তুল মাল ৩৩৯
৩৮. সেদিন মানুষ ধুলোর ন্যায় উড়তে থাকবে ৩৪০
৩৯. আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর ভালোবাসা ৩৪১
৪০. আপনি আমার অন্তর খুলে দিয়েছেন ৩৪২
৪১. তুমি খচ্চরকে কষ্ট দিয়েছ ৩৪২
৪২. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) দাসীর খেদমত করছেন ৩৪২
৪৩. কে সবচেয়ে বোকা ৩৪৩
৪৪. কথা বল, তালাক কার্যকর হবে না ৩৪৪
৪৫. এক লোক এসে ওমর (রহ)-এর কাছে অভিযোগ করল ৩৪৪
৪৬. আল্লাহ কিয়ামতের দিন আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন ৩৪৪
৪৭. আপনার আজারবাইজানের গভর্নর আমার ওপর জুলুম করছে ৩৪৫
৪৮. গভর্নর ও খামারে বেড়া ৩৪৫
৪৯. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কেন কাঁদলেন? ৩৪৬
৫০. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) গোয়েন্দাগিরি করলেন ৩৪৬
৫১. জাহান্নামের দুইটি পাথর ৩৪৬

www.nagorikpathagar.org

৫২. মুসলমানদের মধ্যে যে খারাপ তাকে বন্দি করে রাখ ৩৪৭
৫৩. খেজুরের ঝুড়ি ৩৪৭
৫৪. রাসূল ﷺ-এর মুহাব্বতে ৩৪৮
৫৫. গরিবদের দান করতেন কবিদেরকে করতেন না ৩৪৮
৫৬. আল্লাহ তাআ'লা মুহাম্মদকে দায়ী হিসেবে পাঠিয়েছেন ৩৪৯
৫৭. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ও উওয়াইস করনী (রহ) ৩৫০
৫৮. কিয়ামতের দিন এরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী ৩৫০
৫৯. আমীরুল মুমিনীন আপনি কেন কেঁদেছেন? ৩৫১
৬০. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বাতি ঠিক করছেন ৩৫২
৬১. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর স্ত্রীকে যেমন দেখতে চাইতেন ৩৫২
৬২. গভর্নরের পরীক্ষা ৩৫২
৬৩. এক ইটের ওপর অন্য ইট রেখো না ৩৫৩
৬৪. যে সৈন্যবাহিনীতে তুমি থাকবে সেখানে আল্লাহ সাহায্য পাঠাবেন না ৩৫৪
৬৫. আমীরুল মুমিনীনের কাপড় ৩৫৪
৬৬. বায়তুল্লার গিলাফ ও ক্ষুধার্ত কলিজা ৩৫৪
৬৭. বড়দের সহনশীলতা ৩৫৪
৬৮. আহলে কিতাবদের নিকট ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ৩৫৫
৬৯. অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ৩৫৫
৭০. বিচারকের সামনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ৩৫৬
৭১. তাদের রক্ত নিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে চাই না ৩৫৭
৭২. তুমি মধু নষ্ট করে দিয়েছ ৩৫৭
৭৩. শহরের দুর্গ হচ্ছে ন্যায়বিচার ৩৫৮
৭৪. দেশের শান্তি ৩৫৮
৭৫. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ও দাসী ৩৫৮
৭৬. চোখের অশ্রু দিয়ে জাহান্নামের আগুন নিভাচ্ছেন ৩৫৯
৭৭. রাগের সময় শাস্তি দিও না ৩৫৯
৭৮. আমার জিহ্বাকে তা দ্বারা রঙিন করতে চাই না ৩৬০
৭৯. হারানো দিনার ৩৬০
৮০. তুমি আযাদ ৩৬১
৮১. হাজ্জাজের মতো কাজ করো না ৩৬১
৮২. যাকাতের সম্পদ ৩৬১
৮৩. বুদ্ধিমান গোলাম ৩৬২
৮৪. আমীর ও আপেল ৩৬২
৮৫. আমীরের রাত ৩৬৩
৮৬. দুর্বলদের অধিকার ৩৬৩
৮৭. আল্লাহর কাছে দোয়া কর আল্লাহ যেন আমাকে মৃত্যু দান করেন ৩৬৪

www.nagorikpathagar.org

৮৮. মৃত্যুর প্রতি ভালোবাসা ৩৬৫
৮৯. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে বিষ পান ৩৬৫
৯০. ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ও ইহুদি ৩৬৫
৯১. রাসূল ﷺ-এর পাশে দাফনের ইশারা ৩৬৬
৯২. আমীরুল মুমিনীনের জামা ৩৬৬
৯৩. সন্তানদেরকে গরিব অবস্থায় রেখে গেলেন ৩৬৬
৯৪. আমীরের চেহারা কিবলামুখী ৩৬৭
৯৫. ওমর যা করেছে তা আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি ৩৬৮
৯৬. ওমর (রহ) মারা গেছেন, বাঘ হিংস্র হয়ে গেছে ৩৬৮
৯৭. ওমরের চিঠি অগ্রাহ্য হবে না ৩৬৯
৯৮. ওমর (রহ)-এর প্রতি অভিযোগ ৩৭০
৯৯. সৎ আমল পরবর্তী বংশদেরকে উপকৃত করে ৩৭১
১০০.সে আল্লাহকে ধোঁকা দিয়েছে আল্লাহ তাকে তেমন করবেন ৩৭১
১০১.বন্দি ও রোমের বাদশাহ ৩৭২
১০২.সৎ লোকটি মারা গেছেন ৩৭৩
১০৩.মানুষের কান্না ৩৭৪

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন উসমান বিন আ'মির আল কোরাইশী.........আবু বকর বিন আবু কুহাফা আত্তাইমী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যিনি খোলাফায়ে রাশেদিনের প্রথম খলিফা ও জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর মধ্যে একজন। ইসলাম গ্রহণে তিনি ছিলেন অগ্রগামীদের একজন। যিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। দ্বীনের কাজে সম্পদ ব্যয়ে ও কষ্ট স্বীকারে তিনি কোনোরূপ কার্পণ্য করেননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল বিপদে পাশে থেকে তাঁর বিপদগুলো তিনি বীরের মতো প্রতিহত করেছেন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ তাআ'লা ইসলাম ও মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেছেন। আর তাঁকে দৃঢ় বিশ্বাস ও পরিপূর্ণ ঈমান দান করেছেন। তিনি মুসলমানদের অনুকরণীয় আদর্শবান লোকদের মধ্যমণি। সারা জীবন তিনি মুনাফিক ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন।

ঐতিহাসিক আমুল ফিলের আড়াই বছর পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ন্যায়নীতি ও সত্যবাদিতার মাঝে বেড়ে উঠেন আর তাই জুলুম, অত্যাচার সম্পর্কে তিনি জানতেন না। জাহিলী যুগের বর্বরতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি আরবীয় চরিত্রে আদর্শিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বন্ধুভাবাপন্ন, উত্তম সঙ্গী, ওয়াদাপূরণকারী। তাঁর মাঝে মায়া-মমতা ছিল ভরপুর। ইসলাম আগমনের পূর্বেই তিনি নিজের ওপর মদকে হারাম করেছিলেন। ধনীদের সাথে তাঁর ভাব ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ আর গরিবদের প্রতি তিনি ছিলেন খুবই দয়ালু। তিনি ছিলেন দানশীলতা ও আত্মত্যাগের উজ্জ্বল নক্ষত্র। নিজে খাওয়ার আগে গরিবদেরকে খেতে দিতেন। আরবদের নসবনামা সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। এ কারণে কোরাইশী যুবকরা আরবদের অতীত ইতিহাস ও নসবনামা জানার জন্যে তাঁর কাছে আসত।

তিনি নেতাদের নেতা ছিলেন। মর্যাদাগতভাবে তিনি ছিলেন সুউচ্চ। তাঁর কথা মানা হতো। তাছাড়াও তিনি তৎকালীন যুগে একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ছিলেন। স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাঁর ভালো জ্ঞান ছিল। আর এ কারণে মানুষ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে তাঁর কাছে আসত।

তিনি উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ও উঁচু বংশের লোক হওয়ার কারণে তাঁকে আতীক বলে ডাকা হতো। তাঁর জীবনে কলঙ্কময় কোনো অধ্যায় ছিল না। তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ছিলেন এবং সুন্দর ও উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল শুভ্র। শারীরিকভাবে তিনি হালকা-পাতলা ছিলেন এবং ডাবা চক্ষুবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর গালের হাড়গুলো হালকা গোস্তের আবরণে ঢাকা ছিল।

তিনি উঁচু কপালের অধিকারী ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি রাসূল -কে খুব বেশি ভালোবাসতেন।

হযরত আবু বকর কোনো রকম ইতস্ততা ব্যতীতই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ঈমানের চাদরকে তাঁর গায়ে খুব ভালোভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। দ্বীনের জন্যে তাঁর সকল মালকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাছাড়াও তিনি কাফের মুশরিকদের অত্যাচারের শিকার গরিব মুসলমান দাস দাসীকে ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। ইসলামের জন্যে তিনি কোরাইশদের অনেক অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। অত্যাচারের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে তিনি মক্কা ত্যাগ করতে চাইলেন। তখন তাঁকে আবু দুগানা তার আশ্রয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। অবশ্যই পরে তিনি আবু দুগানার আশ্রয় ত্যাগ করে শক্তিশালী রবের ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

রাসূল মিরাজ থেকে ফিরে আসার পর অনেক লোক তা বিশ্বাস করতে চায়নি এবং রাসূল -এর ব্যাপারে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেয়নি। কিন্তু হযরত আবু বকর সন্দেহাতীতভাবে রাসূল -এর মিরাজকে বিশ্বাস করেছেন এবং সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর তখন রাসূল তাঁকে 'সিদ্দিক' বলে অভিহিত করেন। হযরত আবু বকর রাসূল -এর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর মেয়েকে রাসূল -এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।

তিনি রাসূল -এর সাথে হিজরত করেছেন এবং কোরআনে বর্ণিত গুহার সেই দু'জনের একজন ছিলেন। রাসূল -এর সাথে সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিটি যুদ্ধে জানবাজি রেখে লড়ে গেছেন। রণাঙ্গনের এ লড়াই করতে গিয়ে তিনি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে প্রতিবারই আল্লাহর সাহায্য পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

রাতে নামাযের বিছানায় তাঁর সময় কাটত আর দিনে তিনি রোযা রেখে পার করতেন। মানুষের সাথে বিনম্র ব্যবহার করতেন এবং দুনিয়ার লোভ লালসা ও অর্থ-সম্পদ ত্যাগ করে চলতেন। শরীয়তের বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন এবং সাথে সাথে তা মেনে চলতেন। এমন কোনো ভালো কাজ নেই তিনি করেননি এবং এমন কোনো ভালো পথ নেই যে পথে তিনি চলেননি। আল্লাহর ভয়ে তিনি অধিক কান্নাকাটি করতেন। তিনি পুণ্যবান ও আল্লাহভীরু ছিলেন। যাকে রাসূল জাহান্নাম থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। সাথে সাথে এও বলেছেন যে, জান্নাতের প্রতিটি দরজা তাঁর জন্যে খোলা থাকবে। তিনি যে দরজা চান সে দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন।

www.nagorikpathagar.org

তাঁকে খেলাফতের দায়িত্ব দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করতে চাননি। অবশেষে হযরত ওমর তাঁর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেন। সাথে সাথে সকল মানুষ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই হযরত আবু বকর প্রথমে রোমের বিরুদ্ধে রাসূল -এর প্রেরিত ফেরত আসা সেই সৈন্যবাহিনীকে তাঁর নির্বাচিত নেতা হযরত উসামা বিন জায়েদকে প্রধান রেখে পুনরায় প্রেরণ করেন। রাসূল -এর ইন্তেকালের পর পরই আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম ত্যাগ করে পুনরায় তাদের ধর্মে ফিরে যেতে লাগল। খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর হযরত আবু বকর প্রথমেই এ বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। আবার অন্যকিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকার করে বসে। এতেকরে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। হযরত আবু বকর এক এক করে সবাইকে কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি সৈন্যদলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন এলাকা নির্ধারণ করে দিয়ে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রেরিত মুসলিম সৈন্যদের আক্রমণে মুরতাদ ও কাফেরদের এলাকাগুলোতে ভূমিকম্পন শুরু হয়ে গেল। মহান প্রভুর সাহায্যে একের পর এক এলাকা বিজয় হতে লাগল। হযরত আবু বকর সর্বপ্রথম কোরআনকে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন।

তিনি একজন সুভাষী বক্তা ছিলেন। খলিফাদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে সম্মানিত। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য দিয়ে তিনি সকল মানুষকে পিছনে ফেলে অগ্রগামী হয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ, সালাম প্রদান, নামাযের ইমামতি, খিলাফতের দায়িত্ব, বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহসহ সকল কর্মেই তিনি ছিলেন সবার আগে।

তাঁর নিকটে অধিকার গ্রহণের ব্যাপারে দুর্বল ব্যক্তিও অনেক শক্তিশালী আবার অত্যাচারী জালিম যে অন্যের প্রাপ্য আদায় করে দেয় না সে শক্তিশালী হলেও দুর্বল। বেশিরভাগ সময়ে তিনি হেঁটে হেঁটে চলতেন অথচ তাঁর অধীনস্থ কর্মকর্তারা আরোহী হয়ে চলতেন। তিনি ছাগীর দুধ দোহন করতেন অন্যদিকে শিশুরা তা পান করতে থাকত। তিনি সর্বমোট চারটি বিয়ে করেছিলেন। তাঁর মোট ছয়জন সন্তান ছিল।

তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সাধারণ মানুষের মতো। তবে মানুষ হিসেবে সবার নিকটে তিনি ছিলেন অনেক দামি। দুনিয়াতে তিনি রাসূল -এর সাথি ছিলেন। এমনকি কবরেও তাঁর পাশেই শুয়ে আছেন। তিনি হাউজে কাউসারে রাসূল -এর পাশে সাথি হয়ে বসবেন এবং বিচার দিনে তাঁর বন্ধু হয়ে থাকবেন।

হিজরী ১৩ সনে তিনি এ দুনিয়া ত্যাগ করে মহান রবের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে শ্রেষ্ঠমানবের পাশেই দাফন করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিধাহীন ইসলাম গ্রহণ

একদিন কিছু কথা কোরাইশদের মুখে মুখে রটছিল। যে কথাগুলো বলে তারা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কটাক্ষ করছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে গিয়ে খুব নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন- হে মুহাম্মদ! আপনি কোরাইশদের প্রভুদেরকে ত্যাগ করেছেন এবং তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন এ কথাগুলো কি সত্য?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর নবী ও রাসূল। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি তাঁর রিসালাতকে পৌছে দিই। আর আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে ডাকছি, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তা সত্য। আবু বকর! আমি তোমাকে শরীকবিহীন এক আল্লাহর দিকে আহ্বান করছি, তুমি তাঁর ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না এবং সর্বদা তাঁর আনুগত্য কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা শেষ হবার সাথে সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোনো প্রকার ইতস্ততা করা ব্যতীতই ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] কেননা তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সত্যবাদীতা ও উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন। যা তাঁকে মানুষের ব্যাপারেও কোনো প্রকার মিথ্যা বলা থেকে মুক্ত রাখত তাহলে তিনি কীভাবে আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই বলতেন, আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান করেছি প্রত্যেকেই ইতস্ততা করেছিল, তবে আবু বকর ব্যতীত। সে ইসলাম গ্রহণে সামান্য সময়ও দেরি করেনি আর কোনো প্রকার ইতস্ততাও করেনি।[২]

তিনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে সত্যই বলেছেন

দুপুর বেলা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম শরীফে বসেছিলেন। তাসবীহ ও জিকিরে তাঁর মুখে সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছিল। এমন সময় আল্লাহর শত্রু আবু জাহেল অহেতুক ঘর থেকে বের হয়ে কা'বার পাশে ঘুরছিল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে অহংকার ও দম্ভের সাথে উচ্চ আওয়াজে জিজ্ঞেস করল- মুহাম্মদ! নতুন কোনো খবর আছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে এ রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছে।

আবু জাহেল হেসে উঠে বলল: কোথায়?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বায়তুল মুকাদ্দাস।

এ কথা শুনে আবু জাহেল হাসি থামিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরো কাছে গিয়ে ঠাট্টার সাথে বলল, তোমাকে এ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস ভ্রমণ করানো হয়েছে

---

[১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ২৭-২৮।

[২] আসসিরাতুন নববিয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, ২৫।

www.nagorikpathagar.org

আর আমাদের মাঝেই তুমি সকাল কাটাচ্ছ! (অর্থাৎ মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস দূরত্ব, যা এক রাতে অতিক্রম করা সম্ভব নয়)।

তারপর আবু জাহেল মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল- মুহাম্মদ! আমি যদি মানুষকে একত্রিত করি তাহলে কি তুমি আমার কাছে যা বলেছ তা তাদের কাছে বলবে তো? তিনি বললেন, হ্যাঁ........আমি তাদেরকেও বলব।

আবু জাহেল মনের সুখে মানুষ জমা করতে লাগল আর রাসূল ﷺ যা বলেছেন তা শুনাতে লাগল। এমন কথা শুনে মানুষ অবাক হয়ে একত্রিত হতে লাগল। তারা ধারণা করতে লাগল এটি তুচ্ছ, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। এদের মধ্য থেকে একলোক গিয়ে আবু বকর (রা.)-কে এ কথাটি জানাল। তার ইচ্ছা ছিল এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ-কে অস্বীকার করবেন এবং তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করবেন, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর কথা শুনে বললেন, তিনি যদি তা বলে থাকেন তাহলে সত্য বলেছেন।

এরপর বললেন, তোমার জন্যে ধ্বংস! এর থেকে দূরবর্তী বিষয়ে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি। সকাল সন্ধ্যা আসমান থেকে আগত অহীর ব্যাপারে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি...........আর আমি কি বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁর ভ্রমণের ব্যাপারে বিশ্বাস করব না?

এরপর তিনি তাদেরকে রেখে রাসূল ﷺ ও মানুষের অবস্থানের দিকে ছুটে গেলেন। রাসূল ﷺ কিছু বলার পর পরই হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, আপনি সত্য বলেছেন.........আপনি সত্য বলেছেন। আর তাই সেদিন থেকে রাসূল ﷺ তাঁর নাম রেখেছেন 'সিদ্দিক' (সত্যায়নকারী/বিশ্বাসী)।[৩]

একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন

একদিন হযরত আবু বকর (রা.) একটি স্বপ্ন দেখলেন। তখন তিনি সিরিয়ায় ছিলেন। স্বপ্নের সমাধান জানতে তিনি এক পাদ্রীর কাছে আসলেন।

পাদ্রী তাঁকে বললেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

তিনি বললেন, মক্কা থেকে।

পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন গোত্রের?

তিনি বললেন, কোরাইশ গোত্রের।

পাদ্রী আবার জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী কর?

তিনি বললেন, ব্যবসা।

---

[৩] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ১১৩।

www.nagorikpathagar.org

এরপর পাদ্রী বললেন, যদি আল্লাহ তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেন। তাহলে তিনি তোমার সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে এমন একজন নবী পাঠাবেন যার জীবদ্দশায় তুমি তাঁর সাহায্যকারী হবে এবং তাঁর মরণের পর তুমি তাঁর খলিফা নির্বাচিত হবে। পাদ্রীর মুখ থেকে এমন কথা শুনে হযরত আবু বকর মনে মনে খুবই খুশি হলেন।[৪]

আল্লাহ তার চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন

আবু বকর রাসূল -এর সাথে বসা ছিলেন। ঠিক সেই সময় আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল এক খণ্ড পাথর নিয়ে তাঁদের কাছে আসল। তার ইচ্ছা ছিল সে তা রাসূল -কে মারবে। কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তার চোখ অন্ধ করে দিলেন। সে রাসূল -কে দেখতে পায়নি।

সে আবু বকর -এর কাছে এসে বলল, তোমার ওই সাথি কোথায়? সে নাকি আমাদের নামে দুর্নাম করে। আল্লাহর কসম, যদি আমি তাকে পাই তবে তাকে এ পাথর দ্বারা আঘাত করব। রাসূল - কে দেখতে না পেয়ে যখন মহিলাটি চলে যেতে লাগল তখন আবু বকর রাসূল -কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি?

রাসূল বললেন, না, সে আমাকে দেখতে পায়নি।[৫]

তোমার বন্ধু আক্রান্ত হয়েছে

আবু বকর! তোমার বন্ধু আক্রান্ত হয়েছে............ ।

এ কথা শুনার সাথে সাথে হযরত আবু বকর খালি মাথায় বায়তুল্লাহর দিকে ছুটে গেলেন। বাতাসে তাঁর চুলগুলো উড়ছিল। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন মুশরিকরা রাসূল -কে মাটিতে ফেলে ঘুষি, লাথি মারছিল। তারা বলছিল, তুমি আমাদের বহু খোদাকে এক খোদায় পরিণত করেছ।

এ অবস্থা দেখে হযরত আবু বকর রাসূল -কে বাঁচাতে নিজেকে সঁপে দিলেন। তিনি তাদের আঘাতগুলো প্রতিহত করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, তোমাদের জন্যে ধ্বংস! তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ, যিনি বলছেন, তাঁর প্রভু আল্লাহ এবং তিনি তোমাদের জন্যে এ ব্যাপারে প্রমাণও নিয়ে এসেছেন?[৬]

---

[৪] আল খুলাফাউর রাশিদীন, পৃ. ৩৪।

[৫] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃ.।

[৬] আল মাজমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আলী এ ঘটনা বর্ণনা করার সময় তাঁর পাশে থাকা লোকদেরকে বললেন, তোমাদেরকে শপথ দিয়ে বলছি, ফেরাউনের পরিবারের কোনো ব্যক্তি উত্তম, না আবু বকর উত্তম?

তাঁর প্রশ্নে সকলে চুপ করে রইল।

তিনি আবার বললেন, তোমরা উত্তর দিবে না? আল্লাহর শপথ! আবু বকরের এক মুহূর্ত ফেরাউনের পরিবারের কোনো মুমিনের পূর্ণ পৃথিবীসম পুণ্যের থেকেও উত্তম। ওই লোক তো তার ঈমানকে গোপন রেখেছেন। আর এ লোক তো তাঁর ঈমানকে প্রকাশ করেছেন।[৭]

ত্বালহার ইসলাম গ্রহণ ও হযরত আবু বকর

হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করার পর দারুন নদওয়ায় কোরাইশের নেতারা একত্রিত হয়। তখন তারা বিষাক্ত বিচ্ছুর ন্যায় রাগে ফুঁসছিল। তারা হযরত আবু বকর সিদ্দিকের ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগল।

তারা বলল, তোমরা একজন লোক নির্ধারণ কর, যে তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসে আমাদের প্রভুদের দিকে আহ্বান করবে। সবার পরামর্শে তারা হযরত ত্বালহা বিন উবাইদুল্লাহকে তাঁর কাছে পাঠাল।

তিনি হযরত আবু বকরকে সভায় নিয়ে আসলেন।

হযরত ত্বালহা তাঁকে বললেন, আবু বকর! আমাদের দলে আস।

তিনি বললেন, তুমি আমাকে কোন দিকে আহ্বান করছ?

হযরত ত্বালহা বললেন, আমি তোমাকে লাত ও উজ্জার ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি।

তিনি বললেন, লাত কে?

হযরত ত্বালহা বললেন, আল্লাহর মেয়ে।

তিনি বললেন, তাহলে তার মা কে?

এ প্রশ্নে হযরত ত্বালহা চুপ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ থেকে কোনো উত্তর আসল না।

হযরত ত্বালহার সাথে থাকা লোকদেরকে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সাথিকে উত্তর দাও।

তারাও কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ হয়ে গেল।

হযরত ত্বালহা তাদের দিকে তাকিয়ে অনেক্ষণ দীর্ঘ সময় করতে লাগলেন, কিন্তু তাদের থেকে কোনো উত্তর এলো না।

---

[৭] আল মাজমা, ৯ম খণ্ড, ৪৭৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন তিনি আবার হযরত আবু বকরকে ডেকে বললেন, আবু বকর! দাঁড়াও, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।

এরপর হযরত আবু বকর হযরত ত্বালহার হাত ধরে রাসূল -এর কাছে নিয়ে গেলেন।[৮]

হযরত আবু বকর অন্যের আশ্রয় ফিরিয়ে দিলেন

রাত কেটে সকাল হচ্ছিল। ধীরে ধীরে চারদিকে অন্ধকার কেটে আলোকিত হতে লাগল। অন্যদিকে হযরত আবু বকর তাঁর আসবাবপত্র সব গুছিয়ে নিলেন। তারপর তা কাঁধে ফেলে রওয়ানা করলেন।

তিনি তাঁর ঈমান বাঁচানোর জন্যে মক্কা ছেড়ে হাবশার উদ্দেশে রওনা দিলেন। এ দূরের পথে তাঁর সাথি ছিল পূর্ণ ঈমানে ভরপুর অন্তর। চলতে চলতে তিনি বারকুল গমাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন। যেটি ইয়ামানের একটি অঞ্চল। সেখানে ইবনে দুগুনার সাথে তাঁর দেখা হয়। ইবনে দুগুনাহ সে সময়ের বিশিষ্ট নেতাদের একজন।

সে তাঁকে বলল, আবু বকর! তুমি কোথায় যাচ্ছ?

আবু বকর খুব নরম স্বরে বললেন, আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে বের করে দিয়েছে। আর তাই আমি জমিনে ঘুরাফিরা করব আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব।

তখন ইবনে দুগুনাহ হতাশার সাথে মাথা নেড়ে বলল, আবু বকর! তোমার মতো লোক চলে যাওয়ার মতোও নয় তাড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়! নিশ্চয়ই তুমি গরিবদেরকে খাদ্য খেতে দাও, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, অন্যের বোঝা বহন কর, দুর্বলদের সহযোগিতা কর এবং সত্যের পথে সহযোগিতা কর। আমি তোমাকে আশ্রয় দিলাম, যাও তোমার নিজের ভূমিতে গিয়ে তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।

তার কথামতো হযরত আবু বকর আবার মক্কায় ফিরে আসেন।

আবু দুগুনা মক্কার বিশিষ্ট নেতাদের গিয়ে বলল, আবু বকরের মতো লোক চলে যেতে পারে না, আর সে তাড়িয়ে দেওয়ার মতোও নয়। সে গরিবদেরকে খাদ্য খেতে দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, অন্যের বোঝা বহন করে, দুর্বলদের সহযোগিতা করে এবং সত্যের পথে সহযোগিতা করে।

তখন কোরাইশরা আবু দুগুনার কথা মেনে নিলেন।

তারা তাকে বলল, আবু বকরকে বল, সে যেন তার ঘরে ইবাদত করে, সে সেখানে নামায আদায় করবে আর যত ইচ্ছে কোরআন পাঠ করবে। তবে এ

---

[৮] উয়ূনুল আখবার, ২য় খণ্ড, ১৯৮,১৯৯।

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপারে আমাদেরকে কষ্ট দিবে না এবং এ কাজগুলো প্রকাশ্যে করবে না। কেননা আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের ব্যাপারে তার ফেতনার আশঙ্কা করছি।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের কথামতো নিজের ঘরে মহান প্রভুর ইবাদত করতে লাগলেন এবং ঘরের ভেতরে চুপিসারে নামায পড়তেন আর ঘরের বাইরে কোথাও কোরআন তেলাওয়াত করতেন না, কিন্তু তিনি বেশিদিন গোপনে ইবাদত করতে পারলেন না; বরং ঈমানের আলোতে চারদিক আলোকিত করতে চাইলেন। তিনি তাঁর ঘরের আঙিনায় একটি নামাযের জায়গা তৈরি করেন। সেখানে তিনি নামায আদায় করতেন ও কোরআন তেলাওয়াত করতেন। তাঁর ইবাদতের দৃশ্য দেখার জন্যে মুশরিকদের মহিলা ও শিশুরা ভিড় করত। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অধিক ক্রন্দনকারী ছিলেন। কোরআন তেলাওয়াতের সময় তিনি কান্না ধরে রাখতে পারতেন না। এ ব্যাপারটি কোরাইশদেরকে পুনরায় উদ্বিগ্ন করতে লাগল। তখন তারা এর সমাধানের জন্যে ইবনে দুগুনার কাছে লোক পাঠায়।

তারা বলল, আমরা আবু বকরকে শুধু ঘরের ভেতরে ইবাদত করার শর্তে তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করছিলাম, কিন্তু সে শর্ত ভঙ্গ করে নিজের আঙিনায় একটি নামাযের জায়গা বানিয়ে প্রকাশ্যে নামায ও কোরআন তেলাওয়াত করছে। আমরা আমাদের নারী ও সন্তানদের ব্যাপারে তার ফিতনার ভয় করছি। যদি তুমি পার তাকে নিয়ন্ত্রণ কর আর না হয় তার থেকে তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে নাও।

ইবনে দুগুনা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে শান্তভাবে বসল। সে তাঁকে বলল, তুমি এ ব্যাপারে ভালোভাবে জান। যদি তুমি চাও তাহলে শর্তের ভেতরে অবস্থান কর আর না হয় আমার আশ্রয় ফিরিয়ে দাও। কেননা আমি শুনতে চাই না আরবরা বলবে যে, আমি এক লোককে আশ্রয় দিয়ে শর্ত ভঙ্গ করেছি।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দৃঢ় মনোবল নিয়ে বললেন, আমি তোমাকে তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে দিলাম এবং আল্লাহর আশ্রয়ে থাকার ওপর সন্তুষ্ট হলাম।[১]

হযরত আবু বকরের মায়ের ইসলাম গ্রহণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের জন্যে ঘরে থাকা মুশকিল হয়ে গেল। দুনিয়া তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গেল। তাঁরা মাত্র তিরাশি জন লোক ছিলেন। তাদের মূলে ছিলেন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। যিনি সর্বদা সত্য বাণী প্রচারের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী হয়ে প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে বায়তুল্লাহর চত্বরে যেতে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর আমরা তো সংখ্যায় খুবই কম।

---

[১] আস সিরাতুন নববিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, ৯৩।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু হযরত আবু বকর -এর বার বার অনুরোধ করার কারণে রাসূল প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে বের হলেন। মুসলমানগণ প্রকাশ্যে কা'বা শরীফের পাশে ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। প্রত্যেকে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকটে গেল।

হযরত আবু বকর মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন। আর রাসূল তাঁর পাশেই বসা ছিলেন। হযরত আবু বকরকে বক্তৃতা দিতে দেখে মুশরিকদের মাথায় আগুন ধরে গেল। তারা রাসূল ও হযরত আবু বকরসহ সকল মুসলমানের ওপর হামলা করে বসে। তারা মুসলমানদেরকে আঘাতে আঘাতে মারাত্মক জখম করে দিল এবং তাদের হাত, পা দিয়ে আঘাত করে রাগের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ করল। এমনকি মুসলমানদের অনেকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেল। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর মারাত্মকভাবে আহত হন।

বনু তাইম গোত্রের লোকেরা হযরত আবু বকর -কে একটি কাপড় জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না।

এতে বনু তাইমের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে কা'বার প্রাঙ্গণে ছুটে এসে বলল, যদি আবু বকর মারা যায় আমরা অবশ্যই উতবা বিন রবীআকে হত্যা করব।

এরপর তারা হযরত আবু বকর -এর সাথে কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু হযরত আবু বকরের জ্ঞান তখনো ফিরেনি। তাঁর থেকে তারা কোনো সাড়া পেল না। দিনের শেষে তাঁর মুখ খোলে। এ করুণ অবস্থায় তাঁর প্রথম কথা ছিল.....রাসূল -এর কি অবস্থা?

তাঁর মুখে রাসূল -এর কথা শুনে বনূ তাইম গোত্রের লোকেরা খুবই রাগান্বিত হলো।

তারা তাঁর মাকে এ বলে চলে যেতে লাগল........ দেখ তাকে কি কিছু খাওয়াবে না শুধু পান করাবে..... ।

এরপর তারা আবু বকর -এর এ কাজে আশ্চর্য হয়ে কপালে হাত রেখে ফিরে যেতে লাগল।

কিন্তু হযরত আবু বকর এ কথাই বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন।

তখন তাঁর মা উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের কাছে রাসূল -এর সম্পর্কে জানতে গেলেন।

পরে উম্মে জামিল এসে তাঁকে বললেন, তিনি ভালোই আছেন।

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর -এর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল এবং তাঁর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এরপর তিনি চিৎকার করে বললেন, কোথায় তিনি?

তাঁর মা বললেন, তিনি দারে ইবনে আবুল আরকামে আছেন।

www.nagorikpathagar.org

এতে তাঁর চোখেমুখে খুশির ছাপ ফুটে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল ﷺ-এর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কোনো প্রকার খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করব না।

হযরত আবু বকর (রা.) রাসূল ﷺ-এর কাছে যাওয়ার জন্যে মাটিতে পা রাখলেন, কিন্তু প্রচণ্ড ব্যথার কারণে হাঁটতে পারছিলেন না। তাই তিনি তাঁর মায়ের ও উম্মে জামিলের কাঁধে ভর দিয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে গেলেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে দেখে অধোমুখী হয়ে চুমু খেলেন। রাসূল ﷺ-এর সাথে থাকা অন্যান্য মুসলমানগণও তেমনি করলেন। তিনি তাঁর প্রতি খুবই সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক! আমার কোনো সমস্যা হয়নি; বরং ফাসেকরা আমাকে মেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে........ এ হচ্ছেন সন্তানদরদি আমার মা আর আপনি হচ্ছেন বরকতময়। সুতরাং আপনি তাঁকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করুন এবং তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। হতে পারে আল্লাহ তাআ'লা আপনার দ্বারা তাঁকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দিবেন।

রাসূল ﷺ আবু বকর (রা.)-এর মায়ের জন্যে দোয়া করলেন। রাসূল ﷺ-এর দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন এবং তাঁকে হেদায়েত দান করেছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।[১০]

সফর সঙ্গী, হে আল্লাহর রাসূল

এক তীব্র গরমের দিনে সূর্য তার তীব্র তাপ দিয়ে মক্কা নগরীকে উত্তপ্ত করছিল। মানুষ তাপের তীব্রতা নিয়ে বলাবলি করছিল। এ তীব্র গরমের দিনে ঠিক দুপুরে যখন উত্তপ্ত বালি পায়ের চামড়া ঝলসে দিচ্ছিল তখন রাসূল ﷺ খুব দ্রুততার সাথে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে রওনা দিলেন। রাসূল ﷺ স্বাভাবিকভাবে সকাল বা সন্ধ্যা ব্যতীত অন্য সময়ে আবু বকর (রা.)-এর কাছে যেতেন না। আল্লাহ হিজরতের অনুমতি দেওয়া পর্যন্ত এমনি চলছিল।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর দৃষ্টি যখন তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসূল ﷺ-এর ওপর গিয়ে পড়ল, তিনি বুঝতে পারলেন যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজেই রাসূল ﷺ এ তীব্র গরমের ভেতরে তাঁর কাছে এসেছেন।

রাসূল ﷺ ঘরে প্রবেশ করলে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে বসতে দিলেন। রাসূল ﷺ বসলেন, তখন হযরত আয়েশা ও হযরত আসমা (রাদিআল্লাহু আনহা) ব্যতীত হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে কেউ ছিল না।

রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, তোমার কাছে যারা আছে তাদেরকে আমার থেকে দূরে নিয়ে যাও।

---

[১০] হায়াতুস সাহাবা, ১ম খণ্ড, ২৭৩।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা আমার কন্যা। আমার পিতামাতা আপনার জন্যে উৎসর্গিত, কি হয়েছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আমাকে মক্কা থেকে বের হওয়ার ও হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন।

তিনি তখন অশ্রু ঝরা চোখে বললেন, সফর সঙ্গী......... হে আল্লাহর রাসূল! হিজরতে আপনার সফর সঙ্গী হতে চাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সফর সঙ্গী, আবু বকর!

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, সেদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কান্না দেখার আগে আমরা জানতাম না যে, কেউ অধিক খুশি হলেও কাঁদে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পূর্ণ সম্পদ পাঁচ হাজার দেরহাম নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে হিজরতে রওনা দেন।

তখন তাঁর বৃদ্ধ দৃষ্টিহীন পিতা আবু কুহাফা এসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে সব মাল নিয়ে যেতে দেখছি।

তাঁকে চুপ রাখতে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, না; বরং তিনি আমাদের জন্যে অনেক কল্যাণ রেখে গেছেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যে ঘরে অর্থ সম্পদ রাখতেন সে ঘরে তিনি একটি ব্যাগে কিছু পাথর রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর তাঁর দাদাকে নিয়ে গিয়ে বললেন, দাদা! এ সম্পদের ওপর হাত রেখে দেখুন।

তখন তাঁর দাদা তাতে হাত রেখে খুশি হয়ে বললেন, কোনো সমস্যা নেই, সে তোমাদের জন্য এগুলো রেখে ভালো করেছে। এতে তোমাদের চলবে।

হযরত আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি কিছুই রেখে যাননি, কিন্তু বৃদ্ধ লোকটিকে চুপ রাখতে আমি এ কাজ করছি।[১১]

রোম পরাজয় বরণ করেছে

তীব্র যুদ্ধ চলছিল, ঘোড়ার পদাঘাতে চারদিকে বালু আর বালু উড়ছিল। চারদিকে তরবারির আঘাতের ঝন্‌ঝন্‌ ধ্বনি শুনা যাচ্ছিল। অন্যদিকে সূর্যের তাপে মনে হয় সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এরই মধ্যে মক্কায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার দিয়ে ঘোষিত হতে লাগল যে, পারস্যরা রোমদের ওপর বিজয় লাভ করেছে।

মুশরিকদের খুশির সীমা নেই। কেননা পারস্যরা কিতাবের অনুসারী নয়; বরং তাদের মতো মুশরিক। আর তাই মক্কার মুশরিকরা কামনা করত পারস্যরা বিজয় লাভ করুক। অন্যদিকে রোমরা আহলে কিতাব হওয়ার কারণে মুসলমানগণ চাইতেন রোম বিজয় লাভ করুক।

---

[১১] আস সিরাতুন নবী লি ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ১০৮-১১৩, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ১৭৯।

www.nagorikpathagar.org

এ ঘটনার পর মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিতে আল্লাহ তাআ'লা আয়াত নাযিল করলেন......

الٓمٓ

غُلِبَتِ ٱلرُّومُ

فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

অর্থ : আলিফ-লাম-মীম। রোমেরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী এলাকায় আর তারা তাদের পরাজয়ের পর অতিশীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র-পশ্চাতের কাজ আল্লাহর হাতেই। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ আয়াতটি মক্কার ওলিতে-গলিতে বার বার পাঠ করে শুনাচ্ছিলেন।

আয়াত শুনে মুশরিকরা বলল, আবু বকর! তোমার বন্ধু বলেছে, রোম কয়েক বছরের মধ্যে পারস্যের ওপর বিজয় লাভ করবে!

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তিনি সত্য বলেছেন।

তারা বলল, তুমি কি আমাদের সাথে বাজি ধরবা?

তারা সাত বছরের চুক্তিতে চারটি শক্তিশালী উটের ওপর বাজি ধরে। (এটি বাজি হারাম হওয়ার পূর্বের ঘটনা)। ওদিকে সাত বছর চলে গেছে কিন্তু অবস্থার কোনো পরিবর্তন না হওয়ায় মুশরিকরা খুব আনন্দিত হলো। বিষয়টি মুসলমানদের মনে খুবই আঘাত করল।

তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে (بِضْعِ سِنِينَ) 'কয়েক বছর' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের নিকট (بِضْعِ سِنِينَ) কয় বছর?

তারা বললেন, দশ বছরের কম।

তিনি বললেন, তোমরা তাদের কাছে গিয়ে আরো দু'বছর বৃদ্ধি করে নাও। (অর্থাৎ সাত বছরের সাথে দু'বছর মোট নয় বছর। যা দশ বছরের কম। কেননা আরবরা بِضْعٌ শব্দটি তিন থেকে নয় সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহার করত।)

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের কাছে গিয়ে দু'বছর বৃদ্ধি করে নিলেন। এরপর দু'বছর না পার হতেই এক অশ্বারোহী এসে রোমদের বিজয়ের সংবাদ দিল। [১২]

---

[১২] আদ্দুররুল মানছুর, ২য় খণ্ড, ২৮৯।

www.nagorikpathagar.org

আবু বকরের এক রাত
ওমরের পরিবার-পরিজন থেকেও উত্তম

একদিন ভোরবেলা মানুষেরা বসে কথাবার্তা বলছিল। তারা হযরত আবু বকর ও ওমর কে নিয়ে বিতর্ক করছিল। তাদের কেউ আবু বকর -কে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করছিল আবার কেউ ওমর -কে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করছিল। কথাটি নিয়ে অনেক বিতর্ক চলছিল। শেষ পর্যন্ত কথাটি হযরত ওমর -এর কানে গেল।

তিনি শুনে বললেন, আল্লাহর শপথ! আবু বকরের এক দিন ওমরের পুরো পরিবার থেকেও উত্তম। আবু বকরের এক রাত ওমরের পুরো পরিবারের থেকেও উত্তম। (অর্থাৎ আবু বকর শুধু ওমর থেকে উত্তম-ই না; বরং আবু বকরের একদিন ওমরের পুরো পরিবার থেকেও উত্তম।)

এ কথা বলার পর হযরত ওমর এর প্রমাণে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন......

এক রাতে রাসূল গারে হেরাতে রওনা করলেন। হযরত আবু বকর তাঁর সাথে ছিলেন। চলার পথে তিনি কখনো রাসূল -এর সাথে হাঁটছিলেন আবার কখনো রাসূল -এর পিছনে হাঁটছিলেন। বিষয়টি রাসূল -এর নযরে পড়ল।

আর তাই তিনি বললেন, আবু বকর! তোমার কি হয়েছে, তুমি কিছুক্ষণ আমার সাথে হাঁটছ আবার কিছুক্ষণ আমার পিছনে হাঁটছ?

তখন হযরত আবু বকর খুব চিন্তিত মনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি দেখছি কেউ আপনার পিছু নিয়েছে কিনা তাই আপনার পিছে পিছে হাঁটছি। আবার দেখছি কেউ সম্মুখে আপনার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে কিনা তাই আপনার সাথে হাঁটছি।

রাসূল বললেন, যদি ক্ষতিকারক কিছু থেকে থাকে তাহলে তা আমাকে আক্রান্ত না করে তোমাকে করুক, তুমি তাই চাচ্ছ?

আবু বকর বললেন, হ্যাঁ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করছে তাঁর শপথ করে বলছি। যখন তাঁরা গুহার মুখে গিয়ে পৌছলেন তখন হযরত আবু বকর রাসূল -কে সতর্ক করে বললেন, আপনি দাঁড়ান! আমি গুহায় প্রথমে প্রবেশ করি, যদি সেখানে কোনো সাপ বা ক্ষতিকারক কিছু থাকে তাহলে তা আমাকে আক্রমণ করবে।

এ কথা বলে আবু বকর গুহায় প্রবেশ করলেন। তিনি তাঁর হাত দ্বারা স্পর্শ করে গুহার ভেতরে গর্তের মুখ খুঁজতে শুরু করলেন এবং গুহার ভেতরে যত গর্ত পেয়েছেন প্রতিটিকে তাঁর পরিহিত গায়ের কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দিলেন, কিন্তু অবশেষে একটি গর্ত রয়ে গেল এবং সেটির মুখ বন্ধ করার জন্যে কোনো কাপড়

www.nagorikpathagar.org

পেলেন না। আর তাই তিনি নিজের পা দিয়ে সে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলেন। এরপর নবী করীম প্রবেশ করলেন।

রাত কেটে যখন সকাল হলো এবং চারদিক ধীরে ধীরে আলোকিত হতে লাগল। রাসূল আবু বকর -এর দিকে তাকিয়ে দেখলেন তাঁর গায়ে কোনো কাপড় নেই।

তিনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তোমার কাপড় কোথায়?

তখন তিনি রাতের সে ঘটনা বর্ণনা করলেন।

ঘটনাটি শুনার পরে রাসূল হাত উঁচু করে দোয়া করলেন- হে আল্লাহ! আবু বকরকে কিয়ামতের দিন আমার সাথে রেখো।

পরে আল্লাহ তাআ'লা রাসূল -এর দোয়া কবুলের কথা অহী নাযিল করে জানিয়ে দিলেন।

তারপর হযরত ওমর বিন খাত্তাব বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলি, সে রাতটি ওমরের পরিবার পরিজন থেকেও উত্তম।[১৩]

সাপের গর্ত

রাসূল ও তাঁর হিজরতের সঙ্গী রাতের আঁধারে গুহার ভেতরে লুকিয়ে আছেন। ওদিকে দীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দেওয়ার কারণে রাসূল -এর ক্লান্তি চলে আসে। তাঁর চোখে ঘুমের জোয়ার নেমে আসে। তাই তিনি হযরত আবু বকর -এর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। অন্যদিকে হযরত আবু বকর যে পা দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন সে পায়ে সাপে দংশন করে। এতে তাঁর শরীরে সাপের বিষ ছড়িয়ে পড়ে। বিষের যন্ত্রণা ধীরে ধীরে তীব্র থেকে তীব্র হতে লাগল, কিন্তু রাসূল -এর ঘুম ভেঙ্গে যাবে এ ভয়ে তিনি নড়াচড়া করছিলেন না। ব্যথায় তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। সে ঝরা অশ্রুর এক ফোঁটা গিয়ে রাসূল -এর পবিত্র চেহারার ওপর পড়ল। এতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

তিনি বললেন, আবু বকর! তোমার কি হয়েছে?

হযরত আবু বকর ব্যথায় কাতর অবস্থায় বললেন, আমাকে সাপে দংশন করেছে..........আপনার জন্যে আমার পিতামাতা উৎসর্গিত হোক।

এ কথা শুনে রাসূল তাঁর লালা মোবারক নিয়ে ক্ষতস্থানে মেখে দিলেন। এতে তাঁর ব্যথা এমনভাবে দূর হয়ে গেল মনে হয় যেন তাঁকে কখনো সাপে দংশন করেনি।

রাসূল -এর ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর -এর পায়ে সেই বিষের ব্যথা পুনরায় শুরু হয়।[১৪]

---

[১৩] আল বিদায়া ওয়ান নিয়াহা, ৩য় খণ্ড, ১৮০পৃ।

www.nagorikpathagar.org

চিন্তা করো না আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন

মক্কার কাফের মুশরিকরা রাসূল ﷺ ও তাঁর হিজরতের সাথিকে খুঁজে বের করতে পাগলা কুকুরের মতো ছুটতে লাগল। এমন কোনো পাহাড় নেই যেখানে তারা উঠেনি, এমন কোনো গুহা নেই যেখানে তারা ঢুকেনি। শেষ পর্যন্ত তারা ছাওর পর্বতে এসে পৌঁছে। তারা সে গুহার মুখে চলে এসেছে যে গুহায় রাসূল ﷺ ও তাঁর হিজরতের সাথি লুকিয়ে ছিলেন।

হযরত আবু বকর ؓ তাঁদের দেখে কেঁপে উঠলেন এবং খুবই চিন্তিত হলেন যে, না জানি রাসূল ﷺ আক্রান্ত হয়ে যান। তখন রাসূল ﷺ তাঁর চিন্তা কমাতে তাঁর কানে কানে বললেন, চিন্তা করো না আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন।

হযরত আবু বকর ؓ ভীত স্বরে বললেন, যদি তারা তাদের পায়ের নিচের দিকে তাকায় তাহলে আমাদের দু'জনকে দেখতে পাবে।

রাসূল এর জবাবে বললেন, তোমার ধারণা আমরা দু'জন, আল্লাহ্ এ দু'জনের তৃতীয়জন।

এরপর রাসূল ﷺ নামায পড়তে শুরু করলেন এবং দোয়া করতে লাগলেন।

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য করেছিলেন, যখন কাফেররা তাকে বের করে দিয়েছিল, তিনি গুহায় অবস্থানকারী দু'জনের একজন ছিলেন। তিনি তাঁর সাথিকে বলেছিলেন চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং তার সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কাফেরদের মাথা নিচু করে দিলেন আর আল্লাহ্র কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা : ৪০)[১৫]

---

[১৪] মিসকাতুল মাসাবিহ, ৩য় খণ্ড।

[১৫] আসসিয়ারুন নুবুয়্যাহ্, ২য় খণ্ড, ১০৮পৃ।

www.nagorikpathagar.org

মদিনার পথে

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ভাড়াকৃত পথপ্রদর্শনকারী আব্দুল্লাহ বিন উরাইত মদিনা যাওয়ার জন্যে এমন একটি পথ ধরলেন যে পথে স্বাভাবিকভাবে মানুষ চলাচল করে না। পথটি সাগরের কাছাকাছি ছিল সফরকারীরাও এ পথে ততটা আসা যাওয়া করত না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন পরিচিত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর চুলে শুভ্রতা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা তখনো তাঁর রাসূলের চুলে শুভ্রতা প্রকাশ করেননি। হযরত আবু বকর ব্যবসায়ী হিসেবে অনেকে চিনতেন। তাই পথে পরিচিত মানুষেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করত- আবু বকর! তোমার সাথে এ ব্যক্তি কে? তখন তিনি বলতেন, আমার পথ প্রদর্শক।

তারা মনে করত মরুর পথ প্রদর্শক, কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উদ্দেশ্য ছিল- জান্নাতের পথ প্রদর্শক, হেদায়েতের প্রদর্শক।[১৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দুধ দিলেন

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে একটি স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি দেখেছি দুধ ভর্তি একটি পাত্র আমাকে দেওয়া হলো। আমি তা থেকে তৃপ্তিসহ পান করেছি। আমার কাছে মনে হলো, দুধ আমার রগ ও রক্ত-মাংসে পৌঁছে গেছে। তারপরেও কিছু দুধ বাকি রয়ে গেল। আমি তা আবু বকরকে পান করতে দিলাম। তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন, এটা হলো জ্ঞান, যা আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে দান করেছেন। আপনি পরিপূর্ণতা লাভ করার পর বাকি অংশ আবু বকরকে দিয়েছেন।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা ঠিক বলেছ।[১৭]

দুই বন্ধুর পথ চলা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার উদ্দেশে পথ চলছিলেন, কিন্তু মদিনার পথ ছিল অনেক দূরের, পথ চলতে চলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্লান্তি চলে আসে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন। আর তাই তিনি মরুর মাঝে দৃষ্টি প্রসারিত করে বিশ্রাম নেওয়ার মতো জায়গা খুঁজছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে একটি বড় পাথর পেলেন, যে পাথরের ছায়া পড়েছে। তিনি দ্রুত পাথরটির কাছে গিয়ে জায়গাটি বিশ্রাম নেওয়ার উপযোগী করলেন। তারপর

---

[১৬] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন লিল আতফাল, ৩১পৃ.।

[১৭] আল ইহসান ফী তাকবীরে ইবনে হিব্বান, ১৫/২৬৯।

www.nagorikpathagar.org

সেখানে নিজের কাপড় বিছিয়ে দিলেন যাতেকরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাতে পারেন। এমন সময় এক রাখাল ওই পাথরের কাছে বিশ্রাম নিতে এগিয়ে আসছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে এদিকে আসা থেকে বিরত রাখেন এবং তার থেকে সামান্য পরিমাণ দুধও সংগ্রহ করেন। এরপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম ভাঙার অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘুম ভাঙার পর তিনি তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পান করতে দিলেন, কিন্তু তিনি নিজে তা থেকে পান করেননি।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পান করলেন আর আমি পরিতৃপ্ত হলাম।

দুধ পান করেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কিন্তু হযরত আবু বকর দুধ পান না করেও পরিতৃপ্ত। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর মহব্বত এত বেশি ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করেছেন মনে হয় যেন তিনি নিজেই পান করেছেন। এ কারণে তিনি দুধ পান না করেও পরিতৃপ্ত।[১৮]

আমি আমার প্রতিপালকের ওপর সন্তুষ্ট

পুরাতন ছেঁড়া তালিযুক্ত জামা পরিধান করে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বসেছিলেন। যে জামাটিতে খেজুরের কাঁটা ও কাঠের কাঠি বোতাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

ঠিক সে সময়ে হযরত জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে আসলেন।

তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আবু বকরকে কেন শলা দিয়ে জোড়া লাগানো জামা পরা দেখছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিজয়ের পূর্বে সে আমার জন্যে তাঁর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে দিয়েছিল।

তখন হযরত জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আবু বকরকে সালাম জানিয়েছেন আর বলেছেন সে এ দারিদ্র্য অবস্থায় আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট না রাগ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, আবু বকর! আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন তুমি এ দারিদ্র্য অবস্থায় আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট না রাগ?

এ কথা শুনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন, আমি কি আমার প্রভুর ওপর রাগ করতে পারি?

এরপর খুব আনন্দের সাথে বললেন, আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট......... আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট.......... আমি আমার প্রভুর ওপর সন্তুষ্ট। [১৯]

---

[১৮] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন লিল আতফাল, ৩২পৃ.।

[১৯] হুলিয়াতুল আওলিয়া গ্রন্থে আবু নুয়াঈম বর্ণনা করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) জান্নাতে

সূর্য ডুবে যাওয়ার পর রাত তার অন্ধকার নিয়ে আগমন করল। ধীরে ধীরে অন্ধকার বাড়তে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর চারপাশে বসেছিলেন, দৃশ্যটি দেখে মনে হচ্ছিল পূর্ণিমার চাঁদের চারপাশে তারকারা বসে আছে। রাসূল ﷺ তাঁদেরকে তাঁর মিষ্টি ভাষায় হাদীস শুনিয়ে তাঁদের হৃদয় সিক্ত করছিলেন।

রাসূল ﷺ বললেন, এক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন জান্নাতে যত ঘর ও কক্ষ আছে, প্রত্যেক ঘর ও কক্ষের অধিবাসীরা বলতে থাকবে, স্বাগতম.......স্বাগতম.......আমাদের দিকে আসুন......আমাদের দিকে আসুন।

এ কথা শুনে আবু বকর (রা.) খুব আগ্রহের সাথে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওই দিন সে লোকটির সওয়াবের পরিমাণ কি হবে?

রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাঁকে সুসংবাদ দিয়ে বললেন, আবু বকর! সে লোকটি তুমি।

রাসূল ﷺ-কে মি'রাজের রজনীতে আসমানে উঠিয়ে নিলে, তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি জান্নাতের হুর দেখতে পেলেন। হুরটি যেন পূর্ণিমার চাঁদের মতো, যা তিনি আগে কখনো দেখেননি। তাঁর চোখের পাতার পশমগুলো দেখে মনে হচ্ছিল তা যেন ঈগল পাখির ডানার অগ্রপালক।

রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কার জন্যে?

সে বলল, আমি আপনার পরবর্তী খলিফার জন্যে।[২০]

জান্নাতের সব দরজা

নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে বসে আছেন। তাঁর মুখ থেকে মণিমুক্তার মতো বাণী বের হচ্ছিল। সাহাবায়ে কেরামদের শ্রবণশক্তি তাঁর মূল্যবান কথাগুলো শুনে ধন্য হচ্ছিল।

রাসূল ﷺ বলছিলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ থেকে দুটি জিনিসও দান করে থাকবে তাকে জান্নাতের দিকে ডেকে বলা হবে, হে আল্লাহর বান্দা! এটি উত্তম। যে ব্যক্তি নামায আদায়কারী তাকে নামাযের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি জিহাদকারী তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি রোযাদার তাকে রাইয়ান নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি সদকা দানকারী তাকে সদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে।

তখন আবু বকর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক, কোনো ব্যক্তিকে সবগুলো দরজা আহ্বান করার কোনো

---

[২০] মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, ৪৯ পৃ।

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োজন নেই, তবু কি এমন কোনো ব্যক্তি থাকবে যাকে সবগুলো দরজা দিয়ে ডাকবে।

রাসূল বললেন, হ্যাঁ, আমি আশা করি তুমি তাদের একজন।[২১]

আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিন

আবু বকর একদিন নবী করীম -কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে দোয়া শিখিয়ে দিন, যার দ্বারা নামাযে দোয়া করতে পারি।

তখন নবী করীম বলেছেন বল,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থ, হে আল্লাহ ! আমি আমার ওপর অনেক জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া আমার পাপ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। তাই তোমার পক্ষ থেকে আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।[২২]

ক্ষুধা-ই আমাদেরকে বের করেছে

আকাশের উপরিভাগে সূর্য। উত্তপ্ত মরুভূমির বালুগুলো যেন আগুনের কয়লা থেকে খসে পড়া অগ্নিকণা। এ কঠিন গরমে হযরত আবু বকর ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে এসে দেখলেন হযরত ওমর -ও সেখানে......।

হযরত ওমর বললেন, হে আবু বকর! এ সময়ে আপনি কেন বের হলেন?

হযরত আবু বকর বললেন, আমি প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালায় বের হয়েছি।

হযরত ওমর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমিও একই কারণে বের হয়েছি।

তাঁদের কথোপকথনের মাঝে রাসূল -ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

রাসূল তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- এ অসময়ে তোমরা কেন বের হয়েছ?

তাঁরা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করার কারণে বের হয়েছি।

রাসূল বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমিও এ একই কারণে বের হয়েছি........। সুতরাং তোমরা আমার সাথে চল।

তাঁরা চলতে চলতে হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী -এর বাড়িতে আসলেন। তিনি প্রতিদিন রাসূল -এর জন্যে খাবার তৈরি করতেন। খাবারের নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরেও যদি রাসূল না আসতেন, তখন তিনি খাবারগুলো তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে খেতে দিতেন।

---

[২১] বুখারী শরিফ, ১৮৯৭ নং হাদিস।

[২২] বুখারী, মুসলিম।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল ﷺ ও তাঁর দুই সাহাবী আবু বকর ও ওমর رضي الله عنهما আবু আইয়ূব আল আনসারীর বাড়িতে গিয়ে পৌছলে তাঁর স্ত্রী তাঁদেরকে দেখে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

তিনি বললেন, আল্লাহর নবীকে স্বাগতম আর যাঁরা তাঁর সাথে আগমন করেছেন তাদেরকেও স্বাগতম।

রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, আবু আইয়ূব কোথায়?

হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী পাশে একটি খেজুর গাছে কাজ করতে ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর কথা শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললেন, আল্লাহর রাসূলকে স্বাগতম, আর যাঁরা তাঁর সাথে আগমন করেছেন তাঁদেরকেও স্বাগতম।

তারপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিতো স্বাভাবিকভাবে এ সময়ে আসেন না।

রাসূল ﷺ বললেন, ঠিক বলেছ।

তারপর তিনি খেজুর গাছের দিকে ছুটে গিয়ে একটি খেজুরের কাঁদি কেটে নিয়ে আসলেন। তাতে পাকা, কাঁচা ও শুকনো তিন প্রকারের খেজুরই ছিল।

রাসূল ﷺ বললেন, তুমি খেজুরের পুরো কাঁদিটি কেটে আনবে তা আমার ইচ্ছে ছিল না। সেখান থেকে কয়েকটি খেজুর নিয়ে আসলে কি হতো না?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি পছন্দ করি, আপনি কাঁচা, পাকা ও শুকনো সব রকমের খেজুর খাবেন। আর অবশ্যই আমি আপনার জন্যে পশু জবাই করব।

হযরত আবু আইয়ূব আল আনসারী একটি বকরি ধরে জবাই করে দিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি ময়দা ভিজাও এবং আমাদের জন্যে রুটি বানাও। কেননা তুমি রুটি ভালো বানাতে পার। তিনি বকরির অর্ধেক নিয়ে রান্না করেন আরেক অর্ধেককে কাবাব করেন। যখন রান্না প্রস্তুত হলো তিনি তা রাসূল ﷺ-এর সামনে পেশ করলেন। রাসূল ﷺ বকরির একটি অংশ নিয়ে রুটিতে রেখে বললেন, হে আবু আইয়ূব আল আনসারী! তুমি এটি ফাতেমাকে দিয়ে আস কেননা সে অনেক দিন যাবত এর মতো খাবার খেতে পায়নি।

যখন রাসূল ﷺ খানা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে বললেন, রুটি, গোশত, শুকনা, পাকা ও কাঁচা খেজুর

একথা বলার পর তাঁর দু চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকে।

এরপর তিনি বললেন, আমার প্রাণ যার হাতে তার শপথ! এ সেই নেয়ামত যার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে। যখন তোমরা তা খেতে হাত বাড়াবে তখন তোমরা বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু কর। আর যখন খেয়ে পরিতৃপ্ত হবে তখন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বল.......

www.nagorikpathagar.org

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هُوَ اَشْبَعْنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا فَاَفْضَلَ

অর্থ- সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি আমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং উৎকৃষ্ট ও উত্তম নেয়ামত দান করেছেন।[২৩]

আবু বকর! তাদেরকে ছেড়ে দাও

ঈদের দিনে হঠাৎ করে হযরত আবু বকর তাঁর কন্যা আয়েশা-এর ঘরে আসলেন। এমন সময় তাঁর কানে দফের আওয়াজ ও সঙ্গীতের সুর বেজে উঠল। আওয়াজ শুনে তা বন্ধ করার জন্যে তিনি দ্রুত বাড়ির আঙিনার দিকে ছুটে গেলেন।

সেখানে গিয়ে দেখলেন আনসারদের ছোট ছোট দু'টি মেয়ে গান গাইতেছিল। অন্যদিকে রাসূল তাঁর বিছানায় শুয়ে ছিলেন।

হযরত আবু বকর এ দৃশ্য দেখে ধমকের সুরে তাদেরকে বললেন, আল্লাহর রাসূলের বাড়িতে শয়তানের বাজনা!

তখন রাসূল বললেন, আবু বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও, কেননা প্রত্যেক জাতির উৎসবের দিন রয়েছে, আর এটি হচ্ছে আমাদের উৎসবের দিন।

রাসূল-এর চোখে ঘুম নেমে আসলে হযরত আয়েশা মেয়ে দু'টিকে ইশারা দিলেন। তখন তারা চলে গেল।

আমার আগেই তিনি সুসংবাদ দিয়ে ফেলেছেন

মদিনার আকাশে তারকারাজি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন, তারা লাজুকের মতো নিজের সামান্য আলো দিয়ে রাতের অন্ধকার একটু হালকা করার চেষ্টা করছে।

ঠিক সে সময়ে রাসূল হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর-এর সাথে মুসলমানদের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা শেষ করে ফিরছিলেন।

মদিনার পথ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁরা দেখলেন এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, কিন্তু তাঁকে তাঁরা চিনতে পারেননি।

রাসূল দাঁড়িয়ে তাঁর কেরাত শুনতে লাগলেন। এরপর বললেন, কোরআন যেভাবে সিক্ত সতেজ নাযিল হয়েছে যার ইচ্ছা সেভাবে পড়বে সে যেন উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ)-এর মতো করে পড়ে।

---

[২৩] আল ইহসান ফি তাকরিবে সহীহ ইবনি হিব্বান, ৫২১৬।

www.nagorikpathagar.org

তারপর আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ দোয়া করতে বসলেন। রাসূল বললেন, তুমি চাও, তুমি যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে.......... তুমি চাও, তুমি যা চাইবে তা তোমাকে দেওয়া হবে।

হযরত ওমর বলেন, আমি মনে মনে বললাম, রাসূল তাঁর দোয়ার সাথে আমীন বলেছেন এ সুসংবাদটি কাল সকালে অবশ্যই আমি তাঁকে দিব। আমি তাঁকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে সকালে গেলাম। গিয়ে দেখি আবু বকর আমার আগে তাকে সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়........ আল্লাহর কসম করে বলি, আমি কখনো কোনো ভালো কাজে আবু বকরকে পেছনে ফেলতে পারিনি। [২৪]

আবু বকরের পক্ষে আল্লাহর সাক্ষী

শয়তানের চক্রে.......ইহুদি নামক হিংস্র জানোয়ারগুলো একত্রে বসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা করছিল। তাঁরা আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে এমন এমন কথা বলছিল যা যেকোনো মুসলমানের কানে গেলে তা অন্তরে গিয়ে আঘাত করবে।

হঠাৎ করে এ চক্রান্তকারীদের মাঝে হযরত আবু বকর উপস্থিত হলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন তারা ফিনহাস নামক এক লোকের কাছে জড়ো হয়ে আছে। লোকটি ইহুদিদের বিশিষ্ট আলেম ছিল।

তাকে লক্ষ্য করে আবু বকর বললেন, ফিনহাস তোমার জন্যে আফসোস! আল্লাহকে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ করে নাও। আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ যে আল্লাহর রাসূল তা তুমি ভালোভাবেই জানো। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য নিয়ে তোমাদের কাছে আগমন করেছেন। যা তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবে পেয়েছ।

তখন ফিনহাস বলল, আবু বকর! আল্লাহর শপথ! আল্লাহর প্রতি আমাদের কোনো মুখাপেক্ষিতা নেই; বরং আল্লাহ আমাদের মুখাপেক্ষী। তিনি যেভাবে অনুনয় বিনয় করে আমাদের কাছে চাচ্ছেন আমরা তেমন অনুনয় বিনয় করে তার কাছে চাই না। আমরা তাঁর মুখাপেক্ষী নই; বরং তিনি আমাদের মুখাপেক্ষী। যদি আমাদের মুখাপেক্ষী না হতেন তাহলে আমাদের নিকটে ধার চাইতেন না, যেমনভাবে তোমাদের রাসূল বলেছেন। তিনি আমাদেরকে সুদ খেতে নিষেধ করছেন আবার নিজেই সুদ দিচ্ছেন। যদি তিনি আমাদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতেন তাহলে আমাদেরকে সুদ দিতেন না।

---

[২৪] মুসনাদে আবু ইয়া'লা (১৯৪) (১ম খণ্ড, ১৭৩)

www.nagorikpathagar.org

তার এ কথাগুলো শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে তাকে ধরলেন এবং তার গালে কসে কয়েকটি চড় বসিয়ে দিলেন।

তারপর তিনি সিংহের মতো হুঙ্কার দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর শত্রু! যদি তোমাদের সাথে আমাদের চুক্তি না থাকতো তাহলে আমি তোমার মাথায় আঘাত করতাম।

ফিনহাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে অশ্রুঝরা চোখে, কান্না স্বরে বলল, হে মুহাম্মদ! তোমার সাথি আমার কি করেছে দেখ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, তুমি কেন এরূপ করেছ?

হযরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শত্রু জঘন্য কথা বলেছে.......... সে বলে আল্লাহ গরিব আর তারা ধনী। যখন সে এ কথা বলেছে তখন আমি আল্লাহর জন্যে তার ওপর রাগান্বিত হয়ে তার গালে আঘাত করি।

তখন ফিনহাস চিৎকার দিয়ে বলল, মুহাম্মদ! আবু বকর মিথ্যা বলছে, আমরা এরূপ বলিনি।

তখন আল্লাহ তাআ'লা ফিনহাসের মিথ্যা উন্মোচনে ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে সত্যায়িত করে আয়াত নাযিল করেন।

لَقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟

وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

অর্থ: নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! তারা যা বলেছে ও যেসব নবীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এখন তা আমি লিখে রাখব, অতঃপর বলব, জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর। (আলে ইমরান : ১৮১)[২৫]

আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ

মক্কা বিজয় করে হেরেম শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবেশ ও মূর্তি ভাঙার পর বেশি সময় পার হয়নি। এরই মধ্যে হযরত আবু বকর তাঁর পিতা আবু কুহাফাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে আসলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পিতাকে দেখে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন, তুমি কি তোমার বাবাকে ঘরে রেখে আসতে পারনি? আমি নিজেই তাঁর কাছে যেতাম।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাঁর কাছে যাওয়ার চেয়ে তিনি আপনার কাছে আসাই অধিক উপযুক্ত।

www.nagorikpathagar.org

তারপর আবু কুহাফা রাসূল ﷺ-এর সামনে গিয়ে বসলেন। রাসূল ﷺ তাঁর বুকে নিজের পবিত্র হাত দ্বারা বুলিয়ে দিলেন যাতে করে তাঁর অন্তর থেকে কুফরীর অন্ধকার দূর হয়ে যায়।

তারপর তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করুন.........

রাসূল ﷺ-এর কথামতো তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন..........আল্লাহ রাসূলের হাতেই তাঁকে হেদায়েত দান করলেন।[২৬]

আবু বকর رضي الله عنه-এর সম্পদ

আবু বকর رضي الله عنه যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তিনি চল্লিশ হাজার দিরহামের মালিক ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন মদিনায় হিজরত করতে রওনা হলেন তখন তাঁর সম্পদের পরিমাণ ছিল মাত্র পাঁচ হাজার দিরহাম। তাঁর সমুদয় সম্পদ তিনি দাস মুক্তি ও ইসলামের সাহায্যে ব্যয় করেন।[২৭]

তিন কথা, যার প্রত্যেকটিই সত্য

এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর رضي الله عنه-কে গালমন্দ করছিল এবং বিভিন্ন অপবাদ দিচ্ছিল। অন্যদিকে হযরত আবু বকর رضي الله عنه তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলেন। রাসূল ﷺ তাঁর সাথেই বসা ছিলেন। তিনি তাঁর চুপ থাকার দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে মৃদু হাসছিলেন, কিন্তু যখন লোকটি মাত্রাতিরিক্ত বলতে শুরু করল তখন হযরত আবু বকর মুখ খুললেন এবং তার প্রতিউত্তর দিতে শুরু করলেন। হযরত আবু বকর উত্তর দেওয়া শুরু করায় রাসূল ﷺ রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে উঠে চলে যেতে লাগলেন।

রাসূল ﷺ-এর রাগের বিষয়টি হযরত আবু বকর বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি দ্রুত গিয়ে রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে গালি দিচ্ছিল তখন আপনি বসা ছিলেন। আর যখন আমি তার কথার উত্তর দিতে লাগলাম তখন আপনি উঠে চলে আসলেন!

রাসূল ﷺ বললেন, তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিল যে তোমার পক্ষ থেকে তার কথার উত্তর দিচ্ছিল, কিন্তু যখনই তুমি উত্তর দেওয়া শুরু করলে তখন ফেরেশতা চলে গেল, শয়তান এসে হাজির হলো। আর আমি তো এমন নই যে, শয়তানের সাথে বসে থাকব।

www.nagorikpathagar.org

তারপর রাসূল ﷺ বললেন, আবু বকর! তিন (কথা), যার প্রত্যেকটিই সত্য। যদি কোনো বান্দা অত্যাচারিত হওয়ার পরে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকে তবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে সম্মানিত করেন।

যদি কোনো বান্দা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার জন্যে দানের দরজা খুলে দেয় তবে আল্লাহ তাআ'লা তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন।

যদি কোনো বান্দা সম্পদ বৃদ্ধি করার জন্যে ভিক্ষা করে তবে আল্লাহ তাআ'লা তার সম্পদ কমিয়ে দেন।[২৮]

কোনো সম্মুখ যোদ্ধা আছ?

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ছেলে মুশরিকদের কাতার থেকে বের হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। তখন সে পূর্ণ যুবক ও শক্তিশালী বীর ছিল এবং কাফেরদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করতে এসেছিল।

সে মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করে বলল, কোনো সম্মুখ যোদ্ধা আছ?

হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তখন রাসূল ﷺ-এর পাশেই ছিলেন। এ আওয়াজ শুনার সাথে সাথে তিনি সিংহের ন্যায় আওয়াজের দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁকে আটকে দিলেন এবং তাঁকে থামিয়ে রাখতে গিয়ে বললেন, আবু বকর! তুমি আমাদের উপকারে থাক।[২৯]

আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও তাঁর ছেলে

হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ছেলে আব্দুর রহমান বদরের যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করেছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর বাবার পাশে গিয়ে বসলেন।

তিনি তাঁর বাবাকে বললেন, আমি বদরের যুদ্ধে আপনাকে দেখেছি আর তখন আপনাকে হত্যা করা আমার জন্য খুবই সহজ ছিল, কিন্তু আমি আপনাকে হত্যা না করে অন্যদিকে ফিরে গিয়েছি।

হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করার সুযোগ পেলে ফিরে যেতাম না, অবশ্যই হত্যা করতাম।

অর্থাৎ ইসলামের জন্যে তিনি নিজের ছেলেকে হত্যা করতে কোনো দ্বিধা করতেন না।[৩০]

---

[২৮] মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খণ্ড, ৪৩৬ পৃ.।

[২৯] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃ.।

[৩০] তারিখে খুলাফা, ৬৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

রিদওয়ানে আকবার

আব্দুল কায়েস গোত্রের লোকেরা রাসূল ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে মদিনা আগমন করেছিল। তারা রাসূল ﷺ-এর পাশে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসল। তাদের মুখ থেকে জ্ঞানভরা বাণীর ফুল ঝরছিল। তাদের মধ্যে এক লোক কথায় অতিরঞ্জিত করল।

তখন রাসূল ﷺ হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে আশ্চর্যান্বিতভাবে তাকিয়ে বললেন, হে আবু বকর! সে কি বলেছে তুমি কি শুনেছ এবং বুঝেছ?

আবু বকর (রা.) বললেন, হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন, তাহলে তুমি এর উত্তর দাও।

হযরত আবু বকর ওই কথার যথোপযুক্ত জবাব দিলেন........যা প্রতিপক্ষ লোকটিকে ঘায়েল করে দিল।

এতে রাসূল ﷺ খুব খুশি হলেন, যা তাঁর পবিত্র ঠোঁটের মৃদু হাসি দেখে বুঝা যাচ্ছিল। তিনি বললেন, আবু বকর! আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে রিদওয়ানে আকবার দান করেছেন।

তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! রিদওয়ানে আকবার কী?

রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর সকল বান্দাকে সাধারণভাবে দীপ্তিময় সাক্ষাৎ প্রদান করবেন আর আবু বকরকে বিশেষভাবে প্রদান করবেন।[৩১]

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত

হুদাইবিয়ার সন্ধির পর ....

বায়তুল্লাহ জিয়ারত না করে মদিনা ফিরে যাওয়া ছিল সাহাবীদের জন্যে খুবই কষ্টকর ব্যাপার যা তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না। হযরত ওমর (রা.) ভগ্ন হৃদয়ে, ব্যথিত মনে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর সাথে কথা বললেন। এরপর তিনি আবু বকর (রা.)-এর কাছে গেলেন।

তিনি বললেনঃ হে আবু বকর! তিনি কি আল্লাহর নবী নন?

আবু বকর (রা.) বললেন, অবশ্যই।

তিনি বললেন, আমরা কি সত্যপন্থী নই আর আমাদের শত্রুরা কি ভ্রান্ত নয়?

আবু বকর (রা.) বললেন, অবশ্যই।

তিনি বললেন, তাহলে কেন আমরা আমাদের ধর্মকে হীন করব?

আবু বকর (রা.) তখন দৃঢ় ঈমান ও আল্লাহর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে বললেন, ওমর! নিশ্চয়ই তিনি আল্লাহর রাসূল, তিনি তাঁর প্রভুর অবাধ্য হন না। আর তাঁর

---

[৩১] মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, ৭৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এবং তার সহযোগী। সুতরাং তুমি মরণ পর্যন্ত তাকে শক্তভাবে ধর। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই তিনি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

তখন আল্লাহ তাআ'লা নাযিল করলেন.......

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

অর্থ, নিশ্চয়ই আমি আপনাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়।

এ আয়াত শুনে হযরত ওমর দ্রুত রাসূল ﷺ-এর কাছে নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন- এটি বিজয়?

রাসূল ﷺ হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, ওমর! হ্যাঁ।

তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অন্তর প্রশান্ত হয়েছে, এরপর তিনি ফিরে গেলেন।[৩২]

আবু বকরের পরিবারের বরকত

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূল ﷺ-এর সাথে কোনো এক সফরসঙ্গী হয়ে রওনা দিলেন।

তাঁরা বায়দা নামক স্থান অতিক্রম করার সময়ে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর হার হারিয়ে গেল। রাসূল ﷺ হারটি খোঁজার জন্যে সেখানে অবস্থান নিলেন। সাহাবায়ে কেরামও রাসূল ﷺ-এর সাথে অবস্থান নিলেন, কিন্তু সেখানে অবস্থান করে থাকার মতো পানি তাঁদের কাছে ছিল না।

তখন এক লোক আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলল, তুমি কি দেখ না আয়েশা কি করেছে? সে রাসূল ﷺ-কে নিয়ে এখানে অবস্থান নিয়েছে, অথচ নিকটে কোথাও পানি নেই আবার লোকদের কাছেও নেই।

হযরত আবু বকর রাগান্বিত হয়ে হযরত আয়েশার নিকটে আসলেন। রাগের ভাব তাঁর চোখে মুখে ভেসে দেখা যাচ্ছিল। তিনি এসে দেখলেন রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। তিনি গভীর ঘুমে নিমগ্ন ছিলেন।

তিনি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে গিয়ে তাঁর কোমরে প্রহার করতে লাগলেন আর তাঁকে তিরস্কার করে বলতে লাগলেন, তুমি রাসূল ﷺ-এর যাত্রা আটকে দিলে এখন মানুষ পানিবিহীন স্থানে আর তাদের কাছেও জমা করা পানি নেই।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে এ বলে ধমকাতে লাগলেন।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমানোর কারণে আমি আঘাতের পরেও নড়াচড়া করতে পারিনি।

সকালে রাসূল ﷺ ঘুম থেকে উঠলেন, কিন্তু কাফেলায় কোনো পানি ছিল না। আর তখন আল্লাহ তাআ'লা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করেন।

---

[৩২] ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ৩০৮-৩২২।

www.nagorikpathagar.org

আয়াত নাযিল হওয়ার পরে হযরত উসাইদ বিন হুদাইর বললেন, আবু বকর! এটাই তোমার পরিবারের প্রথম বরকত নয়!

অন্যদিকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বহনকারী উটটি উঠে দাঁড়ালে সেখানে হারটি পাওয়া যায়।[৩৩]

সম্মানিত লোকই সম্মানিতকে চিনে

একদল সাহাবীর মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন। তারকারাজি যেমন চাঁদের চারপাশ ঘিরে থাকে সাহাবায়ে কেরামও তেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে বসলেন।

ঠিক সে সময় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে সালাম দিলেন। তিনি মজলিসের দিকে তাকিয়ে বসার জন্যে জায়গা খুঁজতে লাগলেন। তখন রাসূল (স) তাকিয়ে দেখতে লাগলেন যে, তাঁর কোন সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জায়গা করে দেয়।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডানে বসা ছিলেন। তিনি নড়ে বসে হযরত আলীকে জায়গা করে দিয়ে বললেন, আবুল হাসান (হাসানের বাবা)! তুমি এখানে বস।

হযরত আলী তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাঝে গিয়ে বসলেন। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা খুশিতে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে ঝুঁকে কানে কানে বললেন, আবু বকর! সম্মানিত লোকই সম্মানিতকে চিনে।[৩৪]

নবীর ভালোবাসায়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে রোগে আক্রান্ত করে, এতে তিনি দুর্বল হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন।

অসুস্থতার কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখতে গেলেন। যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিছানায় পড়ে থাকতে দেখলেন, তিনি খুবই চিন্তিত হলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাড়িতে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নিয়ে চিন্তা করতে করতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ হয়ে গেলে তাঁকে দেখতে আসেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সুস্থ দেখে হযরত আবু বকর এত বেশি খুশি হলেন যে, তাঁর অসুস্থতা দূর হয়ে গেল। আর তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসায় আবৃত্তি করতে লাগলেন.........

---

[৩৩] আল বুখারী (৩৪৪)।

[৩৪] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৭ম খন্ড, ৩৫৯ পৃ।

www.nagorikpathagar.org

مَرِضَ الْحَبِيْبُ فَعِدْتُهُ　　فَمَرِضْتُ مِنْ أَسَفِي عَلَيْهِ

شَفِيَ الْحَبِيْبُ فَزَارَنِيْ　　فَشُفِيْتُ مِنْ نَظْرِيْ إِلَيْهِ

বন্ধু অসুস্থ হলে
আমি গেলাম তাঁকে দেখতে।
তাঁর অসুস্থতা দেখে
নিজেই অসুস্থ হয়ে গেলাম তাঁর চিন্তাতে।
বন্ধু সুস্থ হয়ে আসল
আমাকে দেখতে
আমি সুস্থ হয়ে গেলাম
তাঁর দিকে তাকাতে-ই।[৩৫]

তুমি দোহাই দিও না

সকালে সূর্যের মিষ্টি রোদে অন্ধকার দূর হয়ে চারদিক আলোকিত হয়ে গেল। একলোক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে এক খণ্ড মেঘ দেখেছি। যে মেঘ থেকে মধু ও ঘি ঝরছিল। তখন দেখলাম মানুষেরা ঝরা মধু ও ঘি তাদের হাত কোষ করে নিতে লাগল। তারা সবাই কম-বেশ যতটুকু পেরেছে নিয়েছে। এরপর দেখলাম আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত একটি রশি, আর আপনি তা ধরে উপরে ওঠে গেছেন। এরপর একলোক ধরল সেও উপরে ওঠে গেল। এরপর আরেকজন ধরল সেও উপরে ওঠে গেল। এরপর আরেকজন ধরল, কিন্তু রশি ছুটে গেল.......পরে তা আবার জমিনে পাঠানো হয় এতে সে লোকটিও ওপরে ওঠে গেল।

তখন হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক, আপনি আমাকে এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, ব্যাখ্যা কর।

হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, মেঘের খণ্ডটি হচ্ছে ইসলাম। মেঘ থেকে যে মধু ও ঘি পড়ছিল তা হচ্ছে কোরআনের স্বাদ ও মজা। মানুষ যা হাতে কোষ করে নিতেছিল অর্থাৎ কম-বেশ কোরআন থেকে উপকৃত হচ্ছিল।

জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া রশিটি হচ্ছে তা সত্যপথ। যা আপনি ধরেছেন আর আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে সত্যপথের অনুসারী হিসেবে নিয়ে উপরে তুলে নিবেন। আপনার পর একলোক তা ধরবে তাকেও তেমনভাবে উপরে তুলে নিবেন। তারপর আরেকজন ধরবে তাকেও তেমনভাবে উপরে তুলে

[৩৫] মিন ওয়াসায়ার রাসূল, ২য় খণ্ড, ৩৯৪ পৃ।

www.nagorikpathagar.org

নিবেন। তারপর আরেকজন ধরবে তখন তা ছুটে যাবে, পরে আবার পাঠানো হলে তাকেও তেমনভাবে তুলে নেওয়া হবে।

তারপর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক, এবার বলুন আমি কি সঠিক ব্যাখ্যা করেছি না ভুল করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিছু সঠিক করেছ আর কিছু ভুল করেছ।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আপনি বলে দিন আমি কি ভুল করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দোহাই দিও না।[৩৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ

একলোক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছে.......রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের দিক থেকে তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত আয়েশার ঘরে ছিলেন। লোকটি সে ঘরে প্রবেশ করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাকে স্বাগতম জানালেন এবং তাঁর প্রয়োজনীয় ইচ্ছা পূরণ করার কথা বললেন।

লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলল, আপনার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার পেছনে যে আছে (অর্থাৎ আয়েশা রা.)।

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, আমি মহিলাদের কথা বলিনি। আমি পুরুষদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার বাবা (অর্থাৎ হযরত আবু বকর)।[৩৭]

কে প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে

দিনের শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জিবরাঈল আমার হাত ধরে ওই দরজা দেখাল, যে দরজা দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব আগ্রহের সাথে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে থাকতে চাই যাতেকরে আমি আপনাকে দেখতে পাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জেনে রাখ! আমার উম্মতের মধ্যে তুমিই সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৮]

---

[৩৬] তিরমিযী, ৩২৯৩ নং হাদিস।

[৩৭] আল মুতালিব আল আ'লিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪ পৃ।

[৩৮] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৭৩ পৃ,।

www.nagorikpathagar.org

সুসংবাদ গ্রহণ কর.......সাহায্য আসছে

বদরের যুদ্ধ.......

সতেরোই রমজান শুক্রবার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁবুতে প্রবেশ করলেন, সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-ও প্রবেশ করলেন......তাঁদের সাথে অন্যকেউ ছিল না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে তাঁর কৃত ওয়াদা অনুসারে সাহায্যের আবেদন করতে শুরু করলেন। তিনি কান্নাস্বরে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি এ দলকে শেষ করে দাও তাহলে তোমার ইবাদত করার মতো আর কেউ থাকবে না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পাশে থেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর নবী........আল্লাহ তাআ'লা অবশ্যই আপনার সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবেন।

দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার পরে তিনি বসলেন। এতে তাঁর চোখে ঘুম নেমে আসে।

কিছুক্ষণ পরে তিনি ঘুম থেকে জেগে গেলেন।

তখন তিনি বললেন, আবু বকর! সুসংবাদ গ্রহণ কর, আল্লাহর সাহায্য তোমার নিকট আসছে..........এ হচ্ছেন জিবরাঈল, তিনি ঘোড়ার লাগাম ধরে তাকে বালুময় পথে পরিচালিত করছেন।[৩৯]

যার সাথে গোপনে কথা বলেছি তাঁকে শুনিয়েছি

এক রাতে......মানুষের অবস্থা জানার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন।

তখন তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে দেখলেন, তিনি নিম্ন আওয়াজে নামাযে কেরাত পড়ছেন..........তারপর তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে দেখলেন, তিনি খুব উচ্চ আওয়াজে নামায পড়ছেন।

তখন তাঁরা দু'জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! আমি তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তুমি খুব নিম্ন আওয়াজে নামায পড়ছ!

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, যার সাথে গোপনে কথা বলেছি তাঁকে শুনিয়েছি।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন- আমি তোমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, তুমি উচ্চ আওয়াজে নামায পড়ছ!

---

[৩৯] সিয়ারু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৭৯ পৃ।

www.nagorikpathagar.org

তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি ঘুমন্তদেরকে জাগাচ্ছিলাম এবং শয়তানকে তাড়াচ্ছিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের কথা শুনে তাঁদের ভালো নিয়তের কারণে খুশি হয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আবু বকর! তুমি তোমার আওয়াজকে একটু উঁচু করবে.......আর ওমর! তুমি তোমার আওয়াজকে একটু নিচু করবে।[৪০]

কারো কাছে কিছু চাইতেন না

আবু মুলাইকা বলেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উটে থাকা অবস্থায় তাঁর হাত থেকে উট হাঁকানো বেত পড়ে গেছে। তখন তিনি নিজেই উটের উপর থেকে নেমে তা উঠালেন।

এটি দেখে লোকজন বলল, আপনি আমাদেরকে বললেই তো আমরা তা তুলে দিতাম।

তখন তিনি বলতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কারো কাছে কোনোকিছু প্রার্থনা না করি।[৪১]

যদি খলিল গ্রহণ করতাম

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় এক টুকরো কাপড় দিয়ে মাথা বেঁধে ঘর থেকে বের হলেন। এরপর তিনি মিম্বরে গিয়ে বসলেন এবং সাহাবীদের উদ্দেশে কথা বলতে শুরু করলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমাকে নিজের জান ও মাল দিয়ে আবু বকরের চেয়ে বেশি অনুগ্রহকারী এমন কোনো মানুষ নেই। যদি আমি মানুষের মধ্যে কাউকে খলীল (সৌহার্দপূর্ণ বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম, কিন্তু ইসলামের সৌহার্দতা উত্তম।

তারপর তিনি আদেশের স্বরে বললেন, এ মসজিদে আমার কাছে আসার সকল দরজা আবু বকর ব্যতীত সবার জন্যে বন্ধ করে দাও।[৪২]

আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন

হযরত রবীআ' বিন কা'ব বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশের একটি জমি দান করেন, কিন্তু তখন থেকে আমার মাঝে দুনিয়াদারি চলে আসে। এমনকি আমি একটি খেজুর গাছ নিয়ে আবু বকরের সাথে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়লাম।

আমি বললাম, এ গাছ আমার জমিনে।

---

[৪০] নাসাঈ শরীফ, ১১৩৩নং হাদিস।

[৪১] ইমাম আহমদ।

[৪২]

www.nagorikpathagar.org

আবু বকর বললেন; বরং এ গাছ আমার জমিনে। আমি তাঁর সাথে ঝগড়া করতে লাগলাম। এক পর্যায়ে তিনি আমাকে এমন কিছু কথা বলে ফেললেন যা আমার মনে খুব লেগে গেল, কিন্তু পরে তিনি এতে লজ্জিত হয়ে আমাকে বললেন, রবীআ! তুমি আমাকে অনুরূপ কিছু কথা বল যাতে তা আমার বলা কথার প্রতিশোধ হয়ে যায়।

আমি বললাম, কখনো না আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না।

তিনি বললেন, তাহলে আমি রাসূল -এর কাছে গিয়ে তুমি আমার থেকে প্রতিশোধ না নেওয়ার অভিযোগ করব।

এরপর তিনি নবী করীম -এর কাছে রওয়ানা দিলেন।

এতে আমিও তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। আমার সাথে আমার গোত্র বনূ আসলামের কিছু লোকও রওয়ানা হলো।

তারা বলল, তিনি তোমাকে গালি দিয়েছেন এখন আবার তিনিই রাসূল -এর কাছে গিয়ে তোমার নামে অভিযোগ করবেন।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে বললাম, তোমাদের জন্যে ধ্বংস! তোমরা জান তিনি কে?

তিনি সিদ্দিক..........

যিনি মুসলমানদের সবচেয়ে অগ্রগামী ব্যক্তি........।

তিনি তোমাদেরকে দেখার আগেই তোমরা ফিরে যাও। কেননা তিনি ধারণা করবেন তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে সহযোগিতা করতে এসেছ। এতে তিনি তোমাদের ওপর রাগান্বিত হবেন। আর তিনি রাগান্বিত হলে রাসূল -ও রাগান্বিত হবেন। আর রাসূল রাগান্বিত হলে আল্লাহ তাআ'লা রাগান্বিত হবেন।

আমি এ কথা বলার পর তারা ফিরে গেল।

তারপর আবু বকর রাসূল -এর কাছে এসে সে ঘটনা বর্ণনা করলেন।

রাসূল ঘটনা শুনে আমার দিকে মাথা তুলে তাকালেন।

তিনি বললেন, রবীআ! তোমার সাথে আবু বকরের কি হয়েছে?

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি চাচ্ছেন তিনি আমাকে যা বলেছেন আমিও যেন তাঁকে তা বলি, কিন্তু আমি বলিনি।

রাসূল বললেন, হ্যাঁ, সে তোমাকে যা বলেছে তা তুমি তাকে বলবে না। বরং তুমি বল, আল্লাহ! আবু বকরকে ক্ষমা করে দাও।

তখন আমি তাঁকে বললাম, আবু বকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

www.nagorikpathagar.org

এতে তিনি ফিরে যেতে লাগলেন তখন তাঁর দুই চোখ থেকে পানি ঝরছিল এবং তিনি বলতে লাগলেন, রবীআ! আল্লাহ্ আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন..........

আল্লাহ্ আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন........ ।[৪৩]

অনুগ্রহপ্রাপ্ত

হযরত মিসতাহ বিন উছাছার সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে তিনি তাঁকে ধন-সম্পদ দান করতেন।

হযরত মিসতাহ ইফকের (হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের) ঘটনায় মুনাফিক কুৎসা রটনাকারীদের সাথে মিলে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। পরে যখন হযরত আয়েশার পবিত্রতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল হলো তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! মিসতাহ আয়েশার বিরুদ্ধে এরূপ কথা বলার পর আমি আর তাকে কোনো প্রকার দান-সদকা করব না।

এতে আল্লাহ তাআ'লা কোরআনের আয়াত নাযিল করে বলেন...........

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ- তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চ মর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন কসম না করে যে, আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের উচিত ক্ষমা করে দেওয়া এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন? আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, অবশ্যই, আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করবেন।

এরপর তিনি মিসতাহকে আগের মতো দান-সদকা করতে লাগলেন.......আর বললেন, আমি কখনো তাকে দান-সদকা করা বন্ধ করব না।[৪৪]

---

[৪৩] তারিখুল খুলাফা, ৯২-৯৩ পৃ.।

[৪৪] সহীহ বুখারী, (২৬৬১ ও ৬৬৭৯)

www.nagorikpathagar.org

আমার সাথিকে ছেড়ে দিচ্ছ?

ভারি বর্শা এক হাতে নিয়ে........

অন্য হাতে কাপড়ের কিনারা ধরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসছিলেন। এমনকি চলার গতিতে তাঁর হাঁটু মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর চেহারায় দুশ্চিন্তার ভাব দেখা যাচ্ছিল।

তাঁকে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কোনোকিছু হয়েছে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিতে বললেন, কিন্তু হযরত ওমর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! তোমাকে আল্লাহ তাআ'লা ক্ষমা করুন......... (একথাটি তিনি তিন বার বলেছেন)। পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার এ কাজে অনুতপ্ত হলেন। তিনি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর কাছে আসলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তাঁকে না পেয়ে তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটবর্তী হলে রাগে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল, তাঁর চোখ লাল হয়ে গেল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচণ্ড রাগ দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর নিকটবর্তী হয়ে খুব নম্রভাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জুলুম করেছি......... আল্লাহর শপথ! আমি জুলুম করেছি। (অর্থাৎ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দোষমুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আমাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করেছিলেন তখন তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছ, আর আবু বকর আমাকে সত্যবাদী বলেছে.....এবং নিজের জান, মাল দিয়ে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। আর এখন তোমরা আমার সে সঙ্গীকে ত্যাগ করছ?[৪৫]

আবু বকর আমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর সাহাবীদের উদ্দেশে ভাষণ দিতে মিম্বরে উঠলেন। প্রথমে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন।

তারপর বললেন, আবু বকর আমাকে কখনো কষ্ট দেয়নি.......তোমরা তার ব্যাপারে এ কথাটি জেনে রাখ।

হে মানুষ সকল! আমি আবু বকরের ওপর সন্তুষ্ট।[৪৬]

www.nagorikpathagar.org

কল্যাণের সমষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ

একদল সাহাবীর মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে বসলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ রোজা রেখেছ?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ জানাযায় অংশগ্রহণ করেছ?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ মিসকীনকে খানা খাইয়েছ?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ রোগী দেখতে গিয়েছিলে?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যতীত অন্যকারো মাঝে এতগুলো ভালোকাজ একত্রিত হয় না।[৪৭]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাফে বিন আমর আত্তাঈ

নবম হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আমর বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে গোয়েন্দা বাহিনী হিসেবে তায়ীতে প্রেরণ করেন। আরবদের মধ্যে যে ব্যক্তি মুসলমান হবে তাকে সিরিয়ার দিকে রওনা করে রোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে আহ্বান করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন এবং যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের সাথে বন্ধুত্বের মতো আচরণ করতে যেন তারা শত্রুদের দলে যোগ না দেয়।

সেই দলের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক, ওমর বিন খাত্তাবসহ আরো অনেক উল্লেখযোগ্য সাহাবিগণ ছিলেন।

তাঁরা চলতে চলতে তায়ী পাহাড়ে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁদের কাছে পথ অচেনা মনে হলো। তাঁরা ভয় করতে লাগলেন রাস্তা না চেনার কারণে তাঁরা ধ্বংস হয়ে যাবেন।

তখন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমাদেরকে এমন একজন লোক এনে দাও যে আমাদের অচেনা পথের দিশারী হবে।

তখন তাদেরকে বলা হলো, তোমাদের জন্যে রাফি বিন উমাইর আত্তায়ী-ই আছে। কেননা সেই এ পানিহীন মরুর পথ সবচেয়ে বেশি চিনে।

www.nagorikpathagar.org

এতে তাঁরা হযরত রাফি বিন আত্তায়ীকে নিজেদের পথের দিশারী হিসেবে বেছে নিলেন।

হযরত রাফি বিন উমাইর রাসূল -এর মহান সাহাবীদেরকে পথ দেখিয়ে দিতে কিছুদিন তাঁদের সাথে কাটালেন। আর তাঁরাও তাঁদেরকে আদেশ করা কাজ শেষ করলেন।

হযরত রাফি রাসূল -এর সাহাবীদের সাথে থাকার কারণে তাঁদের সুন্দর ব্যবহার, উত্তম আখলাক ও মহান চরিত্র দেখতে পান যা তাঁর অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে।

তিনি তাঁদেরকে দেখতেন তাঁরা রাতের বেলা ইবাদতে মশগুল থাকতেন আর দিনের বেলা ঘোড়ার পৃষ্ঠে থাকতেন।

তাঁরা দুনিয়া বিরাগী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান পাওয়ার আশায় থাকত।

কিন্তু তাঁদের সাথে থাকার সময় হযরত রাফিয়ের অবস্থা ছিল অন্যরকম যা তিনি নিজেই বলেন.......

আমি যখন তাঁদের থেকে আলাদা থাকতাম তখন তাঁদেরকে নিয়ে ভাবতাম। বিশেষ করে আবু বকরের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আমি তাঁকে সবার থেকে বেশি সম্মান করতাম, সবার থেকে বেশি প্রাধান্য দিতাম।

আমরা আমাদের পূর্বের স্থানে ফিরে আসার জন্যে রওনা করলাম, কিন্তু আমি তাঁদের থেকে আলাদা হয়ে নিজের পথের দিকে যখন পা বাড়াব তখন আমি অনুভব করলাম তাঁরা আমার হৃদয় নিয়ে চলে যাচ্ছেন।

আমার মনের এ অবস্থার কারণে আমি আবু বকরের নিকটে এসে বলি-

হে কল্যাণের বন্ধু! আমি আপনাকে ভালো হিসেবে জানি এবং আপনার বন্ধুদের থেকে আপনাকেই পছন্দ করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে এমন উপদেশ দিন যা পালন করলে আমি আপনাদের একজন হতে পারব এবং আপনাদের মতো হতে পারব।

তিনি বললেন, তুমি কি তোমার পাঁচটি আঙুল সংরক্ষণ করতে পারবে?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

হযরত আবু বকর বললেন, তাহলে সেই আঙুল দ্বারা গণনা কর-

আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল তুমি একথার সাক্ষ্য দেবে।

নামায আদায় করবে।

যদি তোমার সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দেবে।

রমজান মাসে রোযা রাখবে ....

এবং মক্কায় গমন করার সক্ষমতা থাকলে হজ্ব করবে।

www.nagorikpathagar.org

এরপর বললেন, তুমি কি এগুলো সংরক্ষণ করেছ?
আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।
আর আমি কখনও নামায ছাড়ব না,
যদি আমার সম্পদ থাকে তাহলে যাকাত দেব,
রমজান মাসে আমি জীবিত থাকলে রোযা রাখব,
এবং যদি আল্লাহ চায় আর আমি সক্ষম হই তাহলে আমি হজ্ব আদায় করব।[৪৮]

এ শায়েখ কেন কাঁদছে?

নবী করীম ﷺ মিম্বরে বসে তাঁর সাহাবীদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল এটি তাঁর বিদায়ী উপদেশ।
অশ্রুঝরা চোখে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআ'লা এক ব্যক্তিকে দুনিয়া অথবা আল্লাহর নিকটে যা আছে, দু'টির একটি বেছে নিতে বললেন। তখন লোকটি আল্লাহর নিকটে যা আছে তা বেছে নিল।
হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা শুনার সাথে সাথে অশ্রুঝরা, কান্না স্বরে চিৎকার দিয়ে বললেন, আপনার জন্যে কোরবান হোক.........আমাদের পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক........আমাদের পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোক।
এতে মানুষ খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। কেন এ শায়েখ কাঁদছে? কেনই বা তাঁর কণ্ঠ থেকে এত করুণ চিৎকার বের হয়ে আসল।......নবী করীম ﷺ তো কোনো এক ব্যক্তির কথা বললেন, সে আল্লাহর নিকট যা আছে তা বেছে নিল.......এতে কান্নার কি আছে?
কিন্তু লোকেরা জানত যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ। আর রাসূল ﷺ যে ব্যক্তির কথা বলেছিলেন। সে ব্যক্তি স্বয়ং তিনি নিজেই। তিনি আল্লাহর প্রতিবেশী হওয়াকে বেছে নিয়েছেন এ কারণেই হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চিৎকার দিয়ে কাঁদলেন। এরপর বেশিদিন যায়নি এরই মধ্যে একদিন রাসূল ﷺ এ দুনিয়া ছেড়ে তাঁর প্রভুর কাছে চলে গেলেন।[৪৯]

নিশ্চয়ই তোমরা ইউসুফের সাথিদের ছোটরূপ

রাসূল ﷺ-এর অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে এমনকি তিনি দাঁড়িয়ে নামায না পড়ে বসে পড়তে লাগলেন।

---

[৪৮] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা।
[৪৯] সহীহ বুখারী, ৪৬৬ পৃ. আল মিশকাত, ৫৯৫৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

নামাযের সময় হলে হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে আযান দিলেন......রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা থেকে কাঁথা নামিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করতে আবু বকরকে নির্দেশ দাও।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর তো খুব কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি নামাযে দাঁড়ালে কান্না শুরু করবেন। আর অধিক কান্নার কারণে তাঁর কেরাত মানুষ শুনতে পাবে না। যদি আপনি ওমরকে নির্দেশ দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথায় অনড় থেকে আবার বললেন, মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করতে আবু বকরকে নির্দেশ দাও।

তখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হযরত হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি রাসূলকে বল, আবু বকর কোমল হৃদয়ের মানুষ। তিনি নামাযের ইমামতি করলে অধিক কান্নার কারণে মানুষ তাঁর কেরাত শুনতে পাবে না। যদি আপনি ওমরকে নির্দেশ দিতেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই তোমরা ইউসুফের সাথিদের ছোটরূপ, আবু বকরকে নির্দেশ দাও মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করতে।

হযরত আবু বকর নামাযে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শরীর হালকা অনুভব করতে লাগলেন। তাই তিনি দু'জন সাহাবীর ওপর ভর করে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের টের পেলেন তিনি তাঁর স্থান থেকে পিছনে চলে আসতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর স্থানে থাকার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু তিনি পিছনে এসে কাতারের সাথে শামিল হয়ে গেলেন।

নামায শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন- আবু বকর! আমি নির্দেশ দেওয়ার পরেও কেন তুমি নিজ স্থানে স্থির থাকলে না।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব নম্রভাবে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া আবু কুহাফার ছেলের জন্যে শোভা পায় না। (আবু কুহাফা তিনি নিজেই)।[৫০]

তোমরা ভালো করেছ

নামাযের সময় হয়েছে.........

অন্যদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থতার কারণে ঘরে শুয়ে আছেন।

তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, নামাযের সময় হয়েছে, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নেই। আপনি কি চান যে, আমি আযান ও ইকামত দিব আর আপনি মানুষকে নিয়ে নামায আদায় করবেন?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমার ইচ্ছে...।

---

[৫০] সহীহ বুখারী (৬৭৮, ৬৮৪,৭১৩)

www.nagorikpathagar.org

কথামতো হযরত বিলাল আযান ও ইকামত দিলেন এবং হযরত আবু বকর -কে নামাযের ইমামতি করার জন্যে এগিয়ে দিলেন।

নামাযের শেষ মুহূর্তে রাসূল নিজের শরীর একটু হালকা অনুভব করলে মসজিদে আসেন। তিনি এসে দেখলেন নামায শেষ হয়ে গেছে।

তিনি সাহাবায়ে কেরামদের জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা কি নামায পড়েছ?

তাঁরা বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তোমাদের নামাযের ইমামতি কে করেছে?

তাঁরা বললেন, আবু বকর।

তিনি বললেন, তোমরা ভালো করেছ, যাদের মাঝে আবু বকর আছে, তাদের ইমামতি অন্য কেউ করা উচিত নয়।[৫১]

জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি কতই না উত্তম

মদিনার প্রান্তসীমার উঁচু ভূমিতে হযরত আবু বকর নিজ বাড়িতে গেলেন। উদ্দেশ্য ক্লান্তি দূর করতে সামান্য সময় বিশ্রাম নিবেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই এক ঘোষণাকারী মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা করতে দ্রুত দৌড়ে আসছিল।

সে হযরত আবু বকর -এর বাড়ির সামনে এসে চিৎকার দিয়ে বলল, হে আবু বকর..........হে আবু কুহাফার ছেলে।

হযরত আবু বকর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বের হয়ে এলেন। তিনি ওই লোকটির দিকে তাকালে লোকটি তাঁর দুঃখভরা মন নিয়ে দু'ঠোঁট নাড়িয়ে বলল, আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করেছেন।

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর -এর অন্তর কেঁপে উঠল। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝর ঝর করে পড়তে লাগল। তিনি দ্রুত রাসূল -এর বাড়ির দিকে ছুটলেন।

হযরত আবু বকর রাসূল -এর বাড়িতে এসে দেখতে পেলেন মানুষের বিষণ্ন মনে কেউ বসে আছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। তখন সকলের হৃদয়ে কান্নার রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল দুঃখে মনের আকাশ ভেঙে যাবে। এমনকি হযরত ওমর তাঁর তরবারি উন্মুক্ত করে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, যে বলবে মুহাম্মদ মারা গেছেন আমি তার ঘাড়ে এ তরবারি দিয়ে আঘাত করব।

হযরত আবু বকর মানুষকে রেখে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন রাসূল -কে দেওয়ালের পাশে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে।

---

[৫১] আল মুতালিবুল আ'লিয়া, লি ইবনি হাজার, ৪র্থ খণ্ড, লি ইবনি হিশাম, ৩৩পৃ।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর তাঁর পাশে গিয়ে মুখ থেকে চাদর সরিয়ে তাঁর কপালে বিদায়ী চুমু দিলেন। আর তখন রাসূল -এর মোবারকময় সুগন্ধি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এতে হযরত আবু বকর বললেন, জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় আপনি কতই না উত্তম।

তারপর হযরত আবু বকর উঠে আসতে লাগলেন যদিও দুঃখ-বেদনায় তাঁর হাঁটু দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছিল না। তিনি ঘরের বাইরে এসে মানুষদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে লোক সকল! যে ব্যক্তি মুহাম্মদের ইবাদত করেছ, তবে মুহাম্মদ মারা গেছেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করেছ, তবে আল্লাহ তাআ'লা জীবিত, তিনি কখনো মারা যাবেন না।

তারপর তিনি তেলাওয়াত করলেন...........

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِي۟ن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ

অর্থ- আর মুহাম্মদ রাসূল ব্যতীত অন্য কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। যদি তিনি মারা যান অথবা নিহত হন তবে কি তোমরা পিছু হটে যাবে? বস্তুত যে পিছু হটবে, সে আল্লাহর সামান্য ক্ষতিও করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে প্রতিদান দিবেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৪)[৫২]

বিষাক্ত মহিলা

রাসূল -এর ওফাতের সংবাদ মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি হাজরামাউত পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তখন মুনাফিকদের কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে উঠল। আর মুনাফিক নামের সাপগুলো গর্ত থেকে বের হয়ে এল। তাদের মধ্যে কিছু মহিলা নিজের হাত রাঙিয়ে অলিতে-গলিতে ঘুরে নাচের তালে তালে দফ বাজাতে লাগল।

এ দৃশ্য দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর -এর নিকটে চিঠি লিখে জানালেন..........

"বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। রাসূল -এর ইন্তেকালের খবর শুনে খুশিতে একদল মহিলা তাদের হাত রাঙিয়ে অলিতে গলিতে ঘুরে দফ বাজাচ্ছে।"

চিঠিটি হযরত আবু বকর -এর মাথায় বজ্রের ন্যায় আঘাত করে। তিনি একটি বাহিনী প্রেরণ করে ওই সকল মহিলাকে একত্রিত করে তাদের হাত কেটে দিলেন।[৫৩]

---

[৫২] আল বিদায়া, ৫ম খণ্ড, (২৪৩-২৪৪)

[৫৩] আল হিনা।

www.nagorikpathagar.org

এ তিনটি মর্যাদা কার?

সাকিফায়ে বনী সায়েদায় যখন মানুষের মধ্যে খলিফা নির্বাচন নিয়ে তর্কবিতর্ক চলছিল। তাদের প্রত্যেকে নিজেদের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আনসারগণ বললেন, তোমাদের থেকে একজন আমির হবেন আর আমাদের থেকে একজন হবেন।

তখন হযরত ওমর ؓ বললেন, এক খাপে দুই তরবারি থাকতে পারে না।

তারপর তিনি হযরত আবু বকর ؓ-এর কাছে এসে তাঁর হাত ধরে চিৎকার করে বললেন, এ তিনটি মর্যাদা কার?

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ "যখন তিনি তাঁর সাহাবীকে বললেন" আল্লাহর বাণীতে এ সাহাবী কে?

তাঁরা বললেন, আবু বকর।

ওমর ؓ বললেন, إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ "যখন তারা গুহায়....." এখানে তাঁরা কে?

তাঁরা বললেন, নবী ﷺ ও আবু বকর।

ওমর ؓ বললেন, لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا "আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন.........? কার সাথে আছেন?

তাঁরা বললেন, নবী ﷺ ও আবু বকরের সাথে।

তারপর তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের কে আছ যে নিজেকে আবু বকরের থেকে পবিত্র মনে করে তাঁর সম্মুখে যাবে।

তাঁরা বললেন, আবু বকরের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া থেকে আমরা আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাই।

এরপর হযরত ওমর ؓ এগিয়ে হযরত আবু বকর ؓ-এর হাত ধরে বললেন, আপনার হাত প্রসারিত করুন, আমি আপনার হাতে বাইয়াত হব।

এ কথা বলে হযরত ওমর ؓ তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং অন্য মানুষও তাঁর সাথে বাইয়াত গ্রহণ করলেন।[৫৪]

প্রথম ভাষণ

অনেক লজ্জা ও ভয়ে হযরত আবু বকর ؓ রাসূল ﷺ-এর মিম্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি পা সামনে দিচ্ছেন আবার এক পা পিছনে দিচ্ছেন। মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রেখে দ্বিতীয় সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন, কিন্তু দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখার পর আর তৃতীয় সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন না। কেননা সেই

---

[৫৪] ফাযায়েলুস্ সাহাবা,

www.nagorikpathagar.org

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রাসূল ﷺ খুতবা দিতেন। আর তাই তিনি নিজেকে রাসূল ﷺ-এর স্থানে দাঁড় করালেন না।

এরপর ভাঙা হৃদয়ে খিলাফতের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে মানুষের উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দিতে গিয়ে বললেন, হে লোক সকল!.......আমি তোমাদের আমির নিযুক্ত হয়েছি, তবে আমি তোমাদের থেকে সেরা নই। যদি আমি ভালো কাজ করি তবে তোমরা আমাকে সাহায্য করবে.........আর যদি আমি খারাপ করি তাহলে আমাকে সঠিক পথে নিয়ে আসবে। জেনে রাখ! নিজের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে তোমাদের দুর্বল লোক আমার কাছে অনেক শক্তিশালী। আর অন্যের অধিকার আদায় করে দেওয়ার ক্ষেত্রে অধিকার লুণ্ঠনকারী শক্তিশালী ব্যক্তি আমার নিকট অনেক দুর্বল।

আমি যে কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করব সে কাজে তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর যদি আমি তাঁদের অবাধ্য হই তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য আবশ্যক নয়।

আবু বকর (রা.) যেভাবে বিচার করতেন

আবু বকর (রা.)-এর কাছে যখন কোনো বিচার আসত, তিনি প্রথমে আল্লাহর কিতাবে সে সম্পর্কে দেখতেন। যদি তাতে পাওয়া যেত তাহলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। কোরআনে না পাওয়া গেলে তিনি রাসূল ﷺ-এর হাদীসের দিকে দৃষ্টি দিতেন। যদি হাদীসে পাওয়া যেত তবে অনুরূপ বিচার করতেন। আর যদি না পাওয়া যেত, তখন তিনি মানুষের কাছে বলতেন, আমার কাছে এই এই বিচার এসেছে, এ সম্পর্কে কি তোমাদের কারো রাসূল ﷺ-এর হাদীস জানা আছে। তখন যদি কোনো লোক এসে তাঁর কাছে ওই বিচার সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর কোনো হাদীস শুনাত, তিনি বলতেন, সকল প্রশংসা ওই সত্তার যিনি আমাদের মধ্যে এমন লোক রেখেছেন, যারা নবীর কথা স্মরণে রেখেছে। যদি এক্ষেত্রেও তিনি ব্যর্থ হতেন, তখন গণ্যমান্য লোকদেরকে নিয়ে ফায়সালা করতেন।[৫৫]

আমি আরোহণ করব না আর তুমিও নামবে না

যখন উসামা (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যবাহিনীরা যুদ্ধে রওয়ানা দিল তখন আবু বকর (রা.) উসামার পাশে হেঁটে হেঁটে আসতে লাগলেন। উসামা আরোহী অবস্থায় থাকার কারণে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, হয় আপনি আরোহণ করুন, না হয় আমি বাহন থেকে নেমে যাই।

---

[৫৫] সীরাহ্ ওয়া মানাকিবে আবু বকর, ১৯৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর দোহাই! তুমি বাহন থেকে নেমো না আর আমিও বাহনে আরোহণ করব না। আমি তো মাত্র আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ সময় নিজের পায়ে ধুলোবালি লাগাচ্ছি।

তারপর তিনি উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, আমি তোমাকে, তোমার দ্বীনদারিতা ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর আমানতে রাখলাম। আর তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পুরো করবে।[৫৬]

যদি তারা একটি রশিও দিতে অস্বীকার করে তবে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব

বাতাসের গতির মতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের সংবাদ চতুর্দিকে ছড়াতে লাগল। যে সংবাদ ছুটতে ছুটতে আরবদের কানে কানে গিয়ে থামল। এতে অনেক আরববাসী মুনাফিকীর পথ বেছে নিল। তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমকে অস্বীকার করতে শুরু করল এবং মিথ্যাবাদী ভণ্ড নবীদের সাথে এক হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করল।

সারা আরবে ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। এতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুহাজির ও আনসার সাহাবীদেরকে একত্রিত করে বললেন, আরবরা তাদের পশুর যাকাত দিতে অস্বীকার করছে। তারা মনে করে যে লোকটির দ্বারা তোমরা সাহায্য পেয়েছ তিনি মারা গেছেন এবং তারা আমাকে তোমাদের মতো একজন মনে করে।

তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার মতে, আপনি তাদেরকে নামায আদায় করতে বলুন আর তাদের থেকে যাকাত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। কেননা তারা ইসলামে এখনো নতুন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনে মজলিসের অন্যান্যদের দিকে তাকালেন এতে তারা মনে করল, তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আর তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে উঠে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আল্লাহর চুক্তি ও ওয়াদা বাস্তবায়ন হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমে আমি যুদ্ধ করে যাব। আমাদের মধ্যে যে নিহত হবে সে শহীদ হয়ে জান্নাতের অধিবাসী হবে। আর যে বেঁচে থাকবে সে দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি ও ওয়ারিশ হয়ে বেঁচে থাকবে.............

আল্লাহর শপথ! যদি তারা যাকাতের একটি রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় দিত তবে অবশ্যই আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যদিও

---

[৫৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩০৩-৩০৫ পৃ।

www.nagorikpathagar.org

বৃক্ষ, নগর, মানুষ, জ্বীন সবাই তাদের সাথে মিলিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে।
তখন হযরত ওমর চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহু আকবার ....আল্লাহু আকবার।
তারপর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার জানামতে তিনি সত্য।[৫৭]

কাপড় বিক্রেতা

সূর্য ঘুম ভেঙ্গে উঠার আগেই হযরত আবু বকর কাপড়ের বোঝা মাথায় নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশে বাজারের দিকে রওনা দিলেন। যাওয়ার পথে তাঁকে হযরত ওমর ও আবু উবায়দা বিন আল জার্‌রা দেখতে পেলেন। তারা দু'জন খুব দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন।
হযরত ওমর উঁচু গলায় চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কোথায় যাচ্ছেন?
হযরত আবু বকর তাঁর মাথায় থাকা কাপড়ের বোঝার নিচ দিয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, বাজারে।
হযরত ওমর বললেন, আপনি বাজারে কি করবেন?
তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, ওমর! আমি কাপড় বিক্রয় করব।
হযরত ওমর বললেন, আপনার ব্যস্ততা এসেছে।
তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, তুমি কি খিলাফতের কথা বলছ?
হযরত ওমর বললেন, হ্যাঁ।
তিনি হাত নাড়িয়ে বললেন, তাহলে আমার পরিবারকে কে খাওয়াবে?
হযরত ওমর বললেন, আমরা বায়তুল মাল থেকে কিছু অর্থ নির্ধারণ করে দিব। মুসলিম জাতির অবস্থার কথা বর্ণনা করে হযরত আবু বকর তা গ্রহণ করতে রাজি হলেন এবং বাজারে যাওয়া থেকে বিরত থাকলেন।[৫৮]

উম্মে আয়মানের কান্না

চিন্তার রেখা ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে দাগ টানছিল। রাসূল -এর ইন্তেকালে সকলে শোকে বিহ্বল। হযরত আবু বকর দুঃখে এ বিশাল মেঘকে মনের আকাশ থেকে তাড়িয়ে হযরত ওমর -কে গিয়ে বললেন, চল আমরা উম্মে আয়মানের কাছে যাই। রাসূল তাঁর সাথে যেভাবে দেখা করত আমরাও গিয়ে সেভাবে দেখা করি।

---

[৫৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩১১ পৃ।
[৫৮] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন, ৬২পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

যখন তাঁরা হযরত উম্মে আয়মানের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি প্রচণ্ড কান্নাকাটি শুরু করলেন।

তাঁরা বললেন, আপনি কেন কাঁদছেন? আপনি কি জানেন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য আল্লাহর নিকটে যা আছে তা অনেক উত্তম?

তিনি বললেন, আমি এ জন্যে কাঁদছি না; বরং আমি কাঁদছি আসমান থেকে অহী আর আসবে না.............। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উভয়ে তাঁর সাথে কান্না শুরু করলেন।[৫৯]

তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ

মদিনা মুনাওয়ারাতে.........

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে গিয়ে খুব ভদ্রতার সাথে বসলেন। উদ্দেশ্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কখন বিতর পড়?

তিনি বললেন, রাতের প্রথম অংশে।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- তুমি কখন বিতর পড়?

তিনি বললেন, রাতের শেষ অংশে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকরকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি দৃঢ়তা অবলম্বন করেছ আর ওমর সামর্থ্যতা অবলম্বন করেছে।[৬০]

ভীমরুল ও মৌমাছির দংশন

একদল লোক সফরে বের হয়েছে। তাদের মধ্যে একলোক দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে গালমন্দ করতে লাগল।

এতে মানুষ খুব রাগান্বিত হয়ে চিৎকার দিয়ে বলল, এই বেটা থাম্......তুই কি বলছিস.......তুই কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই পবিত্র সাহাবী হযরত আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে গালি দিচ্ছিস?

কিন্তু লোকটি তারপরেও থামেনি। তাদের বিরুদ্ধে একাধারে সে বলে যাচ্ছিল।

এর কিছুক্ষণ পর এ লোকটি তার প্রয়োজন পুরো করার জন্যে টয়লেটে গেল। টয়লেটে ঢোকার পর পরই একঝাঁক ভীমরুল ও মৌমাছি এসে তাকে ঘিরে ধরে তার শরীরে হুল ফোটাতে শুরু করল। এতে লোকটি চিৎকার শুরু করে দিল। চিৎকার শুনে মানুষ তাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে, কিন্তু তারা ভীমরুল আর

---

[৫৯] মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩য় খণ্ড, ৫৯৬৭ পৃ.।

[৬০] সুনানে আবু দাউদ, ১২২২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

মৌমাছির কারণে তার নিকটে যেতে পারছিল না। যে লোকই কাছে আসার চেষ্টা করত তাকে ভীমরুল আর মৌমাছি আক্রমণ করে বসত। এতে তাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।
ভীমরুল ও মৌমাছি তার সারা শরীরে হুল ফুটিয়ে অবশেষে তাকে ছেড়ে দিল। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর বন্ধুদের পক্ষ থেকে এমনভাবে প্রতিশোধ নিলেন।[৬১]

বদরের যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাহারাদার

একদিন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর কে?
তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি।
তিনি বললেন, আমি ধারণা করছি তোমরা আমার কথা বলবে।
এরপর তিনি বললেন, বীর তো ছিলেন আবু বকর। আমরা একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় বলা হলো, কে সে ব্যক্তি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে থাকবে যাতে করে তাঁর ওপর মুশরিকদের কোনো আক্রমণ না আসে। আল্লাহর কসম, তখন আমাদের কেউ তাঁর নিকটবর্তী হয়নি। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ই তাঁর তরবারি উন্মুক্ত করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথার কাছে গেলেন। তাই আমরা মনে করি তিনিই সবচেয়ে সেরা বীর।[৬২]

চোর ও শাস্তি

মানুষের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক চোরকে নিয়ে আসা হয়েছে।
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা তাকে হত্যা কর।
তারা খুব আশ্চর্যের সাথে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ চুরি করেছে।
তিনি আবার বললেন, তাকে হত্যা কর।
তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো শুধু চুরি করেছে।
তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তার হাত কেটে দাও।
এভাবে দিন কাটছিল......। লোকটি আবার চুরি করল। এতে তার পা কেটে দেওয়া হয়েছে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফতকালে লোকটি আবারও চুরি করল। এতে তার বাম হাতও কেটে দেওয়া হলো। তারপর আবার চুরি করল। এবার তার বাম পাও কেটে ফেলা হলো। এভাবে তার হাত পা সবগুলো কেটে ফেলা হলো। হাত পা সবগুলো হারানোর পরে লোকটি পঞ্চম বারের মতো আবারও চুরি করল!

---

[৬১] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২২৪ পৃ.।
[৬২] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, ২৭১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন হযরত আবু বকর বললেন, রাসূল এ সম্পর্কে অধিক জানতেন তাই তিনি বলেছিলেন, তাকে হত্যা কর।

তারপর তাকে হত্যা করার জন্যে কোরাইশদের যুবক দলের হাতে হস্তান্তর করা হলে..........তারা তাকে হত্যা করে।[৬৩]

উত্তম কে?

কুফা ও বসরার কিছু অধিবাসী হযরত ওমর-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে মদিনায় আগমন করে। তারা মদিনায় বসে বসে কথাবার্তা বলছিল। একপর্যায়ে তারা হযরত আবু বকর ও ওমর-কে নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। তাদের কেউ হযরত আবু বকর-কে হযরত ওমর-এর ওপরে প্রাধান্য দিতে লাগল। আবার কেউ হযরত ওমর-কে হযরত আবু বকর-এর ওপর প্রাধান্য দিতে লাগল।

তাদের কথাবার্তা শুনে হযরত ওমর চাবুক হাতে নিয়ে ছুটে আসলেন। যারা তাঁকে হযরত আবু বকর-এর ওপর প্রাধান্য দিয়েছিল, তিনি তাদের দিকে ছুটে গিয়ে এক এক করে চাবুক দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন।

তারা বলল, ঠিক......ঠিক......কেননা আমরা আপনাকে আবু বকরের ওপর প্রাধান্য দেওয়া আল্লাহ তাআ'লা দেখতে চান না। আবু বকর এ দিক থেকে উত্তম..........ওদিক থেকে উত্তম।

তাদের কথাগুলো হযরত ওমর-কে আনন্দিত করল।

পরে তিনি বিকেলে মিম্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন, এ উম্মতের নবীর পরে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন আবু বকর। আমার এ ঘোষণার পর যদি কেউ বিপরীত কিছু বলে থাকে তবে সে অপবাদদাতা। আর তার ওপর অপবাদের শাস্তিই প্রযোজ্য হবে।[৬৪]

হযরত ওমরের কান্না

একবার.....বসরার আমির হযরত আবু মূসা আল আশয়ারী বের হলেন। তিনি যখনই খুতবা দিতেন আল্লাহর গুণকীর্তন করে ও নবী করীম-এর ওপর দুরূদ পাঠ করে ওমর-এর জন্যে দোয়া করতেন।

দিবা বিন মুহসিন নামক এক ব্যক্তির কাছে বিষয়টি খুব খারাপ লাগল।

তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, তাঁর সাথির (আবু বকর) ব্যাপারে তোমার অবস্থান কি? তুমি কি আবু বকরের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দিচ্ছ?

[৬৩] সুনানে নাসাঈ, ৪৮৯১ পৃ.।

[৬৪] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন, ৪৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তার কথায় হযরত আবু মূসা খুবই রাগান্বিত হলেন। তিনি আমীরুল মুমিনীনের কাছে তার ব্যাপারে এ অভিযোগ লিখে পাঠালেন.........

"দিবা বিন মুহসিন আমার ভাষণে দ্বিমত পোষণ করেছে।"

তাঁর চিঠি পেয়ে হযরত ওমর প্রতিউত্তরে লিখলেন.......

"তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

দিবা বিন মুহসিন হযরত ওমর -এর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।

হযরত ওমর বললেন, তোমাকে স্বাগতমও না শুভেচ্ছাও না।

দিবা বললেন, স্বাগতম তো আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আমাকে আপনি কোনো অপরাধ ব্যতীতই এখানে নিয়ে আসার মধ্যে কোনো শুভেচ্ছাও নেই আর কোনো লাভও নেই।

হযরত ওমর বললেন, তুমি কি নিয়ে আবু মূসার সাথে ঝগড়া করেছ?

দিবা বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এখন তা আপনাকে বলছি, সে খুতবা দিতে দাঁড়ালে আল্লাহর প্রশংসা করে ও রাসূল -এর ওপর দুরূদ পাঠ করে আপনার জন্যে দোয়া করে। তখন আমি তাকে বললাম, তাঁর সাথির (আবু বকর) ব্যাপারে তোমার অবস্থান কি? তুমি কি আবু বকরের ওপর তাঁকে প্রাধান্য দিচ্ছ? আর এতে সে আপনার কাছে আমার বিরুদ্ধে লিখে পাঠায়।

তখন হযরত ওমর কান্না শুরু করলেন। চোখের অশ্রু তার গাল বেয়ে নিচে পড়ছিল। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! তুমিই সঠিক, তুমিই যথার্থ.....তুমি আমার জন্যে ক্ষমাশীল হতে পারবে তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে ক্ষমা করবেন?

দিবা বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন।

হযরত ওমর চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, আল্লাহর শপথ! আবু বকরের একদিন ও একরাত ওমর ও ওমরের পরিবার থেকেও উত্তম।[৬৫]

নাতিকে নিয়ে মদিনায় ঘুরে বেড়ানো

আসমা বিনতে আবু বকর মক্কা থাকতেই আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের -কে গর্ভধারণ করেন। তিনি বলেন, যখন আমার গর্ভের সময় পূর্ণ হবে ঠিক সে সময়ে আমি মদিনা হিজরত করি। আমি কোবায় পৌছার পর সন্তান প্রসব করি। আমার ছেলের জন্মের পর তাকে রাসূল -এর কাছে নিয়ে আসা হয়।

রাসূল একটি খেজুর আনতে বললেন। তারপর তিনি তা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। এতে শিশুর মুখে প্রথম রাসূল -এর লালা প্রবেশ করল। তাঁর জন্মের পর মুসলমানদের মাঝে আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল। কেননা ইহুদিরা বলত, মুসলমানদের আর কোনো সন্তান হবে তাদের আলেমরা মুসলমানদের জন্যে যাদু

---

[৬৫] আর রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৫৪,১৫৫পৃ।

www.nagorikpathagar.org

করেছে। আর তাই এ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়েরের জন্মের পর মুসলমানগণ তাকবির দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর আবু বকর তাঁকে নিয়ে মদিনার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ালেন যাতে করে সবাই জানতে পারে ইহুদিরা মিথ্যাবাদী।[৬৬]

হাউজে তুমি আমার সাথি

একদিন হযরত আবু বকর নবী করীম -এর পাশে বসেছিলেন।
তখন রাসূল তাঁকে বললেন, আবু বকর! তুমি হাউজে (হাউজে কাওসার) আমার সাথি এবং গুহাতেও আমার সাথি (অর্থাৎ হিজরতের সময় আশ্রয় নেওয়া হেরা পর্বতের গুহা)।[৬৭]

এ তীর আমার ছেলেকে হত্যা করেছে

তায়েফের দিন..........
হযরত আবু বকর -এর ছেলে আব্দুল্লাহ তীরবিদ্ধ হয়ে শহীদ হয়ে যান। হযরত আবু বকর হযরত আয়েশার কাছে গিয়ে বললেন, হে আমার মেয়ে! আব্দুল্লাহর মৃত্যু আমার কাছে একটি বকরি ঘর থেকে চলে যাওয়ার মতোই (অর্থাৎ সামান্য বিপদ)।
হযরত আয়েশা বললেন, সকল প্রশংসা সে আল্লাহ তাআ'লার যিনি আপনার মনে দৃঢ়তা দান করেছেন এবং আপনাকে সত্যের ওপর অটল রেখেছেন।
তারপর তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার পরে বললেন, হে আমার মেয়ে! সম্ভবত তোমরা আব্দুল্লাহকে জীবিত দাফন করেছ।
হযরত আয়েশা বললেন, إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ অর্থাৎ, হে বাবা! আমরা আল্লাহর জন্য আর আমরা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব।
হযরত আবু বকর চিন্তিত মনে বললেন, সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআ'লার কাছে আমি শয়তান থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।
তারপর তিনি আবার বললেন, নিশ্চয়ই সে তাদের একজন যাদেরকে দু'টি জিনিস স্পর্শ করবে এক- শয়তানের স্পর্শ, অন্যটি ফেরেশতাদের স্পর্শ।
দিনের পর দিন পার হতে লাগল..........
এরই মধ্যে একদিন বনূ সাকীফের একদল লোক তাঁর কাছে আসল। আর সেই তীর তখনো তাঁর কাছে ছিল। তিনি তীরটি তাদের সামনে বের করে বললেন, এ তীর তোমাদের কেউ কি চিন?
বনূ আজলানের ভাই সা'দ বিন উবাইদ বললেন, এ তীর আমিই নিক্ষেপ করেছি।

---

[৬৬] খিলাফাতু আমীরিল মুমিনীন আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের লিস সালাবী, ১০২৯ পৃ.।
[৬৭] জামিউত তিরমিযী, ৩৬০৩ পৃ.।
www.nagorikpathagar.org

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এ তীর আমার ছেলে আব্দুল্লাহকে হত্যা করেছে। সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআ'লার যিনি তোমার হাতে তাকে শাহাদাত দান করে সম্মানিত করেছেন আর তোমাকে তার হাতে হত্যা করে অপমানিত করেননি। কেননা আব্দুল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণে কঠিন ছিল।[৬৮]

আমার থেকে প্রতিশোধ নাও

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যাকাতের উট বণ্টন করার কথা ঘোষণা দিলেন।

মানুষেরা তার ঘোষণা অনুযায়ী একত্রিত হলে তিনি বললেন, কেউ অনুমতি ব্যতীত আমাদের কাছে আসবে না।

অন্যদিকে এক মহিলা তার স্বামীকে বলল, এ লাগাম নিয়ে যাও, হতে পারে আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে একটি উট দান করবেন।

লোকটি হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসল। সে এসে দেখল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উটের ঘরে প্রবেশ করেছে। লোকটিও তাঁদের সাথে ঘরে প্রবেশ করল।

কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকিয়ে দেখলেন একলোক তাদের সাথে সাথে ভেতরে আসছে। লোকটির হাতে একটি লাগাম ছিল।

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কেন প্রবেশ করেছ?

তিনি তার হাত থেকে লাগামটি নিয়ে তাকে প্রহার করলেন। পরে উট বণ্টন শেষে তিনি লোকটিকে ডেকে লাগামটি দিয়ে বললেন, আমার থেকে প্রতিশোধ নাও।

তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! সে প্রতিশোধ নিবে না। আর আপনিও প্রতিশোধের এ পদ্ধতি চালু করবেন না।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর হাত থেকে কে আমাকে বাঁচাবে।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি অন্যকিছু দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করে দিন।

তাঁর কথামতো হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটিকে জিন ও মখমলসহ একটি বাহন ও পাঁচ দিনার দিতে নির্দেশ দিলেন। এর দ্বারা তিনি লোকটিকে খুশি করতে চেষ্টা করলেন। আর লোকটিও এগুলো পেয়ে খুব খুশি হয়ে চলে গেল। মনে হচ্ছিল খুশিতে তাঁর অন্তর উড়ে যাবে।[৬৯]

---

[৬৮] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৪৭৭ পৃ.।

[৬৯] আসসুনানুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এ মিসকীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর

হযরত বিলাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় নবাগত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতে আলোর ঝলক দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর পবিত্র রূহ এ আলোর মাঝে আল্লাহর নৈকট্যতার রাস্তা দেখছিল।

তাই তিনি এ আলোতে আল্লাহকে খুঁজে পেতে আগত নতুন ধর্মের সাঁকোতে পা রাখলেন। অন্যদিকে তাঁর ঈমানের পথের এ যাত্রার কথা কাফেরদের নেতারা জেনে গেল। আর তাই এ পথ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে তারা গলায় শিকল পরিয়ে তাঁকে মক্কার ওলিতে-গলিতে ঘুরাতে লাগল। এরপর তারা তাঁকে মরুর উত্তপ্ত বালুতে নিক্ষেপ করল। শুধু তাই নয়; বরং বিশাল এক পাথর এনে তাঁর বুকের উপর চাপা দিল। যাতে করে সে তাদের দেবতাদের দিকে ফিরে আসতে রাজি হয়, কিন্তু তাদের দেওয়া এ কঠিন থেকে কঠিন শাস্তিগুলো শুধু আল্লাহর প্রতি তাঁর ঈমান ও দৃঢ়তাই বৃদ্ধি করতে লাগল।

হযরত বিলাল এ কঠিন সময়ে শুধু একক.........একক........একক বলে চিৎকার করতেন। (অর্থাৎ আল্লাহ এক তাঁর কোনো শরিক নেই)।

একদিন সকালে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখনো কাফেররা তাঁকে শাস্তি দিচ্ছিল।

এ দৃশ্য দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উমাইয়া বিন খলফকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি এ মিসকীনের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর না?.........আর কতক্ষণ শাস্তি দিবে......?

উমাইয়া বলল: তুমি তাকে নষ্ট করেছ, তো এখন তুমি মুক্ত কর।

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নয় ওকিয়া দিয়ে ক্রয় করে নিলেন। (ওকিয়া তৎকালীন মুদ্রা)।

তখন উমাইয়া তাচ্ছিল্য করে বলল, ধর........লাত ও উজ্জার শপথ! যদি তুমি তাকে এক ওকিয়ার বেশি দিয়ে ক্রয় করতে না চাইতে তবে আমি এক ওকিয়াতেই দিয়ে দিতাম।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি তোমরা এক শত ওকিয়া ব্যতীত বিক্রয় করতে না চাইতে তবে আমি এক শত ওকিয়া দিয়েই তাকে ক্রয় করতাম।[৭০]

ওটাই আমাকে কাঁদিয়েছে

খুব সাধারণভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মজলিসে বসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের সাথে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর দাসকে পানি পান

---

[৭০] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ১৪৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

করাতে বললেন। দাসটি পানি আনতে গেল এবং একটু পরে একটি মাটির পাত্রে করে পানি নিয়ে এল। তারপর তা তাঁকে পান করতে দিল। তিনি তাঁর দুই হাত দিয়ে পাত্রটি ধরে পিপাসা নিবারণ করতে মুখে দিতে গেলেন। এমন সময় দেখলেন পানির পাত্রে থাকা পানি মধু মিশ্রিত।

তা দেখে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পান করে পাত্রটি রেখে দিলেন। তারপর তিনি তাঁর দাসকে জিজ্ঞেস করলেন- হে বালক! এটি কি?

দাসটি ইতস্তত হয়ে বলল, মধু.........পানি মিশ্রিত মধু।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে পাত্রটির দিকে তাকালেন। সামান্য সময় না যেতেই তাঁর দুই চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে পানি পড়তে শুরু করে। কান্নার কারণে তিনি হাঁপাচ্ছিলেন। তাঁর কান্না ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

এতে লোকেরা তাঁর দিকে ছুটে এসে পেরেশান হয়ে জিজ্ঞেস করল- আপনি কেন কাঁদছেন? আর কান্নার কারণ কি?

কিন্তু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কান্না থামাতে পারছিলেন না। এমনকি তাঁর কান্নার প্রভাবে আশপাশের লোকেরাও কান্না শুরু করে দিল। এক সময় অন্যদের কান্না থেমে গেল তবুও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কান্না থামেনি। অনেক্ষণ পর যখন তাঁর কান্না ধীরে ধীরে থামতে লাগল, যদিও চোখের পানি অবিরাম ঝরছিল। মানুষ আবারো জিজ্ঞেস করল- হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! এ কান্না কেনো? কিসে আপনাকে কাঁদাল?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখলাম, তিনি তাঁর হাত দ্বারা ইশারা করে কোনো কিছুকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন আর ক্ষীণ কণ্ঠে বলছেন, আমার থেকে দূরে সর.......আমার থেকে দূরে সর, কিন্তু আমি তাকিয়ে কোনো কিছু দেখছিলাম না। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি সরাচ্ছেন, আমি তো আপনার সামনে কিছুই দেখছি না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘশ্বাস নিয়ে আমার একটু কাছে এসে বললেন, এ হচ্ছে দুনিয়া, এর মধ্যে যা আছে এগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। আর তখন আমি বললাম, আমার থেকে দূরে সর..... আমার থেকে দূরে সর........।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিষণ্ন মনে মাথা নাড়িয়ে বললেন, এ কারণে আমি ভয় করছি মধু মিশানো পানি, এ তো আমাকে দুনিয়ার ভোগ পেয়ে গেল........ আর এটিই আমাকে কাঁদিয়েছে।[৭১]

---

[৭১] আল হুলিয়া ১ম খণ্ড, ৩০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

নবীর সাথে মক্কায় প্রবেশ

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা প্রবেশের সময়ে তাঁর সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন। তিনি নারীদেরকে দেখলেন তারা ঘোড়ার চেহারায় চপেটাঘাত করছে। তখন তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, আবু বকর! হাস্‌সান কি বলেছে?

এরপর তিনি আবৃত্তি করতে শুরু করলেন,

আমাদের ঘোড়াগুলো
হারিয়ে ফেলেছি আমরা
তাই তো তাদেরকে ময়দানে
বালি উড়াতে দেখছ না তোমরা।
সে ঘোড়াগুলো ছিল
অনুগত সাহসী
সামনের দিকে ছুটে যেত
কাঁধে থাকত তরবারি।
কিন্তু হায় ! আজ
তাদের অবস্থা কেন এমন
নারীরা উড়না দিয়ে আঘাত করছে
তাদের চেহারায় এখন।[৭২]

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

জ্ঞানের এক বাগানে হযরত শা'বী ইবনে আব্বাসের নিকটে গিয়ে বসলেন। তিনি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, ইসলামের প্রথম ব্যক্তি কে?

তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কি হাস্‌সান বিন সাবিতের কথা শুননি?

হাস্‌সান বিন সাবিতের কবিতা.........

إِذَا تَذَكَّرْتَ مِنْ أَخٍ ثِقَةٍ — فَاذْكُرْ أَخَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فَعَلَا
خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهَا — إِلَّا النَّبِيَّ وَأَوْفَاهَا لَمَّا حَمَلَا
وَالثَّانِيَ التَّالِيَ الْمَحْمُوْدَ مَشْهَدَهُ — وَأَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرَّسَلَا

বিশ্বস্ত কোনো ভাইয়ের
আত্মত্যাগের কথা মনে পড়িবে যখন
তোমার ভাই আবু বকর

---

[৭২] মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৭২।

www.nagorikpathagar.org

ও তাঁর কর্ম করিও স্মরণ তখন।
নবীর পরেই যিনি
শ্রেষ্ঠ তাকওয়াবান ও ন্যায়বান
যে দায়িত্ব হয়েছিল অর্পিত তাঁর ওপর
তিনি করেছেন তা পূরণ।
যিনি ছিলেন তার কর্মে
প্রশংসিত ইসলামের দ্বিতীয়জন
রাসূলকে সকল মানুষের
আগে করিয়াছেন সত্যায়ন।

হযরত শা'বী তখন বললেন, আপনি সত্য বলেছেন.....আপনি সত্য বলেছেন।[৭৩]

আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত

হযরত ত্বালহার মেয়ে আয়েশা তার মা উম্মে কুলছুমকে বলল, আমার বাবা আপনার বাবা থেকে শ্রেষ্ঠ। (অর্থাৎ, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ত্বালহা শ্রেষ্ঠ)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রী হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তোমাদের মাঝে সমাধান করে দিব না?

তারপর তিনি বললেন, আবু বকর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশ করার পর তিনি বললেন, আবু বকর! তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত।

তারপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তাহলে কিয়ামতের দিন কার নাম আতীক হবে?

আর ত্বালহা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে গমন করার পর তিনি বললেন, ত্বালহা তুমি তাদের একজন যাদের জীবনকাল শেষ হয়ে গেছে।[৭৪]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতামত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ইয়ামানে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন তখন তাঁর কয়েকজন সাহাবীর কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও ছিলেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি আপনি আমাদের কথার ওপর ভিত্তি করে পরামর্শ না করতেন। (মনে হয় ভালো হতো)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে বিষয়ে অহী অবতীর্ণ হয় না সে বিষয়ে আমি তোমাদের মতোই।

এ কথা শুনে প্রত্যেকে পরামর্শ দিতে শুরু করল।

---

[৭৩] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ৪৬ পৃ.।

[৭৪] আল মুতালিব আল আ'লিয়া, লি ইবনি হাজার. ৪র্থ খণ্ড, ৩৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

লোকদের পরামর্শ শুনে রাসূল ﷺ হযরত মুয়াজ (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন তোমার অভিমত কি?

হযরত মুয়াজ (রা.) বললেন, আবু বকরের অভিমতই আমার অভিমত।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তাঁর আসমানের উপর থেকেই আবু বকর ভুল করবে তা অপছন্দ করেন।[৭৫]

তোমার ওপর একজন নবী ও একজন সিদ্দিক রয়েছেন

রাসূল ﷺ উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান (রা.)-ও ছিলেন। তখন তাদেরকে নিয়ে পাহাড় টলতে লাগল। এতে রাসূল ﷺ তাঁর পা দিয়ে পাহাড়ে আঘাত করে বললেন, স্থির হও, কেননা তোমার উপরে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুইজন শহীদ রয়েছেন।

এখানে সিদ্দিক হচ্ছেন হযরত আবু বকর আর দুই শহীদ হচ্ছেন হযরত ওমর ও উসমান।[৭৬]

আল্লাহর নাঙ্গা তলোয়ারের ইসলাম গ্রহণ

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) মুসলমান হওয়ার জন্যে রাসূল ﷺ-এর কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন......এরই মধ্যে একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল তিনি একটি সঙ্কীর্ণ ভূমিতে আছেন, এরপর তিনি সে সঙ্কীর্ণ ভূমি থেকে বের হয়ে এক বিশাল সবুজ ভূমিতে চলে আসলেন।

ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি বললেন, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন।

যখন তিনি মদিনা আসলেন তখন তিনি মনে মনে বললেন, অবশ্যই তা আমি আবু বকর (রা.)-কে বলব..........সংকল্প মতো পরে তা তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললেন।

তাঁর স্বপ্ন শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ তোমাকে যে ইসলাম দ্বারা হেদায়েত দিয়েছেন তা হচ্ছে তোমার বের হয়ে আসা। আর সঙ্কীর্ণতা হচ্ছে তুমি যে শিরকের ওপরে ছিলে।[৭৭]

শাসনকর্তার গবেষণা

খিলাফতের দায়িত্ব হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেওয়ার পরে তিনি তাঁর ঘরে বিষণ্ন মনে বসে আছেন। ঠিক সেই সময়ে হযরত ওমর (রা.) তাঁর কাছে আগমন করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি আমাকে এ কাজে নিয়োজিত করেছ!

---

[৭৫] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

[৭৬] সহীহ বুখারী, ৩৬৮৬ নং হাদিস।

[৭৭] আল খুলাফায়ির রাশিদীন, ৪১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তারপর তিনি মানুষের মাঝে বিচার করার ব্যাপারে তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন।

তাঁর কথা শুনে হযরত ওমর বললেন, আপনি কি জানেন না রাসূল বলেছেন, শাসনকর্তা যখন গবেষণা করে, যদি তা ঠিক হয় তবে তার জন্যে দ্বিগুণ প্রতিদান আর যদি ভুল হয় তবে তার জন্যে একটি প্রতিদান।[৭৮]

আবু বকর তাঁর জিহ্বাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন

একদিন হযরত ওমর হযরত আবু বকর -এর কাছে গেলেন। তিনি যখন তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করলেন তখন দেখতে পেলেন হযরত আবু বকর মেঝেতে বসে হাত দিয়ে নিজের জিহ্বাকে শাস্তি দিচ্ছিলেন।

হযরত ওমর তাঁর এ কাজে আশ্চর্য হয়ে তাতে বাধা দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি একি করছেন? আপনি কেন নিজের জিহ্বাকে কষ্ট দিচ্ছেন?

তিনি বললেন, এটাই তো আমার ধ্বংস নিয়ে আসে।[৭৯]

তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিতে

হযরত আবু বকর -এর এক দাস ছিল। যে প্রতিদিন কাজ করতে বের হতো এবং দিন শেষে অর্জিত খাদ্য-বস্ত্র নিয়ে ফিরে আসত।

তেমনিভাবে একদিন দাসটি খাদ্য নিয়ে এসে হযরত আবু বকরকে দিলেন। তিনি তা সাথে সাথে খেয়ে ফেললেন।

তখন দাসটি তাঁকে বলল, আপনি তো সবসময় কোনো খাদ্য নিয়ে আসলে জিজ্ঞেস করতেন তা কোথায় থেকে এনেছি।

হযরত আবু বকর তার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তুমি খাদ্য কোথায় থেকে এনেছ?

দাসটি বলল, আমি জাহিলী যুগে এক লোকের ভাগ্য গণনা করেছি। বাস্তবে আমি গণনা জানতাম না; বরং তাকে ধোঁকা দিয়েছি। আজকে তার সাথে দেখা হলে সে আমাকে এ খাদ্য দিয়ে বলল, আমার গণনা সত্য হয়েছে।

তখন হযরত আবু বকর বললেন, তুমি তো আমাকে ধ্বংস করে দিতে।

তারপর তিনি মুখের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ওই খাদ্য বমি করে ফেলে দিলেন।[৮০]

তখন তাকে বলা হলো, এক লোকমার কারণে আপনার এত কষ্ট হয়েছে।

---

[৭৮] আল কানজ, ৫ম খণ্ড, ৬৩০ পৃ.।

[৭৯] আজ্জুহুদ লিল ইমাম আহমদ, ১১২ পৃ.।

[৮০] সহীহ বুখারী, ৩৮৪২পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, এ লোকমা বের করতে যদি আমার জানও চলে যেত তবুও আমি তা বের করতাম। আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক শরীর যা হারাম দিয়ে গঠিত হয়েছে তা অবশ্যই জাহান্নামের জন্যে অধিক উপযুক্ত। (অর্থাৎ জাহান্নামে যাবে)। আর আমি ভয় করছি যদি না এ লোকমার দ্বারা আমার শরীরের কোনো অংশ গঠিত হয়ে যায়।[৮১]

নবিগণের পর সবচেয়ে মর্যাদাবান লোক

একদিন সকালে.......

হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আবুদ্দারদা (রা.)-এর সাথে কোনো এক কাজে কোথাও হেঁটে যাচ্ছিলেন।

হাঁটার সময়ে হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সামনে চলে গেলেন এবং তাঁকে পিছনে রেখে নিজে সম্মুখ দিয়ে হাঁটছিলেন। তাঁকে আবু বকর (রা.)-এর সম্মুখ দিয়ে হাঁটতে দেখে রাসূল ﷺ সতর্ক করে বললেন, আবুদ্দারদা! তুমি কি এমন লোকের সম্মুখ দিয়ে হাঁটছ, নবীদের পরে যার থেকে উত্তম কোনো লোকের ওপর সূর্য উদিত হয়নি।

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) এ কথা শুনে লজ্জায় মাথা নাড়িয়ে আনুগত্যের সায় দিলেন। আর এমন কৃতকর্মের আফসোসে তাঁর দু চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরতে লাগল।

এরপর আর কখনো তাঁকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মুখ দিয়ে হাঁটতে দেখা যায়নি।[৮২]

আবু বকর খিলাফতের যোগ্য

হযরত আবু বকর (রা.)-কে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়ার পরে আবু সুফিয়ান (রা.) হযরত আলী (রা.)–এর কাছে এসে ক্রোধের সাথে বললেন, এ ব্যাপারটি এমন কেন যে, তা স্বল্প ও নিম্ন জাতির হাতে চলে যাবে। (উদ্দেশ্য হযরত আবু বকর রা)।

তারপর আবার বললেন, যদি তুমি চাও তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে অশ্ব ও সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করব।

হযরত আলী (রা.) বললেন, তুমি ইসলাম ও মুসলমানদের যে ক্ষতি করেছ তা অনেক হয়েছে। সুতরাং এর আর কোনো ক্ষতি করো না। আমরা দেখছি আবু বকর খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি।[৮৩]

---

[৮১] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৩১ পৃ.।

[৮২] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, (৪৭-৪৮)।

www.nagorikpathagar.org

হে আল্লাহ্ মদিনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দাও

হযরত আবু বকর রাসূল -এর সাথে হিজরত করে মদিনা যাওয়ার পর মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে দেখতে হযরত আয়েশা তাঁর নিকটে গমন করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, বাবা! আপনি কেমন আছেন?
তিনি বললেন: ....

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ، وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

প্রত্যেক মানুষ পরিবারের সাথে
ঘুম থেকে উঠে সকালে
অথচ মৃত্যু জুতার ফিতা
থেকেও অধিক নিকটে।

হযরত আয়েশা রাসূল -এর কাছে গিয়ে তাঁর অবস্থা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূল বললেন, হে আল্লাহ! মদিনাকে মক্কার মতো; বরং এর থেকেও অধিক প্রিয় করে দাও। আর এর আবহাওয়া ঠিক করে দাও, এর বাটখারায় আমাদের জন্যে বরকত দাও, এর জ্বর জুহফার দিকে নিয়ে যাও।[৮৪]

কুমারী ও বিধবা

হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে...........
হযরত খাদিজা পরপাড়ে চলে যাওয়ার পরে........
একদিন খাওলা বিনতে হাকিম রাসূল -এর খোঁজখবর নিতে তাঁর কাছে গমন করলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন রাসূল সঙ্গীহীন একা জীবনযাপন করছিলেন। তিনি তাঁকে বললেন, আপনি কি বিয়ে করবেন না?
রাসূল বললেন, কাকে?
তিনি বললেন, কুমারী বা বিধবা যাকেই চান।
রাসূল বললেন, কুমারী কে? আর বিধবা কে?
তিনি বললেন, কুমারী হচ্ছে আপনার কাছে আল্লাহর সৃষ্টির সবচেয়ে প্রিয় আবু বকরের কন্যা আয়েশা। আর বিধবা হচ্ছে সাওদা বিনতে জামআ।
রাসূল তাদের দুজনকেই বিয়ে করলেন।[৮৫]

---

[৮৩] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৭৮ পৃ.।
[৮৪] সহীহ বুখারী, ৫৬৭৭ নং হাদিস।
[৮৫] মুসনাদুর ইমাম আহমদ. ১ম খণ্ড, ৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আবু বকর ও উকবা বিন আবু মুআইত

রাসূল ﷺ একদিন হারাম শরিফে তাঁর প্রভুর ইবাদত করছিলেন। এমন সময় আল্লাহর শত্রু উকবা বিন আবু মুআইত সেখানে এসে উপস্থিত হয়। সে রাসূল ﷺ-কে ইবাদত করতে দেখে নিজের কাপড়গুলোকে মজবুত করে বেঁধে রাসূল ﷺ-এর ঘাড়ে রেখে দিল। এতে রাসূল ﷺ-এর গলায় ফাঁস লেগে গেল। এমনকি মনে হচ্ছিল রাসূল ﷺ-এর রূহ বের হয়ে উড়ে যাবে। আর কেউ সাহস করে তাঁর থেকে এ কষ্টের বোঝা দূরও করছিল না। পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত এসে রাসূল ﷺ-কে মুক্ত করলেন। আর বলতে লাগলেন, তোমরা কি এমন লোককে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন আমার প্রভু আল্লাহ।[৮৬]

যাকে আল্লাহ্ সিদ্দিক নামে নামকরণ করেছেন

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মজলিসে বসে অন্যদের সাথে উত্তম মানুষ নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

তাদের মধ্য থেকে এক লোক বলল, আপনি আমাদেরকে আমার সহচরদের সম্পর্কে বলুন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, রাসূল ﷺ-এর সকল সাহাবী আমার সহচর।

তখন তারা বলল, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে কিছু বলুন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, তিনি এমন এক লোক যাকে আল্লাহ তাআ'লা জিবরাঈলের মাধ্যমে সিদ্দিক নামে নামকরণ করেছেন।[৮৭]

আবু বকর চার কাজে আমার থেকে অগ্রগামী

একলোক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! মুহাজির ও আনসারদের কি হয়েছে, তারা কেন আবু বকরকে অগ্রগামী বলেন।

তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব আশ্চর্য ও অবাকের সাথে বললেন, যদি তুমি কুরাইশী হয়ে থাক তবে আমি তোমাকে আশ্রয়প্রার্থীদের একজনই মনে করি।

লোকটি বলল, হ্যাঁ.........আমীরুল মুমিনীন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি মুমিনগণ আল্লাহর আশ্রয়ে না থাকত তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করতাম.......... ।

তারপর তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, তোমার ধ্বংস হতো...............

আবু বকর চার কাজে আমার থেকে অগ্রগামী তা- নামাযের ইমামতিতে, খিলাফতে, হিজরতে ও ইসলাম প্রচারে।

---

[৮৬] সহীহ বুখারী, ৩৮৫৬ নং হাদিস।

[৮৭] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৬২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তাআ'লা সকল মানুষের নিন্দা করেছেন আর আবু বকরের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ

অর্থ- যদি তোমরা তাঁকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। (সূরা তাওবা : ৪০)[৮৮]

তিন চাঁদ

একদিন হযরত আয়েশা ঘুমাচ্ছিলেন। তিনি ঘুমের ভেতরে দেখলেন, তিনটি চাঁদ তাঁর ঘরে এসেছে। পরে তিনি তা হযরত আবু বকর-কে বর্ণনা করলেন।

তখন হযরত আবু বকর বললেন, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমার ঘরে পৃথিবীর উত্তম তিন ব্যক্তিকে দাফন করা হবে।

যখন রাসূল -কে আল্লাহ তাআ'লা নিয়ে গেলেন তখন হযরত আবু বকর বললেন, আয়েশা! এ হচ্ছে তোমার উত্তম চাঁদ।[৮৯]

আল্লাহর রাস্তায় হাঁটা

হযরত আবু বকর সিরিয়ায় সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে চাইলেন। সেই বাহিনীর সেনাপ্রধান হিসেবে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান ও আমর বিন আ'সকে নিযুক্ত করলেন।

বাহিনী যখন রওনা দিল তখন হযরত আবু বকর তাদের বিদায় দিতে খুব দ্রুত এগিয়ে এলেন। বাহিনীর সৈন্যরা বিশেষ করে দুই সেনাপতি আরোহণ করে চলছিলেন আর অন্যদিকে হযরত আবু বকর তাদের পাশে পায়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি হাঁটছেন আর আমরা আরোহী!

তিনি তখন খুব বিনয়ীভাবে বললেন, আমি তো আল্লাহর রাস্তায় এ হাঁটা দ্বারা শুধু ছাওয়াবের আশা করছি।[৯০]

---

[৮৮] আল কানজ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৫ পৃ.।

[৮৯] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন লি আব্দিস্ সাত্তার আশ্‌শায়েখ, ৪১পৃ.।

[৯০] আল বায়হাকী. ৯ম খণ্ড, ৮৫পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

সহচরদের পরীক্ষা

হযরত আবু বকর তাঁর সহচরদের বললেন, তোমরা এ দুই আয়াতের ব্যাপারে কী বল....

আল্লাহ তাআ'লার বাণী.... إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟

ও আল্লাহ তাআ'লার বাণী.. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ

তাঁরা বললেন, যারা বলে আমাদের প্রভু আল্লাহ, এরপর এ কথার ওপর অটল থাকে এবং তাদের ঈমানের সাথে কোনো পাপ যোগ করে না। (অর্থাৎ, ঈমান আনার পর আর কোনো পাপের সাথে জড়িত হয় না)।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তোমরা এ আয়াতগুলো ঠিক অর্থে ব্যবহার না করে অন্য অর্থে ব্যবহার করেছ।

তারপর তিনি বললেন, যারা বলে আমাদের প্রভু আল্লাহ, এরপর এ কথার ওপর অটল থাকে। আর ঈমান আনার পর অন্য কোনো দেব-দেবীর পূজা করে না এবং শিরকও করে না।[৯১]

আল্লাহ তাআ'লা আবু বকরকে রহম করুন

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব সাধারণ ও বিনয়ের সাথে তাঁর সাহাবীদের মাঝে গিয়ে বসলেন। তারপর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআ'লা আবু বকরকে রহম করুন, সে তাঁর মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছে, আমাকে হিজরতে সহযোগিতা করে নিয়ে এসেছে এবং বিলালকে আযাদ করেছে।

আল্লাহ ওমরকে রহম করুন, সে সত্য বলে, যদিও তা তিক্ত হয় এবং এর পক্ষে কোনো সমর্থন না থাকে।

আল্লাহ উসমানকে রহম করুন, যাকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা করে।

আল্লাহ আলীকে রহম করুন, হে আল্লাহ! সে যেখানে থাকুক সত্যকে তার সাথে নিয়ে যেয়ো।[৯২]

আবু বকর সত্য বলেছে

একলোক হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জাহিলী যুগে মদ পান করেছেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

তখন তাঁকে বলা হলো, কেন?

---

[৯১] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৩০ পৃ.।

[৯২] আত তিরমিযী, ৩৬৪৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, আমি আমার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকে রক্ষা করেছি। কেননা যে মদ খায় সে তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে।

এ কথা রাসূল -এর কানে গেলে তিনি বললেন, আবু বকর সত্য বলেছে........আবু বকর সত্য বলেছে।[৬৩]

আবু বকর ও বদরের যুদ্ধবন্দি

মদিনায় পৌঁছার পর রাসূল সাহাবায়ে কেরামের সাথে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে পরামর্শ করতে লাগলেন।

আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ওরাতো চাচাতো ভাই এবং আমাদের বংশেরই লোক। আমার মতে আপনি তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিন।

এরপর রাসূল ওমর বিন খাত্তাব মতামত জানতে চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি আবু বকরের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করি। আমি মনে করি, আপনি আমার অমুক অমুক আত্মীয়কে আমার হাতে তুলে দিবেন আমি তাদের শিরচ্ছেদ করব। একইভাবে আকীল বিন আবু তালিবকে আলীর হাতে তুলে দিন, আলী তার শিরচ্ছেদ করবে। একইভাবে হামযার ভাই অমুককে তাঁর হাতে তুলে দিন, হামযা তার শিরচ্ছেদ করবে। এতে আল্লাহ তাআলা বুঝতে পারবেন মুশরিকদের জন্যে আমাদের মনে কোনো সমবেদনা নেই। আর এরা তো মুশরিকদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

এরপর রাসূল কিছু না বলে ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসলেন।

ওই দিকে সাহাবায়ে কেরাম কেউ কেউ আবু বকর -এর পক্ষ নিলেন আবার কেউ কেউ ওমর বিন খাত্তাব -এর পক্ষ নিলেন।

রাসূল ঘর থেকে বের হয়ে এসে বললেন, আল্লাহ তাআ'লা কতক বান্দার অন্তরকে নরম করে দেন। এমনকি তা দুধের চেয়েও নরম থাকে। আবার কিছু মানুষের অন্তর এত কঠিন করে দেন যে, তা পাথরের চেয়েও কঠিন থাকে। আর হে আবু বকর! তোমার তুলনা হচ্ছে ইবরাহীমের সাথে। তিনি বলেছিলেন,

فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৩৬)

তোমাকে আরো তুলনা করা যায় ঈসার সাথে। তিনি বলেছিলেন-

---

[৬৩] আল কান্‌জ. ৩৫৫৯৮।

www.nagorikpathagar.org

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা, আয়াত-১১৮)

হে ওমর! তোমার তুলনা হচ্ছে নূহের সাথে। তিনি বলেছিলেন-

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোনো গৃহবাসীকে ছেড়ে দিবেন না। (সূরা নূহ, আয়াত-২৬)

তোমাকে আরো তুলনা করা যায় মূসার সাথে-

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের সম্পদ বিনষ্ট করো, তাদের হৃদয় কঠিন করে দাও, তারা তো মর্মান্তিক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনবে না। (সূরা ইউনূস-৮৮)[৯৪]

বদরী সাহাবী

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে বায়তুল মাল আসার পর তিনি তা মানুষের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করতে লাগলেন।

তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরকে অন্য সাধারণ মানুষদের সমপরিমাণ দিচ্ছেন?

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, দুনিয়া প্রাচুর্যময় আর সবচেয়ে উত্তম প্রাচুর্য হচ্ছে এর প্রশস্ততা। আর দুনিয়াবাসীর মর্যাদা হচ্ছে তাদের প্রতিফল।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিভিন্ন এলাকায় প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মানুষকে নিয়োজিত করছিলেন।

তিনি এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে কোনো বদরী সাহাবীকে নিযুক্ত না করতে দেখে এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কি বদরী যোদ্ধাদের নিযুক্ত করবেন না।

তখন তিনি বললেন, আমি তাদের মর্যাদা সম্পর্কে জানি, কিন্তু আমি চাচ্ছি না তাদেরকে দুনিয়ার সাথে জড়িত করি।[৯৫]

---

[৯৪] সীরাতুন নবী, ২য় খণ্ড, ১৫৭ পৃ।

[৯৫] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

খাদ্যের বরকত

হযরত আবু বকর তিনজন মেহমান নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। তিনি তাঁর ছেলের কাছে মেহমান রেখে নবী করীম -এর সাথে রাতের খাবার খেতে গেলেন এবং সেখানে যতক্ষণ থাকার থেকে আল্লাহ যখন চাইলেন তখন বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িতে আসার পর তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, কেনো আপনি মেহমানদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত বসিয়ে রেখেছেন।

তিনি বললেন, তুমি কি তাদের খেতে দাওনি।

তাঁর স্ত্রী বললেন, তারা বলছে আপনি আসার আগ পর্যন্ত খাবে না।

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি খাবো না।

এরপর তিনি মেহমানদের সামনে খানা এগিয়ে দিলেন এবং তাদের বললেন, খাও........তারা খেতে শুরু করল।

তাদের একজন বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যখনি তা থেকে এক লোকমা খাদ্য নিতাম সাথে সাথে এর নিচ থেকে এর থেকে বেশি খাদ্য বের হয়ে আসত। এমনকি আমরা খেতে খেতে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়েছি, কিন্তু খাওয়ার পরে পাত্রের অবশিষ্ট খাদ্য আমাদের কাছে নিয়ে আসা খাদ্যের থেকে বেশিই ছিল।

পরে হযরত আবু বকর খাদ্যের পাত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে খাদ্য মেহমানদের দেওয়া হয়েছে তা তেমনি আছে; বরং একটু বেশি মনে হচ্ছে।

তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, বনূ ফেরাসের বোন! একি?

তাঁর স্ত্রী বললেন, মনে হচ্ছে প্রেরিত খাদ্য থেকে বেঁচে থাকা খাদ্য অনেক বেশি!

তারপর তিনি সে খাদ্য রাসূল -এর কাছে নিয়ে গেলেন।[৯৬]

আবু বকর -এর মর্যাদা

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়েব মসজিদে ছিলেন। তাঁর আশপাশে মানুষ জমা হয়ে বসেছিল। তারা তাঁর কাছে হযরত আবু বকর -এর সম্পর্কে জানতে চাইল। তখন তিনি বললেন, হযরত আবু বকর রাসূল -এর উজিরের মতো ছিলেন। রাসূল প্রতিটি কাজে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। হিজরতের সময় গুহায় অবস্থানকালেও তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তাঁবুতেও তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। কবরেও তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি। রাসূল কাউকে তাঁর ওপর প্রাধান্য দিতেন না। [এখানে প্রথম ব্যক্তি স্বয়ং রাসূল আর দ্বিতীয় ব্যক্তি হযরত আবু বকর]।

---

[৯৬] জামিউল কারামাতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

একলোক এসে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলে আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরের মর্যাদা কেমন ছিল? তিনি বললেন, বর্তমানে তাঁদের মর্যাদা যেমন। (অর্থাৎ কবরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে তাঁদের অবস্থান যেমন)।[৯৭]

তোমরা নিজেদের চিন্তা কর

খুব চিন্তিত ও অস্থির মনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন। সর্বপ্রথম তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মানুষেরা! তোমরা এ আয়াত পাঠ করেছ.........

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ

অর্থ- ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। যখন তোমরা সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।

কিন্তু তোমরা তা অন্য অর্থে ব্যবহার করছ অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, মানুষ কোনো খারাপ কাজ করতে দেখেও যখন প্রতিরোধ করে না, অচিরেই আল্লাহ তাআ'লা তাদের সবাইকে কষ্টেতে ফেলে দিবেন..........এবং তাদের থেকে সে কষ্ট দূরও করবেন না।[৯৮]

বড় মর্যাদা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে আনসারী এক লোকের কাছে খেজুরের ব্যাগের জন্যে পাঠালেন।

লোকটি আনসারী লোকের কাছে গেলে তিনি তাকে তা দিতে গড়িমসি করলেন......এবং শুধু তার হাতে দিতে অস্বীকার করলেন।

এতে লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তা খুলে বলে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী লোকটির থেকে ব্যাগটি নিয়ে আসার জন্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে তার সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

লোকটি বলল, আবু বকর আমাকে ফজরের সময় মসজিদে সাক্ষাৎ করতে বললেন। তাঁর কথামতো ফজরের সময় সেখানে গিয়ে আমি তাঁকে পেলাম। তারপর আমি তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। চলার পথে দেখলাম, হযরত আবু বকর যাকেই দেখতেন তাকে দূর থেকেই সালাম দিতেন।

পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাকে বললেন, যখন তুমি চাইবে মর্যাদা কুড়িয়ে নিতে তখন কাউকে তুমি তোমার আগে সালাম দিতে দিবে না।[৯৯]

---

[৯৭] আজ্ জুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১১২ পৃ.।

[৯৮] আল জামিউত তিরমিযী, ২১৬৮ পৃ.।

[৯৯] আত তিবরানী, ১ম খণ্ড, ৩০০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আপনি আমাকে আদেশ করুন আমি তার ঘাড়ে আঘাত করি

হযরত আবু বকর এক লোকের ওপর কঠিনভাবে রাগান্বিত হয়েছেন। এ রকম রাগ হতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি।
তখন তাঁকে আবু বারজা বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি আমাকে আদেশ করুন আমি তার ঘাড়ে আঘাত করি।
আবু বকর চিৎকার দিয়ে বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাতো! তুমি কি বলছ?
আবু বারজা বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি আপনি আমাকে হত্যা করার আদেশ দিতেন তবে আমি তাকে হত্যা করে ফেলতাম।
হযরত আবু বকর বললেন, আবু বারজা! তোমার মা তোমাকে হারাতো! রাসূল -এর পর আর কারো জন্যে এ সুযোগ নেই। (অর্থাৎ রাসূল ব্যতীত অন্য কারো জন্যে এ মর্যাদা নেই যে, নিজের থেকে যেকোনো আদেশ দিলে তা প্রজারা বাস্তবায়ন করবে)।[১০০]

তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার বাবার

হযরত আবু বকর খলিফা থাকাকালীন এক লোক তাঁর কাছে খুব আফসোসের সাথে বলল, আমার বাবা তাঁর নিজের প্রয়োজনে আমার সব সম্পদ নিয়ে যেতে চাচ্ছেন।
এ কথা শুনে তিনি লোকটির বাবাকে হাজির করে বললেন, তোমার চলার জন্যে যতটুকু সম্পদ প্রয়োজন তোমার ছেলের ততটুকু সম্পদ তোমার।
তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! রাসূল কি বলেননি যে, তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার বাবার।
হযরত আবু বকর বললেন, হ্যাঁ বলেছেন........তবে তিনি তা দ্বারা শুধু ভরণপোষণের পরিমাণ বুঝিয়েছেন।[১০১]

কল্যাণের পথে অগ্রগামী

হযরত আলী মানুষের মাঝে বসে মর্যাদা ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করছিলেন। যখনি তাঁর সামনে হযরত আবু বকর -এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে সাথে তিনি বললেন, তোমরা অধিক অগ্রগামীকে উল্লেখ করেছ।

---

[১০০] মুসনাদে আবু ইয়া'লা, (৭৯-৮০) পৃ.।

[১০১] আল খুলাফায়ুর রাশিদীন, আবু বকর আসসিদ্দিক, ৮২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তারপর তিনি তাঁর আওয়াজ উঁচু করে বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! কোনো ভালো কাজে আমাদের মধ্যে কেউই আবু বকরের আগে যেতে পারেনি।[১০২]

তুমি কি এটি পছন্দ কর

ওমর বিন খাত্তাব বলেন, আমরা কঠিন গরমের সময় তাবুকের যুদ্ধে রওনা দিলাম। পথে এক জায়গায় আমরা যাত্রা বিরতি করলাম। তখন আমাদের এত বেশি পিপাসা লেগেছিল যে, মনে হচ্ছিল আমাদের শক্তি শেষ হয়ে যাবে।

এ অবস্থা দেখে আবু বকর রাসূল -কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তো আপনার দোয়া কবুল করেন, সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

রাসূল বললেন, তুমি কি এটি পছন্দ কর?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তারপর রাসূল তাঁর দু'হাত তুললেন। হাত নামানোর আগেই আকাশে মেঘ দেখা দিল। তারপর বৃষ্টি হলো। সাহাবিগণ তাদের পাত্রগুলো পানি ভরে নিল।

শ্রবণ ও দৃষ্টি

রাসূল তাঁর সাহাবীদেরকে কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে নসিহত করছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা চার ব্যক্তি থেকে কোরআন গ্রহণ কর- ইবনে উম্মে আবদ (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ), মুয়াজ, উবাই ও সালিম মাওলা আবু হুজাইফা। আমি ইচ্ছা করেছি তাদেরকে বিভিন্ন জাতির মাঝে পাঠাব যেমনিভাবে ঈসা বিন মারয়াম বনূ ইসরাঈলী তার হাওয়ারীদেরকে প্রেরণ করেছিলেন।

তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর ও ওমরের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

রাসূল বললেন, আমি তাদের অমুখাপেক্ষী নই। ধর্মের ব্যাপারে তারা শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির মতো।[১০৩]

যে সামান্য পরিমাণ আমল করবে

হযরত আবু বকর রাসূল -এর সাথে নাস্তা করছিলেন তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়েছিল।

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

[১০২] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

[১০৩] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ৫৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

অর্থ- অতঃপর যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তা দেখতে পাবে আর যে অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করবে সেও তা দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল : ৭, ৮)

এ আয়াত শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খাওয়া বন্ধ করে দিয়ে খুব ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন- আমাদের করা প্রত্যেক কাজ কি আমরা দেখব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের যে কষ্টগুলো হয়ে থাকে তা তোমাদের খারাপ কাজের প্রতিদান আর ভালো লোকদের ভালো কাজগুলো আখেরাতের জন্যে রেখে দেওয়া হবে।[১০৪]

জান্নাতের পরিণতবয়সিদের সর্দার

একবার হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোথাও থেকে আসছিলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ দু'জন জান্নাতে নবী ও রাসূল ব্যতীত আগে পরের সকল পরিণতবয়সির সর্দার।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলী! তুমি তাদেরকে এ কথা জানাবে না।[১০৫]

বৃদ্ধার সেবায় মুসলিম বিশ্বের শাসনকর্তা

ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার পার্শ্ববর্তী মহল্লাহ্‌র এক অন্ধ বৃদ্ধা মহিলাকে রাতের বেলায় গিয়ে দেখাশুনা করতেন। তিনি সে বৃদ্ধার পানির ব্যবস্থাসহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন করে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তিনি প্রতিদিন এসে দেখতেন কে যেন তাঁর আগেই এ সকল কাজ সম্পন্ন করে দিয়ে যেত। এভাবে অনেক দিন সর্বাত্মক চেষ্টা করেও সে বৃদ্ধার সেবা করার সুযোগ তিনি পাননি। কোন লোক গোপনে এ কাজ করে তাকে দেখার জন্যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একদিন ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি দেখে অবাক হলেন, ওই লোকটি স্বয়ং মুসলিম বিশ্বের খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।[১০৬]

দাদির মিরাস ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একলোকের দাদি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে তাঁর মিরাসের দাবি উত্থাপন করলে তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে আপনার জন্য মিরাসের কোনো অংশ নির্ধারিত নেই। তাছাড়া আমার জানা মতে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও আপনার জন্য কোনো অংশ নির্ধারণ করেননি। এ কথা বলার পর তিনি উপস্থিত জনতাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মুগীরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, আমি দেখতে পেয়েছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[১০৪] আল হাকিম, ২য় খণ্ড, ৫৩২-৫৩৩ পৃ.।

[১০৫] জামিউত তিরমিযী, ৩৫৯৮ পৃ.।

[১০৬] আবু বকর লি আলী আত্তানতাবী, ২৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এক দাদিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমার সাথে আর কেউ ছিল কি?

তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেই দাদিকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করেন।[১০৭]

বায়তুল মাল উন্মুক্ত কর

মদিনার উপত্যকায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল, কিন্তু সেখানে কোনো পাহারাদার ছিল না।

তখন তাঁকে কেউ একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আপনি কি কোষাগারে কোনো পাহারাদার নিযুক্ত করবেন না।

তখন তিনি বললেন, এ ব্যাপারে চিন্তার কিছু নেই।

সে বলল, কেন?

তিনি বললেন, তাতে তালা আছে।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোষাগারে যা আসত তা সাথে সাথে বণ্টন করে দিতেন। এতে করে স্বাভাবিকভাবে কোষাগারে কোনো সম্পদ থাকত না। যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উপত্যকা থেকে মদিনায় এসে বসবাস শুরু করেন তখন তিনি কোষাগারটিও নিজের বাড়িতে স্থানান্তর করে নিয়ে আসেন। যখন কোনো প্রকার সম্পদ আসত তখন তা তিনি তাতে রেখে সবগুলো বণ্টন করে দিতেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তেকালের পর দাফন শেষে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশ্বস্তদের ডেকে কোষাগারে প্রবেশ করলেন, কিন্তু তাঁরা সেখানে কোনো দিনার বা দিরহাম পাননি। সেখানে তাঁরা ধন-সম্পদ রাখার শক্ত মোটা কাপড়ের একটি ব্যাগ পেলেন। ব্যাগটি ঝাড়া দিলে, তা থেকে মাত্র একটি দেরহাম বের হয়ে পড়ল। তখন তাঁরা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে আল্লাহর নিকট রহমের দোয়া করলেন।[১০৮]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সদকা

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর সদকা নিয়ে এলেন। তিনি তা খুব গোপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দিয়ে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো আমার সদকা। আল্লাহর জন্যে আমার কাছে পুনরায় সদকার কথা রইল।

---

[১০৭] তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায লিয যাহাবী, ১ম খণ্ড, ২০।

[১০৮] তাবাকতু ইবনি সা'দ, ৩য় খণ্ড, ২১৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সদকা নিয়ে এলেন। তিনি তা প্রকাশ্যে প্রদান করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এগুলো আমার সদকা আর আল্লাহর নিকট আমার জন্যে এর প্রতিদান।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, ওমর! তুমি সুতা ছাড়াই ধনুক বাঁকা করে ফেলছ।(অর্থাৎ, তুমি আবু বকরকে পিছনে ফেলতে চেষ্টা করেছ, কিন্তু সক্ষম হওনি।

তারপর তিনি বললেন, তোমাদের কথার মধ্যে যেমন পার্থক্য, সদকার মধ্যেও তেমন পার্থক্য।[১০৯]

যদি আমি পাখি হতাম

স্বচ্ছ আবহাওয়ায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বের হলেন। তাঁর দৃষ্টি তখন আকাশের দিকে। ঠিক সেই সময় তিনি দেখলেন একটি পাখি গাছের ডালে বসে গান গাইছিল।

তখন তিনি খুব আবেগের সাথে বলতে লাগলেন, হে পাখি, শুভ সংবাদ তোমার! আল্লাহর শপথ! আমি তোমার মতো হতে পছন্দ করি। তুমি গাছে বস, সেখান থেকে ফল খাও, তারপর উড়ে যাও, তোমার কোনো হিসাবও নেই, কোনো শাস্তিও নেই!

আল্লাহর শপথ! আমি পছন্দ করি রাস্তার পাশের গাছ হতে, আমার পাশ দিয়ে উট যেত আর আমাকে তার মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে নিত এবং চিবিয়ে খেয়ে ফেলত। এরপর আমাকে গ্রাস করে বর্জ্য বানিয়ে পেট থেকে বের করত। এরপরও যদি আমি মানব না হতাম।[১১০]

উসামার নেতৃত্ব ও হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া ত্যাগ করে মহান রবের নিকটে চলে গেলেন। মানুষেরা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে বাইয়াত হলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্তিম ইচ্ছা পুরো করার জন্য উসামার নেতৃত্বে সেই বাহিনীকে রোমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

কিন্তু আনসারী কিছু সাহাবী এ বাহিনী পরে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। তারা উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে অনুরোধ করেন। তারা তাঁকে বলেন, যদি তিনি এ বাহিনী প্রেরণ করতেই চান তাহলে তিনি যেন আমাদের থেকে বয়স্ক কারো নেতৃত্বে এ বাহিনী প্রেরণ করেন।

---

[১০৯] আবু নুআ'ইম, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃ.।

[১১০] মুসান্নাফে ইবনি শায়বা, ৮ম খণ্ড, ১৪৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ কথা শুনতে পেলেন তিনি সাথে সাথে হযরত ওমরের দাড়ি ধরে রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে ওমর! তোমাকে তোমার মা হারাতো! উসামাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেতৃত্ব দিয়েছেন আর তুমি আমাকে আদেশ দিচ্ছ আমি সে নেতৃত্ব অন্যের হাতে তুলে দিতাম? আল্লাহর শপথ! তা হতে পারে না।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন মানুষের নিকটে ফিরে গেলেন, মানুষ তাঁকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

তিনি বললেন, তোমাদেরকে তোমাদের মা হারাতো! তোমাদের কথা মতো চলার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলিফার নিকটে আমি যা কিছুর সম্মুখীন হওয়ার হয়ে গেছি।[১১১]

হে শ্রেষ্ঠ মানব

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর শ্রেষ্ঠ মানব।

এতে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন লাজুকভাবে মাথা নেড়ে বললেন, তুমি এ কথা বলছ! অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ওমরের থেকে শ্রেষ্ঠ কোনো মানুষের ওপর সূর্য উদিত হয়নি।[১১২]

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আযাদকৃত দাস

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কায় থাকাকালীন অন্যদের থেকে দাস-দাসী ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন। তিনি বেশিরভাগ ইসলাম গ্রহণকারী মহিলা ও দুর্বল ব্যক্তিদের আযাদ করে দিতেন।

তখন তাঁর পিতা আবু কুহাফা এসে বলল, হে আমার ছেলে! আমি দেখছি তুমি দুর্বল দুর্বল মানুষদের আযাদ করছ। যদি তুমি শক্তিশালীদের আযাদ করতে তাহলে তোমার বিপদে তারা পাশে দাঁড়াত এবং তোমার শত্রুদেরকে প্রতিহত করত।

এ কথা শুনে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আমার পিতা! আমি আল্লাহর কাছে যা আছে তা চাচ্ছি। তখন আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত নাযিল করলেন।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ

অর্থ- অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়। (সূরা লাইল : ৫)[১১৩]

---

[১১১] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, উসামা বিন জায়িদ।

[১১২] জামিউত তিরমিযী, ৩৬১৭ নং হাদিস।

[১১৩] তারিখুল খুলাফা, ৮২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

পিতার সাথে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যবহার

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছিলেন পিতার বাধ্যগত সন্তান। তিনি তাঁর সাথে সদাচরণ করতেন। দ্বাদশ হিজরীর রজব মাসে ওমরা পালনার্থে মদিনা থেকে পবিত্র মক্কা নগরীর উদ্দেশে একদল যুবক অনুচর সাথে নিয়ে রওনা করেন। তথায় তিনি সকালে পৌঁছেন। তিনি নিজ বাড়িতে যান। তিনি যখন বাড়িতে গিয়ে পৌঁছেন তখন তাঁর বাবা বাড়ির দরজার সামনে বসেছিলেন। তাঁকে লোকেরা বলল, এই তো আপনার ছেলে এসেছে। তিনি তখন আনন্দের সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন। অন্যদিকে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অতি তাড়াতাড়ি তাঁর উটকে বসিয়ে নামলেন। সর্বপ্রথম তিনি পিতার সাথে দেখা করে খোঁজ খবর নিলেন। এরপর আশপাশের লোকজন তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করেন। আর এ লোক সমাগমের মাঝে তাঁর বাবা বলে উঠলেন, আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে এদের শাসনকর্তা বানিয়েছেন, সুতরাং তুমি এদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, বাবা! আমার ওপর অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। আল্লাহর বিশেষ রহমত আর সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে তা আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়।[১১৪]

লানতকারী হয়ো না

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় তিনি তাঁর কতিপয় গোলামকে লানত দিচ্ছিলেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, কা'বার প্রভুর শপথ! সিদ্দিক ও লা'নতকারী এক সাথে হতে পারে না।

সেদিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সে দাসগুলো মুক্ত করে দিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, আমি এমন কখনো করব না।

জনগণকে তাঁর বাইয়াত থেকে মুক্ত করে দেন

১৩ হিজরী জমাদিউল উখরায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনকি তাঁর অসুস্থতা কঠিন আকার ধারণ করে। প্রতিদিন তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেতেই থাকে। তাই তিনি চাইলেন যে, জনগণকে তাঁর কাছে একত্রিত করতে। পরে সবাই তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, আমি যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি তা তোমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছ। আমার মনে হয় আমি বেশি দিন বাঁচব না। সুতরাং আল্লাহ তাআ'লা আমার বাইয়াত থেকে তোমাদেরকে মুক্ত

[১১৪] সিফাতুস সফওয়াহ্, ১ম খণ্ড, ১৫৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

করে দিয়েছেন। আমার দায়বদ্ধতা থেকে তোমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে গেছ। তোমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তোমাদের। তাই তোমরা তোমাদের পছন্দের আমির নির্বাচন করে নাও। কেননা, আমি আশা করি যে, আমার জীবদ্দশায় তোমরা আমির নির্বাচন করলে পরস্পর মতানৈক্যে জড়াবে না।[১১৫]

আপনি পরবর্তীদের কাঁদিয়ে গেলেন

সময় তার গতিতে চলছিল। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন।

এ কঠিন মুহূর্তে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর পাশে বসেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল।

তখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, হে আমার মেয়ে! আমি কোরাইশদের মধ্যে বড় ব্যবসায়ী ও অর্থশালী ছিলাম। যখন আমার হাতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আসে তখন আমি দেখেছি আমার কষ্টের পরিমাণ অর্থ আমার নিকট আসত........।

হে আমার কন্যা! এ জুব্বা, এ পাত্র আর এ গোলাম ব্যতীত ওই সম্পদের আর কিছুই বাকি নেই। যখন আমি মারা যাব তুমি এগুলো দ্রুত ওমর বিন খাত্তাবের কাছে পৌঁছিয়ে দিবে।

তিনি ইন্তেকাল করার পরে দাফন শেষে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সেই জুব্বা, পাত্র ও গোলাম নিয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে গেলেন।

এগুলো দেখে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অশ্রুঝরা চোখে বললেন, আল্লাহ আবু বকরের ওপর রহম করুন, তিনি তাঁর পরবর্তীদের শোকে ভাসিয়ে গেলেন। তিনি পছন্দ করেছেন যে, তাঁর চলে যাওয়ার পরে কেউ যেন কোনো কথা বলতে না পারে। আল্লাহর শপথ! যদি পুরো বিশ্ববাসীর ঈমানের সাথে আবু বকরের ঈমান মাপা হয় তবে অবশ্যই আবু বকরের ঈমানের ওজন বেশি হবে। আল্লাহর শপথ! আবু বকরের শরীরের লোম হওয়াও আমি পছন্দ করি।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আবু বকর মারা গেছেন, কিন্তু তিনি কোনো দিনার বা দিরহাম রেখে যাননি। যখনই তিনি কোনো সম্পদ গ্রহণ করতেন তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রেখে দান করে দিতেন।[১১৬]

---

[১১৫] তারিখুল ইসলাম ৯ম খণ্ড, ২৫৮ পৃ.।

[১১৬] আজ্ জুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১১০-১১১ পৃ. ও আল মাতলিবুল আ'লিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

কথা না বলার মানতকারী মহিলার প্রতি নসিহত

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যয়নব নামের এক কট্টরপন্থী মহিলার কাছে গিয়ে দেখলেন সে কথা বলছে না। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, এ মহিলা কথা বলছে না কেন?

তারা বলল, সে মানত করেছে কারো সাথে কথা বলবে না।

এ কথা শুনে তিনি বললেন, কথা বর্জন করা অবৈধ। এমন কাজ জাহিলী যুগে করা হতো। এ কথা শুনে মহিলাটি মানত ভঙ্গ করল।

সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে?

তিনি বললেন, আমি একজন মুহাজির।

সে আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন গোত্রের মুহাজির?

তিনি বললেন, কুরাইশ গোত্রের।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, কুরাইশ গোত্রের কে আপনি?

তিনি কিছুটা বিরক্তির স্বরে বললেন, তুমি তো দেখি অধিক প্রশ্ন কর? অতঃপর সেই মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আল্লাহ তাআ'লা জাহেলিয়াতের পর যে সত্য ও সঠিক ধর্ম দ্বীনে ইসলাম দান করেছেন, এর ওপর আমরা কতদিন অটল অবিচল থাকতে পারব?

তিনি উত্তরে বললেন, যতদিন তোমাদের নেতাগণ সঠিক পথ গ্রহণ করে তা গোটা রাষ্ট্রে কায়েম রাখবে। সেই মহিলা পুনরায় প্রশ্ন করল নেতা আবার কারা?

তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে কি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নেই? যাদের কথা জনসাধারণ মেনে চলে?

মহিলা বলল, জ্বী আছে।

তখন আবু বকর সিদ্দিক বললেন, এরাই হচ্ছেন নেতা।[১১৭]

মৃত্যুর বিছানায়

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসুস্থ শরীর নিয়ে মৃত্যুর বিছানায় পড়ে আছেন। তিনি দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁর রাতগুলো বিছানায় কাটাচ্ছিলেন।

লোকেরা বলতে লাগল, হে আবু বকর!........হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আমরা আপনার জন্যে ডাক্তার ডাকব না?

তিনি মৃদু হেসে বললেন, ডাক্তার কিছুক্ষণ আগে আমার কাছে এসেছে।

লোকেরা আশ্চর্য হয়ে বলল, তিনি কি বলেছেন।

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তিনি বলেছেন, আমি যা ইচ্ছে তা করি।

---

[১১৭] সহীহ বুখারী।

www.nagorikpathagar.org

এ কথা শুনে মানুষ খুব আফসোস করতে করতে ফিরে গেল।

এরপর হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা তাঁর কাছে আসেন তখন মৃত্যু তাঁর অতি নিকট চলে এসেছিল। তিনি অশ্রুঝরা চোখে বলতে লাগলেন ....

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

কসম তোমার জীবনের
মাটি যুবক থেকে বিমুখ নয়।
যখন মৃত্যুর পূর্বে গলে
ঘড় ঘড় করে ও বক্ষ সঙ্কীর্ণ হয়।

হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার মেয়ে! ব্যাপারটি এরূপ নয়; বরং তুমি বল.....وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ অর্থ- মৃত্যু যন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে........। (সূরা ক্বাফ, ১৯)

তারপর তিনি হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-কে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, তুমি আমার এ দুটি কাপড় দেখ, এ দুটিকে ধুয়ে দাও। এর দ্বারাই আমার কাফন দিও। কেননা মৃতব্যক্তি থেকে জীবিতরা নতুন কাপড়ের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী।

হযরত সালমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর শেষ অবস্থায় তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আবু বকর!.......... হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা!............আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

তখন হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্যে দুনিয়া খুলে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর থেকে তোমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করো না। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামায আদায় করবে সে আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে। সুতরাং তুমি আল্লাহর আশ্রয় হারিয়ে ফেল না। আর এর প্রতিফলে তোমার চেহারা জাহান্নামে আগুনে জ্বলবে।[১১৮]

---

[১১৮] আজ্ জুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১০৯-১১০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

জান্নাত পেয়ে সফল

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃত্যুবরণ করার পর মদিনায় শোকের ছায়া নেমে আসল। সেদিন আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকালের কথা মনে করিয়ে দিল।

তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে বললেন, আমরা আল্লাহর জন্যে এবং আল্লাহর কাছেই ফিরে যাব.........আজ নবুওয়াতের খিলাফত শেষ হয়ে গেছে।

তিনি দ্রুত হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়িতে গিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন।

এরপর তিনি বলতে লাগলেন, আবু বকর! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি ছিলেন ইসলাম গ্রহণে সর্বাগ্রে, ঈমানের দিক দিয়ে সবার সেরা, বিশ্বাসের দিকেও সবচেয়ে শক্তিশালী, সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু, সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী, সর্বাধিক (রাসূলের) সাহচর্য গ্রহণকারী, সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী এবং সুপথের দিক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক নিকটবর্তী। আপনি মুমিনদের জন্যে একজন দয়ালু পিতার মতো ছিলেন। তারা আপনার পরিবারের সদস্যের মতো ছিল। আপনি তাদেরকে সম্মুখে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আর চলে গিয়ে তাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দিলেন এবং জান্নাত পেয়ে সফল হলেন।

আর আমরা তো আল্লাহর জন্য এবং তাঁর নিকটই ফিরে যাব। আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমরা সন্তুষ্ট এবং তাঁর কাজ আমরা তাঁর ওপরই সমর্পণ করলাম। মুসলামনরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর আপনার মতো মানুষ আর পাবে না। আপনি দ্বীনের জন্যে এক দুর্গের মতো ছিলেন। এখন আল্লাহ তাআ'লা আপনাকে তাঁর নবীর কাছেই নিয়ে গেলেন। আল্লাহ যেন আপনার প্রতিদান থেকে আমাদের বঞ্চিত না করেন এবং আপনার পরে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট না করেন।

তারপর তিনি কান্না শুরু করলেন, তাঁর সাথে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য সাহাবিগণও কান্না শুরু করলেন। আর তাঁরা বলতে লাগলেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই আপনি ঠিক বলেছেন।[১১৯]

***

[১১৯] মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, ১০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আবু হাফ্‌স ওমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উজ্জা বিন রবাহ্‌ বিন আব্দুল্লাহ্‌ বিন কুরত বিন রজাহ বিন আদী বিন কা'ব বিন লুয়ী বিন গালিব আল কুরাশী আল আদায়ী। তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, সফল বিজয়ী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন। তাঁর দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'আলা সেসব দুর্বল মুমিন ব্যক্তি থেকে কষ্ট দূর করেছেন, যাদেরকে কুরাইশরা চাবুক দিয়ে আঘাত করত, উত্তপ্ত বালিতে শুইয়ে পাথর চাপা দিয়ে রাখত। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যাকে স্পষ্ট করে দিলেন। তিনি অগ্রগামী মুসলমানদের একজন। তাঁর অনেক অভিমত আল্লাহ্‌ তা'আলা পছন্দ করেছেন এবং সে সম্পর্কে আয়াতও নাযিল করেছেন। তিনি দ্বীন ও ঈমানকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে শয়তানও ভয় পেত। স্বভাবগতভাবে তিনি কঠোর ছিলেন। তবে তিনি মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তাঁর চেহারায় গাম্ভীর্য অনেক বেশি ছিল। যে কেউ তাকে ভয় করত। তিনি অক্ষম ও রোগীদের সেবা করতেন। ন্যায়পরায়ণের আদর্শ ছিলেন। তিনি সম্মানিত খলিফাগণের একজন। ইসলামের জন্যে দুর্গের মতো ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে কা'বাঘরে নামায আদায় করেছেন। তিনি প্রকাশ্যে হিজরত করেছেন। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন। আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে তিনি কাউকে ভয় করতেন না। রাসূল ﷺ ও তাঁর বংশনামা কা'ব বিন লুয়ীর সাথে গিয়ে এক হয়ে গেছে। তিনি আমুল ফিলের তেরো বছর পর জন্মগ্রহণ করেছেন এবং হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তাঁর মর্যাদা : তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত আছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন, إِنَّ اللهَ جَعَلَ عَلٰى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهِ "আল্লাহ তা'আলা সত্যকে ওমরের মুখে ও অন্তরে রেখেছেন।"

তিনি আরো বলেছেন, لَوْ كَانَ نَبِيًّا بَعْدِيْ لَكَانَ عُمَرُ "আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে ওমরই হতো।"

তিনি আরো বলেছেন, لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، وَإِنْ يَكُنْ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ- "পূর্ববর্তীদের মাঝে কেউ কেউ উদ্ভাবনকারী ছিল, যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেউ থেকে থাকে তবে সে ওমর।"

তিনি বলেছেন, إِنِّيْ لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِيْنِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوْا مِنْ عُمَرَ- "আমি জ্বীন ও মানুষ শয়তানদেরকে দেখেছি তারা ওমরকে দেখে পালিয়ে যাচ্ছে।"

হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ। "আমাদের নবীর পর এ উম্মতের সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন আবু বকর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তারপর ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।"

তাঁর প্রথম সম্পাদিত কর্ম : কিছু কাজে ওমর রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবাইকে পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি সর্বপ্রথম সে কাজগুলো করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে হিজরতকারী ছিলেন। তাঁকেই সর্বপ্রথম আমীরুল মুমিনীন বলে ডাকা হয়েছে। তিনিই হিজরি সাল গণনা চালু করেছেন। তিনিই রমজান মাসে মানুষদেরকে একত্রিত করে তারাবির নামায আদায় করার পদ্ধতি চালু করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম দুর্বল ও অক্ষম জিম্মিদের থেকে জিজিয়া কর মওকুফ করে দিয়েছেন। তিনি সর্বপ্রথম জিম্মিদের জন্যে নির্দিষ্ট চিহ্ন নির্ধারণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম সৈন্যদেরকে সেনানিবাসে থাকা বাধ্যতামূলক করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম লিখিতভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার পদ্ধতি চালু করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম গভর্নর ও কর্মকর্তাদের জন্যে ভবন নির্মাণ করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি রাতে হেঁটে হেঁটে মানুষের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি সর্বপ্রথম মেহমানখানার পদ্ধতি চালু করেছেন।

তাঁর ইন্তিকাল : তাঁকে আবু লু'লু' নামের এক ব্যক্তি খঞ্জর দ্বারা কোমরে আঘাত করে, তখন তিনি ফজরের নামায আদায় করছিলেন। আঘাত করার তিন দিন পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আপন সান্নিধ্যে নিয়ে যান। তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশেই দাফন করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর আগমন

এক রাতে খাত্তাবের ঘরে আলো জ্বলে উঠল। আলো কিন্তু কোনো সাধারণ কারণে জ্বলেনি; বরং বিশেষ কোনো কারণেই এত রাতে বাতি জ্বলে উঠেছে। মানুষ একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে লাগল- কি ঘটেছে?

তখন কেউ একজন বলল, খাত্তাবের স্ত্রী হিনতামার ঘরে একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। তারা জিজ্ঞেস করল- তার কি নাম রেখেছে? সে বলল, ওমর।

আশপাশের মানুষেরা একে অন্যকে তাঁর নাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আর বংশতালিকা সংরক্ষণকারীরা তাঁর বংশনামা লিখতে লাগল, ওমর বিন খাত্তাব বিন নুফাইল বিন আব্দুল উজ্জা বিন রিয়াহ্ বিন কুরত বিন আদী বিন কা'ব বিন লুয়ী। সংক্ষেপে ওমর বিন খাত্তাব আল আদয়ী আল কুরাশী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশের সাথে তাঁর বংশনামা পূর্বপুরুষ কা'বের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

তাঁর জন্মের আনন্দে পশু কুরবানি দিয়ে গরিব, ধনী সবার জন্যে খাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর জন্মগ্রহণে খাত্তাবের ঘরে খুশির বন্যা বয়ে গেল।

হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বনূ আদী গোত্রের মাঝে বেড়ে উঠতে লাগলেন। মূর্তি পূজা ও মূর্তির জন্যে উৎসর্গকরণ এসব কাজ সবার কাছে পরিচিত ছিল। সে জাহিলী যুগের কুপ্রথাগুলো খুব আন্তরিকতার সাথে পালন করত। অন্যদিকে হযরত যায়েদ বিন আমর, যাকে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত দিয়েছিলেন। তিনি হযরত ইবরাহিম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং নিজের ওপর মূর্তিপূজা হারাম করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে শুরু করলেন।

একদিন কোরাইশরা তাদের কোনো এক উৎসবে তাদের পশুগুলো মূর্তির উদ্দেশ্যে জবাই করার জন্যে সাজিয়ে এনেছে। তখন যায়েদ বিন আমর বললেন, হে কোরাইশদের দল! তোমরা কেউ ইবরাহিম (আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ধর্মের ওপর নেই।

তাঁর এ কথা শুনার পর ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর বাবা খাত্তাব তেড়ে এসে তাঁকে বেঁধে ফেলল এবং বেদম প্রহার করে মক্কা থেকে বের করে দিল। খাত্তাব তাঁর পেছনে অনেক যুবককে লেলিয়ে দিল, এ কারণে তিনি রাতের বেলা ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করতে পারতেন না। তাঁকে মক্কার প্রান্তসীমায় বসবাস করতে হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুয়্যাত প্রকাশিত হওয়ার পাঁচ বছর পূর্বে তিনি ইন্তিকাল করেছেন।

এমন একটি ঘরে হযরত ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বেড়ে উঠলেন। যে ঘরে সর্বদা জাহিলী কুপ্রথাগুলো পালিত হতো। যারা নিজেদের ভ্রান্ত কাজগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে মারামারি করত এবং গোত্রপ্রীতির কারণে যারা সামান্য একটা ব্যাপার নিয়েও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যেত।

www.nagorikpathagar.org

খাত্তাব অনেক কঠিন লোক ছিল। সে তার সন্তান ওমর -কে সত্যবাদিতা ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলে। সে তাকে যুদ্ধ করার মতো সব ধরনের পদ্ধতি শিক্ষা দিল। যাতেকরে শত্রুদের সাথে বীরের মতো লড়াই করে যেতে পারে। সে সময়ে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আদী গোত্রের অনেক সুনাম ছিল। সে বর্বর যুগেও আদী গোত্রের লোকেরা বিচারে ন্যায়নীতির ব্যাপারে যথেষ্ট প্রসিদ্ধতা লাভ করেছে। আবার তারা দূত হিসেবে সকলের কাছে বিশ্বস্ত ছিল। এ কারণে কোরাইশরা যদি কোথাও দূত প্রেরণ করতে চাইত তারা আদী গোত্রের লোক থেকে দূত প্রেরণ করত।

বনূ আদী গোত্রের লোকদের যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল তারা রক্ত চাটত। তারা উট জবাই করে উটের রক্তে হাত ডুবাত এরপর সে রক্ত চেটে খেত। এ কাজটি জাহিলী যামানার লোকেরা করত। তবে জাহিলী যামানায়ও বনূ আদীরা নির্যাতিতদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করত। অন্যদিকে হযরত ওমর মা হিশাম বিন মুগীরা যিনি কোরাইশদের সকল যুদ্ধের নেতা ছিলেন। মায়ের দিক থেকেও হযরত ওমর অনেক উচ্চ বংশের সাথে সম্পর্কিত ছিলেন।

হযরত ওমর এমন বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখে দেখে একজন বীর ও সাহসী ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে উঠেন। তিনি তাঁর ধর্মের প্রতি ছিলেন খুবই কট্টর এবং শত্রুদের প্রতি খুবই কঠিন। তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতার কারণে কোরাইশদের মাঝে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নিজের জাতি ও ধর্ম রক্ষার ব্যাপারে খুবই কট্টর ছিলেন। এ কারণে তাঁর ধর্মের বিরোধী ইসলাম আগমন করলে তিনি প্রথম দিকে ইসলামের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান গ্রহণ করেন।[১২০]

ওমর ও ইসলাম

রাসূল ও হযরত ওমর -এর বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র তেরো বছর। রাসূল মক্কায় হাতি আক্রমণের বছর জন্মগ্রহণ করেছেন আর হযরত ওমর এ ঘটনার তেরো বছর পর জন্মগ্রহণ করেছেন। রাসূল ও ওমর দুইজনেই মক্কার পরিচিত মুখ ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর -এর সাথে রাসূল -এর যেমন বন্ধুত্ব ছিল তেমন বন্ধুত্ব তাঁর সাথে ছিল না। তবে রাসূল তাঁর ইসলাম গ্রহণের জন্যে দোয়া করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ خَطَّابَ اللّٰهُمَّ "হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাবের দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন।"[১২১]

---

[১২০] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

[১২১] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর অবস্থান

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে ইসলামের বিরুদ্ধে কঠিনভাবে অবস্থান নিলেন। ইসলাম বিরোধীদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। বনূ আদীর যে সকল লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতেন। বনূ মুয়াম্মিলের এক দাসী ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তিনি তাঁকে প্রতিদিন কঠিন শাস্তি দিতেন। তিনি ক্লান্ত হওয়া পর্যন্ত সে দাসীকে মারতেন। কেউ এ দাসীকে তার হাত থেকে রক্ষা করতে পারত না। পরে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাসীটিকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে ইসলামের বিরোধিতা করে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু কেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের বিরোধিতা করছিলেন। আর কেনই বা তিনি ইসলাম গ্রহণ করতে এত দেরি করেছেন। এটা আমরা আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বর্ণনা করেছি। কেননা মূর্খতার ওপর কট্টর এমন এক পরিবারে তিনি বেড়ে উঠেছেন। তার পরিবার মূর্তিপূজা করত, মূর্তিকে সম্মান করত, এর পেছনে অর্থ ব্যয় করত এবং এর উদ্দেশ্যে পশু কুরবানি করত। তারা এ মূর্তিপূজাকেই জীবনের সব মনে করত। এ কারণে তিনিও জাহিলী সমাজের সেই বর্বরতার ওপর দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধু শুনে শুনে ইসলামের বিরোধিতা করেছেন তখনো তিনি ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কিন্তু যখনি তিনি ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত হলেন তখন তাঁর মাঝে বর্বরতা দূর হয়ে ইসলামের আলো জ্বলে উঠে। তিনি আল্লাহর সামনে নিজেকে সমর্পণ করলেন। আর তখন তিনি ইসলামের পক্ষে নিজের সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়ালেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠিন অবস্থান নিলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের সেই ঘটনা.............

মক্কায় প্রতিদিন সূর্য উদয় হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়ে যেত। এমন কোনো দিন ছিল না যে সূর্য কোনো না কোনো মুসলমানের ওপর অত্যাচারের দৃশ্য দেখে যায়নি। হযরত বিলাল, আম্মার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা-সহ অন্যান্য দুর্বল মুসলমানদের আহাজারিতে মক্কার আকাশ বাতাস ভারী হতো।

পরে মহান আল্লাহ মুসলমানদেরকে হিজরত করার অনুমতি দিলেন। মুসলমান একের পর এক হিজরত করতে শুরু করলেন।

উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে হাছমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর স্বামীসহ হাবশায় হিজরত করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁদেরকে দেখে শাস্তি দিতে শুরু করলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন, কোথায় যাচ্ছ? তোমরা ভ্রমণ করতে বের হচ্ছ?

www.nagorikpathagar.org

তখন উম্মে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যতক্ষণ না কোনো পথ বের করে দিবেন ততক্ষণ আমরা এ ভূমি ছেড়ে চলে যাব, তোমরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছ, শাস্তি দিচ্ছ।

তাঁর মুখে আল্লাহর সাহায্যের কথা শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তর নরম হয়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাদের সাথি হবেন? তিনি এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত হয়ে গেলেন।

যখন তাঁর স্বামী আমের ঘরে ফিরে আসলেন, তিনি তাঁকে বললেন, আব্দুল্লাহর বাবা! আমাদের প্রতি ওমরের হৃদয়ের কোমলতা ও চিন্তা যদি তুমি আজকে দেখতে। তাঁর স্বামী বললেন, তুমি কি ওমরের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশাবাদী? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তাঁর স্বামী বললেন, ওমর ততক্ষণ ইসলাম গ্রহণ করবে না যতক্ষণ না খাত্তাবের গাধা ইসলাম গ্রহণ করবে।

মানুষ তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন।[১২২]

ইসলাম গ্রহণের পথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

একদিন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদ পান করার জন্যে মদ বিক্রেতার কাছে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে মদ বিক্রেতাকে না পেয়ে মদ পান করা আর হলো না। তিনি মনে মনে বললেন, আমি কা'বাঘরে গিয়ে তাওয়াফ করব। ইচ্ছেমতো তিনি কা'বাঘরের দিকে রওনা দিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন তাঁর আগেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছেন। তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন যে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে মুহাম্মদ কি পাঠ করে তা শুনব।

ওইদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালকা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ গিয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরে লেগে গেল। তিনি মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলেন। কোরআনের মিষ্টতা তার মনকে ভরে দিল। তিনি বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! কোরাইশদের কথা ঠিক, মুহাম্মদ অবশ্যই একজন কবি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে পাননি, তিনি ধারাবাহিকভাবে একের পর এক আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন। তিনি বলছিলেন..........

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ـ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ

'নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত। এবং এটা কোনো কবির বাণী নয়, তোমরা কমই বিশ্বাস কর।' (সূরা হাক্বাহ্ : ৪০,৪১)

---

[১২২] খুলাফাউর রশিদীন লিল আতফাল।

www.nagorikpathagar.org

এ আয়াত শুনে হযরত ওমর বললেন, তাহলে অবশ্যই মুহাম্মদ একজন গণক হবে।

ওই দিকে রাসূল তেলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন......

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ 'এটা কোনো গণনাকারীরও কথা নয়, তোমরা কমই অনুধাবন কর।' (সূরা হাক্কাহ্ : ৪২)

এ আয়াত হযরত ওমর -এর হৃদয়কে নাড়া দিল।

এরপরে ঘটে গেল অন্য স্মরণীয় এক ঘটনা........

হযরত ওমর তরবারি নিয়ে রাসূল -কে হত্যা করতে বের হলেন। তিনি এক দল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যারা একটি বাছুর জবাই করছিল। তখন ওই বাছুর থেকে আওয়াজ আসছিল, হে কঠিন শত্রুতা পোষণকারী! এক স্পষ্টভাষী মুক্তির কথা বলছে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই।

ওই আওয়াজটি একজন জ্বীনের ছিল।

তখন হযরত ওমর বললেন, আল্লাহর শপথ! সে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করেনি।

এ আওয়াজ শুনার পর তাঁর অন্তরে ইসলাম লেগে গেল, কিন্তু তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেননি। তখনো তাঁর অন্তর থেকে কুফরি ও জাহিলী যুগের ভ্রষ্টতা দূর হয়নি। কীভাবে দূর হবে তিনি তো এ সকল কাজে তাঁর গোত্রের প্রধান ছিলেন।[১২৩]

হযরত ওমর -এর ইসলাম গ্রহণ

রাসূল -এর পবিত্র জবানে কোরআন তেলাওয়াত শুনার পর থেকে হযরত ওমর -এর অন্তরে ইসলাম জায়গা করে নিয়েছে। রাসূল -ও তাঁর হেদায়েতের জন্যে দোয়া করেছেন। তাছাড়া তিনি জ্বীনের মুখে যে কথা শুনেছেন তা তাঁর মন থেকে যাচ্ছিল না।

ওইদিকে তিনি ইসলামের ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অজান্তেই তাঁর ঘরেই ইসলাম চলে এসেছে যা তিনি কখনো কল্পনাও করেননি। তাঁর ভাই যায়েদ বিন খাত্তাব, তাঁর বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব, ও তাঁর ভগ্নিপতি সাঈদ বিন যায়েদ যিনি রক্তের সম্পর্কে তাঁর চাচাতো ভাই, এ তিনজন গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁরা তাঁর ভয়ে ইসলামকে প্রকাশ করেননি। তাঁর গোত্র বনূ আদীর আরো কিছু মানুষ গোপনে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সবাই তাঁর ভয়ে তাঁদের ইসলামের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেননি।

---

[১২৩] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

www.nagorikpathagar.org

একদিন ওমর জানতে পারলেন, নবী করীম তাঁর চল্লিশজন সাহাবীসহ সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী এক বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি নবী করীম -কে হত্যা করতে কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে সেদিকে ছুটে গেলেন। তাঁর চেহারায় রাগ ও ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। যাওয়ার পথে তাঁর সাথে বনূ জুহরা গোত্রের এক লোকের দেখা হয়। যিনি সম্পর্কে রাসূল -এর মামা হবেন।

তাঁর এ অবস্থা দেখে লোকটি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ওমর! কোথায় যাচ্ছ?

তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছি, যে ধর্মত্যাগ করেছে, কোরাইশদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করেছে, কোরাইশদের ধর্মের দোষ বর্ণনা করে, তাদের দেবতাদেরকে গালি দেয়। আমি তাকে হত্যা করব।

তখন লোকটি বললেন, ওমর! তোমার ব্যক্তিত্ব তোমাকে ধোঁকা দিচ্ছে। তুমি মুহাম্মদকে হত্যা করবে? তুমি কি বনূ হাশিম ও বনূ জুহরাকে দেখ না। অর্থাৎ বনূ হাশিম রাসূল -এর গোত্র আর বনূ জুহরা তাঁর মায়ের গোত্র, সুতরাং তিনি যদি রাসূল -কে হত্যা করেন তাহলে বনূ হাশিম ও বনূ জুহরা উভয়ে তাঁর থেকে প্রতিশোধ নিবে।

তাঁর কথা শুনে ওমর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি দেখছি তুমিও ধর্ম ত্যাগ করেছ!

লোকটি বললেন, ওমর! আমি কি তোমাকে এর থেকে আশ্চর্যজনক সংবাদ জানাব না? তোমার বোন, তোমার ভগ্নিপতি, তারাও তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছে।

খবরটি শুনার পর ওমর -এর মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল, মনে হচ্ছিল আকাশ থেকে বজ্র এসে তাঁর মাথায় আঘাত করছে। তিনি তাৎক্ষণিক তাঁর বোনের বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। উদ্দেশ্য তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে হত্যা করবেন।

তাঁর বোন ফাতেমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ তখন ঘরেই ছিলেন। হযরত খাব্বাব বিন আরাত তাঁদেরকে কোরআন তেলাওয়াত করে শুনাচ্ছিলেন। ওমর বোনের ঘরের দরজায় এসে ভেতরে কোরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন, কিন্তু আওয়াজ ক্ষীণ হওয়ার কারণে স্পষ্ট বুঝলেন না। তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডাক দিলেন। তাঁর আওয়াজ শুনার সাথে সাথে তাঁর বোন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কোরআন লিখিত মাসহাফটি লুকিয়ে ফেললেন এবং খাব্বাব বিন আরাতকে ঘরের ভেতরে এক জায়গায় আড়াল করে রাখলেন।

ওমর ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞেস করলেন- আমি যা শুনেছি তা কিসের আওয়াজ।

তাঁরা বললেন, আমরা কথাবার্তা বলছিলাম।

তিনি বললেন, বরং তোমরা মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করেছ। এরপর তিনি সাঈদের দিকে ছুটে গিয়ে তাঁকে বেদম প্রহার করলেন।

www.nagorikpathagar.org

হযরত সাঈদ তখন বলছিলেন, ওমর! তোমার অভিমত কি? যদি সত্য তোমার ধর্মে না থেকে অন্য ধর্মে থাকে?

হযরত ফাতেমা তাঁর স্বামী সাঈদকে রক্ষা করার জন্যে এগিয়ে গেলেন। ওমর (রা.) তাঁকেও আঘাত করলেন। এতে তাঁর চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেল। তাঁর চেহারায় রক্ত দেখে ওমর (রা.) থেমে গেলেন।

তাঁর বোন বলল, ওমর! সত্য যদি তোমার ধর্মে না থেকে অন্য ধর্মে থাকে?

ওমর (রা.) বললেন, তোমরা যে সহিফা পাঠ করছিলে তা আমার কাছে দাও।

তাঁরা বললেন, তুমি অপবিত্র, তুমি শিরকের ওপর আছ, এ সহিফা অপবিত্র ব্যক্তিরা স্পর্শ করতে পারে না। তুমি গিয়ে গোসল করে আসো না হয় অযু করে আসো।

তাঁর কথামতো তিনি গিয়ে অযু করে আসলেন। এরপর তিনি সহিফা হাতে নিলেন।

হযরত ওমর (রা.) পড়ালেখা জানতেন। তিনি তা হাতে নিয়ে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। আয়াতগুলো তেলাওয়াত করার পর তাঁর মাঝে ঈমানের নূর জ্বলে উঠল। কোরআনের মর্মার্থ তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন। কেননা তিনি তৎকালীন শিক্ষিত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। কোরআনের ভাষাগত অলংকার ও মাধুর্যতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন এ বাণী কোনো মানুষের রচিত নয়।

তিনি বলতে লাগলেন, আমাকে মুহাম্মদের কাছে নিয়ে যাও।

তাঁর মুখে এ কথা শুনার সাথে সাথে খাব্বাব বিন আরাত আড়াল থেকে বের হয়ে বললেন, ওমর! সুসংবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহর শপথ! আমি আশা করেছি আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর দোয়া কবুল করবেন। আমি শুনেছি নবী করিম (সা.) দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ ওমর বিন খাত্তাব অথবা আমর বিন হিশামের দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর।

তখন ওমর (রা.) বললেন, খাব্বাব! তাঁর কাছে নিয়ে যাও যাতেকরে আমি ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।

হযরত ওমর (রা.) খাব্বাব (রা.)-এর সাথে চলতে লাগলেন। তাঁর কাছে মনে হচ্ছিল রাসূল (সা.)-এর মাঝে আর তাঁর মাঝে এক বিশাল পাহাড় তিনি তা অতি দ্রুত পার হয়ে তাঁর কাছে পৌছতে চাচ্ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) যখন রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে পৌছলেন তখনো তাঁর তরবারি কাঁধে ঝুলানো ছিল। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে মুসলমানগণ ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, কাঁধে তরবারি ঝুলিয়ে ওমর আসছে।

www.nagorikpathagar.org

তখন হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল অনুমতি দিন, যদি সে ভালোর জন্যে আসে তবে তো ভালো আর যদি খারাপ কোনো উদ্দেশ্যে আসে তবে তার তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে প্রবেশ করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ধমকের সুরে বললেন, খাত্তাবের ছেলে! তোমাকে কিসে নিয়ে এসেছে? আল্লাহর শপথ! আমি তো দেখছি আল্লাহর শাস্তি না আসার আগে তুমি কুফরি থেকে ফিরে আসবে না।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তিনি যা নিয়ে এসেছেন এর ওপর ঈমান আনতে এসেছি।

তাঁর মুখে এমন কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবির দিলেন। তাকবিরের আওয়াজ শুনে মুসলমানগণ বুঝতে পেরেছেন, ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এতে তাঁরা এত জোরে তাকবির দিলেন যে, তা মক্কার অধিবাসী সবাই শুনেছে।

আল্লাহ তা'আলা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হেদায়েত দিয়েছেন এবং মুসলমানদেরকে বিজয় দিয়েছেন। কেননা তাঁকে মক্কার সবাই ভয় করত। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানগণ একে অপরকে সুসংবাদ দিতে লাগলেন।[১২৪]

ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কার মুশরিকদেরকে উত্তেজিত করতে চাইলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন- কোরাইশদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাছে কিছু বললে গোপন থাকে না।

তারা বলল, এক ব্যক্তি আছে, যার নাম- জামিল বিন মা'মার আল জুমাহী।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কাছে গিয়ে বললেন, জামিল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং মুহাম্মদের ধর্মে প্রবেশ করেছি। লোকটি হযরত ওমরকে তখন ভালোভাবে চিনত না।

লোকটি তাঁর থেকে এ কথা শুনার সাথে সাথে মক্কার অলিতে-গলিতে হেঁটে বলতে লাগল, হে কোরাইশরা! ওমর ধর্ম ত্যাগ করেছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিছনেই ছিলেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলছে; বরং আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে কোরাইশরা তাঁর দিকে তেড়ে আসল। উদ্দেশ্য তাঁকে হত্যা করবে। তারা তাকে আঘাত করতে শুরু করল। তিনি তাদের আঘাতগুলো প্রতিরোধ করতে লাগলেন। অবশেষে আ'স বিন ওয়াইল

---

[১২৪] খুলাফাউর রশিদীন লিল আতফাল।

www.nagorikpathagar.org

আস্‌সাহামী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। যিনি আমর বিন আ'সের পিতা ছিলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন, এর কী হয়েছে?

তারা বলল, সে আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছে।

তখন তিনি বললেন, লোকটি তার নিজের জন্যে যা ইচ্ছে পছন্দ করে নিয়েছে, এখন তোমরা কি করতে চাও? যদি তোমরা তাকে হত্যা কর তবে বনূ আদী গোত্র তোমাদেরকে ছাড়বে না।

এ কথা শুনে তারা ওমর -কে ছেড়ে নিজেদের কাজে চলে গেল।

এরপর ওমর রাসূল -এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় কী আমরা সত্যের ওপর নই?

নবী করিম বললেন, অবশ্যই, যার হাতে আমার প্রাণ নিশ্চয়ই তোমরা সত্যের ওপর আছ, চাই তোমরা মারা যাও অথবা বেঁচে থাক।

তখন ওমর বললেন, তাহলে আমরা কেন লুকিয়ে থাকব। যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ! আমরা প্রকাশ্যে বের হবই।

মুসলমানগণ দু'টি সারিতে বের হয়েছেন। তাদের এক সারিতে হযরত ওমর আর অন্য সারিতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সিংহ হযরত হামযা । তাঁরা একের পর এক কদম করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। মুশরিকগণ শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তাদের চেহারায় কালো ছায়া নেমে আসে। তারা একবার হামযা -এর দিকে তাকায় আবার ওমর -এর দিকে তাকায় আবার রাসূল -এর দিকে তাকায়। হযরত ওমর সেই দিন রাসূল -এর পক্ষ থেকে একটি উত্তম উপহার পেয়েছেন। রাসূল তাঁকে 'ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করলেন। ফারুক অর্থ, পার্থক্যকারী। কেননা ওমর সর্বপ্রথম সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করেছেন। তিনি মক্কাবাসীর সামনে প্রকাশ্যে সত্যধর্ম ইসলামকে তুলে ধরেছেন। তখন তাঁকে ফারুক নামে ডাকলে তিনি বেশি খুশি হতেন। মুসলমানগণ তাকে আবু হাফস উপনামেও ডাকত। আবু হাফস অর্থ সিংহের বাবা। এ নামটিও রাসূল দিয়েছিলেন।

হযরত ওমর ইসলাম গ্রহণ করায় সাহাবায়ে কেরাম খুবই খুশি হয়েছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে তাঁদের মনে প্রশান্তি আসে।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, ওমর ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আমরা শক্তিশালী হয়েছি।

হযরত সুহাইব আর্‌রুমী বলেন, ওমর ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আমরা কা'বার চত্বরে প্রকাশ্যে বসতাম।

www.nagorikpathagar.org

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, হযরত ওমর রাঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের শক্তি অনেক বেড়ে গেছে। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে তিনি ইসলামকে নিজের পোশাক বানিয়ে নিয়েছেন। তিনি ইসলামের রীতি নীতিতে তাঁর প্রতিটি কাজ পরিচালনা করতে শুরু করলেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা প্রতিটি কাজে তিনি ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে শুরু করেন। ইসলাম তাঁর কাছে দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবকিছুর থেকে শ্রেষ্ঠ মনে হতো।[১২৫]

হিজরতের পথে ওমর রাঃ

নবুয়্যাতের তেরো বছর পার হয়ে গেল। রাসূল সাঃ ও তাঁর সাহাবীদেরকে এ তেরো বছরে কোরাইশদের থেকে অনেক নির্যাতন ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। নবুয়্যাতের তেরো বছর পর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে ইয়াসরিবে হিজরতের অনুমতি দিলেন। রাসূল সাঃ হিজরতের অনুমতি পেয়ে তাঁর সাহাবীদেরকে গোপনে গোপনে মদিনার দিকে রওনা দিতে নির্দেশ দিলেন। রাসূল সাঃ ও তাঁর সাহাবিগণ গোপনে গোপনে মদিনায় হিজরত করলেন, কিন্তু হযরত ওমর রাঃ প্রকাশ্যে কোরাইশদের চোখের সামনে দিয়ে মদিনায় হিজরত করলেন। তাঁর হিজরত কেমন ছিল?......

ওমর রাঃ তাঁর গলায় তরবারি ঝুলিয়ে নিলেন, তীর, ধনুকও সাথে নিলেন এবং হাতে লাঠি নিলেন। এরপর তিনি কা'বার প্রাঙ্গণে গেলেন। সেখানে তিনি তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহিমে দু রাকাত নামায আদায় করলেন।

এরপর তিনি কা'বার পাশে বসা কোরাইশদের সকল বৈঠকখানায় গিয়ে বললেন, চেহারাগুলো ছাইবর্ণ হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা এ লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই দিবেন না, তোমাদের মধ্যে কে চাও তার মা তাকে হারিয়ে ফেলুক, তার সন্তানেরা ইয়াতিম হয়ে যাক, তার স্ত্রী বিধবা হয়ে যাক সে যেন এ উপত্যকার পেছনে আমার সাথে লড়তে আসে। তাঁর এমন কথা শুনার পর কেউ তার বাধা দিতে সাহস করেনি। তাঁর সাথে অন্যান্য দুর্বল মুসলমানগণও হিজরত করতে রওনা দিলেন। তিনি তাঁদেরকেসহ মদিনায় হিজরত করলেন।[১২৬]

---

[১২৫] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

[১২৬] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ্ তা'আলা যে মহিলার কথা শুনেছেন

বয়োবৃদ্ধ একজন অন্ধ মহিলা লাঠি দ্বারা খুঁজে খুঁজে পথ চলছেন। বয়সের চাপে আজ তাঁর পিঠে কুঁজ ধরেছে। তাঁর শরীরের ভারে নুয়ে পড়েছেন। এর পাশেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকদের মাঝে বসা ছিলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে দেখে তাঁর কাছে আসলেন। তিনি তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন এবং তাঁর কথা শুনার জন্যে মাথা নিচু করে মহিলার মুখ বরাবর কান নিয়ে আসলেন। মহিলাটি এত ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলছিলেন যে, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মুখ বরাবর কান নেওয়ার পরও সামান্যই শুনতে পাচ্ছিলেন। মহিলাটি তাঁর কথা শেষ না করা পর্যন্ত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর কথা শুনলেন।

মহিলাটির কথা শেষ হওয়ার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সাথিদের কাছে ফিরে এলেন, যারা দীর্ঘক্ষণ যাবত তাঁর অপেক্ষায় বসেছিলেন।

তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি একজন বৃদ্ধার সাথে কথা বলতে গিয়ে কুরাইশ নেতাদেরকে এভাবে বসিয়ে রাখলেন?

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, দুর্ভাগা! তুমি কি জান মহিলাটি কে?

লোকটি বলল, না তো।

তিনি বললেন, তিনি তো সেই মহিলা যার অভিযোগ আল্লাহ তা'আলা সাত আকাশের ওপর থেকে শুনেছেন। ইনিতো খাওলা বিনতে ছা'লাবা। আল্লাহর শপথ! তিনি যদি রাত পর্যন্তও কথা বলে যেতেন তবুও তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি ফিরতাম না।[১২৭]

বৃদ্ধা কবি

মদিনার উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি কুঁড়েঘর। ঘরটির ভেতরে মিট মিট করে একটি প্রদীপ জ্বলছে। সে রাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে পথ ধরে হাঁটছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলো দেখতে পেয়ে কুঁড়েঘরটির কাছে গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধা মহিলা দরজার চৌকাঠে বসে বসে গুনগুন করে কবিতা আবৃত্তি করছে,

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةُ الْأَبْرَارِ   صَلَّى عَلَيْكَ الْمُصْطَفَوْنَ الْأَخْيَارُ

قَدْ كُنْتُ قَوَّامًا بَكِيَّ الْأَسْحَارِ   يَا لَيْتَ شِعْرِيْ وَالْمَنَايَا أَطْوَارُ

هَلْ تَجْمَعُنِيْ وَحَبِيْبِيْ الدَّارُ

পুণ্যবানদের দুরূদ মুহাম্মদের ওপর
তোমার ওপর শ্রেষ্ঠরা দুরূদ পাঠ করে
মুহাম্মদের জন্যে কেঁদে কেঁদে কত সকাল কাটিয়েছিলাম।

---

[১২৭] আদ্দারিমী ফির্‌রদ্দে আলাল জাহমিয়া, ৮৮৬ ও আল কানজ, ২য় খণ্ড, ৫২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হে আমার কবিতা ও আমার স্বপ্ন
তুমি কি আমাকে ও আমার বন্ধুকে এক ঘরে একত্রিত করতে পারবে।

মহিলার কবিতা শুনে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর অন্তরে পুরনো দিনের স্মৃতিগুলো মনে পড়ে গেল। দুই চোখের অশ্রু ছেড়ে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি দরজায় টোকা দিলেন। তখন মহিলা বলল, কে? তিনি কান্না জড়িত স্বরে বললেন, ওমর বিন খাত্তাব। মহিলা বলল, আমার কাছে ওমরের কি প্রয়োজন? তিনি এ সময়ে কেন আসবেন?

তিনি বললেন, তুমি দরজা খোল, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তোমার কোনো সমস্যা হবে না। তখন মহিলাটি দরজা খুলল।

ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ঘরে প্রবেশ করে বললেন, তোমার কবিতাটি পুনরায় আবৃত্তি করে আমাকে শুনাও। মহিলাটি কবিতাটি আবার আবৃত্তি করল।

মহিলাটি আবৃত্তি শেষ হলে তিনি বললেন, আমি তোমার কাছে চাচ্ছি- তুমি তোমার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝে আমাকে রাখ।

তখন মহিলা কবিতাটির শেষ আরেকটি লাইন যোগ করে নিল, وَعُمَرُ فَاغْفِرْ لَهُ يَا غَفَّارُ -'এবং ওমরও, আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে গাফ্ফার।'[১২৮]

ক্ষুধার্ত শিশু

মদিনার চারদিকে কোলাহল, নানান দেশের পদচারণায় মুখরিত পুণ্যভূমি মদিনা নগরী। ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সঙ্গী আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বললেন, আজ রাতে আমরা ব্যবসায়ীদের মালামাল পাহারা দিব এতে তোমার কোনো আপত্তি আছে?

এরপর তারা দুইজনে মিলে পাহারা দিতে লাগলেন এবং সাথে সাথে নামাযও পড়ছিলেন। এভাবেই তাদের দুইজনের রাত কাটছিল। এমন সময় ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন। কান্নার আওয়াজটি যেদিক থেকে আসছিল ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সেদিকে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, একটি শিশু কাঁদছে। তখন তিনি শিশুর মা যে শিশুটির কান্না বন্ধ করতে চেষ্টা করছিল, তাঁকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, শিশুটির প্রতি সদয় হও।

কথাগুলো বলে তিনি তাঁর পাহারা দেওয়ার জায়গায় চলে এসেছেন। হঠাৎ আবারো শিশুটির কান্নার আওয়াজ শুনা গেল। ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) পুনরায় গিয়ে শিশুটির মাকে কথাগুলো আবার বললেন, কিন্তু শেষ রাতেও তিনি শিশুটির কান্না শুনতে পেলেন। তখন তিনি আবারো মহিলাটির কাছে গিয়ে রেগে বললেন, তোমার

---

[১২৮] মুনতাখাবু কানজুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

জন্যে ধ্বংস! আমি দেখছি তুমি একজন নিষ্ঠুর মা। কি হয়েছে, শিশুটি কেন সারাটি রাত ধরে কাঁদছে।

মহিলাটি দুঃখভরা কণ্ঠে বলল, হে আল্লাহ বান্দা, এ রাতে তুমি আমাকে খুবই বিরক্ত করেছ, আমি তো তাঁকে দুধ ছাড়াতে চাচ্ছি।

ওমর বললেন, কিন্তু কেন?

মহিলা ক্ষীণ স্বরে বলল, ওমর তো দুগ্ধ পোষ্যদের জন্যে ভাতা দেয় না।

কথাটি ওমর-এর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, শিশুটির বয়স কতো? মহিলা বলল, এত মাস।

তিনি বললেন, আফসোস! তুমি তাঁর দুধ ছাড়াতে তাড়াহুড়া করো না। পাহারা দেওয়া শেষ করে এসে তিনি ফজরের নামাযে দাঁড়ালেন। নামাযে কিরাত পড়তে গিয়ে তিনি এতবেশি কাঁদছিলেন যে, লোকজন তাঁর কেরাত স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছিল না। নামায শেষ করে তিনি বললেন, আহা ওমরের খারাপি! সে মুসলমানদের কত সন্তানদেরকে হত্যা করেছে!

এরপর ওমর দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্যে ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন।[১২৯]

অন্ধ বৃদ্ধা মহিলা

মদিনা নগরীর উপকণ্ঠে এক বৃদ্ধা মহিলা বসবাস করতেন। সম্পদ বলতে তার ছিল একটি ছাগী, একটি বালতি ও পুরনো ছেঁড়া একটি মাদুর। ওমর প্রতিরাতে সেখানে গমন করে মহিলাটির পরিচর্যা করতেন। তিনি মহিলার পানি এনে দেওয়াসহ অন্যান্য সব কাজ করে দিয়ে যেতেন।

একদিন ওমর মহিলাটির সেবা করতে গিয়ে দেখলেন- ঘরের সবকিছু সাজানো-গোছানো। তখন তিনি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন অন্য একজন লোক তার পূর্বে এসে সবকাজ করে দিয়েছে।

এরপর ওমর প্রতিদিনই এসে দেখতেন তাঁর পূর্বে কেউ একজন এসে মহিলাটির সব কাজ করে দিয়ে যেত।

একদিন ওই লোককে দেখার জন্যে তিনি ঘরের কাছে এক জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। এরই মধ্যে তিনি এক লোককে মহিলার ঘরের দিকে আসতে দেখলেন। লোকটি এসে ঘরের দরজা টোকা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল............. লোকটি অন্য কেউ নন, তিনি স্বয়ং আবু বকর, যিনি তখন মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন।

ওমর-এর কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার পর তিনি আড়াল থেকে বের হয়ে এসে অবাক হয়ে বললেন, আপনি! আমার জীবনের শপথ, ...আপনি! আমার জীবনের শপথ![১৩০]

---

[১২৯] ত্বাবাকাতু ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, ৩০১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ওমর -কে শহীদ ঘোষণা

রাসূল একদিন আবু বকর, ওমর, উসমান -কে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে উঠেছিলেন। তখন উহুদ পাহাড় থর্ থর্ করে কাঁপতে শুরু করল। রাসূল পাহাড়কে লক্ষ্য করে বললেন, স্থির হও, তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুইজন শহীদ ব্যতীত আর কেউই নেই।

এখানে রাসূল ছিলেন নবী, আবু বকর হচ্ছেন সিদ্দিক আর ওমর ও উসমান হচ্ছেন শহীদ।

এক বেদুঈন যে তার মাকে নিয়ে তাওয়াফ করছিল

তাওয়াফকারীদের তাকবীরে তাহ্লীলের উচ্চ আওয়াজে মুখরিত করার পরিবেশ। দীর্ঘদেহী প্রশস্ত বক্ষের অধিকারী শক্তিশালী এক যুবক তার মাকে কাঁধে নিয়ে প্রভুর ভালোবাসায় আসক্ত তাওয়াফকারীদের পেছনে পেছনে ছুটছিল আর গাইছিল,

أَنَا مَطِيَّتُهَا لَا أَنْفِرُ وَإِذَا الرِّكَابُ ذُعِرَتْ لَا أَذْعَرُ

وَمَا حَمَلَتْنِي وَأَرْضَعَتْنِي أَكْثَرُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ.....

আমি এমন এক বাহন
যা কখনো করবে না পলায়ন
বাহনগুলো পিছনে হটে যাবে যখন
কিন্তু তখনো আমি ফিরব না পিছন
আমাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পোষণ
তার কষ্ট ছিল এর থেকেও ভীষণ
হে আল্লাহ হাজির আমি হে আল্লাহ হাজির আমি
তোমার দরবারে এখন

আলী তখন ওমর -এর সাথে বায়তুল্লাহর পাশেই বাহনে আরোহী অবস্থায় ছিলেন। তিনি ওমর -কে বললেন, হে আবু হাফ্স! আমাদের সাথে তাওয়াফে চলুন, হতে পারে রহমত নাযিল হবে ফলে আমরাও তাতে অংশীদার হবো।

তখন তারা ওই যুবকের পিছে পিছে চলতে লাগলেন, আর আলী যুবকটির কবিতা শুনে প্রত্যুত্তরে বললেন,

---

[১৩০] মুনতাখাবুল কান্জ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

تَبَرَّهَا فَاللّٰهُ أَشْكُرْ يَجْزِيكَ بِالْقَلِيلِ الْأَكْثَرْ

সদ্ব্যবহার করেছ তুমি তার সাথে
সুতরাং আল্লাহর শুকরিয়া কর তুমি।
তোমার সামান্য কর্মে
অধিক পুরস্কার দিবেন তোমাকে তিনি।[১৩১]

কবর থেকে যুবকের কথা

মদিনায় নম্র ভদ্র স্বভাবের দুনিয়াবিরাগী এক যুবক বাস করত। রাসূল ﷺ-এর সাহাবীদের মূল্যবান কথাগুলো শুনার জন্যে সে অধিকাংশ সময় মসজিদে অবস্থান করত। তাঁর স্বভাব-চরিত্র দেখে ওমর رضي الله عنه মুগ্ধ হতেন। যুবকটির পিতা ছিল অত্যন্ত বৃদ্ধ। এ কারণে এশার নামায পড়েই যুবকটি বাড়িতে চলে যেত। তাঁর চলাচলের পথে জনৈক এক মহিলার বাড়ি ছিল। যুবকটি সে মহিলার কুমন্ত্রণায় পড়ে গেল।

একদিন যুবকটি মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মহিলাটি তাকে প্ররোচনা দিতে লাগল। এতে সে ধোঁকায় পড়ে গিয়ে মহিলাটির পিছু পিছু চলতে লাগল। যখনই সে ঘরে ঢুকবে তখনি কোরআনের একটি আয়াত তার স্মরণে এসে গেল

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔

অতঃপর শয়তান তাদের গোপনে থাকা অঙ্গ তাদের সামনে প্রকাশ করার জন্য তাদের উভয়কে প্ররোচিত করল। সে বলল, তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে এ কারণেই তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেছেন। (সূরা আ'রাফ : ২০)

আল্লাহর এ বাণী মনে পড়ার সাথে সাথে যুবকটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তখন তাকে লোকজন তার বাবার কাছে নিয়ে এল। রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সে এভাবে অজ্ঞান হয়েছিল। তার জ্ঞান ফিরে আসার পর তার বাবা তাকে কি হয়েছে তা জানতে চাইলেন। তখন সে ঘটনাটি তার বাবার কাছে বলল।

তখন তার বাবা বলল, বাবা! তুমি কোন আয়াতখানা পাঠ করেছিলে?

যুবকটি আয়াতখানা তেলাওয়াত করতে না করতেই আবারো অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন উপস্থিত লোকজন তাকে নাড়া দিয়ে দেখল সে মারা গেছে। তারা তাকে গোসল দিয়ে রাতেই দাফন করে ফেলল।

---

[১৩১] আল বায়হাকী ফি শু'আবিল ঈমান, হাদিস নং ৭৯২৫।

www.nagorikpathagar.org

সকালবেলা ওমর ঘটনাটি জানতে পেরে যুবকটির কবরের পাশে আসলেন। তিনি কবরের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক!

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ 'যে ব্যক্তি তাঁর পালনকর্তার সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে, তার জন্যে রয়েছে দুইটি জান্নাত।' (সূরা আর্ রাহমান : ৪৬)

তখন যুবকটি কবর থেকে আওয়াজ দিয়ে বলল, ওমর! আমার প্রতিপালক আমাকে দুটি জান্নাতই দান করেছেন। সে এ কথাটি দু'বার বলল।[১৩২]

আপনার পরে আমি আর কাউকে স্বীকৃতি দিব না

হযরত আব্দুর রহমান উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা-এর ঘরে আসলেন। তিনি তখন অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। তাঁর সাথে কথা বলতে বলতে উম্মে সালামা তাঁকে দানের প্রতি উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, আমি রাসূল-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমার কিছু সাহাবী যারা আমার ইন্তিকালের পর আর আমাকে দেখবে না।

তাঁর এ কথাটি আব্দুর রহমান বিন আউফ-এর অন্তরে গিয়ে লেগে যায়। কথাগুলো তাঁর কল্পনায় বারবার আসতে লাগল। তিনি দ্রুত উঠে ওমর বিন খাত্তাব-এর কাছে গেলেন।

তিনি ওমর-কে বললেন, আপনার মা কি বলেছে শুনুন..........এবং কেন উম্মে সালামা এ কথাটি বলেছেন তাও তিনি তাঁকে বললেন।

এ কথা শুনে ওমর ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত সালামা-এর ঘরে দৌড়ে এলেন।

তিনি তাঁকে ভয়ে ভয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহর দোহাই, তাদের মধ্যে কি আমিও আছি?

উম্মে সালামা বললেন, না, তবে আপনার পরে আর কাউকে আমি স্বীকৃতি দিব না।[১৩৩]

আজ আমি আবু বকর থেকে এগিয়ে যাব

প্রথমত, তীব্র গরম ও ফল পাকার মৌসুমে তাবুকের যুদ্ধের ঘোষণা হয়। সাহাবায়ে কেরামের জন্যে বিষয়টি ছিল খুবই কঠিন। সবাই চাচ্ছিলেন যুদ্ধটি আরো পরে হোক। একদিকে তীব্র গরম ও খেজুর পাকার সময়। অন্যদিকে গরমের ভেতরে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। তাছাড়াও সম্পদ ও সৈন্যসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলমানরা শত্রুদের তুলনায় অনেক দুর্বল।

---

[১৩২] তাফসীরু ইবনি কাছীর, ২য় খণ্ড, ২৯৭ পৃ.।

[১৩৩] ইমাম আহমাদ, ২য় খণ্ড, ২৯৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে এ যুদ্ধে দান করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতে লাগলেন। হযরত ওমর رضي الله عنه তখন অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। তিনি ভালো কাজে সবসময় হযরত আবু বকর رضي الله عنه-এর সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। হযরত আবু বকর رضي الله عنه তখন ততো সম্পদের মালিক ছিলেন না। আর তাই হযরত ওমর رضي الله عنه তাঁকে পেছনে ফেলার এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন। তিনি দ্রুত গিয়ে তাঁর সম্পদকে সমান দুইভাগ করে একভাগ পরিবারের জন্যে রেখে অন্যভাগ রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি পরিবারের জন্যে কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, আমি তাদের জন্যে আমার অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি।

অন্যদিকে হযরত আবু বকর رضي الله عنه তাঁর যা কিছু ছিল সব নিয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে হাজির হলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্যে কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, আমি তাদের জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।

হযরত ওমর رضي الله عنه তখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি কখনোই হযরত আবু বকর رضي الله عنه-কে পেছনে ফেলতে পারবেন না। তিনি এ কথার স্বীকৃতি দিয়ে বললেন, আমি কখনো আবু বকরকে পেছনে ফেলতে পারব না।[১৩৪]

কুষ্ঠরোগী মহিলা

দলে দলে লোকজন কা'বাঘর তাওয়াফ করছিল। তাকবীর তাহ্লীলের ধ্বনির সাথে সাথে ঝরছে চোখের অশ্রু। ওমর رضي الله عنه লক্ষ্য করে দেখলেন, ভীড়ের মাঝে এক কুষ্ঠরোগী মহিলা তাওয়াফ করছে।

তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! তুমি লোকদেরকে কষ্ট দিও না। যদি তুমি তোমার ঘরে থাকতে (তবে তা ভালো হতো)।

মহিলা ওমর رضي الله عنه-এর কথায় সাড়া দিয়ে বাড়িতে অবস্থান করতে লাগল। এরপর একদিন ওমর رضي الله عنه-ও ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর এক ব্যক্তি মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বলল, যিনি তোমাকে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন তিনি মারা গেছেন; সুতরাং তুমি এখন বের হতে পার।

মহিলা বলল, আমি এমন নই যে, জীবিত অবস্থায় তাঁর আনুগত্য করব আর মৃত অবস্থায় অবাধ্য হব।[১৩৫]

---

[১৩৪] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

[১৩৫] কানজুল উম্মাল, ১০ম খণ্ড, ৯৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ওমর -এর আত্মমর্যাদা

সম্মানিত ব্যক্তিদের রীতিতে রাসূল মজলিসে বসেছিলেন। তাঁর পবিত্র জবান থেকে তাসবীহ তাহলীল উচ্চারিত হচ্ছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে তাঁর সাহাবায়ে কেরামদেরকে হাদিস শুনাচ্ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামের একটি দল তাঁকে ঘিরে বসে আছেন।

তিনি তাঁদেরকে বললেন, আমি ঘুমে থাকা অবস্থায় একদিন নিজেকে জান্নাতে দেখতে পেলাম। তখন দেখতে পেলাম এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে অযু করছিল।

আমি বললাম, এ প্রাসাদ কার জন্যে?

কেউ একজন বলল, ওমরের জন্যে।

তারপর তিনি বললেন, তখন ওমরের আত্মমর্যাদার কথা মনে পড়ে আমি প্রাসাদে প্রবেশ না করে ফিরে আসি।

তখন ওমর কান্না শুরু করলেন আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ওপর আমার আত্মমর্যাদা?[১৩৬]

ওমর -এর সাথে মিলে যাওয়া কোরআনের আয়াত

ওমর -এর সাথে কোরআনের সম্পর্ক ছিল অন্য রকম। তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতে ও শুনতে খুবই পছন্দ করতেন এবং কোরআনের দাবি অনুসারে তিনি নিজের জীবনকে পরিচালনা করতেন। তাঁর সাথে কোরআনের সম্পর্ক ছিল অতি আশ্চর্যজনক। রাসূল তাঁকে অহী লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রাসূল -এর কাছে কোনো অহী নাযিল হলে তিনি তা তেলাওয়াত করতেন আর হযরত ওমর তা লিখে ফেলতেন। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে হযরত ওমর -এর কথার সাথে কোরআনের অনেকগুলো আয়াত মিলে গেছে। যেগুলোকে মুওয়াফাকাতে ওমর বলে। আমরা সেগুলো নিচে উল্লেখ করলাম..........

প্রথমত: হযরত ওমর মুসলমানদেরকে রাসূল -এর সাথে হজ্ব করতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা মাকামে ইবরাহিমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ করতাম। পরে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন। وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى 'তোমরা ইবরাহিমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা হিসেবে গ্রহণ কর।' (সূরা বাকারা : ১২৫)

---

[১৩৬] বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৩৪৭৭।

www.nagorikpathagar.org

মাকামে ইবরাহিম হচ্ছে এমন স্থান যেখানে হযরত ইবরাহিম (আ.) দাঁড়িয়েছিলেন। সেখানে তাঁর পদচিহ্ন আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। হযরত ওমর (রা.) মাকামে ইবরাহিমকে নামাযের স্থান হিসেবে পছন্দ করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত: মুসলমান, মুনাফিক ও কাফের সকলেই আসা যাওয়ার পথে রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে দেখতে পেত। এ বিষয়টি নিয়ে ওমর (রা.) খুবই চিন্তিত ছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যদি আপনার স্ত্রীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দিতেন। কেননা তাদের সাথে ভালো লোকেরাও কথা বলে আবার অনেক সময় খারাপ লোকেরাও কথা বলে। তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দার আয়াত নাযিল করলেন এবং রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন।

তৃতীয়ত: একদিন রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের ওপর রাগ করে তাঁদের সঙ্গে থাকা ত্যাগ করলেন। ওমর (রা.) এ কথা জানার পর বললেন, عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰۤئِبٰتٍ سٰۤئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا
"যদি তিনি তোমাদের তালাক প্রদান করেন, হতে পারে তার প্রভু তাকে কুমারী ও অকুমারীদের মধ্য থেকে তোমাদের চেয়েও উত্তম এমন সঙ্গী দান করবেন যারা মুসলিমা, মুমিনা, অনুগত, তাওবাকারিণী, সংযমী।"

তিনি যেভাবে বলেছেন আল্লাহ তা'আলা হুবহু সেভাবে আয়াত নাযিল করলেন। এটা এ কারণে যে হযরত ওমর (রা.)-এর সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার সাথে ছিল। তাঁর অন্তর পবিত্র ছিল। এ কারণেই তো রাসূল ﷺ তাঁকে 'ফারুক' উপাধি দিয়েছিলেন।

চতুর্থত: বদরের যুদ্ধে মুসলমানগণ সত্তরজন মুশরিককে বন্দি করেছিলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে চল্লিশজন। নবী করীম ﷺ এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। আবু বকর (রা.) তাদেরকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে বললেন। কিন্তু ওমর (রা.) তাদেরকে হত্যা করার কথা বললেন। কেননা তারা কাফের। রাসূল ﷺ আবু বকর (রা.)-এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ অনুসারে তাদেরকে হত্যা করলে খুশি হতেন এ কথা জানিয়ে অহী নাযিল করলেন। অহী নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ ও আবু বকর (রা.) কেঁদে ফেললেন।

পঞ্চমত: মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল মারা যাওয়ার পর রাসূল ﷺ তার জানাযায় উপস্থিত হতে চাইলেন, কিন্তু ওমর (রা.) তাঁকে জানাযায় না যেতে অনুরোধ করলেন। রাসূল ﷺ হচ্ছে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমতস্বরূপ, তাই কেউ জাহান্নামে যাবে তিনি তা চাইতেন না। এ কারণে তিনি তার জানাযায় উপস্থিত হলেন। জানাযা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কোরআন

www.nagorikpathagar.org

নাযিল হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সতর্ক করে দিলেন এই বলে...

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ.

"আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার জানাযা আপনি পড়বেন না এবং তার কবরেও দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে। বস্তুত তারা পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।" (সূরা আত্ তাওবা : ৮৪)

সদকার উটের সেবায় ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

গ্রীষ্মের একদিনে, চারদিকে যখন উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। সূর্যের কিরণে মরুর বালি অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়েছে। এমনি এক সময় আহনাফ বিন কায়সের নেতৃত্বে ইরাকের এক প্রতিনিধি দল এসে মদিনায় উপস্থিত হলো। তারা এসে আমীরুল মুমিনীনকে খুঁজতে লাগল।

যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আহনাফকে দেখলেন তিনি তাকে বললেন, আহনাফ জামা খুলে এসো, উটটির সেবায় আমীরুল মুমিনীনকে সহযোগিতা কর। এতে তো ইয়াতিম, মিসকীন ও বিধবাদের অধিকার রয়েছে।

উপস্থিত একজন বলল, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনি কোনো গোলামকে আদেশ দিলেই তো সে কাজটি করে দিত।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব সাধারণভাবে বললেন, আমার ও আহনাফের চেয়ে অধম গোলাম আর কে আছে, যে ব্যক্তিকে মুসলমানদের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হলো সে তো মুসলমানদের দাস হয়ে গেল। গোলামের ওপর যেমন মালিকের কাজ করে দেওয়া আবশ্যক তেমনি গভর্নরদের ওপরও আবশ্যক মুসলমানদের কাজ করে দেওয়া।[১৩৭]

গোলামের পেছনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

সূর্যের প্রচণ্ড তাপের মধ্যদিয়ে মাথায় একটি চাদর পেছিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনার বাইরে হেঁটে চলছিলেন।

পাশ দিয়ে গাধায় চড়ে এক গোলামকে যেতে দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, গোলাম! আমাকে গাধার ওপর আরোহণ করাও।

গোলামটি গাধা থামিয়ে নেমে গিয়ে কাঁপা কণ্ঠে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনি উঠে বসুন।

[১৩৭] আল কান্‌জ, হাদিস নং ১৪৩০৭ ও মানাকিবে আমীরুল মুমিনীন ৮২।

www.nagorikpathagar.org

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, না, আগে তুমি উঠে বস, পরে আমি উঠব। তুমি চাচ্ছ আমাকে গদিতে বসিয়ে তুমি শক্ত জায়গায় বসতে।

গোলাম বার বার আমীরুল মুমিনীনকে সামনে বসতে অনুরোধ করলেন, কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর কথার ওপর অটল ছিলেন। বাধ্য হয়ে গোলাম সামনে বসল। আর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোলামের পেছনে বসেই মদিনায় প্রবেশ করলেন। মানুষ তাঁর এমন উদারতার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল।[১৩৮]

ছেলেকে শিষ্টাচার শিখাচ্ছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর ছেলে সুন্দর জামা পরে চুলগুলো সাজিয়ে তাঁর কাছে আসল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি ছড়ি দিয়ে তাকে প্রহার করতে লাগলেন, এমনকি সে কাঁদতে শুরু করল।

তখন হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি তাকে মারছেন কেন?

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি তাকে দেখলাম সে নিজেকে নিয়ে অহংকার করছে আর তাই তাকে তার নিজের কাছে ছোট করে দেওয়া আমি পছন্দ করলাম।[১৩৯]

পানির পাত্র বহন করছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

ঘুম ঘুম ভাবকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উঠে পড়লেন। উদ্দেশ্য প্রজাদের খোঁজ-খবর নিবেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন অন্ধকারের মধ্যে এক মহিলা পানি ভর্তি মশক পিঠে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সে মহিলাকে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তখন মহিলাটি জানল, সে একটি পরিবারের দেখা-শুনা করে, তার কোনো খাদিম নেই তাই সে রাতের বেলায় পানি আনতে হয়, কেননা দিনেরবেলা ছোট ছোট বাচ্চাদের রেখে বের হতে সে ভয় পায়।

তার কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর অন্তরে সহানুভূতি হলো। তিনি মহিলার পানির পাত্র নিজের কাঁধে বহন করে তার বাড়িতে পৌঁছে দিলেন।

এরপর তিনি মহিলাকে বললেন, আগামীকাল তুমি ওমরের কাছে যেয়ো।

মহিলা বলল, আমি তো তাঁর কাছে যেতে পারব না।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তুমি যেয়ো, ইন-শা-আল্লাহ তুমি আমাকে সেখানে পাবে।

পরের দিন মহিলা ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর দরবারে এসে দেখল, গত রাতের সেই লোকটিই আমীরুল মুমিনীন। তাই সে ভয়ে ফিরে যেতে লাগল। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার জন্যে একজন খাদেম ও কিছু খাদ্যদ্রব্য পাঠিয়ে দিলেন।[১৪০]

---

[১৩৮] আল কান্‌জ, হাদিস নং ৩৫৯৯১।

[১৩৯] লান তালাক্কা মিছলা ওমর, ২য় খণ্ড, ২৬১।

[১৪০] লান তালাক্কা মিছলা ওমর, ২য় খণ্ড, ২৬১।

www.nagorikpathagar.org

তোমার কথা শুনবও না, তোমার আনুগত্যও করব না

একদিন আমীরুল মুমিনীন ওমর -এর কাছে অনেকগুলো নতুন কাপড় আসল। ওমর জনগণের মাঝে তা সমানভাগে ভাগ করে দিলেন। এতে প্রত্যেকে একটি করে কাপড় পেল।

পরবর্তীতে দেখা গেল ওমর দুটি কাপড়ের তৈরি একটি জুব্বা গায়ে দিয়ে মিম্বরে উঠেছেন।

তিনি ভাষণ দিতে শুরু করলেন, হে লোক সকল! তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুন।

তখন সালমান বললেন, তোমার কথা শুনবও না, তোমার আনুগত্যও করব না।

ওমর অবাক হয়ে বললেন, আব্দুল্লাহর বাবা, কেন?

সালমান বললেন, আপনি আমাদেরকে একটি করে কাপড় দিয়েছেন, কিন্তু নিজে দুটি নিয়েছেন।

ওমর বললেন, আব্দুল্লাহর বাবা, একটু অপেক্ষা কর।

এরপর ওমর ডাক দিয়ে বললেন, আব্দুল্লাহ বিন ওমর।

তাঁর ছেলে বললেন, জ্বী, হে আমীরুল মুমিনীন।

ওমর তাঁকে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি, আমি অতিরিক্ত যে কাপড়টি পরেছি তা কি তোমার কাপড় নয়?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ সাক্ষী।

তখন সালমান বললেন, এখন, আমরা তোমার কথা শুনব ও তোমার আনুগত্য করব।[১৪১]

স্বামীর অনুপস্থিতিতে এক মহিলা

একদিন ভোরে শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্য দিয়ে মদিনার কোনো এক গলি দিয়ে ওমর হেঁটে যাচ্ছিলেন। হেঁটে হেঁটে তিনি গোয়েন্দার দায়িত্ব পালন করছিলেন। তখনো ভালোভাবে অন্ধকার দূর হয়নি। হালকা অন্ধকারে ঢাকা এক ঘর থেকে একজন মহিলার আওয়াজ ওমর -এর কানে ভেসে আসল।

মহিলা কবিতা বলছিল,

تَطَاوَلَ هَذَا اللَّيْلُ وَاسْوَدَّ جَانِبُهُ   وَأَرَّقَنِي أَنْ لَا حَبِيبَ أُلَاعِبُه

فَلَوْلَا حَذَارَ اللهِ لَا شَيْءَ مِثْلَهُ   لَزُعْزِعَ مِنْ هَذَا السَّرِيرِ جَوَانِبُه

রাত অনেক দীর্ঘ হয়েছে

---

[১৪১] তারিখুল আত্তাবারী, ৫ম খণ্ড, ২৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

অথচ আমার পাশে আমার বন্ধু নেই।
যদি না আল্লাহ্‌র ভয় না থাকত
তবে আমার খাটের পাশগুলো এখন নড়ত।

উপরের ছন্দগুলো ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অনুভূতিতে চরম আঘাত হানল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলার ঘরের দরজায় গিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি চাইল। মহিলাটি তাঁকে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দিল।

তিনি তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে?

সে খুব আফসোসের সাথে বলল, আমার স্বামী আজ কয়েক মাস বাড়িতে নেই, অথচ তাঁকে আমার খুবই প্রয়োজন।

তিনি তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি তো খারাপ কিছু করতে চেয়েছ।

সে বলল, আমি আল্লাহ্‌র কাছে এর থেকে আশ্রয় চাই।

তিনি বললেন, তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর, আমি তাঁকে চিঠি লিখে জানাচ্ছি।

তিনি মহিলার স্বামীর কাছে চিঠি লিখে আসতে বললেন। এরপর তিনি তাঁর মেয়ে হাফসার কাছে গিয়ে বললেন, একটি বিষয় আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে, সুতরাং তুমি আমাকে তা সহজ করে দাও। এরপর তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, কত সময়ের ব্যবধানে মহিলারা স্বামীর প্রতি তীব্র আকর্ষিত হয়।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এমন প্রশ্নে তাঁর মেয়ে লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল। বিষয়টি সহজ করতে তিনি তাঁর মেয়েকে বললেন, দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না।

তবু তিনি লজ্জার কারণে মুখে বলতে না পেরে হাতের তিন আঙুল দিয়ে তিন মাস ইশারা করলেন, এরপর চার আঙুল দিয়ে চার মাস ইশারা করলেন। অর্থাৎ তিন থেকে চার মাস।

এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নির্দেশ জারি করলেন, কোনো সৈন্য যুদ্ধে তিন মাসের বেশি অবস্থান করতে পারবে না।[১৪২]

খাওয়ার পর আবার খাওয়া!

একবার মুখে মুখে প্রচার হয়ে গেল ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান রকমারি খাদ্য খাবারে আগ্রহী। কথাটি মদিনার নানা প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি শেষ পর্যন্ত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানেও পৌঁছল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর গোলাম ইয়ারফাকে বললেন, ইয়াজিদের রাতের খাবারের সময় হলে আমাকে জানাবে।

যখন ইয়াজিদের রাতের খাবারের সময় হলো গোলামটি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জানাল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইয়াজিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এলেন। তিনি তাকে সালাম দিয়ে তার কাছে

---

[১৪২] কান্‌যুল উম্মাল, ১৬তম খণ্ড, ৫৭৬, হাদিস নং ৪৫৯২৪।

www.nagorikpathagar.org

আসার অনুমতি চাইলেন, ইয়াজিদ সালামের জবাব দিয়ে তাঁকে আসার অনুমতি দিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ভেতরে প্রবেশ করার পর ইয়াজিদের রাতের খাবার হিসেবে রুটি ও গোশত আনা হলো। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও তার সাথে খাবার খেলেন। এরপর তার জন্যে ভুনা করা গোশত আনা হলো তখন সে তা খাওয়ার জন্যে হাত বাড়াল, কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গোশতের দিকে হাত বাড়ালেন না।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে তিরস্কার করে বললেন, আল্লাহ! হে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান। একবার খাওয়ার পরে আবার খাওয়া! যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ, যদি তোমরা খাবার গ্রহণে অনিয়ম কর তবে খাবারও তোমাদের সাথে অনিয়ম করবে।[১৪৩]

মহিলা সঠিক বলেছে ওমর ভুল করেছে

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে নসিহত করতে মিম্বরে বসলেন। আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা কেউ মহিলাদের মোহরের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবিদের জন্যে ধার্য করা মোহর থেকে বেশি ধার্য করবে তা বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেওয়া হবে। তিনি ভাষণ শেষ করার পর কোরাইশী এক মহিলা প্রতিবাদ করে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করা আবশ্যক না কি আপনার কথা?

তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, কেন?

সে বলল, অধিক মোহর ধার্য করার ব্যাপারে আপনি নিষেধ করেছেন, অথচ আল্লাহ তআ'লা বলেছেন.....

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

'যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে চাও এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করে থাক, তবে তা থেকে কিছুই ফেরত গ্রহণ করো না। তোমরা কী তা অন্যায়ভাবে ও প্রকাশ্য গোনাহর মাধ্যমে গ্রহণ করবে।' (সূরা নিসা : ২০)

তখন তিনি বললেন, প্রত্যেকে ওমর থেকে অধিক জ্ঞানী।

তারপর তিনি আবার মিম্বরে ফিরে এসে বললেন, আমি তোমাদেরকে অধিক মোহর ধরতে নিষেধ করেছি, এখন থেকে তোমাদের প্রত্যেকে তার সম্পদ অনুসারে যত ইচ্ছে মোহর ধার্য কর।[১৪৪]

---

[১৪৩] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল ৪র্থ খণ্ড, ৪০১ পৃ.।

[১৪৪] আল কান্‌য, ১৬ খণ্ড, ৫৩২

www.nagorikpathagar.org

ওমর! শয়তান তোমাকে ভয় পায়

একদিন নবী করীম ﷺ কোনো যুদ্ধ থেকে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর দাসী এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি নিয়ত করেছি, যদি আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনেন তবে আমি আপনার সম্মুখে দফ বাজিয়ে গান গাইব।

রাসূল ﷺ বললেন, যদি নিয়ত করে থাক তবে গাও, কিন্তু নিয়ত না করে থাকলে গেয়ো না।

তখন দাসী দফ নিয়ে তা বাজানো শুরু করল। এরই মাঝে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে উপস্থিত হলেন দাসীটি তখনো দফ বাজাচ্ছিল, এরপর উসমান আসলেন সে তখনো দফ বাজাচ্ছিল, এরপর আলী আসলেন সে তখনো দফ বাজাচ্ছিল কিন্তু যখনই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে ঢুকলেন সাথে সাথে সে ভয়ে দফটি মাটিতে রেখে সেটির উপর বসে পড়ল।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, ওমর, শয়তান তোমাকে ভয় পায়।[১৪৫]

সত্য বলেছে আউফ

একদিন আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে অবস্থানরত সাহাবীদের এক দলের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ঘিরে বসেছিল। তারা নবী ﷺ-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরছিল।

এক পর্যায়ে তারা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রশংসায় বলে উঠল, আল্লাহর শপথ! আমীরুল মুমিনীন ওমরের মতো ন্যায়বিচারক, সত্যের ব্যাপারে স্পষ্টভাষী, মুনাফিকদের প্রতি কঠোর আর কাউকে আমরা দেখিনি। মূলত রাসূল ﷺ-এর পরে আপনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি।

কথাটি শুনে উপস্থিতদের মধ্যে আউফ বিন মালেক খুবই রেগে গেলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, তোমরা মিথ্যা বলেছ, আমরা নবী ﷺ-এর পরে ওমর থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষ দেখেছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তিনি কে?

আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আউফ সত্য বলেছে আর তুমি মিথ্যা বলেছ। আবু বকর তো ছিলেন মিশকের ঘ্রাণের চেয়ে পবিত্র আর আমি তো একটি খচ্চরের চেয়েও অধম।[১৪৬]

---

[১৪৫] তিরমিযী শরীফ, ৫ম খণ্ড, ৬২০।

[১৪৬] কানজুল উম্মাল, হাদিস নং ৩৫৬২৯।

www.nagorikpathagar.org

শয়তানকে আছাড় দিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাহাবী ও তাবেয়ীদের সম্মিলিত এক মজলিসে এসে প্রশান্তভাবে বসলেন। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে নানা সময়ে ঘটে যাওয়া সাহাবায়ে কেরামদের মহামূল্যবান ঘটনাগুলো বর্ণনা করে শুনাতে গিয়ে বললেন, একদিন মদিনার কোনো এক গলিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এক সাহাবীর সাথে শয়তানের সাক্ষাৎ হলো। শয়তান তাঁকে কুস্তিতে লড়ে শক্তি পরীক্ষা করার আহ্বান জানাল। সাহাবী তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুস্তিতে লড়লেন। তখন সাহাবী সে শয়তানকে এক আছাড়ে মাটিতে ফেলে দিলেন।

শয়তান পরাজিত হয়ে সাহাবীকে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। সাহাবী তাঁর করুণ আবেদনে তাকে ছেড়ে দিলেন।

জ্বীন শয়তানটি পুনরায় কুস্তির আহ্বান করে বলল, তুমি কি আবার লড়তে রাজি আছ?

সাহাবী রাজি হয়ে পুনরায় কুস্তি শুরু করলেন, এবারও সাহাবী শয়তানকে ধরাশায়ী করে তার বুকের উপর চেপে বসলেন।

এরপর সাহাবী শয়তানকে বললেন, আমি তো দেখছি তুমি একটি দুর্বল লোক। আর তোমার বাহুগুলো মনে হচ্ছে কুকুর অথবা জ্বীনের হবে।

সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তো জ্বীনদেরই একজন।

সাহাবী বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাদের কোন বিষয়টি তোমাদের বেশি কষ্ট দেয় তা না বলা পর্যন্ত তোমাকে আমি ছাড়ব না।

শয়তান বলল, তা হলো আয়াতুল কুরসী।

উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে একজন ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, তিনি কোন সাহাবী ছিলেন?

তিনি বললেন, ওমর ব্যতীত আর কে বা হবে।[১৪৭]

যতক্ষণ না মানুষ পরিতৃপ্ত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ঘি খাব না

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী ষাট দিরহাম দিয়ে কিছু ঘি কিনে আনলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কী?

তাঁর স্ত্রী জবাব দিল, মাখন, এগুলো আপনার দেওয়া ভরণ-পোষণের অর্থ দিয়ে নয়; বরং আমার নিজস্ব অর্থ দিয়ে কিনেছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তা খেয়ে লোকজন তৃপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি এর স্বাদ গ্রহণ করব না।[১৪৮]

---

[১৪৭] আত্ব তিবরানী

www.nagorikpathagar.org

নিজের পরিচয় নিজেই বর্ণনা করছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ধীরগতিতে দুর্বল মনোভাব নিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে উঠলেন। এরপর তিনি মসজিদে উপস্থিত লোকদেরকে বললেন, হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে দেখেছ, এক মুষ্টি খেজুরের জন্যে আমি চারণভূমি মাখজুম গোত্রের ছাগল চরাতাম।

এ কথা বলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে গেলেন। লোকজন আশ্চর্য হয়ে গুন গুন করে বলাবলি করছিল, ওমর আমাদেরকে কেন একত্রিত করলেন? আর এ কথাও বা কেন বললেন? আল্লাহর শপথ! আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।

লোকজনের গুনগুন শব্দকে স্তব্ধ করে দিয়ে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি এ কথা দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন?

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাঁপা ঠোঁটে বললেন, ইবনে আওফ তোমার জন্য আফসোস! তুমি আমাকে একা ফেলে গেলে।

ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহ তা'আলা এবং আপনার মাঝে কেউ নেই, সুতরাং আপনার থেকে উত্তম আর কে হতে পারে।

তাই আমি চেয়েছি, তাকে তার মর্যাদা সম্পর্কে জানিয়ে দিতে।[১৪৯]

আল্লাহকে ভয় করুন, হে আমীরুল মুমিনীন

এক ব্যক্তি উঠে আমীরুল মুমিনীনের সামনে গিয়ে রাগান্বিত হয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আল্লাহকে ভয় করুন।

উপস্থিত একজন বলল, তুমি কি আমীরুল মুমিনীনকে আল্লাহকে ভয় করতে বলেছ?

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাকে বলতে দাও, সে যা বলছে তাতো ভালোই। তোমরা যদি এ কথা না বল তবে কোনো কল্যাণ হবে না। আর আমরাও যদি তা কবুল না করি তখনো কোনো কল্যাণ থাকবে না।[১৫০]

দুইটি দোষ আছে তোমার মাঝে

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে বসে মানুষের কাছ থেকে উপদেশ চেয়ে বললেন, যে আমার দোষ ধরিয়ে দিবে না সে নিজেকে অপরাধী করল।

---

[১৪৮] মানাকিবু আমীরিল মুমিনীন, লি ইবনিল জাওযী, ৮১।

[১৪৯] মুনতাখাবু কানজিল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৮ পৃ.।

[১৫০] মানাকিবু আমীরুল মুমিনীন, ১৭৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন গুনগুন শব্দ শুরু হয়ে গেল। এরই মধ্যে এক লোক দাঁড়িয়ে বলল, আপনার মাঝে দুইটি দোষ রয়েছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রফুল্ল চেহারায় মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তোমার প্রতি করুণা করুন, বল দোষ দুইটি কী কী?

লোকটি বলল, আপনার দুইটি জামা আছে, আপনি এর একটি খুলে অন্যটি গায়ে দেন। আপনি প্রতিদিন দুই রকমের খাবার খেয়ে থাকেন, কিন্তু সাধারণ লোকদের দুই রকমের খাওয়ার সামর্থ্য নেই।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো দুইটি জামা একত্রে ব্যবহার করব না, আর দুই রকমের খাবারও একত্রে খাব না।

তিনি সারা জীবন তাঁর এ কথার ওপরই ছিলেন। অবশেষে তিনি আল্লাহর দরবারে চলে গেলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।[১৫১]

জারীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বুদ্ধি

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কয়েকজন সাহাবীর সাথে একটি ছোট দেয়ালের নিচে বসলেন। তারা উপদেশ সংক্রান্ত কথোপকথন করছিলেন। এমন সময় তারা দুর্গন্ধ অনুভব করলেন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যার থেকে দুর্গন্ধ এসেছে তাকে আমি অযু করার নির্দেশ দিচ্ছি। লোকজন এদিক সেদিক তাকাচ্ছিল, দুর্গন্ধের কারণে তারা কিছুটা অস্বস্তিবোধ করছিল। তখন জারীর বিন আব্দুল্লাহ বলল, আমীরুল মুমিনীন চলুন আমরা সবাই অযু করে আসি।

জারীর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এ কথা দ্বারা বুঝাতে চেয়েছেন, যার থেকে দুর্গন্ধ বের হয়েছে তাকে যেন অন্যদের কাছে পরিচিত হয়ে লজ্জা পেতে না হয়।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুচকি হেসে বললেন, জাহেলী যুগে তুমি আমাদের একজন ভালো নেতা ছিলে আর এখন ইসলামের যুগেও তুমি কতই না ভালো নেতা।[১৫২]

তুমি যদি বিপথে যেতে তবে আমরা ঠিক করে দিতাম

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে বনূ হারেসার কূপের কাছে সাক্ষাৎ হলো। তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি যিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করেন না। তিনি সবসময় সত্য ও ন্যায়ের কথা বলতেন। এমনকি এতে যদি তাঁর মৃত্যুও নিশ্চিত থাকত।

ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন, মুহাম্মদ, তুমি আমাকে কেমন দেখছ?

---

[১৫১] ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ, ৩য় খণ্ড, ২৯৩ ও ইবনুল জাওযী ফিল মানাকিব, ১৭৩।

[১৫২] কান্‌যুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, ৭৩৩, ৭৩৪।

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ বিন মুসাল্লামা বলল, যেমনটি আমার পছন্দ আমি তোমাকে তেমনিই দেখেছি এবং ভালো লোকেরা যেমন দেখতে পছন্দ করে তেমনই দেখেছি। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি সম্পদ সংগ্রহে শক্তিশালী, কিন্তু তা থেকে সংযমী। সম্পদ বণ্টনে ন্যায়পরায়ণ। তবে তুমি যদি বিপথে ঝুঁকে পড়তে তবে আমরা তোমাকে ঠিক করে দিতাম, যেমনিভাবে তীর বাঁকা হলে সোজা করে দেওয়া হয়। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খুশি হয়ে বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমার সম্প্রদায়ের মাঝে এমন লোক তৈরি করেছেন, যারা আমি ন্যায় থেকে বিচ্যুত হলে সোজা করে দিবে।[১৫৩]

জান্নাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘর

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِشَابٍّ مِنْ قُرَيْشٍ، فَظَنَنْتُ إِنِّي أَنَا هُوَ، فَقُلْتُ: وَمَنْ هُوَ؟ قَالُوا: عُمَرُ بْنُ خَطَّابٍ.

আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখি আমি একটি স্বর্ণ দ্বারা তৈরি প্রাসাদের ভেতরে। আমি বললাম, এটি কার? তারা বলল, এটি কোরাইশী এক যুবকের। তখন আমি ধারণা করলাম, আমিই সেই যুবক। আমি বললাম, সে কে? তারা বলল, ওমর বিন খাত্তাব।

অন্য বর্ণনায় এসেছে......

بَيْنَمَا أَنَا فِي نَائِمٍ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ؟ قَالُوا: لِعُمَرَ. فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

আমি স্বপ্নে নিজেকে জান্নাতে দেখলাম। দেখি এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে অযু করছে। আমি বললাম, এ প্রাসাদ কার? তারা বলল, ওমরের। তখন ওমরের ব্যক্তিত্বের কথা মনে পড়ে আমি ফিরে আসলাম।

এ কথা শুনে হযরত ওমর কান্না শুরু করলেন। তিনি বললেন, আপনার সাথে আমি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে যাব!

---

[১৫৩] মুনতাখাবু কান্‌যিল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৩৮১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এ ব্যতীত আমার আর কোনো কাপড় নেই

মসজিদের শেষ সীমা পর্যন্ত লোকজনে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তারা সকলে একে অপরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করছিল- আমীরুল মুমিনীন! কেন দেরি করছেন, তিনি এখন কোথায়?

অনেকক্ষণ পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদে এসে মিম্বরে বসলেন। তারপর তিনি মানুষের কাছে ওজর পেশ করে বললেন, এ জামাটি ধুয়ে দেওয়ার কারণে আমি আসতে পারেনি। এ জামা ছাড়া আমার আর কোনো কাপড় নেই।[১৫৪]

আমার আর তোমার মাঝে একজন লোক ঠিক কর

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে মতভেদ হলে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, তুমি আমার ও তোমার মাঝে একজন লোক (বিচারক) ঠিক কর। উবাই তাঁর মতটি গ্রহণ করলেন। তারা উভয়ে সমাধানের জন্যে যায়েদ বিন সাবিতকে নির্ধারণ করলেন। তাঁরা উভয়ে তার কাছে এলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা তোমার কাছে এসেছি তুমি আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবে।

তারা উভয়ে ঘরে প্রবেশ করলে যায়েদ আমীরুল মুমিনীনের জন্যে তার বিছানাটা ঠিক করে সেদিকে ইঙ্গিত দিয়ে বলল, এখানে বসুন আমীরুল মুমিনীন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রেগে বললেন, তোমার বিচারকার্যে এটাই প্রথম অন্যায়। আমি তো আমার বাদির সাথে বসব।

এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে বসলেন। তখন উবাই রাদিয়াল্লাহু আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে অভিযোগ করলে তিনি তা অস্বীকার করলেন।

তখন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাইকে বললেন, তুমি আমীরুল মুমিনীনকে শপথ করা থেকে বিরত রাখ। তিনি ব্যতীত এ বিষয়টি কারো ব্যাপারে আমি চাইব না।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়েদ ও উবাইকে অবাক করে দিয়ে শপথ করলেন। তিনি পুনরায় শপথ করে বললেন, যতক্ষণ না ওমর ও একজন সাধারণ মুসলমান যায়েদের কাছে সমান না হবে ততক্ষণ সে বিচার করার উপযুক্ত নয়।[১৫৫]

---

[১৫৪] আয্ যুহ্‌দ, লিল ইমাম আহমদ, ১২৪ ও ইবনুল জাওযী ফিল মানাকিব ১৩৮ পৃ.।

[১৫৫] আস্‌সুনানুল কুবরা, ১০ম খণ্ড, ১৩৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

পায়ে হেঁটে নদী পার হলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সিরিয়ায় গেলেন। একদল প্রতিনিধি তাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষা করছিল। তাদের কাছে আসার জন্যে ছোট নদীতে একটি পোল দেওয়া হলো, কিন্তু তিনি পোলে না উঠে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে জুতা খুলে পানি দিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। এমনকি তিনি হেঁটে হেঁটে অভ্যর্থনা জানাতে অপেক্ষারত লোকদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি সিরিয়াবাসীর সামনে একটি মহান কাজ করেছেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উবায়দার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করে বললেন, আফসোস! আহ! উবায়দা তুমি ব্যতীত যদি অন্য কেউ কথাটা বলত তবে মানা যেত, তোমরা তো ইসলামের পূর্বে ছিলে তুচ্ছ নগণ্য লাঞ্ছিত। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, কিন্তু যখন তোমরা অন্য কিছুর দ্বারা সম্মান পেতে চাইবে তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে অপমানিত করবেন।[১৫৬]

আপনি আপনার পরবর্তীদেরকে কষ্টে ফেলে যাচ্ছেন

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার পথে দ্রুত এদিক সেদিক ঘুরছিলেন। এমন সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে তাঁর দেখা হলো।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কোথায় যাচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন?

তিনি হাঁটা না থামিয়ে বললেন, সদকার একটি উট হারিয়ে গেছে (আমি তা খুঁজছি)।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি আপনার পরবর্তীদেরকে কষ্টে ফেলে যাচ্ছেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ, ফোরাত নদীর তীরেও যদি একটি ছাগল হারিয়ে যায় তবে এ ব্যাপারেও ওমরকে কিয়ামতের দিন ধরা হবে।[১৫৭]

উসামা বিন যায়েদের মর্যাদা

দিনের পর দিন চলে যায়। ইতিহাসের পাতায় এর কিছু অংশ থাকলেও বেশিরভাগ মানুষের অজানায় থেকে যায়, কিন্তু এত কিছুর পর অনেক ঘটনা এমন যা যুগ যুগ ধরে মানুষের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। তেমনি একটি ঘটনা.........

তিনি হচ্ছেন উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর জন্যে তাঁর নিজের পুত্রের থেকে বেশি ভাতা নির্ধারণ করেছেন।

---

[১৫৬] ইবনুল জাওযী ফি মানাকিবে আমীরিল মুমিনীন, ১৪৭ পৃ.।

[১৫৭] ইবনুল জাওযী ফি মানাকিবে আমীরিল মুমিনীন, ১৪০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ বিন ওমর বললেন, বাবা, আপনি তাঁর জন্যে নির্ধারণ করলেন চার হাজার আর আমার জন্য করলেন তিন হাজার। অথচ তাঁর পিতা আপনার থেকে অধিক মর্যাদার অধিকারী নয়, আর সে নিজেও আমার থেকে অধিক মর্যাদার অধিকারী নয়।

তখন ওমর বললেন, হায় আফসোস!.......রাসূল -এর কাছে তাঁর পিতা তোমার পিতা থেকেও অধিক প্রিয় ছিল। আর সে নিজেও রাসূল -এর কাছে তোমার থেকে অধিক প্রিয় ছিল।

তখন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ নির্ধারিত ভাতার ওপর সন্তুষ্ট হলেন।[১৫৮]

আপনি পবিত্রতা অবলম্বন করছেন আর তাই তারাও

পারস্য বিজয়ের পর যখন ওমর -এর সামনে কিসরার তরবারি, বেল্ট এবং অলংকারাদি রাখা হলো তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় সৈন্যরা এসব সম্পদ আমানতের সাথে নিয়ে এসেছে।

তখন আলী বললেন, নিশ্চয় আপনি পবিত্রতা অবলম্বন করেছেন আর তাই আপনার প্রজারাও পবিত্রতা অবলম্বন করেছে।[১৫৯]

ইবনে হুজাফার কপালে চুমু দিলেন ওমর

ঊনবিংশ হিজরিতে রোমের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে হযরত ওমর একদল সৈন্য পাঠালেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাও ছিলেন। ইতোমধ্যে মুসলিম সৈন্যদের ঈমানী শক্তি ও সাহসিকতার কথা রোমান সম্রাটের কানে গিয়ে পৌঁছে। আল্লাহর জন্যে যুদ্ধের ময়দানে নির্ভীকভাবে মুসলিম সৈন্যদের শহীদ হওয়ার কথাও সে জানতে পারে।

আর তাই সে তার সৈন্যবাহিনীকে আদেশ করে- যখন তারা বিজয় লাভ করবে তখন তারা যেন মুহাম্মদ -এর সাহাবীদের থেকে কাউকে বন্দি করে জীবিত নিয়ে আসে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা তাদের হাতে বন্দি হয়ে গেলেন। তারা তাঁকে বন্দি করে তাদের সম্রাটের নিকটে নিয়ে গিয়ে বলল, এ লোকটি মুহাম্মদের অগ্রগামী সাহাবীদের একজন। আমাদের হাতে বন্দি হয়েছে। আমরা তাকে আপনার নিকটে নিয়ে এসেছি।

রোমের সম্রাট আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। তারপর বলল, আমি তোমার কাছে একটি প্রস্তাব পেশ করছি।

হযরত হুজাফা বললেন, কী প্রস্তাব?

---

[১৫৮] ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, ৬১-৭২ পৃ.।

[১৫৯] তারিখুত্ ত্বাবারী

www.nagorikpathagar.org

সম্রাট বলল, তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর। যদি তুমি তা কর আমি তোমাকে ছেড়ে দিব এবং তোমাকে যথেষ্ট সম্মানজনক পুরস্কার প্রদান করব।

তখন হযরত হুজাফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘৃণা ও দৃঢ়তার সাথে বললেন, হায় আফসোস! তুমি আমাকে যেদিকে ডাকছ তা করা থেকে হাজার বার মৃত্যুবরণ করা আমার কাছে অধিক উত্তম।

সম্রাট বলল, আমি তোমাকে বিচক্ষণ মনে করছি...... । সুতরাং তুমি যদি আমার কথায় সাড়া দাও তাহলে তোমাকে আমার কাজে অংশীদার করব এবং আমার রাজত্বের ভাগ দিব।

এ কথা শুনে লোহার শিকলে বন্দি হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা মৃদু হেসে বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি যদি আমাকে তোমার সমগ্র রাজত্ব দিয়ে দাও এবং আরবে তুমি যা কিছুর মালিক সব দিয়ে দাও তাহলেও আমি মুহাম্মদের ধর্ম থেকে এক চুল পরিমাণও নড়ব না।

সম্রাট বলল, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

তিনি বললেন, তোমার ইচ্ছে।

তারপর সম্রাট তাঁকে শূলিতে চড়ানোর নির্দেশ দিল। সম্রাটের নির্দেশ অনুসারে তাঁকে শূলিতে চড়ানো হলো। সম্রাট তীরন্দাজকে বলল: তোমরা তার হাতের আশপাশে তীর নিক্ষেপ কর। এরপর সম্রাট তাঁকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সম্রাট আবার বলল, তোমরা তার পায়ের আশপাশে তীর নিক্ষেপ কর। অন্যদিকে সে তাঁকে তার নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে আহ্বান করে, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সম্রাট নিরাশ হয়ে তাঁকে শূলি থেকে নামানোর আদেশ দিল। সে তার লোকদেরকে বড় একটি পাত্র নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। সেই পাত্রটি তেল ঢেলে ভর্তি করা হলো। এরপর তা আগুনের উপরে রেখে উত্তপ্ত করা হলো। তেলগুলো আগুনের তেজে টগবগ করতে লাগল। এরপর সম্রাট মুসলিম বন্দিদের থেকে দুই জন বন্দিকে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। তাদের একজনকে গরম তেলে নিক্ষেপ করল। নিক্ষেপ করার সাথে সাথে তার গোশতগুলো গলে হাড্ডি থেকে আলাদা হয়ে গেল এবং খালি হাড্ডিগুলো ভেসে উঠল। এরপর সম্রাট আব্দুল্লাহ বিন হুজাফাকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার আহ্বান করে। এবার তিনি আগের থেকেও জোর গলায় তা প্রত্যাখ্যান করেন।

সম্রাট যখন হতাশ হয়ে গেল তখন তাঁকেও তাঁর সঙ্গীদের মতো গরম তেলে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়ে চলে গেল। সম্রাট চলে যাওয়ার পর হযরত হুজাফা কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর কান্না দেখে তারা সম্রাটকে গিয়ে বলল, সে তো কাঁদছে........

www.nagorikpathagar.org

সম্রাট ধারণা করল তিনি ভয় পেয়েছেন। আর তাই সে তাদেরকে বলল, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস। তারা তাঁকে নিয়ে আসলে সম্রাট আবারও তাঁকে খ্রিস্টান হওয়ার প্রস্তাব দিল, কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

সম্রাট বলল, তোমার ধ্বংস হতো! তাহলে তুমি কেন কেঁদেছ?

তিনি বললেন, আমি এই ভেবে কেঁদেছিলাম যে, আমাকে এখন তেলে নিক্ষেপ করা হলে তো আমি মাত্র একবার মারা যাব, কিন্তু আমার তো ইচ্ছা আমার শরীরে যত পশম আছে তত সমপরিমাণ যদি আমার আত্মা থাকত তাহলে আমাকে ততবার এ পাত্রে নিক্ষেপ করা হতো। আর আমি ততবার আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হতাম।

সম্রাট বলল, তুমি কি আমার কপালে চুমু খাবে? তাহলে আমি তোমাকে ছেড়ে দিব।

তিনি তাকে বললেন, সকল মুসলমান বন্দিকে ছেড়ে দিবে?

সম্রাট বলল, হ্যাঁ, সকল মুসলমান বন্দিকে ছেড়ে দিব।

তিনি বলেন,

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম- সে আল্লাহর শত্রু, আমি তার মাথায় চুমু খাব আর এতে সে আমাকে ও মুসলিম বন্দিদেরকে ছেড়ে দিবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

এ কথা ভেবে তিনি তার কাছে গেলেন এবং তার কপালে চুমু খেলেন। তারপর রোমের সম্রাট তাঁর কাছে সকল মুসলিম বন্দিকে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিল।

তিনি খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ফিরে এসে তাঁর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দিলেন। ঘটনাটি শুনে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু অনেক বেশি খুশি হলেন।

আর বললেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উচিত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফার কপালে চুমু খাওয়া, আর আমি নিজেই সর্বপ্রথম তা শুরু করছি।"[১৬০]

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও গোস্ত

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহর কাছে আসলেন। তিনি এসে তাঁর কাছে গোস্ত দেখতে পেলেন।

তখন তিনি বললেন, এ গোস্ত কেন আনা হয়েছে?

তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বললেন, এটা আমার খেতে মন চেয়েছে।

তিনি বললেন, তুমি যা খেতে চাইবে তাই খাবে!

কোনো ব্যক্তির অপচয়কারী হওয়ার জন্যে এটি যথেষ্ট যে, তার যা মন চাইবে তাই খাবে।[১৬১]

---

[১৬০] কানযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, ৪৯০-৪৯২ পৃ.।

[১৬১] আয্‌যুহদু লিল ইমাম আহমদ, ১৫৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

অশ্বারোহী ও গনিমত

যুদ্ধ থেমে গেল, তরবারির ঝন ঝন আওয়াজও ধীরে ধীরে কমে আসল। মুসলমানদের বিজয়ের ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। মুসলমানগণ যুদ্ধের গনিমত জমা করতে লাগলেন। একে একে সকলের গনিমত ভাগ করে দেওয়া হলো।

এদের মধ্যে এক দুঃসাহসী অশ্বারোহী যোদ্ধা যার গায়ে কোনো কষ্ট-ক্লেশের চিহ্ন নেই যদিও সে অনেক কাফেরের মোকাবিলা করেছে। আবু মূসা আশয়ারী তাকে তার অংশ নির্ধারণ করে দিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ পরিশোধ করে দেননি। তখন লোকটি তার পুরো প্রাপ্য নেওয়া ব্যতীত যেতে অস্বীকার করল। এতে আবু মূসা রেগে তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করল এবং তাঁর চুল কেটে দিলেন। লোকটি চুলগুলো জমা করে একটি ব্যাগে নিল তারপর মদিনার দিকে রওনা দিল। মদিনা এসে সে চুলগুলো ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বুকে নিক্ষেপ করল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার কি হয়েছে?

লোকটি তাঁর ঘটনা বলল, তখন রাগে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বুকের ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল। তিনি সাথে সাথে আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে লিখে পাঠালেন, তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, পরকথা........

অমুকের ছেলে অমুক আমাকে এমন এমন সংবাদ দিয়েছে। আমি তোমাকে শপথ দিয়ে বলছি, যদি তুমি লোক সমাগমে এমনটি করে থাক তবে তুমিও লোক সমাগমে বসবে আর সে তোমার থেকে প্রতিশোধ নিবে। আর যদি নির্জনে এমনটি করে থাক তবে তুমিও নির্জনে গিয়ে বসবে আর সে তোমার থেকে প্রতিশোধ নিবে।[১৬২]

আপনার সাথের লোককে ছেলের সুসংবাদ দিন

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু গায়ের কাঁথা সরিয়ে উঠে পড়লেন এবং অন্ধকারের মাঝে হাঁটা শুরু করলেন। চলতে চলতে তিনি একটি তাঁবু থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন, কিন্তু গতকালও এখানে কোনো তাঁবু ছিল না।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কাছে গিয়ে দেখলেন, দরজার কাছে এক লোক বসে আছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন, তুমি কে?

সে বলল, আমি একজন বেদুঈন। আমি আমীরুল মুমিনীনের কাছে এসেছি তাঁর অনুগ্রহ পাওয়ার আশায়। [লোকটি ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে আগে কখনো দেখেনি]

তিনি বললেন, ঘরের ভেতর থেকে কিসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি?

লোকটি বলল, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি তোমার কাছে যাও।

---

১৬২ কান্যুল উম্মাল, ১৫তম খণ্ড, ৭৯।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, আমাকে এটা জানতেই হবে....এটি কিসের আওয়াজ?

লোকটি বলল, এক মহিলা সন্তান প্রসব করছে।

তিনি বললেন, তার কাছে কি কেউ আছে?

লোকটি বলল, না।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত বাড়িতে ফিরে এসে তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে আলীকে বললেন, তোমার কি কোনো ছাওয়াব অর্জন করার ইচ্ছে আছে? যে ছাওয়াব আল্লাহ তা'আলা তোমাকে পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন।

তাঁর স্ত্রী বললেন, কি তা?

তিনি বললেন, সন্তান জন্মগ্রহণ করতে যা যা প্রয়োজন তা নিয়ে আস। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজেই এগুলো বহন করে নিয়ে আসতে লাগলেন। আর তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি আমার সাথে চল.........তাঁর স্ত্রী তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগল। চলতে চলতে তাঁরা ওই তাঁবুর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তুমি মহিলার কাছে যাও।

এদিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটির কাছে এসে বসলেন। তিনি পাতিলে আগুন দিতে লাগলেন। আগুনের ধোঁয়া তাঁর দাড়ি স্পর্শ করছিল।

এদিকে মহিলাটি সন্তান প্রসব করার সাথে সাথে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসল।

তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলসুম বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার সাথে থাকা লোককে ছেলের সুসংবাদ দিন।

লোকটি যখন আমীরুল মুমিনীন শব্দটি শুনল সে ভয় পেয়ে গেল এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর থেকে দূরে সরে বসতে চাইল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি তোমার জায়গায় বসে থাক।

তিনি পাতিলটি দরজার কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি বললেন, মহিলাটিকে এগুলো খাইয়ে পরিতৃপ্ত কর। তখন তাঁর স্ত্রী তা করল। এরপর সে পাতিলটি এনে দরজায় রাখল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পাতিলটি নিয়ে লোকটির সামনে রেখে বললেন, খাও, খাও, তুমিও তো সারা রাত জেগেছিলে।

তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন, চল।

আর লোকটিকে বললেন, তুমি কালকে আমাদের কাছে যেয়ো আমরা তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দিব। লোকটি পরের দিন তাঁর কাছে গেল তিনি তাকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু দিয়ে দিলেন।[১৬৩]

---

[১৬৩] আল মানাকিব, লি ইবনিল জাওযী, ৮৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আমাদেরকে অমুক ব্যক্তির কাছে নিয়ে চলুন

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মজলিসে নিয়মিত আসত এমন একজন লোককে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি ভাবলেন হয়ত তার কোনো ব্যবহারে লোকটি কষ্ট পেয়েছে। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে বললেন, আমাদেরকে অমুক ব্যক্তির কাছে নিয়ে চলুন।

তাঁরা উভয়ে লোকটির বাড়িতে এসে তার দরজা খোলা দেখলেন। ঘরের ভেতরে তার স্ত্রী তার জন্যে পাত্রে মদ ঢালছিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে বললেন, এটাই তাকে আমাদের কাছে আসা থেকে দূরে রেখেছে।

আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আপনি কি জানেন পাত্রে কী আছে?

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনের ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্যে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মনে করছেন এটি তাজাস্‌সুস (অন্যের গোপনীয়তা অন্বেষণ)।

তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটি তাজাস্‌সুস।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তাহলে এর তাওবা কীভাবে হবে।

তিনি বললেন, তুমি তার ব্যাপারে যা জেনেছ তা কাউকে জানাবে না এবং তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া অন্য কিছু ধারণা করবে না।[১৬৪]

তাওবাকারী বৃদ্ধ

এক সন্ধ্যাবেলায় হাতে একটি মশাল নিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বের হলেন। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-ও তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে সামান্য দূরে তিনি আলো জ্বলতে দেখলেন। সেখানে এসে তিনি দেখলেন চুল পাকা এক বৃদ্ধ মদ নিয়ে বসে আছে আর তার সামনে একটি দাসী গান গাইছে। বৃদ্ধ লোকটি কিছু বুঝার আগেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ওপর হামলা করে বসলেন।

তারপর তিনি বললেন, মৃত্যুর প্রহর গুনছে এমন বৃদ্ধ থেকে এত নিকৃষ্ট দৃশ্য আমি আর কোনো রাতে দেখিনি।

তখন লোকটি মাথা তুলে বলল, আপনি যা করেছেন তা আরো নিকৃষ্ট, আপনি গোপনীয় দোষ অন্বেষণ করছেন, অথচ তা নিষেধ করা হয়েছে। এরপর আপনি অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করেছেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চলে গেলেন এবং বৃদ্ধের কথাটি নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। এদিকে বৃদ্ধ লোকটি ভয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মজলিসে আসা থেকে বিরত থাকল। অনেক দিন পরে বৃদ্ধ লোকটি নিজেকে আড়ালে রেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মজলিসের শেষ প্রান্তে গিয়ে বসল, কিন্তু এরপরও ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে দেখে ফেললেন।

---

[১৬৪] কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, ৮০৭, ৮০৮।

www.nagorikpathagar.org

ওমর বললেন, এ বৃদ্ধকে ডাক।
লোকেরা বৃদ্ধ লোকটির কাছে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীনের ডাকে সাড়া দাও। লোকটি ভয়ে ভয়ে ওমর-এর দিকে যেতে লাগল। কেননা ওমর তাকে যে অবস্থায় দেখেছে তাতে তার জন্যে কঠিন শাস্তি অবধারিত।
ওমর বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আস।
লোকটিকে তাঁর একেবারে পাশে এনে বসানো হলো। তখন তিনি তার কানে কানে বললেন, যিনি মুহাম্মদকে সত্যসহ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন তার শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে যে অবস্থায় দেখেছি তাও কাউকে বলিনি এমনকি ইবনে মাসউদকে না অথচ তখন সে আমার সাথেই ছিল।
তখন লোকটি তাঁকে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনার কান আমার কাছে আনুন। সে তাঁকে কানে কানে বলল, যিনি মুহাম্মদকে সত্যসহ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন তার শপথ, আমিও সে দিনের পর থেকে আপনার মজলিসে বসা পর্যন্ত সে কাজ করিনি।
তখন ওমর উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর দিলেন, কিন্তু কেন তিনি তাকবীর দিলেন তা মজলিসের লোকেরা বুঝতে পারল না।[১৬৫]

পলায়নকারী রাজা

গাস্‌সাসানের শাসনকর্তা জুবিল্লাহ বিন আয়হাম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিয়ে ওমর-এর কাছে জাঁকজমকপূর্ণভাবে একদল লোক নিয়ে আসল। তখন তাকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদার সাথে স্বাগত জানানো হলো।
এরই মাঝে একদিন জুবিল্লাহ বিন আয়হাম কা'বাঘর তাওয়াফ করছিল। তখন ফাযারা গোত্রের এক বেদুঈনের পা গিয়ে জামায় পড়ল। এতে সে রেগে গিয়ে তাঁর গালে থাপ্পড় দিল। বেদুঈনটি ওমর-এর কাছে গিয়ে জুবিল্লাহর নামে অভিযোগ করল।
ওমর ন্যায়সঙ্গতভাবে জুবিল্লাহকে বললেন, হয় তুমি তাকে খুশি করাবে না হয় সে তোমাকে থাপ্পড় দিবে যেভাবে তুমি তাকে দিয়েছ।
বিষয়টি জুবিল্লাহর কাছে কঠিন অপমান মনে হলো। সে অহংকার করে মুখ ফিরাল এবং বলল, তোমরা কি রাজা ও সাধারণ মানুষের সাথে পার্থক্য কর না।
ওমর বললেন, না, ইসলাম তোমাদেরকে সমান করে দিয়েছে।
তখন জুবিল্লাহ বলল, তাহলে আমি খ্রিস্টান হয়ে যাব।
ওমর বললেন, তাহলে আমি তোমার ঘাড়ে আঘাত করব। অর্থাৎ হত্যা করব।
জুবিল্লাহ ওমর-এর দৃঢ়তা দেখে তাঁর কাছে পরের দিন পর্যন্ত সুযোগ চাইল। পরে সে তার দলবল নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেল।[১৬৬]

---

[১৬৫] কানযুল উম্মাল, ৩য় খণ্ড, ২৯২, ৬৯৩।

www.nagorikpathagar.org

বাড়ির দেওয়ালে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন গভীর রাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার অলি-গলিতে হাঁটছিলেন। অন্ধকার এত বেশি ছিল যে, পা দেখা যাচ্ছিল না। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন একলোক বিশ্রি ভাষায় গান গাইতে ছিল। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘরের দেওয়ালে আরোহণ করে বললেন, হে আল্লাহর শত্রু, তুমি কি ভেবেছ তুমি পাপ করবে আর আল্লাহ তা'আলা তা গোপন রাখবেন?

লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার বিচারে তাড়াহুড়া করবেন না। আমি যদি একবার আল্লাহর অবাধ্য হয়ে থাকি তবে আপনি তিনবার অবাধ্য হয়েছেন।

আপনি আড়াল থেকে আমার কথা শুনছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَلَا تَجَسَّسُوْا "তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না"। আমার দেওয়ালের ওপর দিয়ে এসেছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا "তোমরা ঘরের দরজা দিয়ে আস। আপনি অনুমতি ব্যতীত এসেছেন অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত না আলাপ-পরিচয় কর এবং গৃহবাসীকে সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। (সূরা নূর : ২৭)

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি যদি তোমাকে ক্ষমা করে দেই তবে তুমি কী ভালো হবে?

লোকটি বলল, হ্যাঁ।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটিকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাকে ছেড়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন।[১৬৭]

তুমি তোমার প্রতিপালককে কি বলবে?

এক ব্যক্তি জোরগলায় চিৎকার করে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমার সাথে চলুন, অমুক ব্যক্তি আমার ওপর জুলুম করেছে।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চাবুক নিয়ে লোকটির মাথায় আঘাত করে বললেন, ওমর যখন তোমাদের অপেক্ষায় থাকে তখন তোমরা তার থেকে দূরে থাক। আর যখন সে

---

[১৬৬] লান তালকা মিছলা ওমর, ৩য় খণ্ড, ২৯৭।

[১৬৭] আল কান্‌য, ৩য় খণ্ড, ৮০৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের কোনো কাজে ব্যস্ত হয় তখন তোমরা বল, আমার দিকে আসুন ....আমার দিকে আসুন।

লোকটি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এমন ব্যবহারে রাগে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে আস।

লোকটিকে নিয়ে আসলে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার হাতে চাবুক দিয়ে বললেন, ধর....আমার থেকে প্রতিশোধ নাও।

লোকটি বলল, না; বরং আমি তা আপনার ও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকলাম।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, বিষয়টি এমন নয়, হয় তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাক আর তাঁর থেকে প্রতিদানের আশা করো। অথবা আমার সন্তুষ্টির জন্যে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকো......। লোকটি বলল, তাহলে আল্লাহর জন্যে। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও।

এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন। তিনি ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পর নামাযের সময় হলো। আমরা তখন তাঁর সাথেই ছিলাম। নামায শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, হে খাত্তাবের ছেলে, তুমি নীচু ছিলে, আল্লাহ তোমাকে উঁচু করেছেন, তুমি পথভ্রষ্ট ছিলে তিনি তোমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তুমি অপমানিত ছিলে, তিনি তোমাকে সম্মানিত করেছেন। অতঃপর তিনি তোমার ওপর মুসলমানদের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আর যখন এক লোক তোমার কাছে সাহায্যের জন্যে আসল তখন তুমি তাকে প্রহার করেছ। যদি সে আল্লাহর দরবারে বিচার নিয়ে আসে তুমি তোমার প্রতিপালককে কী উত্তর দিবে।

আহনাফ বলেন, ওমর নিজেকে নিজে তিরস্কার করছিল তখন আমার কাছে মনে হলো পৃথিবীর ওপর সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ওমর।[১৬৮]

নীলনদের কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চিঠি

কিবতীয় মাসগুলোর একটি হলো বু'উনা। সে মাসে মিশরের লোকজন আমর বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বলল, হে আমির, নীলনদের ব্যাপারে আমাদের একটি রীতি আছে, তা না করলে নদী প্রবাহিত হয় না।

আমর বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সেটি কী?

তারা বলল, এ মাসের ১২তম রাতে নদীর পানি শুকিয়ে যায়। তখন আমরা একটি কুমারী মেয়ের বাবা-মাকে রাজি করে তাকে সুন্দর কাপড় ও স্বর্ণালংকার দিয়ে সাজিয়ে নদীতে নিক্ষেপ করি।

---

[১৬৮] মানাকিব লি ইবনিল জাওযী, ১১১,১১২ ও আল কানয, ১২তম খণ্ড, ২৭১,২৭২।

www.nagorikpathagar.org

এ কথা শুনে আমর বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুবই রেগে গেলেন এবং বিষয়টি নিয়ে চিন্তিতও হলেন। তিনি বললেন, ইসলামের যুগে এটি হবে না, কেননা ইসলাম তার পূর্ববর্তী সবকিছুকে মিটিয়ে দিয়েছে।

মিশরের অধিবাসীরা বু'উনা, আবীব ও মাসরী এ তিন মাস অপেক্ষা করল, কিন্তু এ তিন মাসে নদী সামান্য পানিও প্রবাহিত করেনি।

এক পর্যায়ে তারা পূর্ব সিদ্ধান্তে ফিরে যেতে চাইল। তখন আমর বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে চিঠি লিখে ব্যাপারটি জানালেন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি ঠিক বলেছ, ইসলাম তার পূর্ববর্তী সবকিছুকে মিটিয়ে দিয়েছে। আমি তোমার কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছি। চিঠিটি তোমার কাছে পৌঁছলে তুমি তা নীলনদে নিক্ষেপ করবে।

আমর বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিঠিটি পাওয়ার পর খুলে দেখলেন, তাতে লিখা....

مِنْ عَبْدِ اللهِ ، عُمَرَ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى نَيْلِ أَهْلِ مِصْرٍ

أَمَّا بَعْدُ: فَإِنْ كُنْتَ تَجْرِيْ مِنْ قَبْلِكَ فَلَا تَجْرِ. وَإِنْ كَانَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ يَجْرِيْكَ فَنَسْأَلُ اللهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ أَنْ يَّجْرِيْكَ.

অর্থ, আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন ওমরের পক্ষ থেকে মিশরের নীলনদের প্রতি।

পরকথা, যদি তুমি নিজের পক্ষ থেকে প্রবাহিত হয়ে থাক তবে তুমি প্রবাহিত হবে। আর যদি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ তা'আলা তোমাকে প্রবাহিত করে থাকেন তবে আমরা সেই মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করেন।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ক্রুশের দু'দিন পূর্বে চিঠিটি নীলনদে নিক্ষেপ করলেন।

ওদিকে মিশরবাসী তাদের পূর্বের রীতি পালন করত চাইল। ক্রুশ দিবসের সকালে তারা দেখতে পেল আল্লাহ তা'আলা ষোলো গজ উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করেছেন। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত নীল প্রবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চিঠির মাধ্যমে মিশরবাসীকে এ কুপ্রথা থেকে হেফাযত করেছেন।[১৬৯]

মিশরের গভর্নরের কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাহায্য চাওয়া

আকাশ থেকে মেঘ হারিয়ে গেছে, জমিন শুকিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষে পুরো আরব উপদ্বীপ ঘিরে ফেলেছে। দারিদ্র্যতা হস্তপদ প্রসারিত করে মদিনার ওপর চড়ে

---

[১৬৯] মুখতাছারু তারিখি দামেস্ক, ১৭তম খণ্ড, ৩৪৮, ৩৪৯।

www.nagorikpathagar.org

বসল। ক্ষুধায় দুগ্ধপোষ্য শিশুদের অন্তরগুলো চুরমার করে দিচ্ছে এবং বৃদ্ধদের কলিজা ফাটিয়ে দিচ্ছে।

তখন ওমর মিশরের গভর্নর আমর বিন আ'স -এর কাছে চিঠি লিখলেন........ সালাম।

পরকথা,

আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন ওমরের পক্ষ থেকে আমর বিন আ'সের প্রতি।

পরকথা, আমার জীবনের শপথ! আমর, তুমি ও তোমার সাথে যারা তারা খেয়ে পরিতৃপ্ত থাকলে আমি ও আমার সাথে যারা আছে তারা ধ্বংস হয়ে গেলে তোমার কি আসে যায়। সুতরাং সাহায্য.......সাহায্য......... ।

চিঠি পড়ে আমর বিন আ'স খুবই অস্থির হলেন। তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। এমনকি আরব উপদ্বীপের দিকে খাবার প্রেরণ করার পূর্বে তিনি কোনো খাবার বা পানীয় গ্রহণ করেননি। এরপর তিনি আমীরুল মুমিনীন ওমর -এর কাছে লিখে পাঠালেন...........

আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন ওমরের প্রতি আমর বিন আ'সের পক্ষ থেকে।

পরকথা, হাজির......হাজির......... । আমি আপনার কাছে এত পরিমাণ খাদ্য প্রেরণ করেছি যে, এর প্রথম উটটি আপনার কাছে আর শেষটি আমার কাছে। আপনার ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।[১৭০]

ওমর ও উসামা বিন যায়েদ

একাদশ হিজরিতে রাসূল রোমের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। সে বাহিনীতে আবু বকর, ওমর, সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস ও আবু ওবাদার মতো বড় বড় সাহাবীগণ ছিলেন, কিন্তু এরপরও রাসূল উসামা -কে এ যুদ্ধের আমীর বানালেন। তখনো তাঁর বয়স বিশ পার হয়নি।

কিন্তু সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত হচ্ছিল এমন সময় রাসূল গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। রাসূল -এর অসুস্থতা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল আর তাই সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে রওয়ানা হওয়া থেকে বিরত থাকল।

হযরত উসামা নিজেই বলেন,

যখন রাসূল -এর অসুস্থতা বেড়ে গেল আমি রাসূল কে দেখতে গেলাম এবং মানুষও রাসূল -কে দেখতে গেল। আমি তাঁর কাছে প্রবেশ করি, কিন্তু অসুস্থতা বাড়ার কারণে তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। তখন তিনি আসমানের দিকে হাত তুলেন তারপর আমার শরীরে হাত রাখেন। এতে আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে দোয়া করলেন।

---

[১৭০] হায়াতুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৮২২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এর কিছুদিন পর রাসূল ﷺ এ দুনিয়া ত্যাগ করে মহান রবের নিকটে চলে গেলেন। এরপর মানুষ আবু বকর ؓ-এর হাতে বাইয়াত হয়। হযরত আবু বকর ؓ রাসূল ﷺ-এর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে উসামার নেতৃত্বে সেই বাহিনীকে রোমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

কিন্তু আনসারী কিছু সাহাবী এ বাহিনী পরে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। তারা ওমর ؓ-কে আবু বকর ؓ-এর সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে অনুরোধ করেন। তারা তাঁকে বলেন, যদি তিনি এ বাহিনী প্রেরণ করতেই চান তাহলে তিনি যেন আমাদের থেকে বয়স্ক কারো নেতৃত্বে এ বাহিনী প্রেরণ করেন।

আবু বকর ؓ হযরত উমর ؓ থেকে এ কথা শুনে তিনি সাথে সাথে হযরত ওমরের দাড়ি ধরে রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে উমর! তোমাকে তোমার মা হারাতো! উসামাকে রাসূল ﷺ নেতৃত্ব দিয়েছেন আর তুমি আমাকে আদেশ দিচ্ছ আমি সেই নেতৃত্ব অন্যের হাতে তুলে দিতাম? আল্লাহর শপথ! তা হতে পারে না।

হযরত ওমর ؓ যখন মানুষের নিকটে ফিরে গেলেন, মানুষ তাঁকে সেই সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

তিনি বললেন, তোমাদেরকে তোমাদের মা হারাতো! তোমাদের কথামতো চলার কারণে রাসূল ﷺ-এর খলিফার নিকটে আমি যা কিছুর সম্মুখীন হওয়ার হয়ে গেছি।

যখন উসামা ؓ-এর নেতৃত্বে মুসলমান সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে রওয়ানা দিল তখন আবু বকর উসামার পাশে হেঁটে হেঁটে আসতে লাগলেন। উসামা আরোহী অবস্থায় থাকার কারণে তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছিঃ হয় আপনি আরোহণ করেন না হয় আমি বাহন থেকে নেমে যাই।

হযরত আবু বকর ؓ বললেন, আল্লাহর দোহাই! তুমি বাহন থেকে নেমো না আর আমিও বাহনে আরোহণ করব না। আমি তো মাত্র আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় নিজের পায়ে ধুলোবালি লাগাচ্ছি।

তারপর তিনি উসামা ؓ-কে বললেন, আমি তোমাকে, তোমার দ্বীনদারিতা ও তোমার শেষ আমলকে আল্লাহর আমানতে রাখলাম। আর আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ পূর্ণ করবে।

তারপর তিনি তাঁর দিকে ঝুঁকে তাঁকে বললেন, তুমি যদি চাও, ওমরকে আমার কাছে রেখে আমার কাজে সাহায্য করবে তাহলে ওমরকে থাকার অনুমতি দাও।

তখন উসামা ؓ উমর ؓ-কে থাকার অনুমতি দিলেন।

হযরত উসামা ؓ সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে চললেন। রাসূল ﷺ তাঁকে যেসকল নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তা বাস্তবায়ন করেছেন। মুসলমান বাহিনীর অশ্বগুলো বালকা সীমান্ত, ফিলিস্তিনের দারূম কিল্লাহ্ মাড়িয়ে এল। মুসলমানদের অন্তর

www.nagorikpathagar.org

থেকে রোমদের ভয় দূর হয়ে গেল এবং সিরিয়া, মিশর ও আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত গোটা উত্তর আফ্রিকা বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল।

তাঁর বাবা যে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন তিনি সেই ঘোড়ায় করে বিজয়বেশে ফিরে আসেন। তিনি এত বেশি গনীমত নিয়ে আসেন যে, যা অনুমানকারীরাও অনুমান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

পরে এ কথাটি মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল যে, হযরত উসামার বাহিনীর মতো নিরাপদে অধিক গনীমত সংগ্রহকারী আর কোনো বাহিনী দেখা যায়নি।[১৭১]

কিসরার মুকুট সুরাকা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাথায়

সুরাকা বিন মালিক আল মাদলাজী 'কুদাইদে' তাঁর গোত্রের একটি মিলনমেলায় ছিলেন। তখন হঠাৎ করে কোরাইশদের এক দূত এসে ঘোষণা করতে লাগল- যে মুহাম্মদকে জীবিত বা মৃত ধরে নিয়ে আসতে পারবে তাঁকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ পুরস্কারের কথা শুনে সুরাকা বিন মালিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর ঘোড়াকে দ্রুতগতিতে ছুটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু কিছুদূর না যেতেই তাঁর ঘোড়া তাঁকে নিয়ে হোঁচট খেল। এতে তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। তিনি এটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করলেন। তিনি ঘোড়াটিকে বললেন, তোমার ধ্বংস হোক। তারপর আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন, কিন্তু কিছুদূর না যেতেই ঘোড়া আবার তাঁকে নিয়ে হোঁচট খেল। এতে তিনি মনে মনে এটিকে অশুভ মনে করলেন এবং ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু একশত উটের লোভে তিনি ফিরে যেতে পারলেন। হোঁচট খাওয়ার পর কিছুদূর না যেতেই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁদেরকে দেখে তাঁর ধনুকে হাত টান দিতে চাইলেন, কিন্তু একি তাঁর হাতগুলো জমে গেছে। ওদিকে তাঁর ঘোড়ার পা মাটিতে দেবে গেছে এবং ধোঁয়া তাঁর ও ঘোড়ার চোখকে ঘিরে ফেলছে।

তিনি তাঁর ঘোড়াকে সামনের দিকে হাঁকালেন, কিন্তু তিনি দেখলেন তাঁর ঘোড়ার পাগুলো মাটিতে দেবে গেছে।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে ছোট হয়ে বললেন, এই যে, আমার জন্যে তোমাদের প্রভুর নিকটে দোয়া কর যাতে তিনি আমার ঘোড়ার পাগুলো মুক্ত করে দেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। এতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঘোড়ার পাগুলো মাটি থেকে মুক্ত করে দিলেন, কিন্তু তারপরও তাঁর লোভ দমেনি। তিনি

---

[১৭১] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড।

www.nagorikpathagar.org

আবার তাঁর ঘোড়া সামনের দিকে হাঁকান। সাথে সাথে তাঁর ঘোড়ার পাগুলো আগের থেকে বেশি দেবে গেছে।

তিনি আবার রাসূল ﷺ-এর নিকটে সাহায্য চেয়ে বললেন, আপনারা আমার পাথেয় ও অস্ত্র নিয়ে যান এবং আপনাদের জন্যে আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে আমার ওয়াদা আপনাদেরকে ধরতে আমার পেছনে যাঁরা ছুটে আসছে তাদেরকে আমি ফিরিয়ে দিব।

তারা দুইজন বললেন, তোমার পাথেয় ও সামগ্রীর আমাদের কোনো দরকার নেই, কিন্তু তুমি আমাদের থেকে মানুষদেরকে ফিরিয়ে দিবে।

তারপর রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করলেন; এতে তাঁর ঘোড়া চলতে শুরু করল। তিনি ফিরে যাওয়ার সময় তাঁদের ডেকে বললেন, আপনারা একটু অপেক্ষা করেন, আমি তোমাদের সাথে কথা বলব- আল্লাহর শপথ! আমার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অপছন্দনীয় কোনো কিছু আক্রমণ করবে না।

তারা বললেন, তুমি আমাদের নিকট কি চাও।

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! হে মুহাম্মদ, আমি জানি আপনার ধর্ম অচিরেই জয়ী হবে এবং আপনার কাজ অনেক উপরে উঠবে; সুতরাং আপনি আমাকে ওয়াদা দিন যখন আমি আপনার রাজ্যে আসব তখন আপনি আমাকে সম্মানিত করবেন।

রাসূল ﷺ আবু বকর (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন তাঁকে তা লিখে দিতে। হযরত আবু বকর (রা.) একটি হাড়ের গায়ে তা লিখে তাঁকে দিলেন। তিনি যখন ফিরে যাবেন তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, হে সুরাকা! যখন তুমি কিসরার বালা দুইটি পরবে তখন তোমার কেমন লাগবে?

তিনি বিস্ময় হয়ে বললেন, কিসরা বিন হুরমুজ?

রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, কিসরা বিন হুরমুজ।

এরপর দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল........

এরই মধ্যে মক্কা বিজয় হয়। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মদিনা চলে আসেন, কিন্তু তিনি মদিনায় আসার পর কিছু মাস না যেতেই রাসূল ﷺ তাঁর রবের নিকটে চলে গেলেন।

এরপর আবার দিনের পর দিন অতিক্রম করতে লাগল......।

তখন মুসলমানদের খলিফা ছিলেন হযরত ওমর (রা.)। তাঁর শাসনামলে মুসলমানগণ পারস্যের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

অবশেষে তাঁরা পারস্য জয় করেন এবং পারস্যের সকল ধনভাণ্ডার তাঁদের হাতে চলে আসে।

ওমর (রা.)-এর খেলাফতের শেষদিকে সা'দ বিন ওয়াক্কাসের দূত তাঁর নিকটে এসে বিজয়ের সুসংবাদ দেয় এবং তারা তাদের সাথে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ

নিয়ে আসে। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে গনীমতের মাল রাখা হলে তিনি আশ্চর্য হয়ে তা দেখতে লাগলেন। সে গনীমতের মধ্যে ছিল কিসরার মণিমুক্তা খচিত তাজ। স্বর্ণ খচিত জামা, হিরা খচিত ঘাঘরা........এবং তাঁর বাহু বন্ধন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন সুরাকা বিন মালিককে ডেকে তাঁকে কিসরার জামা, পায়জামা, মুজা এগুলো পরিয়ে দেন। তাঁর গলায় কিসরার তরবারি ঝুলিয়ে দেন, তাঁর মাথায় কিসরার তাজ পরিয়ে দেন এবং তাঁকে কিসরার বালা পরিয়ে দেন। হ্যাঁ, সেই বালা!

তখন মুসলমানরা চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সুরাকার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাহ্ বাহ্ !

বনূ মাদলাজের এক আরবের মাথায় কিসরার তাজ!

তার হাতে কিসরার বালা!

তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এ সম্পদ তোমার রাসূলকে দাওনি অথচ তিনি তোমার কাছে আমার থেকেও বেশি প্রিয় এবং আমার থেকেও বেশি সম্মানিত।

তুমি এ সম্পদ আবু বকরকে দাওনি অথচ তিনিও তোমার কাছে আমার থেকে বেশি প্রিয় এবং সম্মানিত। তুমি তা আমাকে দান করেছ, সুতরাং তুমি আমাকে যা পরীক্ষা করার জন্যে দান করেছ তা থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এরপর তিনি মজলিস থেকে ওঠার পূর্বে সবগুলো মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।[১৭২]

এত বড় শক্তিশালী যুবক আমি আর দেখিনি

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক দিন আমি স্বপ্নে দেখি একটি কূপের কাছে দাঁড়িয়ে উটকে পানি পান করাবার বালতি দিয়ে সে কূপ থেকে পানি টেনে তুলছি। এ সময় আবু বকর এসে কিছুটা দুর্বলতার সাথে এক, দু'বালতি পানি টেনে তুললেন। আর এ দুর্বলতার জন্য আল্লাহ তাকে মাফ করবেন। তারপর ওমর বিন খাত্তাব এলো। তখন ওই বালতির আয়তন বেড়ে গেল। সে এতটা শক্তির সাথে পানি তুলতে লাগল যে, কোনো বাহাদুর লোককে আমি তার মতো শক্তি দিয়ে কাজ করতে দেখিনি। সে এত পরিমাণ পানি তুলল যে, লোকেরা পরিতৃপ্তভাবে পান করল এবং উটকেও পরিতৃপ্ত করে পানি পান করিয়ে উটশালায় নিয়ে গেল।

---

[১৭২] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড।

www.nagorikpathagar.org

আমি তোমাকে বসরার কাজী নির্বাচন করলাম

এক মহিলা ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমার স্বামী দিনে রোযা রাখে আর রাতে নামায পড়ে। তিনি যেহেতু আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে তাই তাঁর ব্যাপারে অভিযোগ করাও আমি পছন্দ করি না।

তখন কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমীরুল মুমিনীন, এ মহিলা এ কথা দ্বারা এ ব্যাপারে অভিযোগ করছে যে, তার স্বামী তার থেকে দূরে থাকে। অর্থাৎ তাকে সময় দেয় না।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি যেভাবে বুঝেছ সেভাবে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দাও।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তার স্বামীকে আমার কাছে উপস্থিত করতে হবে। তখন তার স্বামীকে আনা হলো।

কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন, তোমার স্ত্রী তোমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে।

মহিলার স্বামী বলল, কী খাদ্যের ব্যাপারে নাকি পানীয়ের ব্যাপারে?

তিনি বললেন, না, এগুলোর ব্যাপারে না।

তখন মহিলা বলল, হে বিচারক, নারীদের প্রতি আমার স্বামীর কোনো আকর্ষণ নেই। তিনি ইবাদতের মধ্যে রাত কাটাতে চান।

তার এ কথা শুনে তার স্বামী বলল, সূরা নাহল আর আল্লাহর কালামের ভয় আমাকে নারী থেকে উদাসীন করে রেখেছে।

তার কথা শুনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে পুরুষ, তোমার ওপর স্ত্রীর হক রয়েছে, যার জ্ঞান আছে সে যেন চার দিন পর হলেও স্ত্রীর কাছে যায়। সুতরাং তুমি তার হক আদায় করো এবং দোষমুক্ত হও। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য এক থেকে চারজন নারী বিয়ে করা হালাল করেছেন। সুতরাং তোমার উচিত তিন দিন তিন রাত তোমার রবের ইবাদত করা। (বাকী একদিন তোমার স্ত্রীকে সময় দেওয়া।)

হযরত কা'ব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এমন ফয়সালা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি বুঝতে পারছি না তোমার কোন বিষয়টি অধিক আশ্চর্যজনক। তাদের সমস্যাটি বুঝতে পারা নাকি তাদের মধ্যকার তোমার ফয়সালা। যাও আমি তোমাকে বসরার কাজী নির্বাচিত করলাম।[১৭৩]

---

[১৭৩] খোলাফাউর রাশেদীন, পৃ ২১৮,২১৯।

www.nagorikpathagar.org

হে সারিয়া, পাহাড়! পাহাড়!

হযরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি সৈন্যদলকে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন। সে সৈন্যদলের প্রধান যে ছিল তাকে সারিয়া বলা হতো। এরই মাঝে একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় তিনি ডাক দিয়ে বললেন, হে সারিয়া, পাহাড়! পাহাড়!

এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এরপরে একদিন ওই সৈন্যবাহিনীর পক্ষ থেকে এক লোক মদিনায় গমন করে। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে সৈন্যবাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন সে বলল, একদিন আমরা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছিলাম এমন সময় আমরা শুনতে পেলাম কেউ একজন বলছে, হে সারিয়া, পাহাড়! পাহাড়!। এ কথাটি আমরা তিনবার শুনতে পেলাম। তখন আমরা পাহাড়ের দিকে গিয়ে পাহাড়কে পিছনে রেখে অবস্থান নিই। এভাবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শত্রুদেরকে আক্রমণ করতে সাহায্য করেছেন। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলা হলো, আপনিই সতর্ক করেছেন।

প্রিয় পাঠক! হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন মদিনায় ছিলেন আর সৈন্য ছিল নাহওয়ান্দে। যে শহরটি ইরাকের পাশে অবস্থিত। এভাবেই আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবগত করতেন। মনে হতো যেখানে মুসলমানদের কোনো সমস্যা হতো সেখানে তিনি উপস্থিত আছেন।[১৭৪]

এক ব্যক্তি ছাড়া তোমাদের সবাই জান্নাতী

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বসা ছিলেন। তখন তিনি বললেন, যদি আসমান থেকে ঘোষণা করা হতো, হে লোক সকল! তোমাদের এক ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে আমি ভয় করতাম না জানি ওই লোকটি আমি হয়ে যাই। আর যদি ঘোষণা করা হতো, তোমাদের এক ব্যক্তি ব্যতীত বাকি সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। তবে আমি আশা করতাম ওই ব্যক্তি আমিই হবো।[১৭৫]

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কারামত

আকাশ থেকে মেঘ হারিয়ে গেছে। দুর্ভিক্ষ কঠিন থেকে কঠিন আকার ধারণ করেছে। ক্ষেত-খামার শুকিয়ে মরে গেছে। পশুদের ওলানগুলো শুকিয়ে গেছে। এ কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকজনকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করতে বের হলেন। তিনি তাদেরকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করার পর চাদর উল্টো করে আল্লাহর দরবারে হাত তুললেন। তিনি চাদরটির ডানের অংশ বামে রাখলেন আর বামের অংশ ডানে রাখলেন। অতঃপর

---

[১৭৪] আল ইসাবা, ২য় খণ্ড, ৩ পৃ.।
[১৭৫] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তিনি দুই হাত প্রসারিত করে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে কাতর কণ্ঠে বললেন, হে আল্লাহ, আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই, আমরা তোমার কাছে বৃষ্টি চাই। তখন তারা সে স্থান ত্যাগ করার আগেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে আসে।

এর কিছুদিন পর মরুভূমি থেকে এক বেদুঈন মদিনায় আসে। তখন সে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে গিয়ে বলল, অমুক দিন অমুক সময়ে আমরা এক উপত্যকায় ছিলাম তখন আমরা দেখতে পেলাম চারদিকে মেঘ ঘিরে ফেলছে। আমরা মেঘ থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম: আবু হাফস! (ওমর) সাহায্য আসতেছে, আবু হাফস! সাহায্য আসতেছে।[১৭৬]

খলিফার জামায় তালি

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ঘর থেকে বের হয়ে আসলেন তখন তাঁর পরিহিত জামায় বারোটি তালি ছিল।

এদিকে মুসলমানগণ অনেকক্ষণ পর্যন্ত নামাযের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তিনি তাদের কাছে আসার পর বললেন, জামার কারণেই আমার আসতে দেরি হয়েছে। এ জামা ব্যতীত আমার আর কোনো জামা নেই। তাই জামাটি সেলাই শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাকে দেরি করতে হয়েছে। সেলাই শেষ হওয়ার পর আমি তোমাদের কাছে আসছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর দোয়ার বরকত

লোকটি সিরিয়ার অধিবাসী। যুদ্ধের ময়দানে তাঁর গর্জন ছিল সিংহের মতো। এমনকি এক হাজার অশ্বারোহীর চেয়েও তার চিৎকার ছিল ভয়ংকর। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে সৈন্যরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর জন্যে কাজ করত, কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁকে কিছুদিন দেখতে পেলেন না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, অমুকের ছেলে অমুক কোথায়?

তখন তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন, সে মদ পানে ব্যস্ত আছে।

তাদের থেকে এ সংবাদ শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর লেখককে ডাকলেন। তিনি তাকে বললেন, লিখ, ওমর বিন খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের ছেলে অমুকের প্রতি। তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমার কাছে সে আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যিনি অপরাধ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, তার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তনস্থল।

---

[১৭৬] আল কান্‌য, ৮ম খণ্ড, ৪৩১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া কর, তিনি যেন অন্তরকে কবুল করেন এবং তার তাওবা গ্রহণ করেন।

যখন লোকটির কাছে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চিঠি পৌঁছল তখন লোকটি চিঠিটি বার বার পাঠ করতে লাগল আর বলতে লাগল, তিনি অপরাধ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা, বিশাল ক্ষমতার অধিকারী। এরপর সে কান্না শুরু করল। সে এত বেশি কাঁদল যে, তাঁর দাঁড়ি ভিজে গেল।

...........এরপর আর কখনো তাকে মদ পান করতে দেখা যায়নি। এটি ছিল ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দোয়ার বরকত।[১৭৭]

তুমি তোমার পরিবারকে বাঁচাও কেননা তারা পুড়ে গেছে

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে এক লোকের সাক্ষাৎ হলো তখন তিনি লোকটিকে বললেন, তোমার নাম কী?

সে বলল, জামরা (জ্বলন্ত অঙ্গার)।

তিনি বললেন, তুমি কার ছেলে?

সে বলল, শিহাবের (অগ্নিশিখার)

তিনি বললেন, তুমি কোথায় থেকে এসেছ?

সে বলল, হুরকা থেকে (জ্বলন, দহন থেকে)।

তিনি বললেন, তোমার বাড়ি কোথায়?

সে বলল, হার্‌রায় (গরম, প্রস্তরময় ভূমিতে)।

তিনি বললেন, সেখানে কোন এলাকায়?

সে বলল, জাতে লাজায় (অগ্নিশিখার অধিকারিণীতে)।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি তোমার পরিবারকে বাঁচাও তারা পুড়ে গেছে। লোকটি তখন দ্রুত বাড়িতে ফিরে এসে দেখল তার পরিবারের সদস্যরা পুড়ে গেছে। এ ছিল হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নিরীক্ষণ বিদ্যা।[১৭৮]

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও এক পাদ্রী

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক পাদ্রীর গির্জার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। তাঁকে সেখানের পাদ্রী ডেকে নিল। পাদ্রীকে বলা হলো, এ হচ্ছে আমীরুল মুমিনীন।

এ কথা শুনে পাদ্রী দ্রুত দৌড়ে আসল। দুনিয়া ত্যাগ করে ধ্যানমগ্ন থাকার কারণে তার শরীর দুর্বল ও হালকা হয়ে গেল। তার এ অবস্থা দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুবই কান্না করলেন।

তখন তাকে বলা হলো, এ লোক তো খ্রিস্টান।

---

[১৭৭] তাফসীরু ইবনি কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, ৭০ পৃ.।

[১৭৮] মানাকিবু আমীরিল মুমিনীন, ৭৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, আমি জানি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার বাণীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً - عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

"ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।" (সূরা গাশিয়া, ৩,৪)

তার জন্যে আমার মায়া হলো, কেননা সে এত কষ্ট করার পরও জাহান্নামী হবে।[১৭৯]

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক মাস অসুস্থ

এক রাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গাধায় চড়ে বের হলেন। তিনি মদিনার অলিতে-গলিতে ঘুরছিলেন। ঘুরে ঘুরে মানুষের অবস্থা দেখছিলেন। চলতে চলতে তিনি এক আনসারের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি দেখলেন ওই আনসারী সাহাবী নামাযে দাঁড়িয়েছেন। তিনি তাঁর কেরাত শুনার জন্যে সেখানে দাঁড়ালেন। আনসারী সাহাবী নামাযে কেরাত পড়া শুরু করলেন,

وَالطُّورِ ۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ۔ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ۔ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۔

"কসম তুর পর্বতের এবং লিখিত কিতাবের, প্রশস্ত পত্রের। কসম বায়তুল মা'মুরের, কসম সুউচ্চ ছাদের এবং উত্তাল সমুদ্রের। আপনার প্রভুর শাস্তি অবধারিত।" (সূরা তুর : ১-৮)

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, বায়তুল্লাহর প্রভুর শপথ! সত্য। তারপর তিনি তাঁর গাধা থেকে নেমে প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে আনসারী সাহাবীর তেলাওয়াত শুনতে লাগলেন। এরপর তিনি তাঁর বাড়িতে ফিরে আসলেন এবং তখন থেকে দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত তিনি অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু মানুষ জানতে পারেনি তাঁর কী অসুখ ছিল।[১৮০]

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও পারস্যের সম্রাট হুরমুজ

পরাজিত ও অপমানিত হুরমুজ বন্দি অবস্থায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে বসল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন, কথা বল।

সে বলল, আমি কী জীবিতদের ন্যায় কথা বলব নাকি মৃতদের ন্যায় কথা বলব।

তিনি বললেন, জীবিতদের ন্যায় কথা বল।

সে বলল, জাহেলী যুগে আমাদের তোমাদের কোনো ধর্ম ছিল না। আমরা তোমাদেরকে কুকুরের ন্যায় ছেড়ে দিয়েছি। এরপর যখন আল্লাহ তা'আলা

---

[১৭৯] মুনতাখাবু কান্যিল উম্মাল, ২য় খণ্ড, ৫৫ পৃ.।

[১৮০] মানাকিব লি ইবনিল জাওযী, ৮৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তোমাদেরকে তাঁর ধর্ম দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং তোমাদের মাঝে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন তখন আমরা তোমাদের আনুগত্য করিনি।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি আমাদের হাতে বন্দি থেকে এমন কথা বলছ, তোমরা তাকে হত্যা কর।

তখন সে বলল, তোমার নবী কী এটি শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা কোনো বন্দিকে নিরাপত্তা দেওয়ার পর তাকে হত্যা করবে?

তিনি বললেন, আমি কখন তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছি।

সে বলল, তুমি আমাকে বলেছ আমি যেন জীবিতদের ন্যায় কথা বলি, আর ভীতুরা তো বেঁচে না থাকারই ভয় করে।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আফসোসের সাথে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হত্যা করত........সে নিরাপত্তা নিয়েছে অথচ আমি বুঝতেই পারিনি।[১৮১]

তুমি ন্যায়বিচার করেছ

রোম সম্রাট ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে একজন দূত পাঠালেন। মদিনা এসে দূত কোনো ধরনের প্রাসাদ দেখল না। যা দ্বারা বুঝা যায় যে, বাদশা এখানে থাকেন।

সে মদিনার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের বাদশাহ কোথায়?

তারা বলল, আমাদের কোনো বাদশাহ নেই। তবে আমাদের একজন আমীর আছেন। তিনি মদিনার পথে বের হয়েছেন।

তখন দূত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে খোঁজার জন্যে রাস্তায় বের হলো। অবশেষে সে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে একটি খেজুর গাছের নিচে ঘুমন্ত পেল। তিনি তাঁর লাঠির ওপর মাথা রেখে মাটিতেই শুয়ে আছেন অথচ তাঁর পাশে কোনো দেহরক্ষী নেই। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এ অবস্থা দেখে দূতের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হলো। সে ভাবতে লাগল, যার ভয়ে রাজ্য ঠিকমতো স্থির থাকতে পারছে না আর তাঁর অবস্থা এমন!

সে মনে মনে বলতে লাগল, ওমর! তুমি ন্যায়নীতি অনুসরণ করেছ তাই তুমি এভাবে ঘুমাচ্ছ। আর আমাদের সম্রাট তো জুলুম করে যাচ্ছে এ কারণে সে ভয়ে নিদ্রাহীন রাত যাপন করে কাটানোর মাঝে আমার কোনো দুঃখ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমাদের ধর্ম সত্য। আমি যদি দূত হিসেবে আগমন না করতাম তবে অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করতাম। তবে অবশ্যই আমি আবার ফিরে আসব। এসে ইসলাম গ্রহণ করব।[১৮২]

---

[১৮১] আস্‌সুনান লিল বায়হাকী, ৯ম খণ্ড, ৯৬ পৃ. ও আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ৮৭ পৃ.।

[১৮২] আখবারু ওমর, ৩২৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাসঘাতক ইহুদি

ওমর সিরিয়ায় আসার পর আঘাতপ্রাপ্ত এক ইহুদি এসে তাঁকে বলল, আমীরুল মুমিনীন, মুমিনদের এক লোক আমাকে এমন করেছে যেমনটি আপনি দেখছেন।

লোকটির গায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখে ওমর খুব রেগে গেলেন। তখন তিনি সুহাইবকে বললেন, যাও, গিয়ে দেখ কে তাকে মেরেছে।

হযরত সুহাইব গিয়ে দেখলেন লোকটি আউফ বিন মালিক আল আশজায়ী।

যখন আউফ বিন মালিককে হাজির করা হলো তখন তাঁকে ওমর বললেন, তোমার আর এর মাঝে কী হয়েছে?

তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি দেখেছি সে এক মুসলিম মহিলাকে গাধার পিঠে করে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে। তখন আমি তাকে আঘাত করি যাতেকরে মহিলাটিকে তার থেকে বাঁচাতে পারি........।

এ কথা শুনে ওমর বললেন, তুমি যা বলছ তা প্রমাণ করতে সেই মহিলাকে নিয়ে আস।

তখন মহিলার স্বামী ও পিতা এসে আউফ বিন মালিককে প্রমাণ করলেন।

ওমর ইহুদির এমন কাজের শাস্তিস্বরূপ তাকে শূলিতে চড়ানোর নির্দেশ দিলেন।

তারপর তিনি বললেন, তোমাদের এমন কাজে আমাদের সৎকর্মশীলরা নেই। এরপর তিনি বললেন, তোমরা মুহাম্মদ -এর নিরাপত্তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। তোমাদের মধ্যে যে এরূপ করবে তার জন্যে কোনো নিরাপত্তা নেই।[১৮৩]

মাজলুমের প্রতিশোধে ওমর

অশ্রুসিক্ত নয়নে এক ব্যক্তি ওমর -এর কাছে এসে সাহায্য চেয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনার কাছে জুলুম থেকে আশ্রয় চাই।

ওমর রাগে কপাল সঙ্কুচিত করে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি তোমাকে জুলুম থেকে আশ্রয় দিলাম।

সে বলল, আমি ইবনে আমরের আগে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করে তাকে পেছনে ফেলে আমি সামনে চলে গেলাম। তখন সে আমাকে চাবুক দিয়ে মারতে লাগল আর বলতে লাগল, আমি সম্মানিত মানুষের সন্তান।

তখন ওমর আমর -এর কাছে চিঠি লিখে তাঁকে ও তাঁর পুত্রকে আসার নির্দেশ দিলেন।

---

[১৮৩] কান্‌যুল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৪৯০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তারা মদিনায় আসার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জোরে বললেন, মিশরের সে লোক কোথায়? তখন লোকটি এগিয়ে আসল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর দৃঢ়তার সাথে বললেন, চাবুক ধর, তাকে মার।

এরপর লোকটি চাবুক নিয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ছেলের পিঠে মারতে লাগলেন। সে খেজুর গাছের সাথে বাঁধা ছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পাশে থেকে সে মিশরীকে বলতে লাগলেন, মার, সম্মানিত মানুষের পোলারে মার।

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, লোকটি তাকে মারছিল, আল্লাহর শপথ! আমরা সে মারা পছন্দ করেছি। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আশা করেছি সে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে মেরেছে।

তারপর সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, সে আমাকে মেরেছে। আর আমিও তার থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি।

এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, কখন থেকে তোমরা মানুষকে গোলাম বানিয়েছ অথচ তাদের মা তাদেরকে স্বাধীন হিসেবে প্রসব করেছে।

তখন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাথা নিচু করে বললেন, আমি বিষয়টি জানতে পারিনি আর সেও আমার কাছে আসেনি।[১৮৪]

নিজ সন্তানকে চুমু দিচ্ছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আরবের বনূ আসাদের এক লোক ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে এক রাজ্যের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। সে এসে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখল তিনি তাঁর ছেলেকে চুমু দিচ্ছিলেন।

তখন সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমি কখনো আমার সন্তানদেরকে চুমু দিইনি।

এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! মানুষের সন্তানদের ব্যাপারে তোমার দয়া আরো কম। তুমি আমাদের চুক্তি ফিরিয়ে দাও আমাদের জন্যে আর তুমি কাজ করবে না। আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর থেকে দয়া তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দয়ালু বান্দাদের ওপর অধিক দয়া করেন।

তারপর তিনি আরো বললেন, যে নিজের সন্তানদেরকে দয়া করে না। সুতরাং কীভাবে সে মুসলমানদের ওপর দয়া করবে।[১৮৫]

---

[১৮৪] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৪২০ পৃ.।

[১৮৫] লান তালকী মিছলা ওমর, ২য় খণ্ড, ২৯২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম ত্যাগকারী এক ব্যক্তি

ভয়ানক যুদ্ধের পর মুসলমানরা বিজয় লাভ করে পারস্যের তুসতর শহরে প্রবেশ করল। তুসতর শহর বিজয় করার পর বিজয়ী সৈন্যরা ওমর (রা.)-এর কাছে আসল।

তিনি তাদেরকে বললেন, কোনো ঘটনা ঘটেছে?

তারা বলল, হ্যাঁ, মুসলমানদের এক লোক ইসলাম ত্যাগ করেছে।

তিনি বললেন, তোমরা কি করেছ?

তারা বলল, আমরা তাকে হত্যা করেছি।

তিনি রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমরা তাকে তালাবদ্ধ ঘরে আটকে রেখে খানা-দানা দিয়ে কয়েক দিন আটকে তওবার সুযোগ দিতে পারনি?

তারপর তিনি আল্লাহর কাছে কাতর স্বরে বললেন, হে আল্লাহ্ যা ঘটেছে তা আমি দেখিনি, হত্যার ব্যাপারেও আমি আদেশ দেইনি, আর বিষয়টি আমি জানার পরে খুশিও হয়নি।[১৮৬]

নিজের সন্তানকে বেত্রাঘাত করলেন ওমর (রা.)

একদিন রাতে তীব্র অন্ধকারে ওমর (রা.)-এর ছেলে আব্দুর রহমান ও উবাই সারওয়ারের মাথায় শয়তান চড়ে বসল। তারা রাতে মদপান করল। এমনকি মদের নেশায় মাতাল হয়ে গেলেন, কিন্তু সকাল হওয়ার পর তাঁরা অনুতপ্ত হয়ে দ্রুত মিশরের আমীর আমর বিন আ'স (রা.)-এর কাছে ছুটে এলেন।

তাঁরা তাঁকে কেঁদে কেঁদে বললেন, আমাদেরকে পবিত্র করুন। আমরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গিয়েছি।

তখন আমর (রা.) বললেন, তোমরা ঘরে প্রবেশ কর, আমি তোমাদেরকে পবিত্র করছি।

তাঁরা দুইজন ঘরে প্রবেশ করার পর আমর (রা.) তাদের মাথা মুণ্ডিয়ে বেত্রাঘাত করলেন।

এদিকে ওমর (রা.) এ ঘটনা শুনতে পেয়ে আমর (রা.)-কে লিখে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর ছেলে আব্দুর রহমানকে নিম্নমানের একটি বাহনে করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়। আমর (রা.) তেমনই করলেন।

আব্দুর রহমান (রা.) যখন ওমর (রা.)-এর কাছে আসলেন। তিনি তাঁকে বেত্রাঘাত করলেন ও এমন কাজ করার কারণে শাস্তি দিলেন। তবে তিনি পুনরায় মদ খাওয়ার হদ তাঁর ওপর জারি করেননি। এরপর তিনি তাঁকে তাঁর জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে যাওয়ার এক মাস পর আব্দুর রহমান (রা.) ইন্তিকাল করলেন।[১৮৭]

---

[১৮৬] মানাকিবু আমীরিল মুমিনীন, ৮৬ পৃ.।

[১৮৭] আস্সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৮ম খণ্ড, ৩১২,৩১৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হাফসা -এর জন্যে রাসূল -এর প্রস্তাব

ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম খুনাইসা বদরের যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি ছিলেন ওমর -এর মেয়ে হাফসার স্বামী। হাফসা -এর ইদ্দত শেষ হওয়ার পর ওমর ওসমান -এর সাথে দেখা করেন। তিনি ওসমান -কে হাফসার ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়ে বললেন, তুমি চাইলে আমি হাফসাকে তোমার কাছে বিয়ে দিব।

ওসমান বললেন, আমি বিষয়টি চিন্তা করে দেখব।

কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ওসমান ওমর -এর কাছে গিয়ে বললেন, এ সময়ে আমি বিয়ে না করাই ভালো মনে করছি।

এরপর ওমর আবু বকর -এর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি চাইলে আমি হাফসাকে তোমার সাথে বিয়ে দিব।

তখন হযরত আবু বকর চুপ করে ছিলেন। তিনি এ কথার কোনো উত্তরই দেননি। এতে ওমর ওসমানের প্রতি যতটুকু অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এর থেকে বেশি তাঁর ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

এর কয়েক দিন পর রাসূল হাফসার জন্যে প্রস্তাব দিলেন। রাসূল প্রস্তাব দেওয়ার পর আবু বকর ওমর -এর সাথে দেখা করলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, যখন তুমি আমাকে হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলে তখন আমি কোনো উত্তর দেইনি।

ওমর বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, আমাকে অন্য কোনো কারণে তোমার দেওয়া প্রস্তাব থেকে বিমুখ করেনি; বরং আমি শুনতে পেয়েছি রাসূল হাফসার কথা উল্লেখ করেছেন আর তাই আমি চাইনি রাসূল -এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিতে। যদি তিনি তাকে না চাইতেন তবে অবশ্যই আমি গ্রহণ করতাম।[১৮৮]

কঠোরতা ও কোমলতার মাঝে ওমর

একদল মুসলমান আব্দুর রহমান -এর কাছে বসা ছিল।

তারা বলল, আপনি ওমর -এর সাথে কথা বলুন, কেননা আমরা তাকে ভয় পাই। আল্লাহর শপথ! আমরা তার দিকে চোখ তুলতে সক্ষম নই।

আব্দুর রহমান বিন আওফ মজলিস থেকে আমীরুল মুমিনীনের কাছে চলে গেলেন। তিনি তার কাছে ব্যাপারটি খুলে বললেন।

বিষয়টি জানতে পেরে ওমর রাগে ভ্রু কুঞ্চিত করে বললেন, তারা এমন কথা বলেছে, আল্লাহর শপথ! আমি তাদের প্রতি কোমল হয়েছি আর এ ব্যাপারে

---

[১৮৮] বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৩৭৮৩।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহকে ভয়ও করেছি। আবার আমি তাদের প্রতি কঠোর হয়েছি আর এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয়ও করেছি। আল্লাহর শপথ! আমার কঠোরতা নিয়ে তাদের থেকে আমি বেশি ভয় করছি..........তাহলে কোথায় যাব?

এরপর তাঁর দুই চোখের পানি ঝরতে লাগল। তাঁর ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তিনি বেশি কাঁদলেন যে, তাঁর বুকের ভেতরে গড় গড় শব্দ শুনা যাচ্ছিল। এরপর তিনি তাঁর চাদর টানতে টানতে উঠে গেলেন।

আব্দুর রহমান বিন আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার পরে তাদের জন্যে শুধু আফসোস।[১৮৯]

তাওরাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু

এক দুপুরে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জনৈক পাদ্রীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে একটি কিতাব দেখছিল। তখন তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা আমাদের সম্পর্কে তোমাদের কিছু পেয়েছ?

পাদ্রী বলল, তোমাদের গুণাগুণ ও কর্মের বর্ণনা পেয়েছি তবে তোমাদের নাম পাইনি।

তিনি বললেন, কেমন পেয়েছ?

সে বলল, কুরনুন মিন হাদীদ।

তিনি বললেন, কুরনুন মিন হাদীদ! এর মানে কী?

সে বলল, কঠিন আমীর।

এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আনন্দে বললেন, আল্লাহু আকবার, আল হামদুলিল্লাহ (আল্লাহ বড়, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে)।[১৯০]

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর রাগ

একদিন উয়াইনা বিন হাসান মদিনা এসে তাঁর ভাতিজা হুর বিন কায়েসের কাছে অবস্থান নিল। হুর বিন কায়েস তাদের মধ্যে একজন যাদেরকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর কাছে রাখতেন।

উয়াইনা তার ভাতিজাকে বলল, এ আমীরের সাথে কি তোমার ভালো সম্পর্ক আছে? তাহলে তার কাছে যেতে আমার জন্যে অনুমতি নাও।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে অনুমতি দিলেন। উয়াইনা তাঁর কাছে এসে বলল, হে খাত্তাবের ছেলে! আপনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ অংশ দেননি এবং আমাদের বিচারে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করেননি।

---

[১৮৯] ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ, ১ম খণ্ড, ২০৬

[১৯০] সুনানু ইবনি দাউদ, হাদিস নং ৪৬৫৬।

www.nagorikpathagar.org

এ কথা শুনার সাথে সাথে ওমর (রা.)-এর পুরো শরীরে রাগে টগবগ করতে শুরু করল। তিনি উয়াইনাকে শাস্তি দিতে উদ্ধত হলেন। তখন হুর বিন কায়েস বলল, হে আমীরুল মুমিনীন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

'আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোল, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহেল থেকে দূরে সরে থাক।'

আর এ তো মূর্খদের একজন।

হুর বিন কায়েস ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! আয়াতটি তেলাওয়াত সম্পূর্ণ না করতেই তার রাগ একেবারেই চলে গেল।[১৯১]

মধু ও আমীরুল মুমিনের স্ত্রী

আতিকা বিনতে যায়েদ নামে ওমর (রা.)-এর একজন স্ত্রী ছিলেন। ওমর (রা.) তখন মুসলিম জাহানের খলিফা। মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করার জন্যে তিনি ইয়ামান থেকে মধু নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি বললেন, মুসলমানদের মাঝে সমান করে বণ্টন করে দিতে কে আমাকে এ মধুগুলো মেপে দিবে?

তখন তাঁর স্ত্রী আতিকা বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি দিব। আমি মাপতে পারি।

ওমর (রা.) বললেন, তুমি, না। এতে আতিকা তাঁর ওপর রাগান্বিত হলেন।

ওমর (রা.) মধুগুলো নিয়ে বণ্টন করতে চলে গেলেন। কেউ একজন তাঁকে তা মেপে দিচ্ছিলেন আর তিনি তা মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করছিলেন। তিনি তাঁর নিজের অংশ নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী তাঁর ওপর রেগে আছেন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে সন্দেহ করিনি; বরং আমার ভয় হয়েছিল, তুমি মধুগুলো মাপার পরে তোমার হাতে মধু লেগে যাবে। সে মধুগুলো তুমি তোমার কাপড় দ্বারা তা পরিষ্কার করবে এতেকরে অন্যান্য মুসলমানদের থেকে ওমরের অংশ বেশি হয়ে যাবে।

ওমর (রা.) ও অনাবৃষ্টির বছর

ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে মুসলমানদেরকে অনাবৃষ্টি আক্রান্ত করেছে। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কিন্তু আকাশ থেকে এক ফোঁটা বৃষ্টিও নামছে না আর জমিনও কিছু উৎপাদন করছে না। এমনকি জমিন ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল জমিনকে আগুনে পুড়ানো হয়েছে। জমিনের রং ছাইয়ের মতো হয়ে

---

[১৯১] তারিখু দামেস্ক, ২৬৫ পৃ. ও ইবনুল জাওযী ফিল মানাকিব, ১৭৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

গেছে। আর এ কারণে মানুষ ওই বছরের নাম দিল আমুর রমাদা অর্থাৎ ছাইয়ের বছর।

বাইতুল মালে ওমর-এর তত্ত্বাবধায়নে খাদ্য ছিল। তিনি তা মানুষের মাঝে বন্টন করেছেন। কিন্তু তিনি শুধু সিরকা দিয়ে রুটি খেতেন, তিনি গোস্ত খেতেন না। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর শরীর দুর্বল হয়ে গেছে। তিনি মারা যাওয়ার উপক্রম হলেন। যদি আল্লাহ বৃষ্টির ব্যবস্থা না করতেন তাহলে ওমর মুসলমানদের চিন্তায় মরেই যেতেন।

ওমর-এর প্রভাব

ইবনে আব্বাস বলেন, আমি ওমর-কে একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব ভেবে এক বছর কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু তাঁর প্রতি অধিক শ্রদ্ধা ও ভয়ের কারণে আমি তা জিজ্ঞেস করতে পারিনি। এরই মাঝে একদিন তিনি হজ্বে বের হলেন। আমিও তাঁর সাথে হজ্বে বের হলাম। যখন আমরা ফিরে আসছিলাম তখন একদিন তিনি তাঁর প্রয়োজন পুরা করার জন্য বাহন থেকে নামলেন। আর আমি বসে বসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি প্রয়োজন পুরা করে ফিরে আসার পর আমরা আবার চলা শুরু করলাম।

তখন আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আমীরুল মুমিনীন, রাসূল-এর স্ত্রীদের মধ্যে কোন দুইজন প্রাধান্য পেয়েছেন।

তিনি বললেন, হাফসা ও আয়েশা।

ইবনে আব্বাস বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে এক বছর ধরে এ প্রশ্নটি করতে অপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু আপনার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা ও ভয়ের কারণে জিজ্ঞেস করতে পারিনি।[১৯২]

ওমর-এর বেতনভাতা

একবার মুসলমানগণ ওমর-এর জন্যে মাসিক বেতন নির্ধারণ করতে চাইলেন।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর সম্পদ থেকে ওমরের জন্যে দুইটি কাপড় ব্যতীত অন্যকিছু বৈধ নয়। শীতকালে একটি কাপড় আর গ্রীষ্মকালে একটি কাপড়। ....আমার ভরণপোষণ আমার খাদ্য ও আমার পরিবারের ভরণপোষণ অন্য কোরাইশী লোকদের মতোই। আমি তাদের থেকে গরিবও নই আবার ধনীও নই। আর আমি তো মুসলমানদেরই একজন।

---

[১৯২] বুখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, হাদিস নং ১৮৬৬।

www.nagorikpathagar.org

রক্তপণ আদায় করলেন ওমর

এক মহিলার স্বামী সফরে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর সে গর্ভবতী হয়েছে। এ সংবাদটি ওমর -এর কানে এসে পৌঁছল এবং তা লোকদের মুখে মুখে রটতে লাগল। ব্যাপারটি ওমর খুবই অপছন্দ করলেন। তাই তিনি মহিলাকে ডেকে পাঠালেন।

তখন মহিলা বলল, ওমরের কাছে আমার কী?

এরপর সে ওমর -এর কাছে রওনা হলো, কিন্তু পথে সে ব্যাপারটি নিয়ে ভীত হয়ে গেল। প্রচণ্ড ভয় পাওয়ার কারণে তাঁর প্রসব বেদনা শুরু হয়ে গেল। তখন সে পাশের একটি ঘরে প্রবেশ করল এবং একটি বাচ্চা প্রসব করল। বাচ্চাটি দুইবার চিৎকার দেওয়ার পর মারা গেল।

তখন ব্যাপারটি নিয়ে ওমর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তখন তারা তাঁকে বলল, এতে আপনার কোনো দোষ নেই। আপনি তো দায়িত্বশীল এবং শিষ্টাচারের শিক্ষক, কিন্তু হযরত আলী কোনো মন্তব্য না করে চুপ রইলেন। তাঁকে চুপ থাকতে দেখে ওমর তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, তুমি কী বল?

আলী বললেন, যদি তারা তাদের ধারণা মতো বলে থাকে তবে তারা ভুল বলেছে। আর যদি তারা আপনার অবস্থানের কারণে এমন বলে থাকে তবে তারা আপনার ভালো চায়নি। আমি দেখছি আপনার ওপর রক্তপণ আবশ্যক। কেননা আপনিই মহিলাটিকে ভয় দেখিয়েছেন। আর মহিলাটি আপনার কাছে আসার সময় বাচ্চা প্রসব করেছে।

তখন ওমর বাচ্চার রক্তপণ আদায় করে দিলেন এবং সে অর্থ কোরাইশদের মাঝে ভাগ করে দেওয়ার জন্যে আলী -কে নির্দেশ দিলেন।[১৯৩]

আল্লাহর রাস্তায় আঘাত

লোকজন তাদের ভাতা নেওয়ার জন্যে ওমর -এর কাছে এসে একত্রিত হলো। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে, সেখানে প্রচণ্ড ভিড় জমে গেল।

ওমর মাথা তুলে লোকদের দেখতে লাগলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন এক লোক মানুষের কাতার ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। যার চেহারায় আঘাতের দাগ আছে। যে দাগ তার চেহারার চামড়াকে দুই ভাগ করে দিয়েছে। লোকটি আসার পর তিনি তাকে আঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন।

উত্তরে লোকটি বলল, এক যুদ্ধে আমি এ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছি।

এ কথা শুনে ওমর বললেন, এ লোককে এক হাজার দিরহাম দাও। তারা তাকে এক হাজার দিরহাম দিলেন। এরপর তিনি আবার বললেন, তাকে আরো এক হাজার দিরহাম দাও। তারা তাকে আরো এক হাজার দিরহাম দিল। এভাবে

---

[১৯৩] মাসান্নিফি আব্দির রায্যাক, ১৮০১০ ও আল কানয, ১০ম খণ্ড, ৮৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তিনি চারবার তাকে এক হাজার দিরহাম করে দিতে বললেন। তারা তাকে চারবার এক হাজার দিরহাম করে মোট চার হাজার দিরহাম দিল। অন্যদের থেকে তাকে এত বেশি দেওয়ার কারণে লোকটি মনে মনে লজ্জা পেল এবং সে চলে গেল।

তাকে দেখতে না পেয়ে ওমর তার সম্পর্কে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, আমরা দেখেছি তাকে বেশি দেওয়ার কারণে সে লজ্জা পেয়ে চলে গেছে।

ওমর বললেন, যদি সে এখানে থাকত তবে অর্থ-কড়ি শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে আমরা দিতাম।[১৯৪]

অন্ধ মহিলার সেবায় ওমর

একদিন ওমর শেষ রাতে বের হয়ে মদিনার গলিতে হাঁটছিলেন। তখন তাঁকে ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ দেখতে পেলেন। ত্বালহা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। তিনি ওমর-এর পিছু নিলেন। তিনি দেখলেন ওমর ছোট একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন। সকাল হওয়ার পর ত্বালহা সে বাড়িতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন সেখানে এক অন্ধ বৃদ্ধ মহিলা বসে আছে। সে মহিলা হাঁটতে পারে না। তিনি ওই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোক তোমার কাছে কেন এসেছে? উদ্দেশ্য ওমর।

মহিলা বলল, সে অমুক দিন থেকে আমার সেবা করে এবং আমার থেকে কষ্টকর বস্তু দূর করে, আমার প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দেয় এবং আমার দেখাশুনা করে। তখন ত্বালহা জানতে পারলেন যে, পৃথিবীতে ওমরের মতো আর কেউ নেই।[১৯৫]

আমার স্বামী মারা গেছে

ওমর একদিন বাজারে নিজের কোনো প্রয়োজনে হাঁটছিলেন। তখন তাঁর সাথে এক যুবতী মহিলা তার প্রয়োজনে দেখা করল।

সে লজ্জার সাথে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমার স্বামী কয়েকটি সন্তান রেখে মারা গেছে। আল্লাহর শপথ! তাদের কোনো পশু বা খাবার কোনো কিছুই নেই। আমার ভয় হচ্ছে তারা অভাবে শেষ হয়ে যাবে। আমি খুফাফ বিন ইমা আল গিফারীর মেয়ে, যিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে নবী-এর সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

---

[১৯৪] আল হুলিয়া, ৩য় খণ্ড, ৩৫৫ পৃ.।

[১৯৫] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তার কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে তাঁকে হাসিমুখে বললেন, স্বাগতম! নিকটাত্মীয়তার স্বাগতম।

এরপর তিনি ঘরে বাঁধা একটি উটের কাছে গিয়ে তাতে দুই বস্তা খাবার নিলেন। সাথে তাদের জন্যে কাপড় ও অন্যান্য আসবাবপত্র দিলেন। তারপর তিনি উটের লাগাম ওই মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, নাও, এগুলো শেষ হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আরো উত্তম কিছু দান করবেন।

এক লোক এগুলো দেওয়ার সময় তাকিয়ে দেখছিল। এরপর সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি তো তাকে বেশি দিয়ে ফেলছেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাতো, আল্লাহর শপথ! আমি তার বাবা ও ভাইকে দেখেছি তারা অনেকদিন ধরে একটি দুর্গকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। অর্থাৎ কাফেরদের দুর্গ অবরোধের সময় তারা অংশগ্রহণ করেছিল।[১৯৬]

বন্দি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

বদরের যুদ্ধের দিন আনসারদের এক ব্যক্তি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বন্দি করে। আনসাররা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি আমার চাচা আব্বাসের চিন্তায় ঘুমাতে পারিনি। আমি ধারণা করেছি আনসাররা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি কী তাকে নিয়ে আসব?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আনসারদের কাছে এসে বললেন, আব্বাসকে পাঠিয়ে দাও।

তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা আব্বাসকে পাঠাব না।

তিনি বললেন, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে খুশি হন।

তারা বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এতে খুশি থাকে তবে তাকে নাও।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে দেওয়ার পর তিনি তাঁকে বললেন, আব্বাস, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন। কেননা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ থেকে আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটা এ কারণে যে, আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রচণ্ড আগ্রহ আমি দেখতে পেয়েছি।[১৯৭]

নিজ মামাকে হত্যা করলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন দুপুরে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক দেওয়ালের পাশে বসেছিলেন। এমন সময় সাঈদ বিন আ'স তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখে তার চেহারা ফিরিয়ে নিলেন।

---

[১৯৬] বুখারী শরীফ, ৫ম খণ্ড, ১৫৮।

[১৯৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, লি ইবনি কাছীর, ৩য় খণ্ড, ২৯৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন ওমর ﷺ বললেন, আমি দেখছি তোমার অন্তরে কোনোকিছু লুকায়িত আছে। আমি দেখছি তুমি ধারণা করছ বদরের যুদ্ধে আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি। যদি আমি তাকে হত্যা করতামও তবে আমি তোমার কাছে কোনো ওজর পেশ করতাম না; বরং আমি আমার চাচা আ'স বিন হিশাম বিন মুগীরাহকে হত্যা করেছি। আর তোমার বাবা, আমি তার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন সে ষাঁড় যেমন শিং নিয়ে ছুটে আসে তেমন করে তেড়ে আসল। এতে আমি তার থেকে বাঁচার চেষ্টা করি। তখন তোমার চাচাতো ভাই তার দিকে ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করে।[১৯৮]

এক ছোট ছেলেকে পাহারা দিচ্ছে ওমর ﷺ

সিনান বিন সালামা তখন বাইরে বের হলেন। তখন তিনি ছোট ছিলেন। মদিনার অন্যান্য শিশুদের সাথে তিনিও বাতাসে পড়ে যাওয়া খেজুর মাটি থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছিলেন।

তারা খেজুর কুড়াচ্ছিল এমন সময় ওমর ﷺ এসে পড়লে বাচ্চারা সবাই তাঁকে দেখে ভয়ে দৌড় দিল, কিন্তু সিনান বিন সালামা দাঁড়িয়েছিলেন।

তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, এগুলো বাতাসে পড়া খেজুর।

ওমর ﷺ বললেন, দেখি, আমাকে দেখাও, কেননা তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়।

ওমর ﷺ তাঁর ব্যাগের ভেতরে তাকিয়ে বললেন, তুমি সত্য বলেছ।

তখন সিনান বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি এ ছেলেগুলোকে দেখছেন না?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

সিনান বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি আপনি আমাকে ছেড়ে চলে যান তবে তারা আমার ওপর হামলা করে আমার কাছ থেকে খেজুর নিয়ে যাবে।

তখন ওমর ﷺ তার সাথে সাথে গিয়ে তাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিলেন।[১৯৯]

খলিফা ও ইবনে সালামা

ওমর ﷺ-এর ছোট একটি লাঠি ছিল। একদিন তিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই রাস্তায় ইবনে সালামা নামে এক লোক ছিল। তিনি তাকে হালকা আঘাত দিয়ে বললেন, ইবনে সালামা, রাস্তা খালি কর।

পূর্ণ এক বছর পর ওমর ﷺ সে লোকের সাথে দেখা করলেন। তিনি তাকে বললেন, ইবনে সালামা, তুমি কি এ বছর হজ্ব করতে ইচ্ছে করেছ?

সে বলল, হ্যাঁ।

তখন ওমর ﷺ ঘরে গিয়ে ছয়শত দেরহাম নিয়ে আসলেন। তিনি সেগুলো ওই লোকটিকে দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার হজ্ব সফরের সহযোগী হিসেবে নাও।

---

[১৯৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, লি ইবনি কাছীর, ৩য় খণ্ড, ২৯০ পৃ.।

[১৯৯] আত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ, ৭ম খণ্ড, ৮৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আর জেনে রাখ, আমি যে তোমাকে গত বছর লাঠি দিয়ে আঘাত করেছি এটা সেটির বিনিময়।

সে বলল, আল্লাহর শপথ! আমীরুল মুমিনীন, আমি তা ভুলে গেছি।

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তা ভুলতে পারিনি এ ভয়ে যে, আল্লাহ তা'আলা আমার থেকে এর হিসাব নিবেন।

বিশ্বস্ত দাস

ওমর তাঁর যেকোনো এক সফরে এক দাসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে বকরি চরাচ্ছিল।

তিনি তাকে বললেন, আমার কাছে একটি বকরি বিক্রি কর।

দাসটি বললেন, এগুলো আমার নয়, এগুলো আমার মালিকের।

তিনি বললেন, তুমি তোমার মালিককে বলবে, বকরি বাঘে খেয়ে ফেলছে।

দাসটি বলল, আমি যদি আমার মালিককে বলি তা বাঘে খেয়েছে তবে কিয়ামতের দিন আমার প্রভুকে কি বলব?

তার এমন উত্তর শুনে ওমর খুবই কান্না করলেন। তারপর তিনি দাসটির মালিকের কাছে গিয়ে তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন এবং তাকে বললেন, তোমার এ কথার কারণে আমি তোমাকে আযাদ করে দিয়েছি। আমি আশা করি তুমি তোমার এ কথার কারণে আখেরাতেও মুক্তি পাবে, ইন-শা-আল্লাহ (আল্লাহ চাইলে)।[২০০]

ওমর -এর ঘুম

মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ ওমর -কে ইস্কান্দার বিজয়ের খবর দিতে মদিনায় আসল। তখন মদিনা এসে দেখলেন ওমর কায়লুলা করছিলেন। (কায়লুলা হচ্ছে দুপুরে খাওয়ার পরে সামান্য সময় ঘুমানো।)

তখন মুয়াবিয়া বিন খুদাইজ বললেন, আমীরুল মুমিনীন ঘুমাচ্ছেন।

ওমর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে এসে চিৎকার দিয়ে বললেন, মুয়াবিয়া, মসজিদে এসে তুমি কী বলেছ?

সে বলল, আমি বলেছি, আমীরুল মুমিনীন ঘুমাচ্ছেন।

ওমর বললেন, তুমি কতই না মন্দ ধারণা করেছ। যদি আমি দিনের বেলায় ঘুমাই তবে আমি প্রজাদেরকে ধ্বংস করলাম। আর যদি রাতের বেলা ঘুমাই তবে তো নিজের নফসকে ধ্বংস করলাম। মুয়াবিয়া, বল কীভাবে এ দুটির সাথে আমি ঘুমাই?[২০১]

---

[২০০] রামাযানু শাহরুন নুফহাত, ২পৃ.।

[২০১] আখবারু ওমর, ২৯০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

দুগ্ধপোষ্য বালক ও চার মহিলা

এক মহিলা উটে আরোহণ করে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসল। তার বয়স এখনো চল্লিশে পৌঁছেনি। তার চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। সে ধীর পায়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে নিচু আওয়াজে বলল, আমি দুগ্ধপোষ্য একটি সন্তান পেয়েছি। তার পাশে এক টুকরো কাপড় ছিল। যার ভেতরে একশত দিনার ছিল। তখন আমি তাকে তুলে নিলাম এবং তার জন্যে একজন দুধ মাতা ভাড়া করলাম। এরই মধ্যে চারজন মহিলা এসে তাকে চুমু দিতে লাগল অথচ আমি জানি না তার মা কোনজন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে বললেন, তারা আবার আসলে তুমি আমাকে জানাইও। এ কথা বলার পর মহিলাটি চলে গেল। পরে যখন ওই চার মহিলা আবার আসল তখন মহিলাটি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডেকে পাঠালেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের কাছে এসে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এ বাচ্চার মা?

তখন ওই চার মহিলার একজন বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি ভালো করেননি, ঠিকও করেননি। আল্লাহ তা'আলা এক মহিলার ব্যাপারটি গোপন রেখেছেন আর আপনি তা প্রকাশ করে দিতে চাচ্ছেন।

তার এমন কথায় লজ্জিত হয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি সত্য বলেছ। এরপর তিনি তাকে ডেকে নেওয়া মহিলাকে বললেন, যখন এ চার মহিলা আসবে তখন তুমি তাদেরকে কিছুই জিজ্ঞেস করবে না; বরং তাদের এ বাচ্চাকে ভালোভাবে দেখাশুনা কর।[২০২]

দুনিয়াবিরাগী আমীর

হিমসবাসীদের জন্যে যে আমীরই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তারা তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছে। আর তাই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হিমসবাসীর জন্যে একজন যোগ্য আমীর খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে পেয়েও গেলেন। তিনি তাদের আমীর হিসেবে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে নিযুক্ত করলেন।

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হিমসে একটি বছর শাসন করলেন। তাঁর শাসন আমলে তাঁর বিরুদ্ধে খলিফার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি।

কিন্তু তিনি এ এক বছরে বায়তুল মালে একটি দিনারও প্রেরণ করেননি। আর এ কারণে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মনে সন্দেহ জাগতে লাগল। তিনি ভয় করলেন যে, তাঁর গভর্নরকে না জানি শাসনের লোভ পেয়ে বসল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত অন্য কাউকে এ লোভ থেকে মুক্ত মনে করতেন না।

তিনি কাতেব (লেখক)-কে নির্দেশ দেন- তুমি উমাইর বিন সা'দকে চিঠি লিখে বল সে যেন খলিফার চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর কাছে এসে হাযির হয় এবং

---

[২০২] কান্‌যুল উম্মাল, ১৫তম খণ্ড, ২০০,২০১ হাদিস নং ৪০৫৬৮।

www.nagorikpathagar.org

সাথে করে মুসলমানদের থেকে আদায়কৃত সকল ফাই (এক প্রকারের কর) নিয়ে আসে।

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলিফার চিঠি পাওয়ার পর মদিনার উদ্দেশে রওয়ানা করেন। তিনি সাথে করে তাঁর সফরের সামান্য পাথেয় নিলেন। তিনি কাঁধে তার পানপাত্র ও অযুর পাত্রটি নিলেন এবং হাতে বর্শাটি নিলেন। এরপর তিনি হিম্‌স নগরী ত্যাগ করে মদিনার দিকে রওয়ানা হন।

দীর্ঘ সফরের কারণে তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এবং তাঁর চুল অনেক লম্বা হয়ে গেছে। তার শরীরে সফরের ক্লান্তি চলে এসেছে।

উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলিফার কাছে আসলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর অবস্থা দেখে অবাক হয়ে বললেন, উমাইর তোমার এ অবস্থা কেন?

তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন আমার কিছুই হয়নি আমি সুস্থ আছি। আমি আমার সাথে দুনিয়াকে পুরোপুরিভাবে নিয়ে এসেছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমার সাথে কি পরিমাণ দুনিয়া (অর্থকড়ি) আছে? ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ধারণা করেছেন তিনি বাইতুল মাল নিয়ে এসেছেন।

তিনি বললেন, আমার সাথে আমার থলেটি আছে, এর মধ্যে আমি আমার পাথেয় রেখেছি। আর আমার সাথে আমার একটি পাত্র আছে যার মধ্যে খাদ্য রেখে খাই এবং গোসল ও কাপড় ধোয়ার সময় তা ব্যবহার করি। আর আমার কাছে আমার অযু করার পাত্রটি আছে। এ হচ্ছে আমার দুনিয়া। এর অতিরিক্ত কিছুই আমার প্রয়োজন নেই এবং অন্য কারোও প্রয়োজন নেই।[২০৩]

মদপানকারী ও আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক আরোহীতে আরোহণ করে জমিনে ঘুরছিলেন। তখন তিনি বললেন, আমি দেখছি এ লোক আমাদেরকে খুঁজছে। তখন লোকটি কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে আসল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে বললেন, তোমার কি হয়েছে? তুমি যদি ঋণী হয়ে থাক তবে আমি তোমার ঋণ শোধ করে দিব, যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে থাক তবে আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিব যদি না তুমি কাউকে হত্যা করে থাক। আর যদি তুমি কোনো জাতির সাথে থাকতে অপছন্দ কর তবে আমি তোমাকে অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করে দিব।

তখন লোকটি বলল, আমি মদপান করেছিলাম। আমি বনূ তামীমের একজন। আবু মূসা আমাকে মদ খাওয়ার শাস্তি দিয়েছে। এরপর সে আমার চেহারা কালো করে মানুষের সামনে ঘুরিয়েছে এবং তাদেরকে বলেছে, তোমরা তার সাথে বসবে না, তার সাথে খাবে না।

---

[২০৩] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড।

www.nagorikpathagar.org

আমাকে নিয়ে সে এমন করার কারণে আমার মনে তিনটি চিন্তা আসে, হয় আমি তরবারি নিয়ে তাকে হত্যা করব। অথবা, আমি আপনার কাছে আসব আর আপনি আমাকে সিরিয়া পাঠিয়ে দিবেন, কেননা তারা আমাকে চিনে না। অথবা, আমি শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে মদ খাব।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি এখন যেটি করেছ তা আমাকে খুশি করেছে। আমিও ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মদ খেয়েছি। মদ খাওয়া তো জিনা করার মতো নয়। তারপর তিনি আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে লিখে বললেন, আমি যদি সেখানে আসি তবে তোমার চেহারা কালো করে মানুষের সামনে ঘুরাব। যদি তুমি জানতে চাও পরে আমি কি বলব, তবে মানুষকে তার সাথে বসার ও খাওয়ার নির্দেশ দাও। যদি এ লোক তাওবা করে তবে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করবে।

এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সে লোকটিকে যাওয়ার জন্যে বাহনের ব্যবস্থা করে দিলেন। সাথে দুই শত দিরহাম দিলেন।[২০৪]

দুধ বিক্রয়কারিণীর কন্যা

রাত ঘনিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। এদিকে হযরত ওমর বিন খাত্তাব " তাঁর গোলাম আসলামকে নিয়ে প্রজাসাধারণের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যে বের হয়ে পড়লেন। তিনি চলতে লাগলেন, চলতে চলতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে গেলেন। ক্লান্তি হালকা করতে তিনি পাশের একটি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক সে সময় এক মহিলার কণ্ঠস্বর তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছল। মহিলাটি তাঁর মেয়েকে বলছিল, হে মেয়ে! তুমি দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দাও।

মেয়ে মাকে বলল, মা! আপনি কি বর্তমান আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ জানেন না? তিনি তাঁর লোককে ঘোষণা দিতে বলেছেন, "দুধের সাথে যেন কেউ পানি না মিশায়।"

মা বললেন, তুমি দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দাও। কেননা তুমি তো এমন জায়গায় আছ যেখানে ওমর বা ওমরের ঘোষক তোমাকে দেখছে না।

মেয়ে বলল, মা! ওমর আমাদেরকে দেখছে না, ঠিক কিন্তু ওমরের রব তো দেখছেন। আল্লাহর শপথ! আমিতো এমন নই যে, প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্য করব আর গোপনে অবাধ্য হব।

সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড ওমর " এতক্ষণ যাবত মা-মেয়ের কথোপকথন শুনছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর গোলাম আসলামকে বললেন, আসলাম! এ দরজা ও জায়গা ভালোভাবে চিনে রাখ। তারপর তিনি ফিরে গেলেন।

পরের দিন সকালে ওমর " আসলামকে বললেন, আসলাম! গতরাতের ওই বাড়িতে গিয়ে দেখ, কথাগুলো কে বলেছে আর কাকে বলেছে এবং তাদের কোনো অভিভাবক আছে কিনা।

আসলাম বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলেন, গত রাতের কথাগুলো এক কুমারী মেয়ে তার মাকে বলেছিল। তাদের কোনো অভিভাবক নেই।

---

[২০৪] কানযুল উম্মাল, ১৫তম খণ্ড, ৭৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমর " তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে একত্রিত করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি বিয়ে করতে চাও? যদি মহিলাদের কাছে যাওয়ার শক্তি তোমাদের বাবার থাকত তবে তিনিই এ মেয়েকে বিয়ে করতেন।

তখন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে।

তাঁর আরেক ছেলে আব্দুর রহমান বললেন, আমারও একজন স্ত্রী আছে।

তখন তাঁর ছেলে আসেম বললেন, বাবা! আমার কোনো স্ত্রী নেই, আপনি চাইলে আমাকে বিয়ে করাতে পারেন, আর তখন হযরত আসেম সেই মেয়েটিকে নিজের বউ হিসেবে গ্রহণ করে নেন। পরে সেই মেয়ের ঘরে উম্মে আসেম নামে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান বিয়ে করেন। তাঁদের ঘরেই হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) জন্মগ্রহণ করেন।[২০৫]

আমার কাছে তোমার অংশ ছাড়া আর কোনো অংশ নেই

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের একদলের সাথে মদিনার কোনো এক পথ দিয়ে হাঁটছিলেন।

তখন তিনি এক শিশুকে দেখলেন যার পরনের জামাটি ছেঁড়া। চুলগুলো এলোমেলো। ক্ষুধা ও দুর্বলতার কারণে সে বারবার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। এরপর আবার উঠছে আবার পড়ে যাচ্ছে।

এ দৃশ্য দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আহ্ কি দুর্দশা মেয়েটির! তোমাদের মধ্যে কে একে চিন?

তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি তাঁর পাশেই ছিলেন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি তাকে চিনতে পারেননি?

তিনি বললেন, না,........কে সে?

তাঁর ছেলে বললেন, এ হচ্ছে আপনার এক মেয়ে।

তিনি বললেন, আমার কোন মেয়ে?

তাঁর ছেলে বললেন, এ হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন ওমরের মেয়ে।

তখন তিনি রেগে বললেন, তোমার জন্য ধ্বংস! কিসে তাকে এমন করল যেমন আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি?

তাঁর ছেলে বললেন, আপনার কাছে যা আছে তা নিতে আপনি নিষেধ করেছেন।

তিনি বললেন, আমি তোমাকে তা থেকে নিষেধ করেছি যা ধনীরা তাদের মেয়েদেরকে পরিয়ে থাকে। আল্লাহর শপথ! আমার কাছে তোমার জন্যে তোমার অংশ ব্যতীত দেওয়ার আর কিছুই নেই। চাই তা তোমার হোক বা না হোক। এ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব যা আমার ও তোমার মাঝে বিদ্যমান।[২০৬]

---

[২০৫] ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৫ম খণ্ড, ৩৩০ পৃ.।

[২০৬] মানাকিবি আমীরিল মুমিনীন, ১১৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ইয়ামুল জিস্‌র

যুদ্ধের তীব্রতা কঠিন আকার ধারণ করল। তরবারির আঘাত মৃত্যুকে টেনে আনছিল। যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হলো। তাদের মধ্যে যারা শহীদ হওয়ার তারা শহীদ হলো। আর যারা পলায়ন করার তারা পলায়ন করল। সে সকল পলায়নকারীদের মধ্যে হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও ছিলেন। এ কারণে তিনি যখনই আল্লাহর বাণী

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

'আর তাদের থেকে যারা সেদিন পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্য লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তনকল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের কাছে আশ্রয় নিতে আসে, সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হলো জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটি নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।' (সূরা আনফাল : ১৬)।

এ আয়াতটি যখন মুয়াজ (রা) তেলাওয়াত করতেন তখনই প্রচণ্ড কান্না করতেন। একদিন তাঁকে কান্না অবস্থায় ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখে ফেললেন। তখন তিনি বললেন, মুয়াজ, তুমি কেঁদো না, আমিও তোমার দলে, তুমি তো আমার কাছেই এসেছ।

তারপর তিনি আরো বললেন, তুমি কী সিরিয়ায় যাবে? কেননা মুসলমানগণ সেখানে গিয়েছে। আর শত্রুদের আক্রমণ তাদের জন্যে কঠিন হয়েছে। সম্ভবত সেখানে গেলে তোমার যুদ্ধ পলায়নের গুনাহ্ ধুয়ে দিবে।

মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন না,...... যে জমিন থেকে আমি পালিয়ে এসেছি সে জমিন ব্যতীত আমি আর অন্য কোথাও যাব না। চাই শত্রুরা আমাকে যাই করুক।

তখন তিনি কাদিসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সে যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। ....হে মুয়াজ, আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন হে ক্বারী মুয়াজ।[২০৭]

বায়তুল মুকাদ্দাসে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেলাফতকালে আল্লাহর সাহায্যে মুসলমানগণ বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয় করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীরা আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যতীত অন্য কারো হাতে বায়তুল মুকাদ্দাসের চাবি অর্পণ করতে অস্বীকার করল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি উটের ওপর আরোহণ করলেন। তাঁর সাথে তাঁর গোলাম আসলামও ছিল। তখন তিনি তাঁর গোলামকে বললেন, আমরা আরোহণকে ভাগ করে নিব। কিছু পথ আমি আরোহণ করব আর কিছু পথ তুমি আরোহণ করবে।

কথা অনুযায়ী তাঁরা পথ চলতে লাগলেন। কিছু পথ ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উটের ওপর আরোহণ করছেন আর কিছু সময় তাঁর গোলাম আরোহণ করছে। যখন তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী হলেন তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাঁটার পালা ছিল। তাঁর গোলামটি উট থেকে নেমে যেতে চাইল, কিন্তু তিনি তাকে নামতে দিলেন।

---

[২০৭] তারিখুত ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৪৫৯ পৃ. ও ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ ৩য় খণ্ড, ইবনি সা'দ ৪৫৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এদিকে পথে কাদা ছিল। যার কারণে তিনি কাপড় উঠিয়ে চলছিলেন। তারা যখন বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাঁর পায়ে কাদা লেগে ছিল। তাঁর গোলাম উটে আরোহী ছিল আর তিনি উটের রশি ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে সেখানে উপস্থিত মুসলমানগণ হতভম্ব হয়ে গেল। এ দিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসীরা চিৎকার দিয়ে বলল, এই হচ্ছে ওমর, তাঁর পায়ে কাদা লেগে আছে।

মুসলমানগণ তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা তাঁকে কীভাবে চিনলে?

তারা বলল, এভাবে আমরা আমাদের ধর্মীয় কিতাবে পেয়েছি। তখন তারা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে চাবি অর্পণ করল।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমরা এমন জাতি যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন, সুতরাং আমরা যদি ইসলাম ব্যতীত অন্যকিছুতে সম্মান খুঁজতে যাই তবে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অপমানিত করবেন।

এরপর তিনি তাদের গির্জায় প্রবেশ করলেন। ঠিক সময়ে নামাযের সময় হলে তিনি গির্জার ভেতরে নামায পড়তে অস্বীকার করেন। তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, যতক্ষণ না মুসলমানগণ তা গ্রহণ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সেখানে নামায পড়ব না। তারপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের পাথরের কাছে গেল। যে পাথরের থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাজের সফর শুরু করেছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে পাথরটিকে নিজের কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করলেন এবং সেটিকে স্বচ্ছ সাদা করে দিলেন। .... হে আল্লাহ আমাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দাস আবার ফিরিয়ে দাও এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে ইহুদিদের থেকে পবিত্র করে দাও।[২০৮]

কিয়ামতের দিন কী তুমি আমার বোঝা বহন করবে?

আমরা এ ঘটনা থেকে জানতে পারব ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুর্বলদের প্রতি কতটা দয়া করতেন এবং ক্ষুধার্তদেরকে কীভাবে খেতে দিতেন।

আসলাম নামে তাঁর একজন দাস আছে, এক রাতে তিনি তাকে নিয়ে বের হলেন। এটা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্বভাব ছিল তিনি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। যাতেকরে তিনি ক্ষুধার্ত ও অভাবীদের অবস্থা দেখতে পান। তেমনই সে রাতে তিনি চলতে চলতে দূরে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। সেখানে বাচ্চাদের কান্নার আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। তিনি গিয়ে দেখলেন এক মহিলা চুলার উপর একটি পাত্রে তাপ দিচ্ছে। যে পাত্রে পানি আর পাথর ছিল। সে মহিলার পাশেই বাচ্চারা বসে বসে কাঁদছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের একটু দূরে থাকতেই বললেন, আসসালামু আলাইকুম, হে আলো অধিবাসীরা। এটা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্বভাব ছিল তিনি কখনো আগুন প্রজ্বলনকারীদেরকে আগুনের অধিবাসী বলে সম্বোধন করতেন না। মহিলাটি তাঁর সালামের উত্তর দিল।

---

[২০৮] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

www.nagorikpathagar.org

তারপর তিনি বললেন, আমরা কি কাছে আসতে পারি?
মহিলা বলল, কল্যাণের সাথে আসুন।
তিনি বললেন, তোমাদের কি হয়েছে?
মহিলা বলল, আমাদের ঘরে এমন কিছুই নেই যা দ্বারা আমরা রাতের শীত নিবারণ করব।
তিনি বললেন, এ বাচ্চাদের কি হয়েছে তারা কাঁদছে কেন?
মহিলা বলল, তারা ক্ষুধার্ত।
তিনি বললেন, এ পাত্রে কী?
মহিলাটি ওমর-কে চিনত না, তাই সে বলল, এতে পাথর, আমি তা রেখেছি এদেরকে শান্ত রাখতে যাতেকরে তারা এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের মাঝে আর ওমরের মাঝে আল্লাহ তা'আলা আছেন।
তিনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে রহম করুন, তুমি ওমর সম্পর্কে কি জান?
মহিলা বলল, সে আমাদের দায়িত্ব পেয়ে আমাদের ব্যাপারে গাফেল হয়ে আছে।
মহিলার এ কথাটি ওমর-এর অন্তরে গিয়ে আঘাত করল। তিনি তাঁর গোলাম আসলামকে নিয়ে দ্রুত বাইতুল মালে গিয়ে এক পাত্র আটা ও কিছু তেল নিলেন। তিনি তাঁর গোলামকে বললেন, আমার পিঠে উঠিয়ে দাও সে বলল, না; বরং আমি বহন করে নিব।
তখন তিনি তাকে বললেন, কিয়ামতের দিন কি তুমি আমার গুনাহ বহন করবে? তারপর তিনি ওই আটা ও তেল নিজে বহন করে মহিলার বাড়িতে দিয়ে আসলেন।
তিনি তাকে বললেন, তুমি রুটি বানাও, আমি তা পাত্রে উল্টিয়ে দিচ্ছি। ওমর লম্বা দাড়ির অধিকারী ছিলেন। তাই ধোঁয়া তাঁর দাড়ি স্পর্শ করছিল। তারপরেও তিনি তাপ দিচ্ছিলেন আর রুটি উল্টিয়ে দিচ্ছিলেন। রুটি হওয়ার পর তা বাচ্চাদেরকে খেতে দেওয়া হলো। বাচ্চারা তা খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো। এমনকি তারা খুশি হয়ে হাসতে লাগল। এরপর বাচ্চাগুলো ঘুমিয়ে গেল।
তখন মহিলা বলল, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন, আল্লাহর শপথ! ওমরের থেকেও তুমি খেলাফতের অধিক উপযুক্ত।
তখন ওমর বললেন, তুমি যখন আমীরুল মুমিনীনের কাছে যাবে তখন সেখানে আমাকে পাবে। এটা বললেন, যাতে করে সে আমীরুল মুমিনীনের কাছে যেতে ভয় না করে।
বাচ্চাদেরকে হাসিখুশি না দেখে তিনি যেতে চাননি। এরপর তিনি তাঁর গোলাম আসলামকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আসলাম! ক্ষুধায় তাদেরকে কাঁদিয়েছে, আর তাই আমি তাদেরকে হাসিখুশি না দেখে ফিরে আসতে চাইনি।[২০৯]

---

[২০৯] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর ভাইয়ের খুনি

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ভাই যায়েদকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, তিনি আমার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং আমার আগেই শাহাদাত অর্জন করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর রহম করুন, তিনি একজন কোরআনে হাফেজ ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি সে যুদ্ধেই শহীদ হয়েছেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর খুনিকে চিনতেন। পরে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হত্যাকারী লোকটি তাওবা করে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু যখনই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ লোকটিকে দেখতেন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলতেন, আমি তোমাকে দেখতে পছন্দ করি না, কেননা তুমি আমার ভাইকে হত্যা করেছ।

তখন লোকটি বলল, এ কারণে কি আমি আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত হব? তিনি বললেন, না।

এভাবেই ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শত্রুদের অধিকারও আদায় করে দিতেন।[২১০]

চন্দ্রের সাথে বিচারক

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এক লোক আসল। তিনি লোকটিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দিলেন, কিন্তু লোকটি আবার তাঁর নিকট এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমি স্বপ্নে দেখেছি সূর্য আর চন্দ্র যুদ্ধ করছে।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কার পক্ষে যুদ্ধ করেছ?

লোকটি বলল, আমি চাঁদের পক্ষ নিয়ে সূর্যে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তোমাকে বিচারকের পদ থেকে বরখাস্ত করলাম।

এরপর লোকটি চলে যেতে লাগল অথচ সে জানল না কি কারণে তাকে বরখাস্ত করা হলো, কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জানতেন যে, আল্লাহর হুকুমে চন্দ্র সূর্য থেকে আলো নিয়ে তা ছড়িয়ে দেয়। এ কারণে সূর্যের অধিকার চন্দ্র থেকে বেশি। সূর্য চন্দ্র থেকে অধিক শাক্তিশালীও। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে অচিরেই একটি যুদ্ধ হবে, সে যুদ্ধে এ লোকটি বাতিলের পক্ষ হয়ে সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। তা হয়েও ছিল। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তিকালের পর সত্যপন্থী ও বাতিল পন্থীর মাঝে যুদ্ধ হয়েছিল। তখন সে লোকটি বাতিল পন্থীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছে।[২১১]

---

[২১০] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

[২১১] খুলাফাউর রাশিদীন লিল আতফাল।

www.nagorikpathagar.org

আমি জুলুম করেছি

ভারি বর্শা এক হাতে নিয়ে........

অন্য হাতে কাপড়ের কিনারা ধরে হযরত আবু বকর আসছিলেন। এমনকি চলার গতিতে তাঁর হাঁটু মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছিল।

তাঁকে দেখে রাসূল বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সাথে হযরত ওমর-এর কোনোকিছু হয়েছে।

হযরত আবু বকর হযরত ওমর-এর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিতে বললেন, কিন্তু হযরত ওমর মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

তখন রাসূল বললেন, আবু বকর! তোমাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন......... (এ কথাটি তিনি তিন বার বলেছেন)। পরে হযরত ওমর তাঁর এ কাজে অনুতপ্ত হলেন। তিনি হযরত আবু বকর-এর কাছে আসলেন, কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তাঁকে না পেয়ে তিনি নবী করীম-এর কাছে গেলেন। হযরত ওমর রাসূল-এর নিকটবর্তী হলে রাগে রাসূল-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল, তাঁর চোখ লাল হয়ে গেল। হযরত ওমর-এর প্রতি রাসূল-এর প্রচণ্ড রাগ দেখে হযরত আবু বকর তাঁর কাছে গিয়ে খুব নম্রভাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জুলুম করেছি.......... আল্লাহর শপথ! আমি জুলুম করেছি। অর্থাৎ তিনি রাসূল-এর কাছে হযরত ওমর-কে দোষমুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

রাসূল বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের নিকটে প্রেরণ করেছিলেন। তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছ, আর আবু বকর আমাকে সত্যবাদী বলেছে.....এবং নিজের জান, মাল দিয়ে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। আর এখন তোমরা আমার সেই সঙ্গীকে ত্যাগ করছ?[২১২]

দিনারের ব্যাগ

একদিন ওমর-এর কাছে কিছু সম্পদ এসে পৌঁছল। তিনি তা থেকে চারশত দিনার একটি ব্যাগে নিয়ে তা তাঁর গোলামকে দিয়ে বললেন, এগুলো নিয়ে আবু উবায়দা বিন জার্‌রার কাছে যাও। তারপর সেখানে গিয়ে ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে এবং লক্ষ্য রাখবে তিনি এগুলোকে কী করেন?

গোলাম সে ব্যাগটি নিয়ে আবু উবায়দা-এর কাছে গিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে বলেছেন, এগুলো দ্বারা আপনার প্রয়োজন পুরা করবেন।

---

[২১২] বুখারী শরীফ, হাদিস নং ৩৪৬১।

www.nagorikpathagar.org

আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন, তাঁর প্রতি রহম করুন।

তারপর তিনি তাঁর দাসীকে বললেন, তুমি এ পাঁচ দিনার অমুককে দিয়ে আস, আর এ পাঁচ দিনার অমুককে দিয়ে আস। এভাবে তিনি সবগুলো দিনার অন্যদেরকে দান করে দিলেন।

এরপর গোলাম ফিরে এসে তা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জানালেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আরো একটি ব্যাগে চারশত দিনার নিয়ে তাকে মুয়াজ বিন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে পাঠালেন।

আর তিনি তাকে বললেন, এগুলো নিয়ে মুয়াজের কাছে যাও। তারপর সেখানে গিয়ে ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে এবং লক্ষ্য রাখবে তিনি এগুলোকে কী করেন?

গোলাম ব্যাগটি নিয়ে মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে বলেছেন, এগুলো দ্বারা আপনার প্রয়োজন পুরা করবেন।

মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন, তাঁর প্রতি রহম করুন।

এই যে দাসী, এদিকে আস, তুমি এ পরিমাণ দিনার নিয়ে অমুকের কাছে যাও, আর এ পরিমাণ দিনার নিয়ে অমুকের কাছে যাও। এভাবে তিনি সবগুলো দিনার দান করে দিলেন।

তখন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা তো আরো বেশি অভাবী। আমাদেরকে কিছু দিন।

ব্যাগের ভেতরে তখন মাত্র দুই দিনার ছিল। মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে দুই দিনার তাঁর স্ত্রীকে দিলেন।

এরপর গোলামটি ফিরে এসে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে যা ঘটেছে তা জানাল।

এদিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যেও চারশত দিনারের একটি ব্যাগ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তিনি তা গোলামকে দিয়ে তাঁর কাছে পাঠালেন। হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও তাদের মতো সব দিনার বিলিয়ে দিলেন। এ তিন জনের এমন কাজে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন, তারা একে অপরের ভাই।[২১৩]

কবরে বাচ্চা

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর প্রজাদের অবস্থা দেখছিলেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন এক লোক তাঁর ছেলেকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, বাবা আর ছেলের সাথে এতটা মিল আমি আর অন্য কোনো ছেলের মাঝে দেখিনি।

তখন লোকটি বলল, জেনে রাখুন, আল্লাহর শপথ! তার মা মৃত অবস্থায় তাকে প্রসব করেছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমার জন্য আফসোস! এটা কী করে সম্ভব?

---

[২১৩] আল মু'জামুল কাবীর, ২য় খণ্ড, ৩৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

সে বলল, আমি অমুক সময়ে সফরে বের হয়েছি। তখন আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিল। যাওয়ার সময় আমি তাকে বলেছি, তোমার পেটে যা কিছু আছে তা আমি আল্লাহর কাছে গচ্ছিত রাখলাম। আমি সফর থেকে ফিরে এসে জানতে পারলাম সে মারা গেছে।

এরই মাঝে একদিন আমি আমার চাচাতো ভাইদের সাথে জান্নাতুল বাকীতে বসেছিলাম। হঠাৎ করে দেখতে পেলাম বাতির মতো একটি আলো কবরে জ্বলছে। তখন আমি আমার চাচাতো ভাইদেরকে বললাম, এটি কী?

তখন আমি একটি কোদাল নিয়ে কবরের দিকে গেলাম। কবরের কাছে যাওয়ার পর দেখি কবরটি ফেটে গেল এবং কবরের ভেতরে এক মহিলার কোলে এ শিশুটি বসে আছে। আমি শিশুটির কাছে যেতে লাগলাম।

তখন একজন অদৃশ্য আহ্বানকারী বলল, ওহে আমানত রাখনে ওয়ালা, তুমি তোমার আমানত গ্রহণ কর। জেনে রাখ, যদি তুমি তার মাকেও আমানত রাখতে তবে তাকেও পেতে। আমি শিশুটিকে কোলে নিলাম। সাথে সাথে কবর মিলে গেল।[২১৪]

আহা ওমর!

ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মাথার নিচে একখানা চাদর দিয়ে জীর্ণ শরীরটাকে মসজিদের মেঝেতে এলিয়ে দিলেন। এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর এক লোক চিৎকার করে বললেন, আহা ওমর! আহা ওমর!

আওয়াজ শুনে তিনি ভীত হয়ে দ্রুত আওয়াজের দিকে ছুটে গেলেন। তিনি দেখলেন, এক বেদুইন ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে। আর মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকজন বলল, ইনিই আমিরুল মুমিনীন।

তার সামনে লোকটি বৃষ্টিহীনতার অভিযোগে কয়েকটি ছন্দ গাইল।

তার কবিতা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হাতখানা কপালে রেখে আফসোস করতে করতে বললেন, আহা ওমর! আহা ওমর! তোমরা জান সে কী বলছে? সে বৃষ্টিহীনতার কথা বলেছে। ওমরের মায়ের ছেলে পরিতৃপ্ততার সাথে খাচ্ছে আর পান করছে। আর মুসলমানরা বৃষ্টিহীনতা ও সংকীর্ণতায় ভুগছে।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দুজন আনসার ব্যক্তির সাথে খাদ্য বোঝাই করা অনেকগুলো উট সেদিকে প্রেরণ করলেন। তারা সে সকল খাদ্য বোঝাই করা উট নিয়ে ইয়ামানে প্রবেশ করলেন এবং নিয়ে আসা খাদ্যগুলো লোকদের মাঝে বিলি করে দিলেন। অবশেষে তাদের নিকট এতটুকু খাদ্যও ছিল যা এক মুষ্টি পুরা করবে।

যখন তারা মদিনায় ফিরে যাবেন তখন দেখলেন এক লোক ক্ষুধার কারণে যার হাঁটু দুইটি মিলে গেছে সে নামায পড়ছিল। তাদেরকে দেখে সে নামায ছেড়ে দ্রুত দৌড়ে এসে বলল, তোমাদের সাথে কিছু আছে?

---

[২১৪] মানাকিবু আমীরিল মুমিনীন, ৭৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তাদের কাছে যে সামান্য খাদ্য ছিল তা তারা তাকে দিয়ে দিলেন এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে সংবাদ দিলেন যে, তিনি তোমাদের জন্যে আরো পাঠাবেন।
তখন লোকটি অসন্তোষের সাথে বলল, আল্লাহর শপথ! যদি আমরা ওমরের ওপর নির্ভর করি তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।
তারপর লোকটি আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে পুনরায় নামায আদায় করল। এরপর সে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ কাকুতি মিনতি করে দোয়া করল। তার কাকুতি মিনতি আল্লাহ্ তা'আলা ফিরিয়ে দেননি। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্যে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। [২১৫]

ঋণগ্রস্ত বৃদ্ধ

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দিশেহারার মতো ঘুরছিলেন। তিনি তাঁর কানে হাত রেখে চিৎকার করে বলছিলেন, আহা জটিলতা! আহা জটিলতা!
লোকজন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে বলাবলি করতে লাগল, আমীরুল মুমিনীনের কি হয়েছে?
ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কয়েকজন আমীরের পক্ষ থেকে আমার কাছে চিঠি এসেছে। তাতে তারা লিখেছে, নদী পার হওয়ার জন্যে তারা নৌকা পেল না। তখন তাদের আমীর বলল, আমাদের জন্য এমন একজন লোক খুঁজে আন যে নদীর গভীরতা বুঝতে পারে। তখন একজন বৃদ্ধ লোককে নিয়ে আসা হলো।
লোকটি ভীত হয়ে বলল, আমি ঠাণ্ডাকে খুব ভয় করি। তবুও তারা লোকটি কে নদীতে নামালো। এতে সে ডাক দিয়ে বলতে লাগল, আহা ওমর! আহা ওমর! এরপর সে ডুবে মারা গেল।
এ চিঠি পড়ার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই আমীরকে তার কাছে আসতে বললেন। সে তার কাছে আসল। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কিছুদিন তাকে উপেক্ষা করে চললেন। এরপর একদিন বললেন, যে লোককে তুমি হত্যা করেছ তাকে কী করেছ?
সে ওজর পেশ করে বলল, আমীরুল মুমিনীন আমি তাকে হত্যা করতে চাইনি। আমরা তো পানির গভীরতা জানতে চেয়েছি।
এরপর ওই আমীর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর রাগ থেকে বাঁচার জন্যে বিভিন্ন এলাকা বিজয়ের সংবাদ দিয়ে বলল, আমরা অমুক অমুক এলাকা জয় করেছি এবং এত এত সম্পদ লাভ করেছি।
তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ধমক দিয়ে বললেন, তুমি যা নিয়ে এসেছ এসব কিছু থেকে আমার কাছে একজন মুসলমান অধিক প্রিয়। যদি না তোমাকে হত্যার ব্যাপারে নির্ধারিত কোনো বিধান না থাকত তবে অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করতাম। তুমি চলে যাও, তার পরিবারের লোকদেরকে রক্তপণ প্রদান কর। বের হয়ে যাও আমি আর তোমাকে দেখতে চাই না।[২১৬]

---

[২১৫] মানাকিব লি ইবনিল জাওযী, ৭৫ পৃ.।

[২১৬] আস্ সুনানুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, ৩২৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

গরিব আমীর

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডেকে এনে তাঁর সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান করলেন।

তিনি বললেন, হে সাঈদ! আমি আপনাকে হিমস্‌বাসীদের আমীর হিসেবে নিয়োগ দিলাম।

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে ওমর! আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি আমাকে পরীক্ষায় ফেলবে না।

তার এ কথায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব রাগান্বিত হয়ে বললেন: কি আশ্চর্য..........! তোমরা আমার ঘাড়ে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছ! আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে ছেড়ে দিব না। এরপর তিনি তাঁকে হিমস্ শহরের গভর্নর হিসেবে নিয়োজিত করলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি কি আপনার জন্য বেতন-ভাতা নির্ধারিত করে দিব না?

হযরত সাঈদ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! বেতন ভাতা দিয়ে আমি কি করব? কেননা বায়তুল মালের বেতন-ভাতা আমার প্রয়োজনের থেকেও বেশি। তারপর তিনি হিমসে চলে গেলেন।

কিছুদিন পার না হতেই আমীরুল মুমিনীনের বিশ্বস্ত হেমসের কিছু লোক তাঁর কাছে আসল।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের গরিব লোকদের নামের তালিকা দাও যাতেকরে আমি তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিতে পারি।

তারা তাঁর হাতে গরিব লোকদের একটি তালিকা দিল, সেখানে অনেক ব্যক্তির নাম ছিল তার মধ্যে হযরত সাঈদ বিন আমেরের নামও ছিল।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সাঈদ বিন আমের কে?

তারা বলল, আমাদের গভর্নর।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমাদের গভর্নর গরিব!

তারা বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! এমন অনেক দিন অতিবাহিত হয় তাঁর চুলায় আগুন জ্বলে না।

এ কথা শুনার পর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তিনি এতো বেশি কাঁদলেন যে, তাঁর দাড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজে গেল। তিনি তাঁর নিকটে এক হাজার দিনার পাঠানোর ইচ্ছা করেন। সে দিনারগুলো একটি থলেতে দিয়ে বললেন, তোমরা তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবে আর বলবে, আপনার প্রয়োজন মিটানোর জন্যে এগুলো আমীরুল মুমিনীন আপনাকে দিয়েছেন।

হযরত ওমরের পাঠানো প্রতিনিধি দল দিনারের থলে নিয়ে তাঁর কাছে গেল। হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দিনারের থলেটি দেখার সাথে সাথে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন বলে তা দূরে নিক্ষেপ করলেন। মনে হয় যেন তাঁর ওপর বিশাল কোনো মসিবত নেমে এসেছে অথবা মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা ঘটে

www.nagorikpathagar.org

গেছে। তাঁর স্ত্রী আতঙ্কিত হয়ে বললেন, সাঈদ! আপনার কি হয়েছে?....... নাকি আমীরুল মুমিনীন ইন্তিকাল করেছেন?
তিনি বললেন; বরং এর থেকেও ভয়ানক।
তাঁর স্ত্রী বললেন, মুসলমানরা কি কোথাও আক্রান্ত হয়েছে?
তিনি বললেন; বরং এর থেকেও ভয়ানক।
তাঁর স্ত্রী বললেন, এর থেকে ভয়ানক কি ঘটেছে?
তিনি বললেন, আমার আখেরাত নষ্ট করার জন্যে দুনিয়া আমার নিকটে চলে এসেছে। ফিতনা আমার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে।
তাঁর স্ত্রী বললেন, আপনি তা থেকে মুক্ত হোন।
অথচ তাঁর স্ত্রী তখনো দিনার সম্পর্কে কিছুই জানেননি।
তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে এতে সাহায্য করবে?
তাঁর স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ।
এরপর তিনি থলেটি নিয়ে গরিব মুসলমানদের মাঝে সবগুলো দিনার বিলিয়ে দিলেন। নিজের জন্যে একটি দিনারও রাখলেন না।[২১৭]

মধুর পাত্র

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তিনি খুবই অসুস্থ। তখন তাঁকে মৌমাছির মধু খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। বাইতুল মালে তখন মধুর একটি ছোট পাত্র ছিল। তখন তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে মসজিদের মিম্বরে পৌঁছে বললেন, যদি তোমরা পাত্র থেকে মধু নেওয়ার অনুমতি প্রদান কর তবে আমি তা নিব। আর তা না হলে এটি আমার জন্যে হারাম।
উপস্থিত সকলে সন্তুষ্টি চিত্তে তাঁকে অনুমতি দিল।[২১৮]

সাঈদ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও হিমসবাসী

এরপর কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর হিমসের মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন সিরিয়া যাওয়ার পথে হেমস্ শহরে যাত্রাবিরতি করেন। এ শহরকে 'কুহাইফা' বা ছোট কুফা নামেও ডাকা হতো। এটি কুফা শব্দের তাসগীর এবং হিমসের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কেননা এ শহরের অধিবাসীরা তাদের গভর্নর ও সরকারি কর্মকর্তাদের ব্যাপারে অধিক অভিযোগ করত যেমনিভাবে কুফাবাসীরা করত।
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শহরে পা রাখার পর শহরের অধিবাসীরা তাঁকে সালাম ও স্বাগতম জানাতে ছুটে আসল।
তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের গভর্নর কেমন?
তারা হযরত সাঈদের ব্যাপারে তাঁর কাছে চারটি অভিযোগ করে। এগুলো একটি অন্যটির চেয়েও মারাত্মক ছিল।

---

[২১৭] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড।
[২১৮] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

এরপর আমি সাঈদকে ও শহরের অধিবাসীদেরকে একত্রিত করলাম। আর আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ যেন সাঈদের ব্যাপারে আমার সু-ধারণাকে নষ্ট না করে দেয়। কেননা তাঁর ব্যাপারে আমি অনেক ভালো ধারণা করতাম। যখন তাদের গভর্নর ও তারা আমার কাছে একত্রিত হলো তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমাদের গভর্নরের ব্যাপারে তোমাদের কী কী অভিযোগ?

তারা বলল, সূর্য পূর্বাকাশ ছেড়ে উপরে না উঠা পর্যন্ত তিনি আমাদের নিকটে আসেন না। অর্থাৎ প্রত্যহ দেরি করে দরবারে উপস্থিত হন।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ অভিযোগের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

হযরত সাঈদ কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি এ কথা বলতে অপছন্দ করি, কিন্তু আমি এখন বলতে বাধ্য, তা হচ্ছে আমার কোনো খাদেম নেই আর এ কারণেই আমি সকালে আমার পরিবারের জন্যে গম পিসে ময়দা বানিয়ে দিই। তারপর তা সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি। এরপর তা দ্বারা আমার পরিবারের জন্য রুটি বানাই। রুটি বানানো শেষ করে আমি অযু করি এবং মানুষের নিকটে বের হয়ে আসি।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তারপর আমি তাদেরকে বললাম: তার ব্যাপারে তোমাদের আর কী অভিযোগ আছে?

তারা বলল, তিনি রাতে কারো ডাকে সাড়া দেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ অভিযোগের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?

হযরত সাঈদ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এ বিষয়টি প্রকাশ করা অপছন্দ করছি............ আর তা হচ্ছে আমি দিনকে জনকল্যাণকর কাজের জন্যে নির্ধারণ করেছি আর রাতকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করার জন্যে নির্ধারণ করেছি।

আমি বললাম, তার ব্যাপারে তোমাদের আর কী অভিযোগ আছে?

তারা বলল, তিনি মাসে একদিন আমাদের নিকটে আসেন না।

আমি বললাম, হে সাঈদ! এ অভিযোগের ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কি?

হযরত সাঈদ বললেন, আমার কোনো খাদেম নেই আর আমার পরিহিত এ জামা ব্যতীত আর কোনো জামাও নেই। এ কারণে আমি মাসে একবার জামাটি ধৌত করি। এরপর জামাটি শুকানো পর্যন্ত অপেক্ষা করি। দিনের শেষে জামাটি শুকানোর পর আমি তাদের কাছে আসি।

আমি বললাম, তার ব্যাপারে তোমাদের আর কী অভিযোগ আছে?

তারা বলল, অনেক সময় তিনি সভায় থেকেও অন্যমনস্ক হয়ে যান।

আমি বললাম, হে সাঈদ! তুমি এমন কর কেন?

হযরত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি খুবাইব বিন আদীকে হত্যা করার সময় সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তখন আমি মুশরিক ছিলাম। আমি কোরাইশদেরকে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করতে দেখেছি। তখন তারা তাকে

www.nagorikpathagar.org

বলল, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করা হবে আর তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে, তুমি কি তা পছন্দ কর।

হযরত খুবাইব তখন বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলি, আমি নিরাপদে আমার পরিবার ও সন্তানদের কাছে ফিরে যাব আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে একটি কাঁটার আঘাত সইতে হবে তাও আমি পছন্দ করি না।

আল্লাহর শপথ! যখনি আমার এ ঘটনা মনে পড়ে আমি কেন তাঁকে সাহায্য করলাম না তখনি আমার মনে হয় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না, আর এ চিন্তা আমাকে অন্যমনস্ক করে ফেলে।

হযরত সাঈদ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে অভিযোগের এ জবাবগুলো শুনে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সকল প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার যিনি সাঈদের ব্যাপারে আমার ধারণাকে সঠিক করেছেন।[২১৯]

যা খেয়ে তুমি পরিতৃপ্ত হবে তা খাইয়ে মুসলমানদেরকে পরিতৃপ্ত কর

আজারবাইজানে উতবা বিন ফারকদের কাছে এক প্রকারের খাদ্য আসল। যে খাদ্যের নাম 'খবীছ'। তিনি তা খেয়ে দেখলেন তা খুবই মিষ্টি ও মজাদার।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আমীরুল মুমিনীনের জন্যে এ খাবার তৈরি করতাম!

তখন তারা দুই পাত্র খাবার তৈরি করে তা একটি উটে বহন করে দুইজন লোক দ্বারা পাঠিয়ে দিলেন।

ওই দুই লোক যখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গিয়ে পৌছল। তখন তিনি তাদেরকে বললেন, এটি কী? তারা বলল, খবীছ।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা থেকে সামান্য মুখে দিয়ে দেখলেন তা খুবই সুস্বাদু ও মজাদার।

এরপর তিনি ওই দুই লোককে লক্ষ্য করে বললেন, প্রত্যেক মুসলমান কী এটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারবে? তারা বলল, না।

তখন তিনি খাবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন এবং উতবা বিন ফারকদকে লিখে বললেন, এটি তোমার বাবার বা তোমার মায়ের পাতিল নয়। তুমি যা খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছ তা মুসলমানদেরকেও খাইয়ে পরিতৃপ্ত কর।[২২০]

উম্মে সুলাইত পাওয়ার অধিক হকদার

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কিছু কাপড় মদিনার মহিলাদের মাঝে বণ্টন করছিলেন। সবগুলো কাপড় দেওয়ার পর আর একটি কাপড় বাকি ছিল। তখন কেউ কেউ বলল,

---

[২১৯] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড।

[২২০] মানাকিবু আমীরিল মুমিনীন, ১৬৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আপনি এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাতিনকে দিন। তাদের উদ্দেশ্য আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কন্যা উম্মে কুলছুম যিনি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

কিন্তু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা তাঁর পরিবারের কাউকে দিতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি বললেন যে, উম্মে সুলাইত এটি পাওয়ার অধিক হকদার। কেননা সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছে এবং উহুদ যুদ্ধেও আমাদেরকে পানি পান করিয়েছে।[২২১]

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজ ছেলেকে ধমকাচ্ছেন

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মাঝে কিছু হয়েছিল। তখন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে কষ্ট দেয় এমন কিছু বলেছিল। তখন মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাবা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে অভিযোগ করলেন। এতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ছেলের জিহ্বা কেটে দেওয়ার সংকল্প করলেন।

যখন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ব্যাপারে ভয় করলেন যে, তাঁর বাবা তাঁর জিহ্বা কেটে দিবেন। তখন তিনি সাহাবীদেরকে একত্রিত করে তাঁর সাথে কথা বলার অনুরোধ করলেন। যাতেকরে তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন।

এদিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও আমি তাঁর জিহ্বা কেটে দিব। যাতেকরে এটি আইন হয়ে যায় যে, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো সাহাবীকে গালি দিবে তার জিহ্বা কেটে দেওয়া হবে।[২২২]

মধু মিশ্রিত পানি

একবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পানি পান করতে চাইলে তাঁর জন্যে মধু মিশ্রিত পানি নিয়ে আসা হলো। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই এটি সুস্বাদু, কিন্তু আমি আল্লাহ তা'আলাকে এক জাতির নিন্দা করতে শুনেছি যারা তাদের মনের চাহিদা অনুসারে চলেছিল। আল্লাহ বলেন.....

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ.

"তোমরা তোমাদের সুখ পার্থিব জীবনেই শেষ করে ফেলেছ এবং সেগুলো ভোগ করেছ, সুতরাং আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে।"

আর এ কারণে আমি ভয় করছি না জানি আমরা আমাদের নেক আমলের প্রতিদান দ্রুত পেয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ দুনিয়াতেই পেয়ে যাচ্ছি। এ কথা বলে তিনি তা পান করেননি।[২২৩]

---

[২২১] আল বুখারী ফিল ফাতহে, ৫ম খণ্ড, ১২৭।

[২২২] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল, ৪র্থ খণ্ড, ৪২৪ পৃ.।

[২২৩] আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪র্থ খণ্ড, ১১৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও আতেকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর চাচাতো বোন শিফা বিনতে আব্দুল্লাহকে নির্দেশ দিলেন, আমার কাছে সকালে এসো।

তখন তিনি সকালে তাঁর কাছে আসলেন। তিনি এসে তাঁর ঘরের সামনে আতেকা বিনতে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা-কে পেলেন। তখন তাঁরা দুইজন ঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর খুব নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে তাঁদের মাঝে কথাবার্তা হলো।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি কাপড় আনতে নির্দেশ দিলেন। কাপড়টি আনার পর তিনি তা আতেকা বিনতে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা-কে দিলেন। এরপর আরেকটি কাপড় আনতে নির্দেশ দিলেন। কাপড়টি আনার পর তিনি তা শিফা বিনতে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা-কে দিলেন।

তখন শিফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন, ওমর! আমি তার আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। তাছাড়া আমি তোমার চাচাতো বোন এবং তোমার কাছে আগে এসেছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি তো এটি তোমার জন্যই নিয়েছিলাম, কিন্তু পরে আমার স্মরণ হলো তোমার থেকেও সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আত্মীয়তার সম্পর্কে অধিক নিকটবর্তী।[২২৪]

খাদেমদের সাথে খানা খাচ্ছেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সফওয়ানের কাছে গেলেন। সফওয়ান তখন মক্কায় হজ্ব করছিলেন। তখন সফওয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর খাবার তৈরি করলেন। সে খাবার চারজন খাদেম বহন করে নিয়ে আসল। খাবার আসার পর লোকজন খাওয়া শুরু করল। আর খাদেমেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, কি হলো তোমাদের খাদেমেরা কেন তোমাদের সাথে খাচ্ছে না?

তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন, তারা খাদেম।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খাদেমদেরকে বললেন, তোমরা খেতে বস, কেননা তোমরাও আমাদের ভাই। তারা তাঁর নির্দেশে তাঁর সাথে বসে খেতে লাগল।[২২৫]

কবর থেকে উত্তর

একদিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদিনার লোকদের কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, হে কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের সংবাদ হলো, তোমাদের স্ত্রীদের বিয়ে হয়ে গেছে। তোমাদের ঘরগুলো নীরব হয়ে গেছে। তোমাদের সম্পদ বিভাজন হয়ে গেছে।

তখন কবর থেকে আওয়াজ এলো, আমাদের সংবাদ হলো, আমরা যা মরণের পূর্বে পাঠিয়েছি তা পেয়েছি, আর যা দান করেছি তাতে লাভবান হয়েছি, আর যা রেখে এসেছি তাতে লোকসান হয়েছে।[২২৬]

---

[২২৪] আল ইসাবা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৬ পৃ.।

[২২৫] মানাকিবু আমীরিল মুমিনীন, লি ইবনিল জাওযী, ১১০ পৃ.।

[২২৬] কানযুল উম্মাল ১৫তম খণ্ড, ১৫৭।

www.nagorikpathagar.org

শহীদের ছেলে শহীদ

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর খিলাফতকালে একদিন হযরত আমর বিন তোফাইল তাঁর কাছে আসলেন। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু-এর জন্যে খাবার নিয়ে আসা হলো, মানুষেরা তাঁর কাছে বসা ছিল, তিনি সবাইকে খানা খাওয়ার জন্যে আহ্বান করলেন, কিন্তু হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খাওয়া থেকে বিরত থাকলেন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁকে বললেন, তোমার কি হলো? মনে হয় তোমার ডান হাত না থাকায়, লজ্জায় তুমি খাদ্য গ্রহণ করছ না।

হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, জ্বী, আমীরুল মুমিনীন।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এ খাদ্যের স্বাদ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করব না যতক্ষণ না তুমি তোমার কর্তিত হাত দ্বারা এ খাদ্য ঘেঁটে দিবে।

আল্লাহর শপথ! আমাদের মধ্যে তুমি ব্যতীত কেউ এমন নেই যার কিছু অংশ জান্নাতে চলে গেছে (এ কথা দ্বারা তিনি কর্তিত হাতকে বুঝিয়েছেন)।

পিতার শাহাদাতের পর হযরত আমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজে শাহাদাত বরণ করার স্বপ্নে বিভোর থাকতেন। যখন ইয়ারমুকের যুদ্ধ শুরু হলো তখন অন্যান্য মুজাহিদদের সাথে তিনিও জিহাদে অংশগ্রহণ করলেন। এ যুদ্ধে তিনি কঠিনভাবে শত্রুর বিপক্ষে অবস্থান নেন। অবশেষে তিনি শত্রুর মোকাবিলা করতে করতে সে কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত লাভ করেন যা তাঁর জন্য তাঁর বাবা কামনা করেছিলেন।[২২৭]

মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি গাছ

এক রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে বসে কথাবার্তা বলছিলেন।

তিনি বললেন, নিশ্চয় গাছসমূহের মাঝে একটি গাছ আছে যার পাতা নিচে পড়ে না। সে গাছটি মুসলমানদের মতো। তোমরা আমাকে বলো সেটি কি গাছ?

তখন সাহাবায়ে কেরামদের মনে মরুভূমিতে থাকা গাছের কথা মনে পড়ল। তাদের মধ্যে শুধু আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সে গাছটি সম্পর্কে জানতেন, কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে তিনি তা বলেননি।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে সে গাছ সম্পর্কে বলুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটি হলো খেজুর গাছ।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমার মনে যে গাছটির কথা এসেছে তা পরে আমি আমার বাবার কাছে বলেছি।

এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, যদি তুমি তখন সে কথাটি বলতে তবে তা আমার কাছে অমুক অমুক জিনিস থেকেও অধিক প্রিয় হতো।[২২৮]

[২২৭] কান্‌যুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, ৫৫৩, ৫৫৪ পৃ.।

[২২৮] বুখারী শরীফ, হাদিস নং ২৮১১।

www.nagorikpathagar.org

তুমি কুরআন শিখ

এক ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য, অর্থ-সম্পদ পাওয়ার আশায় বারবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসত। তাঁর বারবার আসা-যাওয়া দেখে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি গিয়ে কুরআন শিখ।

সে লোকটি কুরআন শিখতে চলে গেল। এর থেকে সে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসা বন্ধ করে দিল। এরই মধ্যে একদিন তার সাথে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দেখা হলে, তিনি তাকে না আসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

তখন লোকটি বলল, আল্লাহর কিতাবে আমি এমন কিছু পেয়েছি যা আমাকে ওমরের দরজায় যাওয়া থেকে মুক্ত করেছে।[২২৯]

খেজুর গাছ ও রোমের সম্রাট

শান্ত ও ধীরভাবে সংবাদবাহক এসে বলল, ... আমীরুল মুমিনীন, রোমের সম্রাটের পক্ষ থেকে একটি চিঠি।

তিনি তা খুলে পড়তে লাগলেন............

পরকথা, আমার এক বার্তাবাহক আমাকে জানিয়েছে, তোমাদের এখানে নাকি একটি গাছ আছে যা হাতির কানের মতো বের হয়। তারপর তা সাদা মুক্তার মতো হয়ে ফুটে। তারপর তা পান্নার মতো সবুজ হয়ে ডাল মেলে। তারপর এটি ইয়াকুতের মতো লাল হয়। তারপর এটি পরিপক্ব হলে তা খাওয়া হয়। এরপর শুকিয়ে গেলে স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্যে সংরক্ষণ হয় আর মুসাফিরের জন্যে পাথেয় হয়। যদি আমার বার্তাবাহক আমাকে সত্য বলে থাকে তবে তা হচ্ছে জান্নাতের গাছ।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে লিখে পাঠালেন,..........

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি...... আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন ওমরের পক্ষ থেকে রোমের সম্রাটের প্রতি।

যারা হেদায়েতের ওপর আছে তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

পরকথা.....

তোমার বার্তাবাহক সত্য বলেছে, যখন মরিয়াম আলাইহিস সালাম-কে ফুঁ দেওয়া হয়েছিল তখন আল্লাহ তা'আলা সে গাছটি সৃষ্টি করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর, আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে ঈসাকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করো না।[২৩০]

***

---

[২২৯] আল কান্‌য, ২য় খণ্ড, ২৮৪ পৃ.।

[২৩০] কিতাবুন নাখলা, ১২০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

www.nagorikpathagar.org

উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের তৃতীয় খলিফা ছিলেন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন ছিলেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতা ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই কন্যাকে বিয়ে করার কারণে তাঁকে যুন্ নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

তিনি মক্কা মুকার্‌রমায় আমুল ফিলের ছয় বছর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে উঠেন। তাঁর বাবা তাঁর শিষ্টাচার, ব্যবহার ও জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে খুবই লক্ষ্য রেখেছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়া অর্জন করেন। আরবদের প্রচলিত কবিতা, তাদের বংশনামা, সাহিত্য, ইতিহাস এসব বিষয়ে তিনি অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন আরবদের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য একজন ছিলেন।

কর্মজীবনে তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন এবং একজন দক্ষ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নিজেকে এক উত্তম চরিত্রে সুশোভিত করেছেন। তাঁর মাঝে উত্তম গুণাবলির সবগুলো ফুটে উঠেছে। মানুষের কাছে তাঁর আলাদা এক মর্যাদাগত অবস্থান ছিল। ইসলাম আসার পূর্বেও তিনি সকলের সম্মানের পাত্র ছিলেন। তিনি কখনো মূর্তির সামনে সিজদাহ্ করেননি। তিনি দানশীলতা ও দয়ার কারণে সবার কাছে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁকে মনে হতো তিনি এক পাহাড়, যে পাহাড়ের উপর জ্ঞান রাখা হয়েছে।

তিনি একজন বিশ্বস্ত আমানতদার ছিলেন। অগ্রগামীদের সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, চৌত্রিশজন ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণে পঁয়ত্রিশতম। ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তাঁর চাচা তাঁকে বন্দি করে শাস্তি দিয়েছে এবং কঠোর তিরস্কার করেছে। তবুও তিনি ঈমানের ওপর অটল ছিলেন। হিজরতের অনুমতি পাওয়ার পর তিনি দুইবার হিজরত করেন। একবার হাবশায় অতপর মদিনায়।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলছুমকে বিয়ে করেছেন। তাঁর বিয়ে আসমানের অহীর মাধ্যমে হয়েছে। তাঁর জীবন সৌভাগ্য ও পুণ্যতে পরিপূর্ণ।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নিজ তরবারিকে উন্মুক্ত করে লড়াই করেছেন। বদরের যুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যা অসুস্থ থাকায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মদিনায় রেখে গেলেন। তবে তিনি তাঁকে যুদ্ধের একজন হিসেবে গণ্য করেছেন এবং তাঁকে গনিমতের অংশও প্রদান করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

হুদাইবিয়ার সময় রাসূল ﷺ তাঁকে মক্কায় প্রেরণ করেন। বাইয়াতে রেদওয়ানে রাসূল ﷺ নিজের হাতকে তাঁর হাতের পরিবর্তে পেশ করেছেন।

তিনি কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। তাঁর দাড়ি অনেক লম্বা ছিল, চেহারা অনেক সুন্দর ছিল, খুব খাটও ছিলেন না আবার লম্বাও ছিলেন না এবং হাত পাগুলো অনেক লম্বা ছিল। তাঁর বক্ষ চওড়া ছিল। তিনি সম্মান মর্যাদার পূর্ণ অংশ অর্জন করেছেন। তাঁর অনেক বিশেষত্ব ছিল। তাঁর থেকে অনেক অলৌকিকতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর কথা খুবই সুন্দর ছিল। তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন। চারিত্রিকভাবে তিনি খুবই পবিত্র ছিলেন। জাহিলী যুগেও তিনি যিনা-ব্যবিচার ও মদপান করেননি। তাঁর বীরত্বও অনেক ছিল।

তিনি একজন দুনিয়াবিরাগী নেতা ছিলেন, খুবই ইবাদতগুজার ছিলেন। এমনকি তিনি এক রাকাত নামাযে কোরআন খতম করেছেন। তাঁর ধৈর্য অনেক বেশি ছিল। তিনি অনেক বেশি শুকরিয়া আদায় করতেন। তাঁর নম্রতা ও লজ্জা অনেক বেশি ছিল। তাঁর দানশীলতার হাত ছিল বিশাল। তিনি একজন বিশ্বস্ত খলিফা ছিলেন। তিনি খুবই ধনী ছিলেন, কিন্তু এ ধন তাঁকে দুনিয়াবী করে দেয়নি। তিনি নিজ অর্থে মুসলমানদের জন্যে বী'রে রুমা ক্রয় করে মুসলমানদের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন। তিনিই তাবুকের যুদ্ধে সৈন্যদেরকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাজিয়েছিলেন। এত অর্থের মালিক হওয়ার পরেও তিনি সিরকা ও জায়তুন খেয়ে দিন কাটাতেন। তিনিই কোরআন শরীফকে পূর্ণাঙ্গরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি অল্প খাবারে সন্তুষ্ট থাকতেন এবং বেশি আমলে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইন্তিকালের পর তিনি খেলাফতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। খলিফা হওয়ার পর তিনি ইসলামের ঝাণ্ডাকে উপরে তুলে ধরলেন। তাঁর হাতে আরমেনিয়া বিজয় হয় এবং আফ্রিকায় অভিযান করা হয়। তাঁর আমলেই মুসলমানরা খুরাসানে প্রবেশ করে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা তিবরিস্তানের কাছে পৌঁছে যায়। তিনি প্রথম মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী প্রশস্ত করেন। জুমার প্রথম আযান দেওয়ার ব্যাপারে তিনিই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি পুলিশ বাহিনী তৈরি করেছেন এবং বিচারের জন্যে আলাদা কার্যালয় নির্ধারণ করেছেন। তিনি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে পরামর্শদাতা নিয়োগ করেছেন। তাঁর নয়জন ছেলে ছিল আর হূরের মতো সাতজন মেয়ে ছিল। তাঁর খেলাফতের শেষকালে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবশেষে বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা করে। তিনি শহীদ হয়ে এ দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। তাঁর রক্তে কোরআনে কারীম রঞ্জিত হয়েছে। তিনি যখন শহীদ হয়েছেন তখন তিনি রোযাদার ছিলেন। স্বপ্নে রাসূল ﷺ তাঁকে তাঁর সাথে ইফতার করার কথা বলেছেন। আর তাই তিনি সেদিন রোযা রেখেছেন এবং রোযা অবস্থায় শহীদ হয়েছেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি হিজরি তেইশ সালের সোমবার খিলাফত প্রাপ্ত হয়েছেন আর পঁয়ত্রিশ হিজরির শুক্রবার শহীদ হয়েছেন। শনিবার মাগরিব ও ইশার নামাযের মাঝ সময়ে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। তাঁকে যে জমিনে দাফন করা হয়েছে তা তাঁর ক্রয় করা জমিন ছিল। পরে তাঁর এ জমিনকে জান্নাতুল বাকির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

* * *

এ কিতাবটি ছোট ছোট শিক্ষণীয় ঘটনার কিতাব। আমি এ কিতাবে তৃতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো একত্রিত করেছি। আমি এখানে তাঁর মর্যাদা তুলে ধরেছি, তাঁর আখলাক ও আচার-ব্যবহারের বর্ণনা দিয়েছি এবং তাঁর অবস্থান বর্ণনা করেছি। তাঁর বীরত্ব তুলে ধরেছি। তাঁর ওপর আরোপিত মিথ্যা অপবাদগুলো খণ্ডন করেছি। যাতেকরে তা মুসলমানদের জন্যে পথের দিশারি ও স্মরণ করার মতো হেদায়েত হয়। আল্লাহ তা'আলাই মুত্তাকীনদের অভিভাবক।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ

মক্কা নগরীতে ইসলামের সূর্য উদিত হলো। ইসলামের নূরে শিরকের অন্ধকার দূর হতে লাগল। আসমান থেকে অহী নাযিল হওয়া শুরু হলো। যে অহী সকালের আলোর মতো মানুষের অন্তর আলোকিত করতে লাগল। আর এ আলোতে আলোকিত হতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে পেশ করলেন। তিনি তাঁর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর ইসলাম গ্রহণে তাঁর চাচার মনে খুব ক্ষোভের সঞ্চার হলো। সে তাঁকে বন্দি করে কঠিনভাবে বেঁধে ফেলল।

সে তাঁকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি কী তোমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করেছ? আল্লাহর শপথ! তুমি যতক্ষণ না ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে দিব না।

তার কথার প্রত্যুত্তরে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পূর্ণ ঈমানের সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তা ছাড়বও না তা থেকে আলাদাও হব না। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এভাবে দিনের দিন কাটিয়ে দিতে লাগলেন। মুহূর্তের পর মুহূর্ত কাটিয়ে দিতে লাগলেন তবু ঈমান থেকে সরে যাননি। তখন তাঁর চাচা তাঁর এমন অটল অবস্থান দেখে তাঁকে ছেড়ে দিল।[২৩১]

---

[২৩১] ইবনে সা'দ এটি তার ত্বাবাকাতুল কুবরাতে এনেছেন, ৩য় খণ্ড, ৪০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিয়ে

আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামিলের মুখের বিষাক্ত তীর বারবার নবী ﷺ ও তাঁর নতুন ধর্মের দিকে তীব্র বেগে ছুটে এসে আঘাত করছিল।

তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে এর প্রতিরোধ করেন। তিনি বলেন, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ "আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হয়ে গেছে, সে নিজেও ধ্বংস হয়ে গেছে।"

এতে আবু লাহাব খুবই রেগে গেল। সে এর প্রতিশোধ নিতে চাইল। তাই তার দুই ছেলেকে রাসূল ﷺ-এর মেয়ে রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা ও উম্মে কুলছুম রাদিআল্লাহু আনহা তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিল। তখন তার ছেলেরা রাসূল ﷺ-এর মেয়েদেরকে তালাক দিয়ে দিল। বিয়ে হলেও তারা রাসূল ﷺ-এর মেয়েদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়নি। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-এর সম্মানেই তাদেরকে এ সুযোগ দেননি।

এ খবর মক্কায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খবরটি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানেও গেল। তিনি দ্রুত নবী করীম ﷺ-এর কাছে গিয়ে রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর জন্যে প্রস্তাব দিলেন। নবী করীম ﷺ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁর সাথে তাঁর মেয়ে রুকাইয়াকে বিয়ে দিলেন। বিবাহিতদের মধ্যে উসমান ও রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর জুটি অনেক মানানসই ছিল। লোকের মুখে মুখে এ কথা রটে গেল। তারা বলতে লাগল, আমরা উসমান ও রুকাইয়ার মতো সুন্দর জুটি আর দেখিনি।[২৩২]

সবচেয়ে উত্তম স্বামী স্ত্রী

রাসূল ﷺ প্রিয় পালকপুত্র যায়েদের ছেলে উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে একটি গোস্তের পাত্র নিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। যে গোস্তের পাত্রটি রাসূল ﷺ তাঁর মেয়ে রুকাইয়া তাঁর জামাতা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে হাদিয়া হিসেবে প্রেরণ করতে চেয়েছেন। উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখনো ছোট ছিলেন। তিনি তাঁর বাবার মতো রাসূল ﷺ-এর কাছে অনেক প্রিয় ছিলেন।

উসামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদের ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা বসে আছেন। তখন তিনি একবার রুকাইয়া রাদিআল্লাহু আনহা-এর দিকে তাকালেন আবার তাঁর স্বামী উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকালেন।

তাঁদেরকে পাত্রটি দিয়ে এসে তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে এলেন। তখন রাসূল ﷺ- তাঁকে বললেন, তুমি কী তাদের ঘরে গিয়েছ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন, তুমি কী তাদের থেকে উত্তম কোনো স্বামী স্ত্রী দেখেছ?

---

[২৩২] তাইসীরুল কারীম আল মানান ফী সিরাতে উসমান বিন আফফান, ২০ পৃ।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল।[২৩৩]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাবশায় হিজরত

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দেহ কষ্টের আঘাতে জর্জরিত। কুফরির কাঁটাগুলো তাঁর পোশাককে বিদীর্ণ করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। এ অসহনীয় নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্যে তিনি হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম পরিবার-পরিজনসহ হাবশায় হিজরত করেছেন।

তাঁদের হিজরত করার সিদ্ধান্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে এসে পৌঁছে। তখন থেকে তিনি তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতে লাগলেন।

এরই মধ্যে এক মহিলা এসে বলল, আবুল কাসেম!......আমি আপনার জামাতাকে সফর শুরু করতে দেখেছি। তাঁর স্ত্রী একটি দুর্বল গাধার উপর আর সে নিজে গাধাটিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সহায়ক হোন। লূত (আ)-এর পর উসমানই প্রথম পরিবারসহ হিজরত করছেন।[২৩৪]

উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা ও উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিয়ে

খুব অসুস্থ হওয়ার পর সাইয়্যেদা রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা মদিনায় ইন্তিকাল করেন। তাঁর পবিত্র রূহ অত্যন্ত আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষী হয়ে তাঁর প্রভুর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছে। তাঁর মৃত্যুতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুবই মর্মাহত হলেন। যেন দুঃখ ও বেদনা তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তবুও তিনি তাঁর কঠিন দুঃখ ও মসিবত তাঁর আহত হৃদয়ে চেপে রেখেছেন। কাউকে তা বলতেন না। নিজের দুঃখ নিজের মাঝে লুকিয়ে রাখা তিনি পছন্দ করতেন।

এভাবে দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল.........এরই মধ্যে একদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দেখা করলেন।

তখন তিনি তাঁকে বললেন, উসমান! ইনি হচ্ছেন জিবরাঈল, তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা রুকাইয়ার মোহরানার সমান মোহরানা ধরে উম্মে কুলছুমকে তোমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।[২৩৫]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আসমানের অহী পেয়েই উসমানের সাথে উম্মে কুলছুমকে বিয়ে দিয়েছি।[২৩৬]

---

[২৩৩] তারিখুল খুলাফা ২৪২ পৃ.।

[২৩৪] আল মুতালিবুল আলিয়া, ৪র্থ খণ্ড, ৫৪ পৃ.।

[২৩৫] ইবনে মাজাহ হাদিসটি দুর্বল সনদে এনেছেন, ১১০।

[২৩৬] হাশিমী হাদিসটি আম মাজমাতে উল্লেখ করেছেন, ৯ম খণ্ড, ৮৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

যদি আমার আরেকজন মেয়ে থাকত

নবম হিজরির শা'বান মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা যিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী, তিনি কঠিন অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন পর ইন্তিকাল করেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার নামায আদায় করেন। তিনি তাঁর কবরের পাশে বসলেন। ওইদিকে তাঁর দুই চোখের অশ্রু অঝোর ধারে ঝরতে লাগল।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও একে একে স্ত্রী উম্মে কুলছুম ও রুকাইয়াকে হারানোর শোকে খুবই মর্মাহত হলেন।

তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কানে কানে বললেন, যদি আমার আরেকজন মেয়ে থাকত তবে তাকেও আমি তোমার সাথে বিয়ে দিতাম।[২৩৭]

নাজ্জাশীর পরীক্ষা

ইসলামের সূচনাকালে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও তাঁর স্ত্রী হাবশায় হিজরত করেন। তিনি নাজ্জাশীর দরবারে মর্যাদার সাথে প্রবেশ করলেন। সবাই নাজ্জাশীর দরবারে মাথা নিচু করে প্রবেশ করে, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিপরীত করলেন। তিনি মাথা নিচু করে প্রবেশ করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

তখন নাজ্জাশী তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সঙ্গীরা যেভাবে মাথা নিচু করে প্রবেশ করে তুমি কেন তেমন করনি?

তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো সামনে মাথা নতকারী নই।[২৩৮]

এক লোক যাকে ফেরেশতা লজ্জা করে

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সর্বোৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চরিত্র ফুলের মতো সুশোভিত ছিল।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে শুয়েছিলেন। তখন তাঁর উরুর ওপর থেকে কাপড় হালকা সরেছিল। এরই মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘরে আসতে চাইলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে অনুমতি দিলেন অথচ তিনি সে অবস্থায় ছিলেন। এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসতে চাইলে তিনি ওই অবস্থায় থেকে তাঁকেও অনুমতি দিলেন, কিন্তু যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঘরে আসার অনুমতি চাইলেন তখন তিনি তাঁর কাপড় ঠিকঠাক করে স্বাভাবিকভাবে বসলেন। এরপর তাঁকে ঘরে আসার অনুমতি দিলেন। তারপর আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরা যতক্ষণ কথাবার্তা বলার বললেন। কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চলে গেলেন।

তাঁরা চলে যাওয়ার পর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা অবাক হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আবু বকর আপনার কাছে আসল তখনো আপনি আগের মতো ছিলেন, তাঁকে এ ব্যাপারে পরওয়া করেননি। এরপর ওমর আসল তাও আপনি আগের মতোই

---

[২৩৭] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৩য় খণ্ড, ৪১ পৃ.।

[২৩৮] আছারুস সাহাবা ২য় খণ্ড, ২৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন, তাঁকেও এ ব্যাপারে পরওয়া করেননি। কিন্তু উসমান আসার পর আপনি আপনার কাপড় ঠিকঠাক করে বসলেন!

তখন মণিমুক্তার ঝিলকানির মতো রাসূল ﷺ তাঁর দুই ঠোঁটে মৃদু হেসে বললেন, আয়েশা! আমি কী সে ব্যক্তিকে লজ্জা করব না যাকে ফেরেশতারা পর্যন্ত লজ্জা করে।[২৩৯]

আমি উসমানের ওপর সন্তুষ্ট

রাসূল ﷺ-এর পরিবারের সদস্যরা চারদিন ধরে ক্ষুধার্ত। খাবার না পেয়ে তাঁদের পেট আর সইতে পারছিল না। ক্ষুধায় বাচ্চারা কান্নাকাটি করছিল।

এ কঠিন পরিস্থিতিতে রাসূল ﷺ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে বললেন, আয়েশা, আমি যাওয়ার পরে কি তোমরা কিছু পেয়েছ?

তিনি বললেন, কোথায় থেকে? যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা আপনার হাত দ্বারা কিছুর ব্যবস্থা করেন।

তখন রাসূল ﷺ অযু করে নামাযে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর কাছে খুব বিনয়ের সাথে কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

দিনের শেষ দিকে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খাবার-দাবার নিয়ে আসেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন।

তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইলেন। তারপর তিনি তাঁকে ঘরে আসার অনুমতি দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, মা, রাসূল ﷺ কোথায়?

তিনি বললেন, বেটা, মুহাম্মদের পরিবার আজ চার দিন ধরে কোনোকিছু খেতে পারেনি।

এ কথা শুনে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রচণ্ড কান্না শুরু করলেন। তাঁর চোখের অশ্রু অঝোর ধারে প্রবাহিত হতে লাগল। কান্না জড়িতকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন, দুনিয়ার সাথে শত্রুতা পোষণ করলাম।

এরপর তিনি দ্রুত বাতাসের ন্যায় ছুটে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর পরিবারের জন্যে গম, আটা, খেজুরের বস্তা ও একটি চামড়া ছোলা ছাগল পাঠিয়ে দিলেন। সাথে তিন শত দিরহামও দিলেন।

এগুলো আসতে ও তৈরি হতে তো সময় লাগবে তাই তিনি কিছু রুটি ও ভুনা গোস্ত আগেই পাঠিয়ে দিলেন।

এমন পুণ্যের কাজ করতে পেরে তিনি মৃদু হেসে তাঁদেরকে বলতে লাগলেন, আপনারা খেয়ে নিন, রাসূল ﷺ আসার আগেই তাঁর জন্যেও তৈরি করে রাখুন।

---

[২৩৯] মুসলিম, হাদিস নং ২৪০১।

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে গিয়ে আল্লাহর দোহাই দিয়ে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে এরকম পরিস্থিতি হলে তিনি যেন তাঁকে জানান।

এর কিছুক্ষণ পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, আমি যাওয়ার পর কি তোমাদের কাছে কিছু এসেছে?

তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল। আমি জেনেছি আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে বের হয়েছেন। আর আমি এও জেনেছি আল্লাহ তা'আলা আপনার দোয়া ফিরিয়ে দিবেন না।

তিনি বললেন, তোমরা কী কী পেয়েছ?

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে আটা, গম ও খেজুরসহ আরো আরো সবগুলোর কথা জানালেন।

তিনি বললেন, কার পক্ষ থেকে এসেছে?

তিনি বললেন, উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পক্ষ থেকে। তিনি আমার কাছে এসেছেন, তখন আমি আমাদের অবস্থা বললে তিনি তা শুনে খুবই কান্নাকাটি করলেন। তিনি দুনিয়ার ওপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এমন পরিস্থিতি হলে আমি যেন তাঁকে জানাই সে জন্যে কসম দিয়ে অনুরোধ করে গেলেন।

এ কথা শুনার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু বসেনও নি, ক্ষুধার্ত হওয়ার পরেও কোনো খানা গ্রহণ করেননি; বরং সাথে সাথে মসজিদের দিকে ছুটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি উসমানের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি, আপনিও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান.........এ কথা তিনি তিনবার বললেন।[২৪০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চারিত্রিক মিল

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মেয়ে উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে এসে দেখতে পেলেন, তিনি তাঁর স্বামী উসমানের মাথা ধুয়ে দিচ্ছে।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার মেয়ে আব্দুল্লাহর বাবার (উসমান) সাথে সদ্ব্যবহার কর, কেননা আমার সাহাবীদের মধ্যে সে চারিত্রিক দিক দিয়ে আমার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।[২৪১]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও কূপের ইহুদি মালিক

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যবহার ছিল হৃদয় ছোঁয়ার মতো। তাঁর ব্যবহারকে তাঁর দানশীলতা আরো বেশি ওপরে তুলে ধরেছিল।

হিজরত করে মদিনায় আগমন করার পর যখন মুসলমানদের মন সেখানে স্থির হলো, মদিনায় তাঁদের জীবন ভালোই চলতে লাগল, কিন্তু মুসলমানগণ সেখানে

---

২৪০ আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ইবনে কুদামা, ১৮৭ পৃ.।

২৪১ হাশিমী হাদিসটি আম মাজমাতে উল্লেখ করেছেন, নং ১৪৫০০০। এর বর্ণনাকারীরা সহীহ।

www.nagorikpathagar.org

সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়লেন পানি নিয়ে। মদিনাতে শুধু একটি কূপেই মিঠা পানি পাওয়া যেত। কূপটি বী'রে রুমা নামে পরিচিত ছিল। কূপটির মালিক ছিল এক ইহুদি। সে কূপটির পানি বিক্রয় করত, কিন্তু মুসলমানদের সবার কাছে পানি ক্রয় করে খাওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল না। এ কারণে পানির অভাবে তাঁরা বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হলেন। বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুবই চিন্তিত করল। তাই তিনি মানুষদেরকে একত্রিত করে নসিহত করলেন এবং এ কূপটি ক্রয় করার প্রতি উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, কে আছ কূপটি ক্রয় করে তার বালতির সাথে মুসলমানদের বালতিও রাখবে আর বিনিময়ে জান্নাতে এর থেকে উত্তম কিছু লাভ করবে?[২৪২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথাগুলো উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানেও প্রতিধ্বনিত হলো। তাঁর অন্তরে কথাটি প্রভাবিত করল।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষিত পুরস্কার পাওয়ার আশায় সবার আগে ছুটে চললেন। তারপর অর্থকড়ি জমা করে ইহুদির কাছে গিয়ে দর কষাকষি করে বারো হাজার দেরহামে কূপটির অর্ধেক ক্রয় করে মুসলমানদের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। তখন মুসলমানরা সে কূপ থেকে পানি পান করা শুরু করেছে। কূপটির পানি প্রতি দুই দিনের একদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ভাগে ছিল। যার ফলে দিনের বেলা মুসলমানগণ সেখান থেকে পানি নিয়ে জমা করে রাখত।

তখন ইহুদি লোকটি বলল, উসমান, তুমি আমার কূপটি নষ্ট করে দিয়েছ। সুতরাং আট হাজার দেরহামে কূপের বাকি অংশও কিনে নাও।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতি

আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরজার দারওয়ান হবো, এ কথা বলে আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি লাঠি নিয়ে রওনা করলেন।

এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বী'রে উরাইস এসে অযু করলেন। তারপর তিনি কূপের ওপর বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে তাঁকে সালাম দিলেন। তারপর তিনি সৃষ্টির সেরা মানবের দারওয়ান হিসেবে দরজায় গিয়ে বসলেন।

তিনি দরজায় গিয়ে বসার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এসে দরজায় টোকা দিলেন।

আওয়াজ শুনে আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কে?

তিনি বললেন, আবু বকর।

আবু মূসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, অপেক্ষা কর।

তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসতে চাচ্ছেন এ কথা জানালেন।

---

[২৪২] তিরমিযী শরীফ, ৩৭০৩ নং হাদিস।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল ﷺ বললেন, তাঁকে আসার অনুমতি দাও, আর সাথে সাথে জান্নাতের সুসংবাদ দিও।

আবু মূসা আশআরী ؓ দরজায় গিয়ে তাঁকে বললেন, আস, রাসূল ﷺ তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

অনুমতি পেয়ে আবু বকর ؓ এসে রাসূল ﷺ-এর ডান পাশে বসলেন।

এরপর আবু মূসা আশআরী ؓ পুনরায় নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পর আবার কেউ একজন দরজার কড়া নাড়া দিল।

তিনি বললেন, কে?

লোকটি বললেন, ওমর বিন খাত্তাব।

তিনি বললেন, অপেক্ষা কর।

তারপর তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, ওমর আপনার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছে।

রাসূল ﷺ বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও, আর সাথে সাথে জান্নাতের সুসংবাদ দিও।

তখন তিনি দরজায় গিয়ে বললেন, আস, রাসূল ﷺ তোমাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

অনুমতি পেয়ে ওমর ؓ এসে রাসূল ﷺ-এর বাম পাশে বসলেন।

আবার কিছুক্ষণ পর আরেক লোক এসে দরজার কড়া নাড়া দিল।

আবু মূসা আশআরী বললেন, কে?

লোকটি বলল, উসমান বিন আফ্‌ফান।

তিনি বললেন, অপেক্ষা কর।

এরপর তিনি রাসূল ﷺ-কে সালাম দিয়ে বললেন, উসমান আপনার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছে।

তিনি বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও, আর সাথে সাথে মসিবতের সম্মুখীন হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এ সুসংবাদও দিও।

তারপর আবু মূসা ؓ দরজায় ফিরে এসে বললেন, আস, রাসূল ﷺ তোমাকে মসিবতের সম্মুখীন হওয়ার পর জান্নাতে প্রবেশের সুসংবাদ দিয়েছেন।

তখন উসমান ؓ চিন্তিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ, ধৈর্য চাই।[২৪৩]

---

[২৪৩] মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ২৪০৩।

www.nagorikpathagar.org

তুমি আল্লাহর জামা খুলে ফেলো না

নবী করীম ﷺ উসমান (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। উসমান (রা.) তাঁর কাছে আসলে তিনি তাঁর সাথে অনেকক্ষণ যাবত কথাবার্তা বললেন।

এরপর তিনি তাঁর কাঁধে মৃদু আঘাতে হাত রেখে বললেন, উসমান, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা তোমাকে একটি জামা পরিধান করাবে। যদি মুনাফিকরা সে জামা খুলে ফেলতে চায় তুমি তা খুলবে না যতক্ষণ না আমার সাথে মিলিত হও। এ কথাটি তিনি তিন বার বললেন।[২৪৪]

দুঃসময়ের সৈন্যদল

দান করলে মানুষ আখেরাতমুখী হয়। সম্পদতো হাতের ময়লা। যে সম্পদ অন্বেষণ করতে যাই সেটি তাকে সে পথে নিয়ে যায়।

রাসূল ﷺ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিম্বরে উঠলেন। তিনি মানুষকে জিহাদে দান করার জন্য উৎসাহিত করতে গিয়ে বললেন, কে জায়সুল উসরাকে সজ্জিত করবে? জায়সুল উসরা অর্থ দুঃসময়ের সৈন্যদল বা অভাবে পতিত সৈন্যদল।

এ কথা বলার পর তাঁর দৃষ্টি একের পর একের দিকে যেতে লাগল। সকলের মাঝে নিরবতা বিরাজ করছিল। এমন সময় উসমান (রা.) বললেন, আমি একশত উট ও সেগুলোর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এরপর রাসূল ﷺ দানকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য আবার ঘোষণা দিলেন, কে জায়সুল উসরাকে সজ্জিত করবে?

উসমান (রা.) আবার দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি দুইশত উট ও সেগুলোর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এরপর রাসূল ﷺ তৃতীয়বারের মতো আওয়াজ উঁচু করে বললেন, কে জায়সুল উসরাকে সজ্জিত করবে?

উসমান (রা.) আবারও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বললেন, আমি তিনশত উট ও সেগুলোর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলাম।

এরপর নবী করীম ﷺ মিম্বর থেকে নেমে হাস্যোজ্জ্বল হয়ে বলতে লাগলেন, এরপর উসমান যাই করুক না কেন তার কোনো ক্ষতি হবে না, এরপর উসমান যাই করুক না কেন তার কোনো ক্ষতি হবে না। অর্থাৎ উসমান (রা.) যে আমলই করুন না কেন তিনি জান্নাতেই যাবেন।[২৪৫]

তোমরা উসমানকে অনুসরণ কর

নবী ﷺ সূর্যের আলোর উত্তাপ থেকে দূরে বড় একটি গাছের ছায়ায় বসলেন। তাঁর পাশে একজন লেখক ছিল, তিনি লেখকের দিকে ফিরে বসেছিলেন, আর লেখক তাঁর কথাগুলো কলমের কালিতে লিখে সাজাচ্ছিল। এমন সময় আব্দুল্লাহ বিন হাওয়ালা আল আজদী সেখানে আসলেন।

---

[২৪৪] আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮৬। ফাযায়েল, ৮১৬।

[২৪৫] তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ৩৭০০।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আসলে নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, ইবনে হাওয়ালা, আমরা কী তোমার নাম লিখব?

তিনি বললেন, কোথায় হে আল্লাহর রাসূল?

ইবনে হাওয়ালা বলেন, তখন নবী করীম ﷺ আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার লেখকের দিকে মনোযোগী হলেন।

তিনি আবার মাথা উঁচু করে বললেন, ইবনে হাওয়ালা, আমরা কী তোমার নাম লিখব?

আমি বললাম, কোথায় হে আল্লাহর রাসূল?

আমার প্রশ্নে তিনি আবারও আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে লেখকের দিকে মনোযোগী হলেন। তখন আমি বইটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেখানে ওমরের নাম লেখা, আমি ভাবলাম ওমরের নাম তো ভালো কাজ ব্যতীত কোথাও লিখা হবে না।

এরপর তিনি আবার বললেন, ইবনে হাওয়ালা, আমরা কী তোমার নাম লিখব?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, ইবনে হাওয়ালা, যখন গরুর শিংয়ের মতো ফেতনা পৃথিবীর চারদিক থেকে তেড়ে আসবে তখন তুমি কী করবে?

আমি বললাম, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল আমার জন্যে কী পছন্দ করে রেখেছেন।

তিনি বললেন, তখন তুমি কী করবে যখন সে ফেতনার পরে আরেক ফেতনা তেড়ে আসবে যে ফেতনার তুলনায় প্রথম ফেতনাটি মাত্র খরগোশের একটি ফুঁকের মতো মনে হবে।

আমি বললাম, আমি জানি না, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল আমার জন্যে কী পছন্দ করে রেখেছেন।

তিনি বললেন, একে অনুসরণ করবে। এ কথা বলে তিনি এক লোকের দিকে ইশারা করলেন। যে লোকটি তখন চাদরে ঢাকা ছিলেন।

তখন ইবনে হাওয়ালা লোকটির কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধ ধরে নবী করীম ﷺ-এর কাছে নিয়ে এসে বললেন, এ লোক?

নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

তখন ইবনে হাওয়ালা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটির চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলেন তিনি হচ্ছেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।[২৪৬]

---

[২৪৬] ইমাম আহমাদ হাদিসটি এনেছেন, ৪র্থ খণ্ড, ১০৯।

www.nagorikpathagar.org

এক ব্যক্তি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আশ্রয় নিয়েছে

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারজনকে ব্যতীত আর সকল মানুষকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা তাদেরকে হত্যা কর, যদিও তারা কা'বার গিলাফ ধরে থাকে: ইকরামা বিন আবু জাহেল, আব্দুল্লাহ বিন খতল, মুকাইস বিন সুবাবা ও আব্দুল্লাহ বিন সা'দ।

তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন খতল সে কা'বার গিলাফ ধরে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে সে আক্রান্ত হলো এবং হযরত সাঈদ বিন হারিস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত গিয়ে তাকে হত্যা করল। অন্যদিকে ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। আর আব্দুল্লাহ বিন সা'দ তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গিয়ে লুকালেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইয়াত গ্রহণের জন্যে মানুষকে ডাক দিলেন তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নিয়ে আসলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করলেন।[২৫৭]

জান্নাতে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের এক দলের মাঝে বসেছিলেন। তিনি তাঁদেরকে জান্নাতের বিভিন্ন নেয়ামত ও জান্নাতবাসীদের জন্যে আল্লাহর ওয়াদাগুলো শুনাতে লাগলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি বসা ছিলাম, এরই মাঝে জিবরাঈল আমার কাছে এসে আমাকে তাঁর ডান পাখার ওপরে বসিয়ে জান্নাতে আদনে নিয়ে গেল। আমি সে জান্নাতেই ছিলাম, এমন সময় একটি আপেলের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি আপেলটি দুই ভাগ করার সাথে সাথে আপেলের ভেতর থেকে একটি মেয়ে বের হয়ে আসল। আমি সে মেয়ের মতো সুন্দর ও রূপবান আর দেখিনি। সে আল্লাহর এমন এক তাসবীহ জপছিল যা প্রথম (সৃষ্টি) থেকে শেষ (সৃষ্টি) পর্যন্ত কেউই শুনতে পায়নি।

আমি বললাম, তুমি কে?

সে বলল, আমি হুর, আমাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর আরশের নূর থেকে বানিয়েছে।

আমি বললাম, তুমি কার?

সে বলল, আমি বিশ্বস্ত ধার্মিক নির্যাতিত খলিফা উসমান বিন আফ্‌ফানের।[২৫৮]

---

[২৫৭] উদদুল গবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৭০।

[২৫৮] আল মুতালিবুল আলিয়া, ইবনে হাজার, ৪র্থ খণ্ড, ৫৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

নবী ﷺ উসমানের জন্যে নিজের হাত রাখলেন

নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে ওমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওনা দিলে হুদাইবিয়া নামক স্থানে মক্কার কাফেরদের বাধায় যাত্রা বিরতি করেন। এরই মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা হচ্ছিল। রাসূল ﷺ নিজের বার্তাবাহক হিসেবে উসমান (রা.)-কে প্রেরণ করলেন। উসমান (রা.) মক্কাবাসীকে এ সংবাদ জানাতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন যে, তাঁরা যুদ্ধ করতে আসেননি; বরং ওমরা করার উদ্দেশ্যে তাঁরা মক্কার আসছেন।

কিন্তু অনেক সময় যাওয়ার পরও যখন উসমান (রা.) ফিরে আসছিলেন না তখন সাহাবায়ে কেরামদের মাঝে একটি খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এ সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধ না করে আমরা ক্ষ্যান্ত হবো না।

সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার জন্যে হাত বাড়ালেন। তাঁরা এ কথার ওপর বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, তাঁরা যুদ্ধ থেকে পলায়ন করবে না প্রয়োজনে শহীদ হবে।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, উসমানতো আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কাজে আছে। এ কথা বলে তিনি উসমান (রা.)-এর হাতের পরিবর্তে নিজের বাম হাত ডান হাতের উপর রাখলেন। এ কারণে সকলের হাত থেকেও উসমানের জন্যে পেশকৃত হাতটি ছিল সবচেয়ে উত্তম। কেননা তাঁর হাত ছিল স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর হাত।[২৪৯]

দুই নূরের অধিকারী

আব্দুল্লাহ বিন ওমর বিন আবান আল জুআ'ফী তাঁর মামা হুসাইন আল জুআ'ফীর পাশে বসলেন। তাঁরা উভয়ে উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.)-এর জীবনী নিয়ে কথা বলছিলেন।

তখন হুসাইন আল জুআ'ফী বললেন, তুমি কী জান উসমানকে কেন যুন নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়?

আব্দুল্লাহ বললেন, না।

তিনি বললেন, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করার পর থেকে এ পর্যন্ত উসমান ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কোনো নবীর দুই মেয়েকে বিয়ে করতে পারেনি। এ কারণে তাঁকে যুন নূরাইন বলা হয়।[২৫০]

---

[২৪৯] ইমাম তিরমিযী, ৩৭০৩, সিয়ারু ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, ৩২৮।

[২৫০] তারিখুল খুলাফা, ২৪০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

উহুদ স্থির হও

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উহুদ পাহাড়ে উঠলেন। তাঁরা পাহাড়ে উঠার পর পাহাড় কাঁপতে শুরু করল।

তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, উহুদ স্থির হও, তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুইজন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই।

এখানে নবী হচ্ছেন স্বয়ং তিনি নিজে।

সিদ্দিক হচ্ছেন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

আর দুই শহীদ হচ্ছেন, ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)।

এ হাদিসটি ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যে শহীদ হবেন সে দিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইঙ্গিত করেছেন।

উসমান নির্যাতিতদের আমীর

উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদিন মসজিদে নববীতে রাসূল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর পবিত্র জবান থেকে হাদিস শুনছিলেন।

তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আবু আমর! কাছে আস,........আবু আমর! কাছে আস। তিনি তাঁকে বারবার কাছে আসতে বললেন। এমনকি তাঁর হাঁটু উনার হাঁটুর সাথে মিলে গেছে।

এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ 'মহান আল্লাহ তা'আলার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।' তিনি এ কথা তিনবার বললেন।

তারপর তিনি উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, আসমানবাসীদের কাছে তোমার আলাদা মর্যাদা রয়েছে। তুমি সেই ব্যক্তি যাকে আমার হাওযে কাওসারে নিয়ে আসা হবে তখন তোমার শরীর থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে।

এ অবস্থা দেখে আমি বললাম, তোমাকে কে এমন করেছে?

তখন কেউ একজন বললেন, অমুকের ছেলে অমুক।

তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, জেনে রাখ, উসমান হচ্ছে নির্যাতিতদের আমীর।[২৫১]

হে আল্লাহ, আপনি উসমানকে দান করুন

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে কোনো এক যুদ্ধে মুসলমানরা করুণ ও কঠিন অবস্থায় পতিত হলো। তাদের চেহারা দুশ্চিন্তা ছাপ ফুটে উঠল। এমন পরিস্থিতি দেখে মুনাফিকদের চেহারায় হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ দৃশ্য দেখে বললেন, আল্লাহর শপথ! সূর্য ডুবার আগেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে রিযিক নিয়ে আসবেন।

---

[২৫১] ফাযায়েলেস সাহাবা, ইমাম আহমদ, ৮৭১। ইসাবা, ইবনে হাজার ১ম খণ্ড, ৫৬০।

www.nagorikpathagar.org

এদিকে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চৌদ্দটি বাহন ক্রয় করে সেগুলোর পিঠে খাবার বোঝাই করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো দেখে বললেন, এগুলো কী?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, উসমান আপনার জন্যে হাদিয়া পাঠিয়েছে।

এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখে হাসি ফুটে উঠল এবং তাঁর চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল আর মুনাফিকদের চেহারা থেকে হাসি হারিয়ে গেল। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর জন্যে উপরের দিকে দুই হাত তুললেন।

ইবনে মাসউদ বলেন, তিনি এত উপরে হাত তুললেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পাচ্ছিল। এরপর তিনি উসমানের জন্য দোয়া করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর জন্যে এমন দোয়া করলেন যে, আমি আর কারো জন্যে এমন দোয়া করতে দেখিনি। তিনি বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ উসমানকে দান করুন,..........হে আল্লাহ উসমানকে দান করুন।'[২৫২]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সম্মানিত

মক্কা মুকার্‌রামায় মানুষেরা হজ্ব করতে দলে দলে এসেছে। তখন এক মহিলা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে বললেন, আপনার এক সন্তান আপনাকে সালাম জানিয়েছে, আর সে আপনাকে উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। কেননা মানুষ তাঁকে গালি দিচ্ছে।

তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা চিন্তিত মনে বললেন, যে তাঁকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহর শপথ! সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশে বসা ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দিকে পিঠ করে তার দিকে ফিরে বসেছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল অহী নিয়ে আসল। তখন তিনি উসমানকে বললেন, হে উসাইম, তুমি লিখ। অবশ্যই সে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সম্মানের পাত্র না হতো তাহলে তাকে অহী লেখকের মর্যাদা দেওয়া হতো না।[২৫৩]

মসজিদ সম্প্রসারণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়ে মসজিদ নামাযের স্থান হিসেবে ব্যবহার হতো আবার সেই মসজিদেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে পাঠ দান করতেন। সেখান থেকেই যুদ্ধ জিহাদের বাহিনী রওনা করত।

যখন ধীরে ধীরে বিজয় আসতে লাগল, আরবদের বিভিন্ন দল এসে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন মসজিদে মানুষের জায়গা হতো না। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের পাশের জমিটি ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণ করতে চাইলেন।

---

[২৫২] হাশিমী হাদিসটি আল মাজমাতে উল্লেখ করেছেন, ৯ম খণ্ড, ৯।

[২৫৩] আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫০।

www.nagorikpathagar.org

রাসূল ﷺ উৎসাহিত করার মনোভাবে বললেন, কে আছ এ জায়গায় বুকআ' ক্রয় করে মসজিদ সম্প্রসারণ করবে, বিনিময়ে সে জান্নাতে এর থেকে উত্তম জায়গা পাবে?

তখন কল্যাণের অন্বেষণকারী উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের সম্পদ থেকে পঁচিশ হাজার দেরহাম দিয়ে এ জায়গা ক্রয় করে দিলেন। তাঁর ক্রয়কৃত জমিনেই মসজিদ সম্প্রসারণ করা হলো।[২৫৪]

উসমানের জন্যে নবী ﷺ-এর ওয়াদা

নবী করীম ﷺ মৃত্যুশয্যায় ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, আমার কোনো এক সাহাবীকে ডাক?

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, আবু বকরকে ডাকব?

তিনি বললেন, না।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, ওমর?

তিনি বললেন, না।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, আপনার চাচাতো ভাই আলী?

তিনি বললেন, না।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন, উসমান?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলেন তখন রাসূল ﷺ আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা-কে বললেন, তুমি একটু দূরে যাও।

নবী করীম ﷺ উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে একাকি কথা বলতেছিলেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর কথাগুলো শুনছেন। নবী ﷺ তাঁকে যা বললেন সে কথাগুলো শুনে চিন্তায় তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতে লাগল।

এরপর যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর খেলাফতের শেষের দিকে বিদ্রোহীরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কী যুদ্ধ করবেন না।

তিনি বললেন, না, রাসূল ﷺ আমাকে একটি ওয়াদা দিয়েছেন। আমি এ ওয়াদার ওপর ধৈর্যধারণ করব।[২৫৫]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও ব্যবসা

আসমান তাঁর পানিগুলো আটকে রেখেছে। জমিনের সবকিছু শুকিয়ে গেছে। এমনকি পশুদের ওলানও শুকিয়ে গেছে। সব মিলিয়ে মানুষ কঠিন এক অবস্থার

---

[২৫৪] সুনানে তিরমিযী, হাদিস নং ২৯২১।

[২৫৫] আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ১ম খণ্ড, ৫৮ ও ফাযায়েল, ৮০৪।

www.nagorikpathagar.org

সম্মুখীন হয়েছে। এ কারণে মানুষেরা রাসূল -এর খলিফা আবু বকর -এর কাছে একত্রিত হলো।

তারা খুব আফসোসের সাথে বলতে লাগল, আকাশ থেকে বৃষ্টি নামছেনা, জমিন কোনোকিছু উৎপাদন করছে না, মানুষ কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে।

তখন আবু বকর আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে বললেন, তোমরা চলে যাও, তোমরা সন্ধ্যা অতিবাহিত করার আগেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সমস্যা সমাধান করে দিবেন।

এরপর বেশি সময় পার হয়নি এমন সময় সকলের মাঝে সুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে, গম, আটা বহন করে উসমানের একশত উট আসতেছে।

মদিনার ব্যবসায়ীরা উসমান -এর কাছে দ্রুত ছুটে গেল। তারা গিয়ে তাঁর দরজার কড়া নাড়া দিল।

উসমান ঘর থেকে বের হয়ে আসলে তারা তাঁকে বলল, অনাবৃষ্টি চলছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি নামছে না, জমিন থেকে কোনোকিছু উৎপাদিত হচ্ছে না, মানুষ খুব কষ্টে আছে। আমরা জানতে পেরেছি তোমার কাছে খাদ্যসামগ্রী আছে। তুমি আমাদের কাছে বিক্রি কর যাতে করে আমরা তা মানুষের কাছে পৌছে দিতে পারি।

তখন উসমান বললেন, আস, আস, তোমরা ঘরে আস, তারপর বেচাকেনার কথা বল।

ব্যবসায়ীরা ঘরে প্রবেশ করে খাদ্যসামগ্রী দেখতে পেল।

উসমান তাঁদেরকে মৃদু হেসে বললেন, হে ব্যবসায়ীরা, সিরিয়া থেকে কিনে আনা খাদ্য-সামগ্রীতে তোমরা আমাকে কত করে লাভ দিবে?

তারা বলল, দশে বারো।

তিনি বললেন, অন্য একজন আমাকে এর থেকে বেশি দিবেন।

তারা বলল, দশে চৌদ্দ।

তিনি বললেন, অন্য একজন আমাকে এর থেকে বেশি দিবেন।

তারা বলল, তাহলে দশে পনেরো।

তিনি বললেন, অন্য একজন আমাকে এর থেকে বেশি দিবেন।

তখন তারা আশ্চর্য হয়ে বলল, আবু আমর (উসমান), আমরা ব্যতীত মদিনাতে আর কোনো ব্যবসায়ী নেই তাহলে কে তোমাকে এর থেকে বেশি দিবেন?

উসমান তখন খুবই বিনয়ের সাথে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে বেশি দিবেন, তিনি আমাকে প্রতি এক দেরহামে দশ দেরহাম দিবেন। তোমরা কী এর থেকে বেশি দিতে পারবে?

www.nagorikpathagar.org

তারা মাথা নাড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ, না। অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমরা তোমার থেকে বেশি দিতে পারব না।

তখন উসমান (রাঃ) মুচকি হেসে বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি এ খাদ্যসামগ্রী গরিব মুসলমানদের জন্যে সদকা করে দিলাম।[২৫৬]

দিনারের অধিকারী

উসমান (রাঃ) তাঁর সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় প্রকাশ্যে ও গোপনে দান করতেন। তিনি জায়সুল উসরাকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাজিয়েছিলেন। তাবুকের যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ হওয়ার পর যাত্রার আগ দিয়ে উসমান (রাঃ) খুবই বিনয়ের সাথে এক হাজার দিনারের একটি ব্যাগ এনে গোপনে রাসূল (সাঃ)-এর হাতে দিলেন।

মুসলমানদের কঠিন সময়ে এত বিশাল দান পেয়ে রাসূল (সাঃ) খুশি হয়ে বললেন, উসমান আজকের পরে যে আমলই করুক না কেন তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে............ উসমান আজকের পরে যে আমলই করুক না কেন তাতে তার কোনো ক্ষতি হবে।[২৫৭]

জান্নাতে উসমান (রাঃ)-এর বিয়ে

উসমান (রাঃ) আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির জন্যে সিরিয়া থেকে আগত তাঁর একশত উট বোঝাই করা খাদ্যসামগ্রী সবগুলো গরিব মুসলমানদেরকে সদকা করে দিলেন।

তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি এ খাদ্যসামগ্রী গরিব মুসলমানদের জন্যে সদকাহ করে দিলাম।

এ রাতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) স্বপ্নে দেখেন, নবী করীম (সাঃ) একটি ঘোড়া বা খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে আছেন। তাঁর গায়ে নূরের পোশাক, তাঁর পায়ে নূরের জুতা, তাঁর হাতে একটি নূরের লাঠি। তিনি খুব তাড়াহুড়া করছিলেন।

তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার প্রতি ও আপনার কথার প্রতি খুবই আকৃষ্ট। আপনি কোথায় যেতে এত তাড়াহুড়া করছেন?

তিনি বললেন, ইবনে আব্বাস, উসমান একটি সদকাহ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেছেন এবং জান্নাতের এক হুরের সাথে তাঁর বিয়ে দিচ্ছেন। আমাদেরকে সে বিয়েতে দাওয়াত দিয়েছেন।[২৫৮]

---

[২৫৬] আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৮৯ পৃ.।

[২৫৭] তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ৩৭০১।

[২৫৮] আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৯০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এক বালকের কিসাস গ্রহণ

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঈমানের সর্বোচ্চ দিক অর্জন করেছেন। তাঁর মতে কিসাস গ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে আত্মার সবচেয়ে উত্তম পরিশুদ্ধতা।

একদিন তিনি রাগের কারণে এক বালককে বাঁধতে গিয়ে খুব জোরে তার কান টেনে দিলেন। তিনি এত জোরে কান টানলেন যে বালকটি প্রচণ্ড ব্যাথা পেল।

কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, আমি তোমার কান টেনে দিয়েছি, তুমি তার প্রতিশোধ নাও।

বালকটি প্রতিশোধ নিতে চাইল না। প্রতিশোধ নিতে তার লজ্জা লাগছিল, কিন্তু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জোর করে বালকটিকে তাঁর কান ধরতে বাধ্য করলেন। তখন বালকটি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কান আলতোভাবে ধরল।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ধমক দিয়ে বললেন, জোরে ঘষে দাও, হায়! তুমি দুনিয়াতে প্রতিশোধ নিয়ে নাও, আখেরাতে নিও না।[২৫৯]

রোগী দেখতে গেলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক রোগীকে দেখতে গেলেন। যে অসুস্থতার কারণে বিছানা থেকে উঠতে পারছিল না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটির পাশে বসে খুবই দরদের সাথে বললেন, তুমি বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন লোকটি ক্ষীণ আওয়াজে তা বলল।

এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর আশপাশের লোকদেরকে বলল, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! লোকটি কালেমা বলার দ্বারা তার গুনাহগুলো নিক্ষেপ করে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে।

উপস্থিত এক লোক যার অন্তরে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কথাটি গেঁথে গেছে সে বলল, আপনি কী তাকে কিছু বলতে শুনেছেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন; বরং আমি তো তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি। তখন আমরা বললাম, এটাতো অসুস্থ ব্যক্তির জন্যে তাহলে সুস্থ ব্যক্তির জন্যে তা কতটুকু কার্যকর?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুস্থদের জন্যে আরো বেশি ধ্বংসকারী। অর্থাৎ কালেমা সুস্থ ব্যক্তিদের গুনাহকে আরো মারাত্মকভাবে ধ্বংস করে দূর করে দেয়।[২৬০]

আমীরের পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ

হযরত ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেদিন মদিনা মুনাওয়ারায় আসলেন, যেদিন লোকেরা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছিল। লোকেরা তাঁকে

---

[২৫৯] মুসনাদু আছারিস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ১৯ পৃ.।

[২৬০] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৬১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

বলল, আপনিও বাইয়াত গ্রহণ করুন। ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, কুরাইশদের সকলে কী তাঁকে সমর্থন করেছে? তারা বলল, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে গেলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে বললেন, এ ব্যাপারে তোমার স্বাধীনতা আছে। যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহলে আমি খেলাফতের দায়িত্ব ফিরিয়ে দিব।

তিনি বললেন, ফিরিয়ে দিবেন?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, লোকেরা সকলে কী আপনার হাতে হাত রেখে বাইয়াত গ্রহণ করেছে?

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে আমিও বাইয়াত গ্রহণ করতে রাজি আছি। সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত থেকে আমি পৃথক থাকতে পারি না। এ কথা বলে তিনিও বাইয়াত গ্রহণ করলেন।[২৬১]

অপরের কাছে উপদেশ চাইলেন

হযরত হুমরান বিন আবান বর্ণনা করেন, খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করার পর আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে ডেকে পাঠালেন। আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আসার পর তিনি তাঁকে বললেন, আজ আমি আপনার উপদেশ শুনার খুব প্রয়োজন বোধ করছি।

আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আপনি পাঁচটি বিষয়ের ওপর কঠোরতার সাথে আমল করুন, তাহলে জাতি কখনো আপনার বিরোধিতা করবে না।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, সেগুলো কী?

তিনি বললেন, কাউকে হত্যা করা থেকে ধৈর্যধারণ করুন অর্থাৎ হত্যা থেকে বিরত থাকুন। লোকদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখুন। জনগণকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন। নম্র ব্যবহার গ্রহণ করুন। রহস্য গোপন রাখুন।[২৬২]

খলিফার কাপড়

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎকালীন বিশিষ্ট ধনীদের একজন হওয়ার পরেও সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। তাঁকে দুনিয়ার লোভ স্পর্শ করেনি।

তাঁর চলাফেরা ও পোশাকের ব্যাপারে বর্ণনা করতে গিয়ে আব্দুল মালিক বিন সাদ্দাদ (রহ) বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে জুমার দিন একটি মোটা জামা পরতে দেখেছি যার মূল্য মাত্র চার দেরহাম। তিনি সে সময়ে আমীরুল মুমিনীন ছিলেন।

---

[২৬১] তারিখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ।

[২৬২] তারিখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৪০৮ পৃ।

www.nagorikpathagar.org

হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে দেখেছি তিনি মসজিদে ঘুমাচ্ছেন। তিনি সে সময়ে মুসলমানদের খলিফা। তারপর তিনি ঘুম থেকে উঠলেন তখন তাঁর শরীরে ছোট ছোট কঙ্করের দাগ দেখা যাচ্ছিল।[২৬৩]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কবরস্থানে কাঁদছেন

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারায় দুঃখ ও হতাশা ফুটে উঠেছে। তিনি যখনই কবরস্থানের পাশে যেতেন তখনই খুব কাঁদতেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। চোখের পানি তাঁর চেহারা ধুয়ে দিত।

তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি জান্নাত জাহান্নামের স্মরণ করলেও কান্না করেন না, কিন্তু কবরের কথা স্মরণ করলেই কান্না করেন।

তিনি অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম ধাপ, যে ব্যক্তি কবরে নাযাত পাবে তার জন্যে পরের ধাপগুলো আরো সহজ হয়ে যাবে। যদি সে কবরে নাযাত না পায় তার জন্যে পরেরগুলো আরো কঠিন হয়ে যাবে।[২৬৪]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসুস্থ হলে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে দেখতে গেলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, তুমি কিসের ভয় করছ?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার গুনাহর।

তিনি বললেন, তোমার আশা কী?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার প্রভুর রহমত।

তিনি বললেন, আমরা কী তোমার জন্যে ডাক্তার নিয়ে আসব না?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ডাক্তারই তো আমাকে রোগাক্রান্ত করেছেন।

তিনি বললেন, আমরা কী তোমাকে কোনো অনুদান দিব না?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার তা প্রয়োজন নেই।[২৬৫]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিচক্ষণতা

উনত্রিশ হিজরিতে আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হজ্ব করতে মক্কায় গমন করেন। তিনি যখন মিনায় অবস্থান করছিলেন তখন নামায কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত আদায় করলেন।

এ খবরটি আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কানে গিয়ে পৌছে। তখন আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সাথিদেরকে নিয়ে নামায কসর করে চার রাকাতের

---

[২৬৩] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৭ পৃ.।

[২৬৪] তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং, ২৩০৮।

[২৬৫] আয্যহাদু মিয়া, ৯৬।

www.nagorikpathagar.org

পরিবর্তে দুই রাকাত আদায় করলেন। তারপর তিনি উসমান -এর কাছে গেলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, আপনি কী রাসূল -এর সাথে এ স্থানে নামায দুই রাকাত করে পড়েননি?

উসমান বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি।

তিনি বললেন, আবু বকরের সাথে কী দুই রাকাত করে পড়েননি?

উসমান বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি।

তিনি বললেন, আপনি কী ওমরের সাথে দুই রাকাত করে পড়েননি?

উসমান বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি।

তিনি বললেন, আপনি কী আপনার খিলাফতের শুরুতে এখানে দুই রাকাত করে পড়েননি?

উসমান বললেন, হ্যাঁ, পড়েছি।

তারপর উসমান বললেন, আবু মুহাম্মদ (আব্দুর রহমান বিন আউফ), তাহলে আমার কথা শুন, আমি খবর পেয়েছি ইয়ামান ও জুফার কিছু মানুষ গত বছর বলেছে, নামায স্থায়ীবাসিন্দাদের জন্যেও দুই রাকাত। কেননা উসমান যিনি তোমাদের ইমাম তিনি মক্কায় স্থায়ী হিসেবে অবস্থান নেওয়ার পরেও দুই রাকাত পড়েছেন। আর এ কারণেই মানুষের ভুল ভাঙানোর জন্যে আমি কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত আদায় করেছি।

যখন আব্দুর রহমান বিন আউফ দেখলেন মানুষকে ফেতনা থেকে বাঁচানোর জন্যে উসমান ঠিক কাজ করেছেন তখন তিনিও মানুষকে নিয়ে নামায কসর না করে পূর্ণ চার রাকাত আদায় করেছেন।[২৬৬]

এ উম্মতের নাজাত কিসে নিহিত?

সবাইকে কাঁদিয়ে একদিন রাসূল -এর পবিত্র রূহ মোবারক তাঁর প্রতিপালকের কাছে চলে গেছে। তাঁর বিদায়ে মদিনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সাহাবায়ে কেরামদের চোখের অশ্রুতে বুক ভেসে গেছে। সকল হৃদয় এক বিশাল বেদনায় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

তখন খিলাফতের দায়িত্ব আবু বকর -এর হাতে ন্যস্ত হলো। এরই মধ্যে একদিন উসমান ভগ্নহৃদয়ে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর পাশ দিয়ে ওমর গমন করলেন। ওমর তাঁকে বসা দেখে সালাম দিলেন, কিন্তু তিনি সালামের উত্তর দিলেন না।

তাঁর থেকে সালামের উত্তর না পাওয়ার কারণে ওমর গিয়ে আবু বকর -এর কাছে অভিযোগ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা, আমি উসমানের

---

২৬৬ তারিখুত ত্বাবারী, ৫ম খণ্ড, ২৬৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিয়েছি, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাত ধরে তাঁর কাছে আসলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন, উসমান, তোমার পাশ দিয়ে তোমার ভাই যাওয়ার সময়ে তোমাকে সালাম দিয়েছে, কিন্তু তুমি সালামের কোনো উত্তর দাওনি। কী কারণে তুমি এমন করেছ?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি টেরই পাইনি, সে যে আমার পাশ দিয়ে গিয়েছে আর আমাকে সালাম দিয়েছে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহর শপথ! আমার মনে হয়, তুমি মনে মনে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবছিলে যা তোমাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছে।

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তা কী?

তিনি চিন্তিত মনে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন অথচ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পারিনি যে, এ উম্মতের নাজাত কিসে নিহিত? আমি এ বিষয়টি মনে মনে ভাবছিলাম, কিন্তু আমি অবাক হয়েছি আমি জিজ্ঞেস করতে দেরি করে ফেলেছি।

তখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, আমি তা জিজ্ঞেস করেছি, তিনি আমাকে তা বলেছেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন, তা কী?

তিনি বললেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এ উম্মতের নাজাত (মুক্তি) কিসে নিহিত?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি যে কালিমা আমার চাচার সামনে পেশ করার পর তিনি তা গ্রহণ করেননি, যে ব্যক্তি এ কালিমা গ্রহণ করবে, সে কালেমাই তার জন্যে নাজাত হবে।

যে কালিমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবু তালিবের সামনে পেশ করেছেন সে কালিমা হচ্ছে এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ।[২৬৭]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজের ওপর সাথিদেরকে প্রাধান্য দিলেন

আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কিছু সাথিদেরকে নিয়ে ওমরা করার নিয়তে আল্লাহ তা'আলার ঘরের উদ্দেশে বের হলেন।

---

[২৬৭] ইমাম আহমদ হাদিসটি এনেছেন, ১ম খণ্ড, ৬ ও মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড, ১৪।

www.nagorikpathagar.org

এরই মধ্যে কেউ একজন তাঁকে একটি পাখি রান্না করে হাদিয়া দিল।
তখন তিনি তাঁর সাথিদেরকে বললেন, তোমরা খাও....কিন্তু তিনি নিজে সেখান থেকে খেতে চাইলেন না।
তখন আমর বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অবাক হয়ে বললেন, আমরা কী এমন খাবার খাব যা আপনি নিজে খাবেন না!
এভাবেই উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজে না খেয়ে তাঁর সাথিদেরকে প্রাধান্য দিয়ে তাদেরকে খাওয়ালেন।[২৬৮]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অসিয়ত

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে আছেন। তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন।
মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তাঁর অসিয়তগুলো লিখার জন্যে তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডেকে পাঠালেন।
তিনি আসার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসিয়তগুলো বলতে লাগলেন আর তিনি লিখতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী খলিফার নাম বলার আগেই তিনি বেহুঁশ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।
উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নাম লিখলেন।
তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি বললেন, তুমি কী লিখেছ?
উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ, আমি লিখেছি।
তিনি বললেন, কার নাম লিখেছ?
উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি ওমরের নাম লিখেছি।
তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রফুল্ল বদনে বললেন, আমি যার নাম লিখতে বলার ইচ্ছে করেছি তুমি তার নামই লিখেছ। যদি তুমি তোমার নিজের নামও লিখতে তবে তুমিও সেটির যোগ্য। অর্থাৎ তাহলেও কোনো সমস্যা হতো না কেননা তুমিও খিলাফতের যোগ্য।[২৬৯]

হত্যাকারী লোক

ভাঙা হৃদয়ে, চিন্তিত মনে, ব্যথিত অন্তরে এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসল। যার চেহারায় চিন্তা ও হতাশার ছাপ দেখা যাচ্ছিল।
লোকটি খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে অবনত মস্তকে বসে রইল। কিছু বলতে চেয়ে তাঁর কথা কণ্ঠস্বর থেকে বের করতে পারছিল না। অনেকক্ষণ চুপ থাকার

[২৬৮] আছারুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২০।
[২৬৯] তাইসীরুল কারীমুল মান্নান ফী সিরাতে উসমান বিন আফফান, ২০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

পর লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমি হত্যা করেছি, আমার জন্যে কী তাওবার সুযোগ আছে?

লোকটি যা করেছে সে সম্পর্কে জানতে পেরে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করে শুনালেন........

حم ـ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ـ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ـ

অর্থ, হা-মীম। পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হয়েছে। যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে। (সূরা গাফির : ১-৩)

লোকটি যেন দিয়ত আদায় করার পর তাওবা করতে দেরি না করে এ কারণে তিনি বললেন, আমল করতে থাক, নিরাশ হয়ো না।[২৭০]

বৃদ্ধ ও বালক

দুপুর বেলার পর শ্রমিকেরা মসজিদে নববী সম্প্রসারণ ও নবায়নের কাজ শুরু করল। তারা কাজ করছিল এমন সময় ইবনে সাঈদ আল মাখজুমী আসলেন। তিনি তখন ছোট ছিলেন। তিনি মসজিদে এসে দেখলেন সুন্দর চেহারার এক বৃদ্ধ লোক একটি ইটে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন। তখন তিনি বৃদ্ধ লোকের সুন্দর চেহারা দেখে তাঁর নিকটবর্তী হলেন। এমন সময় বৃদ্ধ লোকটি চোখ খুললেন।

বৃদ্ধ লোকটি বললেন, তুমি কে? হে বালক।

তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন।

এরপর বৃদ্ধ লোকটি তাঁর পাশে ঘুমন্ত এক বালককে ডাকলেন, কিন্তু সে উঠল না। তখন বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে বললেন, এ বালকটিকে ডাক।

তিনি তাঁকে ডাকলেন। সে উঠলে বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে কোনো এক আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

তারপর বৃদ্ধ লোকটি তাঁকে বললেন, তুমি বস।

ঘুম থেকে উঠা বালকটি বৃদ্ধের আদেশে একটি জামা ও এক হাজার দিরহাম নিয়ে ফিরে আসল। তখন বৃদ্ধ লোকটি তাঁর কাপড় খুলে তাঁকে এ জামাটি পরাল এবং তাঁর জামার পকেটে এক হাজার দিরহাম দিয়ে দিল।

ইবনে সাঈদ বলেন, তিনি আমাকে জামা পরিয়ে পকেটে এক হাজার দিরহাম দেওয়ার পর আমি আমার বাবার কাছে ফিরে গেলাম।

তখন আমার বাবা বললেন, হে আমার ছেলে, তোমাকে এগুলো কে দিয়েছে?

---

[২৭০] মুসনাদে আছারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, ৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আমি বললাম, আমি চিনি না, তবে তিনি মসজিদে ঘুমন্ত ছিলেন, তাঁর মতো সুন্দর চেহারার লোক আমি আর দেখিনি।
তখন পিতা বললেন, তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্‌ফান।[২৭১]

অনুতপ্তের অশ্রু

আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফতকালে আনসারদের এক লোক আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে মিথ্যা বানোয়াট কথা বলতে লাগল। সে বলতে বলতে অনেক বলল।
তার কথা শেষ হলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে খুব সুন্দরভাবে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা বলতাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে তাঁর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি আবু বকর, তারপর ওমর তারপর উসমান। আল্লাহর শপথ! আমার জানা মতে, উসমান কখনো কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেননি, কোনো কবিরা গুনাহও করেননি।
কিন্তু তোমাদের অভিযোগের কারণ হচ্ছে এ সম্পদ, যদি তা তোমাদেরকে দেওয়া হয় তখন তোমরা খুব খুশি হও। আর যদি তোমাদের থেকেও অধিক হকদার ব্যক্তিদেরকে দেওয়া হয় তখন তোমরা অসন্তুষ্ট হও। তোমরা তো পারস্য ও রোমবাসীর মতো হতে চাও, তারা তো তাদের কোনো আমীরকে হত্যা না করে ক্ষ্যান্ত হয়নি।
তখন লোকটির চোখ দিয়ে অনুতপ্তের অশ্রু ঝরতে শুরু করল আর সে বলতে লাগল, হে আল্লাহ, আমরা এটা চাই না। অর্থাৎ আমরা আমাদের আমীরকে হত্যা করতে চাই না।[২৭২]

তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে আগ্রহ ব্যতীত বিয়ে করো না

এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসেছেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন বাহনে আরোহণ করে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশে রওনা করেছিলেন।
লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে।
উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি এখন খুবই ব্যস্ত, তুমি চাইলে আমার পিছে আরোহণ কর তারপর আমার কাছে তোমার সমস্যা সমাধান করে নাও।
তখন লোকটি আমীরুল মুমিনীনের পিছনে উঠে বসল। তারপর সে বলল, আমার এক প্রতিবেশী আছে যে রাগের মাথায় নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তাই আমি চেয়েছি আমার সম্পদ দ্বারা আমি তাকে বিয়ে করে তার সাথে সহবাস করার পর তাকে তালাক দিয়ে তার পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দিব।

---

[২৭১] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ২১৩ পৃ.।
[২৭২] তারিখে দামেস্ক, ইবনে আসাকির, ১৫১।

www.nagorikpathagar.org

তখন উসমান তাকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে বললেন, মহিলার প্রতি তোমার আগ্রহ না থাকলে তাকে বিয়ে করো না।

প্রিয় পাঠক, এ পদ্ধতি রাসূল নিষেধ করে গেছেন। যা আমাদের দেশে হিল্লা বিয়ে নামে পরিচিত। যে ব্যক্তি তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে আগের স্বামীর জন্যে হালাল করতে বিয়ে করবে তাকে ও সে স্বামীকে রাসূল লা'নত দিয়েছেন। সুতরাং এ পদ্ধতি অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকুন।[২৭৩]

উসমান নিষিদ্ধতা উঠিয়ে দিলেন

জাফর-এর ছেলে আব্দুল্লাহ ছয় লক্ষ দিরহাম দ্বারা একটি জমি ক্রয় করল। তাঁর এমন অসম বেচাকেনার কারণে তাঁর চাচা আলী খুবই রাগান্বিত হলেন। কেননা জমিনের দাম এত বেশি হয় না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমীরুল মুমিনীন উসমান-এর কাছে যাবেন যেন তিনি এ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেন।

যখন আব্দুল্লাহ এ কথা শুনল, সে দ্রুত যোবাইর বিন আওয়াম-এর কাছে ছুটে গেল। যোবাইর একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছিলেন। সে তাঁর কাছে সবকিছু খুলে বলল।

তখন যোবাইর বললেন, আমি তোমার এ ক্রয়ে অংশীদার হলাম।

এরপর আলী উসমান-এর কাছে বিচার নিয়ে এলেন। তিনি তাঁকে আব্দুল্লাহর জমিন ক্রয় তারপর তার সাথে যোবাইর-এর অংশীদারিত্ব গ্রহণসহ সবকিছু খুলে বলে এ বেচাকেনা বাতিল করার আবেদন করলেন।

তখন উসমান বললেন, আমি সে লোকের বেচাকেনা কীভাবে বাদ করব যার সাথে যোবাইর বিন আওয়াম শরীক আছে।[২৭৪]

উসমান ও আবু যর

জিকির ও তাসবীহ জপা অবস্থায় আবু যর গিফারী সিরিয়া থেকে রাসূল-এর শহরে ফিরে আসছিলেন।

তাঁকে আমীরুল মুমিনীন উসমান দেখতে পেয়ে বললেন, স্বাগতম, স্বাগতম, আমার ভাই।

আবু যর বললেন, আপনাকেও স্বাগতম ভাই। আপনার কঠোর আদেশ আমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে। আল্লাহর শপথ, আপনি যদি আমাকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে বলতেন তাহলে আমি হামাগুড়ি দিয়েই আসতাম। একদিন আমি নবী করীম-এর সাথে অমুক ব্যক্তির এলাকার উদ্দেশে বের হয়েছিলাম।

---

[২৭৩] মাউসূআতে ফিকহে উসমান বিন আফ্‌ফান, ৫৩।

[২৭৪] আস্‌সুনানুল কুবরা, ইবনে বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০১।

www.nagorikpathagar.org

তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমার চলে যাওয়ার পরে তোমার জন্যে আফসোস!
আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি কী আপনার পরে জীবিত থাকব?
তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন তুমি দেখবে দালান-কোঠা পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠে গেছে, তখন সত্য (হেদায়েত) পশ্চিম দিকের কুদাআ'র জমিনে চলে যাবে।
তাঁর কথাগুলো শুনে উসমান (রা.) তাঁকে সিরিয়া থেকে মদিনায় নিয়ে আসার কারণ হিসেবে বললেন, আমি তোমাকে তোমার সাথিদের সাথে রাখতে পছন্দ করেছি, আর তোমার ব্যাপারে মূর্খদের খারাপ ব্যবহারের ভয় করেছি।[২৭৫]

মদীনাকে ভুলে যেয়ো না

একবার হযরত আবু যর (রা.) মদিনার বাইরে বসবাস করার জন্য উসমান (রা.)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, কিন্তু তিনি তাঁকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। পরে বারবার অনুমতি চাওয়ার কারণে তিনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। রওনার প্রাক্কালে তিনি তাঁকে এক পাল উট ও দুইজন গোলাম দিয়ে বললেন, মদিনায় আসা-যাওয়া রেখো, এমন যেন না হয়, গ্রামে গিয়ে গ্রাম্য বেদুঈন হয়ে গেছ। আবু যর (রা.) তখন 'রাবায়া'য় চলে গেলেন। তিনি সেখানে একটি মসজিদ বানালেন। উসমান (রা.)-এর কথামতো তিনি মাঝে মাঝে মদিনায় আসতেন।[২৭৬]

উসমান (রা.)-এর অন্তর্দৃষ্টি

এক মহিলাকে এক লোক দেখতে পেয়ে তার দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এর কিছুক্ষণ পর সে উসমান (রা.)-এর কাছে গেল। যখন লোকটি উসমান (রা.)-এর ঘরে প্রবেশ করল তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ একজন আমার কাছে এসেছ অথচ তাঁর চোখে যিনার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।
লোকটি বলল, রাসূল ﷺ-এর পরেও কী অহী আসে?
তিনি বললেন, না, তবে তা মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টি।[২৭৭]

উসমান (রা.) ও আফ্রিকা জয়

আফ্রিকা থেকে মুসলমানদের কোনো সংবাদ না আসার কারণে উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রা.)-কে একটি বাহিনীসহ সেদিকে পাঠালেন। ইবনে যোবাইর সেখানে যাওয়ার পর তাকবীরের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।
তখন রোমের সম্রাট জারজীর কী হয়েছে তা জিজ্ঞেস করল।
তাকে বলা হলো, মুসলমানদের সাহায্যে আরো সৈন্য এসেছে।

---

[২৭৫] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, ৭০ পৃ.।
[২৭৬] তারীখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৯ পৃ।
[২৭৭] জামিউ কারামাতিল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ১৫০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন সম্রাট চিৎকার দিয়ে বলল, যে মুসলমানদের সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন সা'দকে হত্যা করতে পারবে তাকে এক লক্ষ দিনার দেওয়া হবে এবং তার সাথে আমি আমার মেয়েকে বিয়ে দেব।

তখন আব্দুল্লাহ বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও ঘোষণা দিলেন, যে জারজীরের মাথা আমার কাছে নিয়ে আসতে পারবে তাকে আমি এক লক্ষ দিনার দিব ও জারজীরের কন্যা তার সাথে বিয়ে দেব।

যুদ্ধ প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলত। তখন আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধকে দুপুরের পরেও চালিয়ে নিতে পরামর্শ দিলেন। যাতেকরে রোমের সৈন্যরা বিশ্রাম নিতে না পারে। এ কারণে তিনি সৈন্যদলকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। একদল দুপুরের আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করবে আরেকদল দুপুরের পরে যুদ্ধ করবে। অন্যান্য দিনের মতো রোমের সৈন্যরা দুপুর হওয়ার পর অস্ত্র-শস্ত্র রেখে বিশ্রাম নিতে তাদের তাঁবুতে ফিরে গেল, কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পরিকল্পনামতো দ্বিতীয় দলকে নিয়ে দুপুরের পরে শত্রুদের তাঁবুতে আক্রমণ করলেন। রোমের ক্লান্ত শত্রুরা হঠাৎ আক্রমণে হুঁশ হারিয়ে ফেলল। মুসলমান সৈন্যরা তাদের অনেককে হত্যা করল। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রোমের সম্রাট জারজারীরকে হত্যা করে তাঁর মেয়েকে নিয়ে আসলেন। তিনি জারজারীরের মেয়েকে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে পাঠিয়ে বিজয়ের সুসংবাদ দিলেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর এমন বীরত্বে অবাক হলেন। তাই তিনি মানুষকে একত্রিত করে তাঁকে সে ঘটনা তাদের কাছে বর্ণনা করতে বললেন।[২৭৮]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে হত্যা করতে চাইল এক লোক

এক সকালে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফজরের নামায আদায় করতে বের হলেন। তিনি প্রতিদিন যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন আজও সে দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। হঠাৎ এক লোক তাঁর ওপর হামলা করে বসল।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলে উঠলেন, দেখ, দেখ।

উপস্থিত লোকেরা দৌড়ে এসে দেখল লোকটির হাতে একটি খঞ্জর বা তরবারি।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এটি কী?

সে বলল, আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছি।

তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ, তোমার জন্য আফসোস! তুমি কেন আমাকে হত্যা করতে চেয়েছ?

সে বলল, আপনার ইয়ামানের গভর্নর আমার ওপর জুলুম করেছে।

তিনি বললেন, তুমি কি তোমার বিষয়টি আমাকে বলতে পারনি? যদি আমি ন্যায়বিচার না করতাম তখন তুমি এ সিদ্ধান্ত নিতে।

---

[২৭৮] আল কামিল লি ইবনিল আছীর, ৩য় খণ্ড, ৪৫,৪৬।

www.nagorikpathagar.org

এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকদেরকে বললেন, তোমরা কী বল?

তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন, এ হচ্ছে শত্রু, আল্লাহ্ তাকে আপনার হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন।

তিনি বললেন; বরং আল্লাহ্‌র এক বান্দা, সে গুনাহ্ করতে চেয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা আমার দ্বারা তাকে গুনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

তারপর উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটিকে এ শর্তে ক্ষমা করে দিয়েছেন যে, তিনি যতদিন খলিফা থাকবেন ততদিন সে মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না।[২৭৯]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও জমিনের মালিক

উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক লোক থেকে একটি জমিন ক্রয় করলেন। লোকটি জমিনটির মূল্য নিতেও দেরি করছিল আর জমিনটি হস্তান্তর করতেও দেরি করছিল।

এরই মধ্যে একদিন লোকটির সাথে মদিনার কোনো এক রাস্তায় উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দেখা হলো।

তিনি তাকে বললেন, কী কারণে তুমি তোমার মূল্য নিচ্ছ না?

লোকটি বলল, আপনি আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন? আমার সাথে যারই দেখা হয় সবাই আমাকে এ ব্যাপারে তিরস্কার করছে।

তিনি বললেন, এ কারণেই তুমি নিচ্ছ না?

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে তুমি জমিন অথবা জমিনের মূল্য এ দুইটির একটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নাও।

তারপর তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সে ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যে ব্যক্তি বেচা-কেনায়, বিচারে ও তার ওপর আরোপিত রায়ে সহজতা অবলম্বন করে।[২৮০]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর তাকওয়া

আমীরুল মুমিনীন উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাদা পোশাক পরে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে তিনি মক্কা ও মদিনার মাঝ পথে পৌঁছলেন। তখন তাঁকে মুহাম্মদ বিন জা'ফর স্বাগতম জানালেন। মুহাম্মদ বিন জা'ফরের গায়ে তখন সুগন্ধি দ্রব্যাদি মাখানো ছিল। তাঁর গায়ে হলুদ রঙের একটি উন্নতমানের জামা ছিল।

---

[২৭৯] তারিখুল মদিনা, ১০২৭ পৃ.।

[২৮০] আল মুসনাদ, ইমাম আহমদ, ১ম খণ্ড, ৫৮।

www.nagorikpathagar.org

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা দেখে খুব রেগে গেলেন। তিনি তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি হলুদ রঙের জামা পরেছ, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পরতে নিষেধ করেছেন![২৮১]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে স্বাবলম্বী করেছিলেন। এ কারণে তারা বিলাসিতা শুরু করল। তাদের কিছু মানুষ কবুতর পালন করত এবং কবুতরের উড়াউড়ি দেখায় ব্যস্ত থাকত।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কবুতর নিয়ে মানুষের এমন ব্যস্ততায় খুব রাগান্বিত হলেন। এ কারণে তিনি প্রতি জুমআর খুতবায় কবুতর জবাই করার নির্দেশ দিতেন।[২৮২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আংটি

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম محمد رسول الله লিখিত সিলমহরে একটি আংটি তৈরি করলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর সে আংটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাতে দিয়েছেন। তাঁদের ইন্তিকালের পর ছয় বছর পর্যন্ত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাতে দিলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খিলাফতের ছয় বছর পার হওয়ার পর একদিন তিনি উরাইস কূপের ওপর বসে আংটিটি নাড়া-চাড়া করছিলেন। হঠাৎ করে আংটিটি তাঁর হাত থেকে কূপে পড়ে গেল। তখন তিনি ও তাঁর সাথে থাকা লোকেরা তাড়াহুড়া করে কূপে নেমে আংটিটি খুঁজতে লাগলেন। তিন দিন পর্যন্ত খুঁজেও তাঁরা আংটিটি খুঁজে পেলেন না।[২৮৩]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

একদিন কোনো এক কারণে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে জোর গলায় কথা বললেন।

তখন আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি আমার সাথে জোর গলায় কথা বলছ! অথচ আমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি তুমি করনি, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত হয়েছি তুমি হওনি, তুমি উহুদের যুদ্ধে ময়দান থেকে পালিয়ে গেছ আমি পালিয়ে যাইনি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি বলেছ, তুমি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছ আর আমি অংশগ্রহণ করিনি, এটা তো এ কারণে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর মেয়ের দেখাশুনা করার জন্যে রেখে গেছেন। পরে তিনি আমাকে গনিমতের অংশও দিয়েছেন আর সওয়াবেরও ওয়াদা দিয়েছেন।

আর তুমি বলেছ, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছ আর আমি করিনি, এটা তো এ কারণে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মুশরিকদের কাছে

---

[২৮১] ইমাম আহমদ হাদিসটি সহীহ সনদে এনেছেন, ১ম খণ্ড, ৭১ পৃ.।

[২৮২] আল আদাবুল মুফরাদ, লিল বুখারী, হাদিস নং, ১৩০১।

[২৮৩] ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ ১ম খণ্ড, ৩৬৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

পাঠিয়েছেন। যখন তারা আমাকে আটক করে রেখেছে তখন রাসূল ﷺ নিজের ডান হাতের উপরে বাম হাত রেখে বলেছেন, এটা উসমান বিন আফ্‌ফানের হাত। আর রাসূল ﷺ-এর বাম হাত তো আমার ডান হাত থেকেও উত্তম।

আর তুমি বলেছ, আমি উহুদের যুদ্ধে পালিয়েছি, এ ব্যাপারে তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

'যেদিন দু'টি দল পরস্পর সম্মুখীন হয়েছিল সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে যারা পশ্চাদপসরণ করেছিল, শয়তানই তাদের পাপের দরুন তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।'

সুতরাং তুমি এমন গুনাহর জন্যে আমাকে তিরস্কার করো না, যে গুনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন।[২৮৪]

উসমান (রা.)-এর নম্রতা

এক লোক উসমান (রা.)-এর কাছে তার ছেলের ব্যাপারে অভিযোগ করে বলল, সে বিয়ে করতে চাচ্ছে না।

উসমান (রা.) ছেলেটির কাছে গিয়ে তাকে বিয়ের ব্যাপারে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

তিনি বললেন, নবী ﷺ কী বিয়ে করেননি? আবু বকর কী বিয়ে করেননি? ওমর কী বিয়ে করেননি? আর আমারও তো কয়েকজন আছে। অর্থাৎ কয়েকজন স্ত্রী আছে।

তখন ছেলেটি ইবাদতের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, নবী ﷺ-এর মতো আমল কার আছে? আবু বকর, ওমর ও আপনার মতো অন্য কার এমন আমল আছে?

যখন উসমান (রা.) দেখলেন ছেলেটি তাঁর প্রশংসা করছে তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, থাম! চাইলে তুমি বিয়ে কর, না হয় না করো। অর্থাৎ তুমি বিয়ে করলে কর বা না কর তবুও আমার প্রশংসা করো না।[২৮৫]

---

[২৮৪] ইমাম হাশমী তাঁর মাসমা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ৯ম খণ্ড, ৮৮পৃ.।

[২৮৫] মুসনাদু আছারিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেন হাসলেন

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সাথিদের মাঝে বসে তাদেরকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিখাচ্ছিলেন। তারপর তিনি অযুর পানি আনার নির্দেশ দিলেন। পানি আনলে তিনি তা দ্বারা তিনবার হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা তিনবার ধৌত করলেন, মাথা মাসেহ করলেন, এরপর দুই পা ধৌত করলেন.....অযু শেষে তিনি মুচকি হাসলেন।

হাসার পর তিনি তাঁর সাথিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী জিজ্ঞেস করবে না কী কারণে আমি হাসলাম?

তখন তারা আগ্রহের সাথে জিজ্ঞেস করল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কেন হাসলেন?

তাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি মুচকি হেসে অযুর ফযিলত বর্ণনা করে বললেন, যখন কোনো বান্দা অযু করতে গিয়ে তার চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারা দ্বারা গঠিত সকল গুনাহ ঝরে যায়। আর যখন দুই হাত ধৌত করে তখন হাত দ্বারা গঠিত সকল গুনাহ ঝরে যায়। আর যখন মাথা মাসেহ করে তখনও তেমন হয়। আর যখন পা ধৌত করে তখনও তেমন হয়।[২৮৬]

হে সম্পদশালীরা, তোমরা সব কল্যাণ নিয়ে নিলে

আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় একের পর এক ব্যায় করেই যাচ্ছেন। তিনি প্রতিটি ভালো কাজে বাতাসের মতো ছুটে যেতেন। একদিন সদকা করতেন, অন্যদিন গোলাম আযাদ করতেন, অন্যদিন গরিব মিসকীনদের খেতে দিতেন।

এরই মধ্যে একদিন একদল লোক তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে ও তাঁর জ্ঞান ও কথা থেকে কিছু শিখার জন্যে আসল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, হে সম্পদশালীরা, তোমরা সব কল্যাণ নিয়ে নিলে। তোমরা সদকা কর, গোলাম আযাদ কর, হজ্ব কর, দান কর।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তোমরা কী আমাদের নিয়ে ঈর্ষা কর?

সে বলল, হ্যাঁ, আমরা তোমাদের নিয়ে ঈর্ষা করি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব সাধারণভাবে বললেন, কষ্ট করে উপার্জিত এক দিরহাম দান করা, হাজারবার ঈর্ষা করা থেকেও উত্তম।

আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর এমন কথায় তাঁর অন্তর প্রশস্ত হয়ে গেল। সে তাঁর কথা মনে গেঁথে নিল। তারপর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সে ও তাঁর সাথের লোকেরা চলে গেল।[২৮৭]

---

[২৮৬] মুসনাদু আছারিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৬ পৃ.।

[২৮৭] মুসনাদু আছারিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৩১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

লাঠি ভাঙা লোক

সম্মানিত ও সৎকর্মশীলদের মতো উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে উঠে ডান হাতে লাঠি নিয়ে খুতবা দিতে লাগলেন। যে লাঠিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভর দিয়ে খুতবা দিতেন।
উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মিষ্টি মিষ্টি কথায় মানুষকে দ্বীন বুঝাচ্ছিলেন, তাদের অন্তরকে পবিত্র করছিলেন।
এমন সময় হঠাৎ করে জাহজাহ আল গিফারী নামের এক লোক দ্রুত উঠে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর লাঠি কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করল।
উপস্থিত লোকজন চিৎকার করে বলতে লাগল, ভেঙো না, ভেঙো না ।
কিন্তু সে তাদের কথা শুনেনি সে তা ভেঙে ফেলল। এমন ব্যবহারে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বর থেকে নেমে ঘরে চলে গেলেন।
কিছুদিন পরেই আল্লাহ্ তা'আলা লোকটির শরীরে মরণব্যাধি দিলেন। সে রোগ তার সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট করে ফেলল। এ ঘটনার পর এক বছর পার হওয়ার আগেই লোকটি মারা গেল।[২৮৮]

এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন

একদলকে দেখে মনে হচ্ছে তারা অনেক তাকওয়াবান ও আল্লাহওয়ালা। তখন এক মিশরী মাথা উঁচু করে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, উনারা কারা?
লোকেরা বলল, উনারা কোরাইশী দল।
তারপর সে চোখ তুলে দেখল সে দলে একজন লোক আছে তাঁর চেহারা ও বৈশিষ্ট্য নবীদের মতো। যিনি তাসবীহ ও জিকিরে মশগুল হয়ে আছেন।
তখন সে বলল, এ শায়েখ কে?
তারা বলল, আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ।
এ কথা শুনার সাথে সাথে লোকটি দ্রুত এগিয়ে আসল মনে হচ্ছিল সে তার হারানো কোনো জিনিস খুঁজে পেয়েছে।
সে এসে বলল, ইবনে ওমর, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব আপনি তা বর্ণনা করুন।
লোকটি তীর নিক্ষেপের মতো তার প্রশ্ন শুরু করল। সে বলল, আপনি কী জানেন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেছেন?
তিনি বললেন, হ্যাঁ।
লোকটি বলল, আপনি কী জানেন তিনি বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না?
তিনি বললেন, হ্যাঁ।
লোকটি বলল, আপনি কী জানেন তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন না?
তিনি বললেন, হ্যাঁ।

---

[২৮৮] আল ইসাবা, ১ম খণ্ড, ৬২২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তার কথাগুলোর সত্যতা পেয়ে লোকটি খুশি হয়ে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবর।

তখন ইবনে ওমর লোকটির দিকে এমন তাকালেন যে, তার কলিজা কেঁপে উঠল।

এরপর তিনি বললেন, এই লোকের মাথা থেকে জ্ঞান বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদিকে আস, আমি তোমাকে ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে শুনাচ্ছি।

উসমান উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া, এ ব্যাপারে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ তা'আলা তাঁর সে অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আর বদরের যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তা তো তাঁর স্ত্রী, যিনি রাসূল -এর মেয়ে তাঁর অসুস্থতার কারণে। আর তাছাড়াও রাসূল তো তাঁকে বলেছেন, 'বদরে উপস্থিত থেকে যুদ্ধ করা লোকের সমান প্রতিদান ও গনীমতের অংশ তোমার জন্য রয়েছে।'

আর বাইয়াতে রিদওয়ানে তাঁর অনুপস্থিত, যদি সেদিন উসমান থেকে উত্তম কেউ থাকত তবে রাসূল তাঁকে মক্কায় পাঠাতেন। রাসূল উসমান -কে মক্কায় প্রেরণ করেছেন। আর বাইয়াতুর রিদওয়ান তো তিনি মক্কা যাওয়ার পরে হয়েছে। তাছাড়া 'এ হাত উসমানের' এ কথা বলে রাসূল উসমানের হাতের পরিবর্তে নিজের বাম হাত তাঁর ডান হাতের উপর রাখলেন।[২৮৯]

উসমান -এর লাজুকতা

হযরত হাসান মানুষকে উসমান -কে নিয়ে কথা শুনাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্টাচারিতা ও লাজুকতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, যদি ঘরের দরজা বন্ধও থাকত তবুও গোসলের সময় বসা ব্যতীত গায়ে পানি ঢালার জন্যে তিনি তাঁর কাপড় খুলতেন না। লাজুকতাই তাঁকে কাপড়বিহীনভাবে দাঁড়াতে বাধা দিত।[২৯০]

কোরাইশদের মধ্যে তিনজন

আব্দুল্লাহ বিন ওমর একদল শিক্ষার্থীর কাছে বসে মর্যাদাবান সাহাবীদের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন এবং তাঁদের প্রশংসনীয় চারিত্রিক দিকগুলো বর্ণনা করছিলেন।

বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, কোরাইশদের তিনজন ব্যক্তি এমন যারা চেহারাগতভাবে ও চারিত্রিকভাবে সবার থেকে সুন্দর এবং সবার থেকে অধিক লজ্জাশীল। যদি তাঁরা তোমাকে কোনো কথা বলেন তবে মিথ্যা বলবেন না। আর

---

[২৮৯] ইমাম বুখারী হাদিসটি এনেছেন, ৭ম খণ্ড, ৫৪, ৩৬৩।

[২৯০] আয্ যুহ্দ, লিল ইমাম আহমদ, ১২৮।

www.nagorikpathagar.org

যদি তুমি তাঁদেরকে কোনো কথা বলো তবে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলবেন না। তারা হচ্ছেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আবু উবায়দা বিন আল জার্রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।[২৯১]

মীকাতের প্রতি লক্ষ্য রাখার তাকিদ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অসংখ্য বিজয়ের পথিকৃৎ ছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি উমরা করার নিয়্যত করলেন। তিনি নিশাপুর (খোরাসান) থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকার্‌রামার দিকে রওনা দিলেন। যখন তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এলেন তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নিশাপুর থেকে ইহরাম বাঁধার কারণে তিরস্কার করে বললেন, কত ভালো হতো, যদি তুমি সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে, যেখান থেকে মুসলমানগণ ইহরাম বাঁধে।[২৯২]

অভিযুক্ত মহিলা

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এক মহিলাকে আনা হয়েছে যে ছয় মাসে বাচ্চা প্রসব করেছে। তখন তিনি নিজের গবেষণায় ভুল হবে এ ভয়ে কিছু রায় দেননি।
তিনি বিচারে তাড়াহুড়া না করে মিম্বরে উঠে বিষয়টি সাহাবীদের কাছে পেশ করলেন। হতে পারে এতে ইলমের নতুন কোনো নূর বের হবে।
তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধপান করানোতে ত্রিশ মাস লেগেছে।' (সূরা আহক্বাফ : ১৫)
আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔

'আর সন্তানবতী নারী তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধ পান করানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়।' (সূরা বাকারা : ২৩৩)
আয়াতে বলা হয়েছে মায়ের কষ্ট সর্বমোট ত্রিশ মাস। তাহলে যদি কোনো মা দুগ্ধদান পূর্ণ করে অর্থাৎ পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করান তাহলে গর্ভধারণের সময় বাকি থাকে ছয় মাস।

---

[২৯১] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃ.। আল ইসাবা, ১ম খণ্ড, ২৫৩ পৃ.।
[২৯২] তারীখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৩১৯।

www.nagorikpathagar.org

ইবনে আব্বাসের এ সিদ্ধান্তে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে মহিলাকে ছেড়ে দিলেন।[২৯৩]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বক্তব্য

বীর বিক্রমদের মতো ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ম পরে তরবারি হাতে নিয়ে দ্রুত ছুটে এলেন। তাঁর অন্তর ঈমানের আলোতে ভরপুর। তিনি আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শত্রুদেরকে প্রতিরোধ করতে যাচ্ছেন।

তিনি দ্রুত ছুটে এসে মানুষদের কাতার ভেঙে সিংহের মতো বীরবিক্রমে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে এসে হাজির হলেন।

তাঁর সামনে হাজির হয়ে তিনি বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সংস্পর্শে ছিলাম, তাঁর সংস্পর্শে থাকার কারণে তাঁর নবুওয়াত ও রিসালতের সত্যতা জানতে পেরেছি। আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সংস্পর্শে ছিলাম, আমি তাঁর নেতৃত্বের ন্যায়পরায়ণতা জানতে পেরেছি। আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সংস্পর্শে ছিলাম, আমি তাঁর পিতৃত্ব ও নেতৃত্বের ন্যায়পরায়ণতা জানতে পেরেছি। আর আপনার ব্যাপারেও তেমন জানতে পেরেছি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে আহলে বাইতের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমার আদেশ আসা পর্যন্ত তুমি তোমার ঘরে অবস্থান কর।[২৯৪]

বাঁদীর সাথেও পর্দায় যত্নবান

বুনান নামে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রীর একটি দাসী ছিল।

সে বর্ণনা করে বলে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু গোসল করার পর যখন আমি কাপড় নিয়ে উপস্থিত হতাম তিনি আমাকে বলতেন, তুমি আমার শরীরের দিকে তাকাবে না, এটা তোমার জন্য জায়েয নয়।[২৯৫]

কিয়ামতের দিন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শাফায়াত

নবী করীম (রা) তাঁর সাহাবীদের মাঝে বসেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম মনোযোগসহকারে তাঁর মিষ্টি মধুর কথাগুলো শুনছিলেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন খুব গুরুত্বের সাথে আল্লাহর কাছে এক লোকের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন।

তিনি বললেন, যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! আমার উম্মতের মধ্যে এমন একজন লোক আছে যার সুপারিশে আমার উম্মতের এত সংখ্যক মানুষকে

---

[২৯৩] তারিখুল মদিনা, ৩য় খণ্ড, ৯৭৭, ৯৭৮ পৃ.।

[২৯৪] মুসনাদু আছারিস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৭ পৃ.।

[২৯৫] হযরত উসমান যুননূরাইন।

www.nagorikpathagar.org

জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হবে যে, তাদের সংখ্যা রবীআ' ও মুদার গোত্রের লোক থেকেও বেশি হবে।
হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যারা এ হাদিস শুনেছেন তারা ওই লোক সম্পর্কে বলেছেন যে, ওই লোক হচ্ছেন উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু অথবা উওয়াইস করনী (রহ)।[২৯৬]

বিয়ের অনুষ্ঠান

আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগল। সকলের মন খুশিতে নাচছিল। কেননা আজ মুগীরা বিন শু'বার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল।
ছেলেটির মনে আনন্দের জোর বইতে লাগল। ছেলেটি একে একে সবাইকে তাঁর বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত দিতে লাগল। দাওয়াত দিয়ে যেতে যেতে এবার সে আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর উদ্দেশে রওনা দিল। সে তাঁর সাথে দেখা করে তাঁকে তার বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার দাওয়াত দিল।
খলিফা উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু সে ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, আমি রোযা রেখেছি, তবুও আমি পছন্দ করেছি তার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হব এবং তার জন্যে বরকতের দোয়া করব।[২৯৭]

পরামর্শ সভার প্রতি আগ্রহ

একদিন আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু পূর্ণ মনোযোগের সাথে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন। তাঁর পবিত্র জবান আল্লাহর তাহমীদ ও তাসবীহ জপছিল। এমন সময় দুই লোক তাঁর কাছে ছুটে আসল। যারা একটি মাসআলা নিয়ে বিবাদ করছিল।
তখন তিনি তাদের একজনকে বললেন, তুমি আলীকে ডেকে নিয়ে আস। অন্যজনকে বললেন, তুমি ত্বালহা বিন উবায়দুল্লাহ, জুবাইর ও আব্দুর রহমান বিন আউফকে ডেকে নিয়ে আস।
তাঁরা সকলে আসার পরে তিনি ওই দুই লোককে বললেন, তোমরা বল।
তাঁরা তাদের মাসআলা পেশ করার পর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ সকল সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।
এভাবে প্রতিটি কাজে, যদি অন্যদের অভিমত তাঁর অভিমতের সাথে মিলে যেত তিনি তা বাস্তবায়ন করতেন আর যদি না মিলত তিনি তা ভালোভাবে দেখতেন।[২৯৮]

---

[২৯৬] আয্ যুহ্‌দ, লিল ইমাম আহমদ, ১২৮।
[২৯৭] আল যুহ্‌দ, লিল ইমাম আহমদ, ১৩১।
[২৯৮] আখবারুল কাদা, ১ম খণ্ড, ১১০।

www.nagorikpathagar.org

প্রতিদিন মাসহাফ দেখতেন

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুরআন পড়ে পরিতৃপ্ত হতেন। তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন আর বলতেন, যদি আমাদের অন্তর পবিত্র হতো তাহলে আমরা আমাদের রবের বাণী পাঠ করে কখনো অতৃপ্ত হতাম না। আমি অপছন্দ করি যে, আমার কাছে এমন একটি দিন আসবে যে দিন আমি মাসহাফ দেখব না। অর্থাৎ তেলাওয়াত করব না। এ কারণে দেখা গেছে, তিনি কোরআন তেলাওয়াত করা অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন।[২৯৯]

নবজাতকের উপহার

এক মহিলা উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর দরবারে আসা-যাওয়া করত। একদিন তিনি সে মহিলাকে আসতে দেখলেন না।

তখন তিনি তাঁর পরিবারকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক মহিলার কী হলো, আমি যে তাকে দেখতে পাচ্ছি না?

তাঁর স্ত্রী বললেন, সে মহিলা গত রাতে একটি ছেলে প্রসব করেছে।

এ সংবাদ শুনে তিনি ওই মহিলার কাছে পঞ্চাশ হাজার দিরহাম ও কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলো তোমার ছেলের জন্যে উপহার আর এগুলো তার পোশাক।

বর্ণনাকারী বলেন, আবু ইসহাক (রহ) আমার দাদা উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমার দাদা তাঁকে বললেন, শায়েখ, আপনার সাথে আপনার পরিবারের কতজন থাকে?

তিনি বললেন, এত এত জন থাকে।

তখন আমার দাদা আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমরা আপনার জন্যে পনেরো হাজার দিরহাম ধার্য করলাম আর আপনার পরিবারের জন্যে এক লক্ষ দিরহাম ধার্য করলাম।[৩০০]

সুন্নতের পরিপন্থি কাজে অসন্তুষ্টি প্রকাশ

হজ্বের সময় উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে একজন সাহাবী তাওয়াফ করছিলেন। তাওয়াফে তিনি রুকনে ইয়ামানীতে চুমো খেলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এমন করলেন না। তখন সেই সাহাবী তাঁর হাত ধরে রুকনে ইয়ামানীতে চুমো দিতে বাধ্য করতে চাইলেন।

তখন তিনি বললেন, এ কী করছ! তুমি কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাওয়াফ করেছ?

---

[২৯৯] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, ২২৫।

[৩০০] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৬।

www.nagorikpathagar.org

সে সাহাবী বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তুমি কী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তোমার মতো রুকনে ইয়ামানীতে চুমো দিতে দেখেছ?

সে সাহাবী বললেন, না।

এবার তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা কী অধিক সংগত নয়?

সে সাহাবী বললেন, অবশ্যই।[৩০১]

আল্লাহর ভয়

জাহান্নামের ভয়ে আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জীবনকে খুবই আতঙ্কে কাটিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, যদি আমি জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থান করি, আর আমার জানা না থাকে আমি ওই দুইটির কোনটিতে প্রবেশ করব। অবশ্যই আমি এটি জানার আগেই বালু হয়ে যাওয়াকে পছন্দ করে নিতাম।[৩০২]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিনয়

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে মদিনার দিকে আসার পথে মুআর্‌রাস নামক স্থানে অবতরণ করলেন। মুআর্‌রাস মদিনা থেকে প্রায় ৯৬৫৪মিটার দূরে। তিনি সেখানে অবতরণ করলেন কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তারপর মদিনার দিকে রওনা দিয়েছেন।

এরপর যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মদিনায় প্রবেশ করতে চাইলেন, তিনি নিজের বাহনের পেছনে একটি দাসকে আরোহণ করালেন। যাতে করে তিনি অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মতো না হয়ে যান।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু মানুষকে রাজকীয় খাবার গোস্ত, মধু আরো অনেক দামী খাবার খাওয়াতেন, কিন্তু এরপর তিনি নিজের বাসায় এসে সাধারণ সিরকা আর জাইতুন খেতেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু গাছ রোপণ করছেন

এক লোক আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে দেখল তিনি গাছ রোপণ করছেন।

লোকটি অবাক হয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি এ সময়ে গাছ রোপণ করছেন?

---

[৩০১] খোলাফায়ে রাশেদীন।

[৩০২] আয যুহ্‌দ, লিল ইমাম আহমদ, ১৩০।

www.nagorikpathagar.org

তিনি মুচকি হেসে বললেন, আমি কোনোকিছু নষ্ট করি, এমন সময় তুমি আসা থেকে আমি ভালো কোনোকিছু করি এমন সময় তুমি আসবে তা আমার কাছে পছন্দনীয়।[৩০৩]

পরবর্তীদের প্রতি অনুগ্রহের একটি উদাহরণ

জুম'আর নামাযের খুতবার জন্য রাসূল ﷺ মিম্বরের যে সিঁড়িতে দাঁড়াতেন, তাঁর ইন্তিকালের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্মানে সে সিঁড়িতে না দাঁড়িয়ে পরের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তিকালের পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্মানার্তে সে সিঁড়িতে না দাঁড়িয়ে নিচের সিঁড়িতে দাঁড়ালেন। অর্থাৎ মিম্বরের তিনটি সিঁড়ি ছিল। রাসূল ﷺ তৃতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ইন্তিকালের পর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রথম সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ভাবলেন যদি একের পর এক খলিফাগণ সিঁড়ির এক ধাপ এক ধাপ করে নিচে নেমে খুতবা দিতে হয় তাহলে পরে কী হবে? কারণ খলিফা তো একজনের পর একজন হবেন? তাই রাসূল ﷺ যে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন তিনিও সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তিনি যদি এ সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে পরবর্তী খলিফাদের জন্যে এ বিষয়টি কঠিন হয়ে যেত। তাছাড়াও এর দ্বারা রাসূল ﷺ-এর সুন্নতের ওপর আমল হয়ে গেল।[৩০৪]

যাদুটোনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ

হযরত ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, ইবনে যিলহাব্বা নাহদী যাদুটোনার কাজ করত। যখন উসমান তার সে কাজ সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন তিনি ওলীদ বিন উকবাকে পত্র লিখে নির্দেশ দিলেন, "যাদুর ব্যাপারে ইবনে যিলহাব্বাকে জিজ্ঞেস করবে, যদি সে স্বীকার করে, তাহলে তাকে কঠিন শাস্তি দিবে।"

খলিফার নির্দেশ আসার পর ওলীদ বিন উকবা সে লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাকে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, সে তা স্বীকার করে বলে, হ্যাঁ, এটি এক আশ্চর্য ধরনের ভেল্কিবাজির কাজ। তখন ওলীদ বিন উকবা তাকে কঠোর শাস্তি দিলেন আর জনগণকে তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাদের সম্মুখে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পত্র পাঠ করে শুনালেন। ব্যাপারটি বড় সঙ্গিন, চরম জঘন্য অপরাধ, সুতরাং তোমরাও তা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গ্রহণ কর। আর হাসি তামাশা ও চিত্তবিনোদন থেকে বেঁচে থাক।

---

[৩০৩] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃ.।

[৩০৪] হযরত উসমান।

www.nagorikpathagar.org

লোকেরা এ কথায় খুব আশ্চর্যান্বিত হলো যে, উসমান-এর কাছে ইবনে যিলহাব্বার যাদুর কথা কীভাবে পৌছল।[৩০৫]

বৃহৎ স্বার্থের নিমিত্তে হাদিস গোপন

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহ্হাব (রহ) বলেন, উসমান আব্দুল্লাহ বিন ওমর-কে বললেন, তুমি লোকদের বিচারক হয়ে লোকদের মোকদ্দমার ফয়সালা কর।

ইবনে ওমর বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিন।

তিনি বললেন, না, আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, তুমি লোকদের বিচারের কাজ কর।

ইবনে ওমর বললেন, আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। আপনি কী রাসূল থেকে এ কথা বলতে শুনেননি, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে চলে এল, সে অনেক বৃহৎ আশ্রয়ে চলে এল।

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

ইবনে ওমর বললেন, আমি বিচারক হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

তিনি বললেন, তুমি কেন বিচারক হচ্ছো না? অথচ তোমার বাবা বিচারক ছিলেন।

ইবনে ওমর বললেন, আমি নবী-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বিচারক হলো আর না জানার কারণে ভুল ফয়সালা করল, সে জাহান্নামী। আর যে বিচারক আলেম, সত্য ও ন্যায়-নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এতকিছুর পরেও সেও চাইবে সে যেন আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ পেয়ে যায়। অর্থাৎ পুরস্কার না পেলেও যেন শাস্তিপ্রাপ্ত না হয়। এ হাদিস শুনার পর কী আমি বিচারক হতে পারি।

এ কথা শুনার পর উসমান তাঁর ওযর কবুল করলেন এবং তাঁকে বললেন, তোমাকে তো ক্ষমা করলাম, কিন্তু তুমি এ কথা কাউকে বলবে না। (কেননা তাহলে কেউই বিচারক হতে রাজি হবে না এতে মুসলমানদের বিচারকার্য পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে যাবে।)[৩০৬]

চরম মিথ্যাবাদী মুসায়লামার দল

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ একদল লোককে আটক করল, যারা মুসায়লামার ধর্ম প্রচার করছিল।

এরপর তিনি এ খবর আমীরুল মুমিনীনের কাছে লিখে জানালেন।

---

[৩০৫] তারীখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, ৪১০।

[৩০৬] হায়াতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৮৬পৃ।

www.nagorikpathagar.org

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে নির্দেশনা দিয়ে বললেন, তুমি তাদের সামনে সত্য দ্বীন ও 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল' এ দুইটি পেশ করবে। তাদের মধ্যে যে তা গ্রহণ করবে তাকে ছেড়ে দিবে। আর যে মুসায়লামার ধর্মে অটল থাকবে তাকে হত্যা করবে।

তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তাদের কাছে এসে ইসলাম পেশ করলেন। তাদের মধ্যে একদল ইসলাম গ্রহণ করল তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। আর অন্যদল মুসায়লামার ধর্মে অটল থাকল তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন।[৩০৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাকে সম্মান প্রদর্শন

এক লোক ঝগড়া করছিল। ঝগড়া করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অবজ্ঞার চোখে দেখল। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু এ কথা জানতে পেরে লোকটিকে পিটানোর আদেশ দিলেন।

তিনি তাকে বললেন, স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচাকে সম্মান করতেন আর তুমি তাঁকে অবজ্ঞা কর?[৩০৮]

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু আহলে বাইতকে খুবই সম্মান করতেন। যখন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশ দিয়ে যেতেন তখন তাঁরা তাঁর সম্মানে বাহন থেকে নেমে যেতেন। কীভাবে তারা আরোহী হয়ে চলবেন অথচ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হেঁটে যাচ্ছেন।[৩০৯]

কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্বারোপ

হযরত মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার জন্যে কিছু ভাতা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমি তাঁর সাথে কথা বলছিলাম। ইতোমধ্যে নামাযের ইকামত হয়ে গেল। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম আর তিনি জুতা দ্বারা ছোট পাথর সমান করছিলেন। (যে পাথরগুলো আরবরা কাতার সোজা করে দাঁড় করানোর জন্যে সারিবদ্ধভাবে বিছিয়ে রাখত।) এরপর কাতারের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি যখন বলল, কাতার সোজা হয়ে গেছে তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমিও কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এরপর তিনি তাকবীর বললেন।[৩১০]

---

[৩০৭] উয়ুনুল আখয়ার, ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃ.।

[৩০৮] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৯ পৃ.।

[৩০৯] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ১৪ পৃ.।

[৩১০] হায়াতুস সাহাবা।

www.nagorikpathagar.org

আহলে কিতাবের কাছে উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে এক পাদ্রীর দেখা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সম্পর্কে কী তোমরা তোমাদের কিতাবে কিছু পেয়েছ?

সে বলল, আমরা তোমাদের বৈশিষ্ট্য পেয়েছি তবে নাম পাইনি।

তিনি বললেন, তোমরা কী পেয়েছ?

সে বলল, করনুম মিন হাদীদ।

তিনি বললেন, করনুম মিন হাদীদ অর্থ কী?

সে বলল, কঠিন আমীর।

তখন তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহু আকবার। আমার পরে কে?

সে বলল, এক সৎ ব্যক্তি, যিনি নিকটাত্মীয়দের প্রাধান্য দিবেন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ উসমানকে রহম করুন, তিনি এ কথা তিনবার বললেন।[৩১১]

হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস বর্ণনা না করার কারণ এই নয় যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবাদের মধ্যে হাদিস বেশি সংরক্ষণ করিনি; বরং এর কারণ হচ্ছে, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে আমার ব্যাপারে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[৩১২]

পরামর্শ ও মতামত চাওয়ার সু অভ্যাস

তৃতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর যে মাসআলায় সন্দেহ হতো বা যে কোনো সমস্যায় পড়তেন, সে ব্যাপারে যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারতেন, তখন তিনি সে সম্পর্কে অন্য সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করতেন এবং সে অনুযায়ী লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন।

একবার হজ্বের সফরে এক ব্যক্তি পাখির গোশত হাদিয়াস্বরূপ পেশ করল, যা শিকার করা হয়েছিল। যখন তিনি আহার করার জন্য বসলেন, তখন তাঁর মনে সন্দেহ হলো যে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা গোশত আহার করা জায়েয কিনা? সে সফরে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। তখন তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা নাজায়েয বললেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন সে গোশত খাওয়া থেকে বিরত রইলেন।[৩১৩]

---

[৩১১] আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ৪৬৫৬।

[৩১২] হায়াতুস সাহাবা।

[৩১৩] মুসতাদরাকে ইবনে হাম্বল।

www.nagorikpathagar.org

উসমান (রা.) তাঁকে নির্দেশনা দিয়ে বললেন, তুমি তাদের সামনে সত্য দ্বীন ও 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল' এ দুইটি পেশ করবে। তাদের মধ্যে যে তা গ্রহণ করবে তাকে ছেড়ে দিবে। আর যে মুসায়লামার ধর্মে অটল থাকবে তাকে হত্যা করবে।

তখন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ তাদের কাছে এসে ইসলাম পেশ করলেন। তাদের মধ্যে একদল ইসলাম গ্রহণ করল তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিলেন। আর অন্যদল মুসায়লামার ধর্মে অটল থাকল তিনি তাদেরকে হত্যা করলেন।[৩০৭]

রাসূল ﷺ-এর চাচাকে সম্মান প্রদর্শন

এক লোক ঝগড়া করছিল। ঝগড়া করতে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রা.)-কে অবজ্ঞার চোখে দেখল। উসমান (রা.) এ কথা জানতে পেরে লোকটিকে পিটানোর আদেশ দিলেন।

তিনি তাকে বললেন, স্বয়ং রাসূল ﷺ তাঁর চাচাকে সম্মান করতেন আর তুমি তাঁকে অবজ্ঞা কর?[৩০৮]

উসমান (রা.) আহলে বাইতকে খুবই সম্মান করতেন। যখন আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) উসমান (রা.) ও ওমর (রা.)-এর পাশ দিয়ে যেতেন তখন তাঁরা তাঁর সম্মানে বাহন থেকে নেমে যেতেন। কীভাবে তারা আরোহী হয়ে চলবেন অথচ আব্বাস (রা.) হেঁটে যাচ্ছেন।[৩০৯]

কাতার সোজা করার প্রতি গুরুত্বারোপ

হযরত মালেক (রা.) বলেন, আমি উসমান বিন আফ্ফান (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার জন্যে কিছু ভাতা নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমি তাঁর সাথে কথা বলছিলাম। ইতোমধ্যে নামাযের ইকামত হয়ে গেল। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম আর তিনি জুতা দ্বারা ছোট পাথর সমান করছিলেন। (যে পাথরগুলো আরবরা কাতার সোজা করে দাঁড় করানোর জন্যে সারিবদ্ধভাবে বিছিয়ে রাখত।) এরপর কাতারের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তি যখন বলল, কাতার সোজা হয়ে গেছে তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমিও কাতারে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এরপর তিনি তাকবীর বললেন। [৩১০]

---

[৩০৭] উয়ুনুল আখবার, ১ম খণ্ড, ২৬৯ পৃ.।

[৩০৮] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৯ পৃ.।

[৩০৯] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ১৪ পৃ.।

[৩১০] হায়াতুস সাহাবা।

www.nagorikpathagar.org

আহ্‌লে কিতাবের কাছে উসমান

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব -এর সাথে এক পাদ্রীর দেখা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সম্পর্কে কী তোমরা তোমাদের কিতাবে কিছু পেয়েছ?

সে বলল, আমরা তোমাদের বৈশিষ্ট্য পেয়েছি তবে নাম পাইনি।

তিনি বললেন, তোমরা কী পেয়েছ?

সে বলল, করনুম মিন হাদীদ।

তিনি বললেন, করনুম মিন হাদীদ অর্থ কী?

সে বলল, কঠিন আমীর।

তখন তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, আল্লাহু আকবার। আমার পরে কে?

সে বলল, এক সৎ ব্যক্তি, যিনি নিকটাত্মীয়দের প্রাধান্য দিবেন।

তখন ওমর বললেন, আল্লাহ্ উসমানকে রহম করুন, তিনি এ কথা তিনবার বললেন।[৩১১]

হাদিস বর্ণনায় সতর্কতা

উসমান বলতেন, আমি রাসূল -এর হাদিস বর্ণনা না করার কারণ এই নয় যে, আমি রাসূল -এর সাহাবাদের মধ্যে হাদিস বেশি সংরক্ষণ করিনি; বরং এর কারণ হচ্ছে, আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আমি রাসূল -কে বলতে শুনেছি, যে আমার ব্যাপারে এমন কথা বলবে যা আমি বলিনি, সে যেন নিজ ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।[৩১২]

পরামর্শ ও মতামত চাওয়ার সু অভ্যাস

তৃতীয় খলিফা আমীরুল মুমিনীন উসমান -এর যে মাসআলায় সন্দেহ হতো বা যে কোনো সমস্যায় পড়তেন, সে ব্যাপারে যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারতেন, তখন তিনি সে সম্পর্কে অন্য সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করতেন এবং সে অনুযায়ী লোকদেরকে নির্দেশ দিতেন।

একবার হজ্বের সফরে এক ব্যক্তি পাখির গোশত হাদিয়াস্বরূপ পেশ করল, যা শিকার করা হয়েছিল। যখন তিনি আহার করার জন্য বসলেন, তখন তাঁর মনে সন্দেহ হলো যে, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা গোশত আহার করা জায়েয কিনা? সে সফরে আলী -ও তাঁর সফর সঙ্গী ছিলেন। তখন তিনি আলী -এর কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আলী তা নাজায়েয বললেন। উসমান তখন সে গোশত খাওয়া থেকে বিরত রইলেন।[৩১৩]

---

[৩১১] আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ৪৬৫৬।

[৩১২] হায়াতুস সাহাবা।

[৩১৩] মুসতাদরাকে ইবনে হাম্বল।

www.nagorikpathagar.org

ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিতে ফতওয়া প্রদান

একবার ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মদিনা থেকে মক্কায় আগমন করলেন। তখন কা'বা গৃহে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েই ছিল। তিনি তাঁর জন্যে স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিলেন। ঘটনাক্রমে একটি কবুতর এসে চাদরের উপর বসল। কবুতর চাদরের উপর মল ত্যাগ করবে এ ভয়ে তিনি কবুতরকে তাড়িয়ে দিলেন। কবুতর উড়ে গিয়ে অন্যস্থানে বসল। সেখানে একটি বিষাক্ত সাপ বসা ছিল। সেটি কবুতরকে দংশন করল। সাপের বিষে কবুতরটি মারা গেল।

এ ব্যাপারে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কাফ্ফারা দেওয়ার ফতওয়া দিলেন। কেননা, ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-ই কবুতরটিকে উড়িয়ে দিয়ে রক্ষিতস্থান থেকে অরক্ষিত স্থানে নিয়েছিলেন।[৩১৪]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে শিষ্টাচারিতা

কুবাত বিন আশয়াম উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে এসে বসলেন।

তখন উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁকে বললেন, আপনি বড় নাকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড়?

তিনি বললেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড়, তবে আমি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করেছি।[৩১৫]

উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উতবার সম্পদ

ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আবু সুফিয়ানের ছেলে উতবার কাছে লোক পাঠালেন। যিনি তায়েফের গভর্নর ছিলেন। তিনি তাকে গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। একদিন কোনো এক রাস্তায় উতবার সাথে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর দেখা হলে তিনি তার কাছে ত্রিশ হাজার দিরহাম পেলেন।

তখন ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, এ সম্পদ তোমার কাছে কোথায় থেকে এসেছে?

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! এটা আপনারও না আর মিসকীনদেরও না। এটি আমার ক্রয় করা জমিনের ভেতরে পেয়েছি।

তখন ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, আমাদের কর্মকর্তারা যদি কোনো সম্পদ পায় তাহলে তা বায়তুল মালে জমা হবে। এ কথা বলে তিনি তার থেকে সে সম্পদ নিয়ে বায়তুল মালে জমা করে দিলেন।

এরপর দিনের পর দিন অতিবাহিত হতে লাগল, এরই মধ্যে ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ইন্তিকালের পর খিলাফত উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর হাতে ন্যস্ত হলো।

তখন উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উতবাকে বললেন, তোমার কী এ সম্পদের প্রয়োজন আছে? কেননা ওমর তোমার এ সম্পদ বায়তুল মালে জমা দেওয়ার কোনো কারণ আমি দেখছি না।

---

[৩১৪] মুসনাদে শাফেয়ী।

[৩১৫] দালায়িলুন নুবুওয়াহ্, লিল বায়হাকী, ১ম খণ্ড, ৭৭।

www.nagorikpathagar.org

উতবা বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার তা প্রয়োজন আছে। তবুও আপনি তা আমাকে দেবেন না। কেননা যদি আপনি আগের খলিফার নির্দেশ পাল্টে দেন তাহলে আপনার নির্দেশও আপনার পরবর্তীরা পাল্টে দিবে।[৩১৬]

নিজেকে পরামর্শের অনুগত রাখা

উসমান -এর সময়ে মসজিদে নববীকে প্রসারিত করার প্রয়োজন হলো। তখন তিনি সাধারণ মানুষের সাথে তা নিয়ে পরামর্শ করতে চাইলেন। সেখানে মারওয়ান বিন হাকামও উপস্থিত ছিল। সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার ওপর জীবন উৎসর্গ হোক। এ ব্যাপারে পরামর্শ করার কী প্রয়োজন? ওমর তো মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করার সময় কারো সাথে আলোচনা পর্যন্ত করেননি। এ কথা শুনে উসমান রেগে বললেন, চুপ কর, ওমরের ব্যাপার হলো, তাঁকে মানুষ এত বেশি ভয় পেত যে, যদি তিনি লোকদের বলতেন 'গুই সাপের গর্তে প্রবেশ কর' লোকেরা তাতেও ঢুকে যেত, কিন্তু আমার ব্যাপার হলো আমি নরম স্বভাবের লোক। এজন্য আমি সতর্কতা অবলম্বন করি, যাতে করে কেউ প্রতিবাদ না করে।[৩১৭]

খিয়ানতের কারণে জামাতাকে বরখাস্ত

হারিস বিন হাকাম হযরত উসমান -এর চাচাতো ভাই ও জামাতা ছিলেন। উসমান তাকে তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করলেন। তার কাজ ছিল বাজারে জিনিসপত্রের ক্রয়-বিক্রয়, তার মূল্য, দোকানদারদের ওজন, পরিমাপ ও মুদ্রা পর্যবেক্ষণ করা। যাতে করে বেচাকেনায় কোনো ধরনের দুর্নীতির অভিযোগ না আসে। কিন্তু আত্মীয়তা ও নৈকট্য সত্ত্বেও উসমান এ বিষয়ে অবগত হলেন যে, হারিস বিন হাকাম নিজ কর্তব্য বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে না এবং নিজ পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ মুনাফা লাভ করার জন্যে বাজারের কোনো কোনো জিনিস নিজের জন্য নির্ধারিত করে নিয়েছে। তখন উসমান তার প্রতি তীব্র অসন্তুষ্ট হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করে দিলেন।[৩১৮]

উসমান -কে নিয়ে এক ব্যক্তির তর্ক

এক লোক আলী -এর কাছে এসে বলল, নিশ্চয়ই উসমান জাহান্নামে।

তখন আলী বললেন, তুমি কোথায় থেকে জেনেছ?

সে বলল, কেননা তিনি অনেক অঘটন ঘটিয়েছেন।

---

[৩১৬] আল উকবাল ফারীদ, ১ম খণ্ড, ৪৮ পৃ.।

[৩১৭] ওয়াফাউল ওয়াফা, ২য় খণ্ড, ৫০৮।

[৩১৮] হযরত উসমান।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, তোমার অভিমত কী যদি তোমার মেয়ে থাকে, তুমি কী তাকে পরামর্শ করা ব্যতীত বিয়ে দিবে?

সে বলল, না।

তিনি বললেন, তুমি বল নবী করীম ﷺ কী কোনো কাজ করতে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করতেন নাকি করতেন না?

সে বলল; বরং তিনি পরামর্শ করতেন।

তিনি বললেন, আর আল্লাহ কী তাঁকে ভালোটা পছন্দ করে দিতেন নাকি দিতেন না?

সে বলল; বরং আল্লাহ তাঁকে ভালোটাই পছন্দ করে দিতেন।

তিনি বললেন, তাহলে এবার বল উসমানের সাথে রাসূল ﷺ-এর মেয়ের বিয়ে কী আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে দিয়েছেন নাকি দেননি?

এ কথা শুনে লোকটি হতবাক হয়ে গেল। সে কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।[৩১৯]

অবরোধকারীদের উদ্দেশ্যে উসমান رضي الله عنه-এর কথা

দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থেকে আমীরুল মুমিনীন উসমান رضي الله عنه কঠিন থেকে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলেন। এর কারণে তিনি অবরুদ্ধ মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কী জানো নবী করীম ﷺ উহুদ পাহাড়ে উঠলে তা কাঁপতে শুরু করল তখন তিনি বললেন, স্থির হও, তোমার ওপর একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও একজন শহীদ ব্যতীত আর কেউ নেই। তখন তো আমি তাঁর সাথে ছিলাম?

তারা বলল, হ্যাঁ।

তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কী জানো বাইয়াতে রিদওয়ানের দিন রাসূল ﷺ যখন আমাকে মক্কা নগরীতে প্রেরণ করেছেন তখন তিনি নিজের একটি হাত দিয়ে বললেন, এটি উসমানের হাত?

তারা বলল, হ্যাঁ।

তিনি আবার বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কী জানো রাসূল ﷺ জায়সে উসরার ব্যাপারে বলছেন, 'কে দান করবে, যে দান নিশ্চিত কবুল হবে।' মানুষ তখন খুব কষ্টের মাঝে ছিল, তখন আমিই সৈন্যদলকে সুসজ্জিত করেছি।

তারা বলল, হ্যাঁ।

তারপর তিনি আরো বললেন, আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তোমরা কী জানো বী'রে রুমা, যে কূপ থেকে কেনা ব্যতীত কেউ

[৩১৯] হায়াতুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৪৫৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

পানি পান করতে পারত না, আমি সে কূপটি ক্রয় করে গরিব, ধনী, মুসাফির সবার জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছি।
তারা বলল, হ্যাঁ।[৩২০]

ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়ে রুকাইয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর রূহ মোবারক আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টির দিকে ছুটে চলে গেছে। যিনি উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর স্ত্রী ছিলেন।
তখন ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে এসে বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমি আমার কন্যাকে তোমার কাছে বিয়ে দিব?
এ কথা শুনে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) চুপ করে রইলেন। কেননা তিনি জানতে পেরেছেন তাঁর মেয়ে হাফসাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিয়ে করতে ইচ্ছে করেছেন।
তিনি চুপ করে থাকায় ওমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) খুবই রাগ হলেন। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ব্যাপারে অভিযোগ করলেন।
তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, আল্লাহ তা'আলা অচিরেই তোমার মেয়ে হাফসাকে উসমান থেকে উত্তম ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিবেন। আর উসমানকে তোমার মেয়ের থেকে উত্তম মেয়ের সাথে বিয়ে দিবেন।
তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাফসা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিয়ে করলেন আর উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়েকে বিয়ে করলেন।[৩২১]

উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে পানি পান করালেন আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)

আমীরুল মুমিনীন উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর ওপর অবরোধ তীব্র থেকে তীব্র আকার ধারণ করল এমনকি পানির স্বল্পতায় তিনি তাঁর ঘরে থাকা পানির পাত্রের তলা থেকে পানি পান করছিলেন।
তখন যোবাইর বিন মাত'আম (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দ্রুত আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে ছুটে গেলেন। তিনি তাঁকে চিন্তিত মনে বললেন, ইবনে আবু তালিব, তুমি কী এতে খুশি যে, তোমার চাচাতো ভাই ঘরে থাকা সামান্য পানি থেকে পান করছেন?
আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তাঁর অবস্থা এত কঠিন হয়ে গেছে?
যোবাইর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন, হ্যাঁ; বরং এর থেকে মারাত্মক।
তখন আলী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সিংহের মতো দ্রুত ছুটে গিয়ে একটি পানির পাত্র নিয়ে উসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর কাছে হাজির হলেন। এরপর তা থেকে তাঁকে পান করালেন।[৩২২]

---

[৩২০] তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ৩৬৯৯।
[৩২১] আল আকদুল ফারীদ, ৭ম খণ্ড, ৯৬ পৃ.।
[৩২২] ইবনে আসাকির, ৩৬৯।

www.nagorikpathagar.org

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু-এর অসিয়ত

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু-কে হত্যা করার পর তাঁর পবিত্র রূহ মোবারক আল্লাহর কাছে ছুটে চলে গেল। এরপর লোকেরা তাঁর ধনভাণ্ডার খুঁজতে লাগল। সেখানে তাঁরা একটি সিন্ধুক পেল। সিন্ধুকের ভেতরে একটি কাগজ পেল। সেখানে লেখা ছিল,

‘এটি উসমানের অসিয়ত, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি, উসমান বিন আফ্ফান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, আর নিশ্চয়ই মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। নিশ্চয়ই জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করবেন এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা‘আলা ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। আর সেই ওয়াদার ওপর আমরা জীবিত থাকি, মৃত্যুবরণ করব এবং পুনরায় জীবিত হবো ইন-শা-আল্লাহ (আল্লাহ চাহে তো)।[৩২৩]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু-এর বাণী

-পৃথিবীর চিন্তা একটি অন্ধকার, আর পরকালের চিন্তা একটি আলো।

-দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার প্রিয়, গুনাহবিমুখ ব্যক্তি ফেরেশতাদের প্রিয় আর লালসাবিমুখ ব্যক্তি মুসলমানদের কাছে প্রিয়।

-চারটি জিনিস মূল্যহীন- আমলহীন ইলম, সে সম্পদ যা ব্যয় করা হয় না, সন্যাসভাব যা দ্বারা দুনিয়া অর্জন করা হয়, সে দীর্ঘ হায়াত যার মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় তৈরি করা হয় না।

-পৃথিবীতে আমার তিনটি বস্তু পছন্দনীয়- ক্ষুধার্তদের খাওয়ানো, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র পরিধান করানো, কুরআন মাজীদ নিজে পাঠ করা, অন্যকে পাঠ করানো।

-চারটি বস্তুর মধ্যে বাহ্যত একটি সৌন্দর্য, কিন্তু চারটি আবশ্যক বিষয় বিদ্যমান- নেক লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করা এক সৌন্দর্য, কিন্তু তাঁর অনুসরণ একটি আবশ্যক কাজ। কুরআন তিলাওয়াত করা একটি সৌন্দর্য, কিন্তু তার ওপর আমল করা একটি আবশ্যকীয় কাজ। রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা একটি সৌন্দর্য, কিন্তু তাঁর দ্বারা অসিয়ত পূর্ণ করানো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবর যিয়ারত করা একটি সৌন্দর্য, কিন্তু কবরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

-আমি চার কাজে মজা পাই- ফরযসমূহ আদায় করার মাঝে, হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার মাঝে, প্রতিদানের আশায় নেক কাজ করার মাঝে ও আল্লাহর ভয়ে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাঝে।

-মুত্তাকীর আলামত পাঁচটি-এমন ব্যক্তির সংস্রবে থাকা, যার দ্বারা দ্বীনের সংশোধন হয়। লজ্জাস্থান ও জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখা। দুনিয়াবী আনন্দকে আযাব মনে করা।

---

৩২৩ আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৯।

www.nagorikpathagar.org

সন্দেহজনক হালাল থেকেও বিরত থাকা ও নিজের ব্যাপারে একীন হওয়া যে, আমি ধ্বংসের মাঝে পড়ে আছি।[৩২৪]

তোমরা উসমানকে হত্যা করো না

আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন অবরুদ্ধ ছিলেন। তিনি মানুষকে চলে যাওয়ার আদেশ দিলে সবাই চলে গেলেন, তিনিই ঘরে একা একা বসে ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন সালাম ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে সালামদিলেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আব্দুল্লাহ বিন সালাম তুমি কেন এসেছ?

তিনি বললেন, আমি আপনার সাথে রাত কাটাতে এসেছি যতক্ষণ না আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করেন অথবা আপনার সাথে আমাকে শহীদ করেন। কেননা আমি দেখছি এরা আপনাকে হত্যা করেই ছাড়বে। যদি তারা আপনাকে হত্যা করে তবে তা আপনার জন্যে কল্যাণকর আর তাদের জন্যে ক্ষতিকর।

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমার ওপর আমার যে অধিকার আছে, সে অধিকারে আমি তোমাকে বলছি তুমি ফিরে যাও........।

তখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘর থেকে হতাশ হয়ে বের হয়ে এলেন। তিনি বের হয়ে এলে বিদ্রোহীরা তাঁকে ঘিরে একত্রিত হলো।

তিনি তাদের সামনে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন, তোমাদের পূর্বে জাতিরা যখন কোনো নবীকে হত্যা করত তখন হত্যার দিয়্যাত (শাস্তি) হিসেবে তাদের সত্তর হাজার লোককে হত্যা করা হতো। যখন তারা কোনো খলিফাকে হত্যা করা হতো তখন তার দিয়্যাত (শাস্তি) হিসেবে তাদের পঁয়ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করা হতো।

সুতরাং তোমরা বর্তমান খলিফার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি তাঁর হায়াত শেষ হয়ে এসেছে যা আমরা আল্লাহর কিতাবে পেয়েছি। তারপরও আমি তোমাদেরকে ওই আল্লাহর শপথ দিচ্ছি যার হাতে আমার প্রাণ যে ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করবে সে কিয়ামতের দিন অবশ ও দুই হাতা কাটা অবস্থায় আল্লাহর সাথে দেখা করবে।[৩২৫]

তোমরা উসমানকে গালি দিও না

কিছু মানুষের অন্তর নিফাকীতে আক্রান্ত হয়েছে। তারা নূরের আলো হারিয়ে ফেলেছে।

---

[৩২৪] আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ, ৯২।

[৩২৫] ফাযায়েলুস্ সাহাবা, ৭৭৪।

www.nagorikpathagar.org

তাদের মধ্য থেকে একদল লোক বসে বসে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে নিয়ে আলোচনা করছিল। তারা তাঁর নামে কুৎসা রটনা করছিল এবং তাঁকে গালাগালি করছিল। তাদের কথাবার্তার আওয়াজ গিয়ে যখন আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কানে গেল তখন তিনি ক্ষীপ্ত ঘোড়ার মতো ছুটে গিয়ে তাদের ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করলেন।

তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, তোমরা উসমানকে গালি দিবে না, আমরা তাঁকে আমাদের সেরাদের একজন হিসেবে গণ্য করি।[৩২৬]

প্রশান্তচিত্তে বিদ্রোহীদের সাথে কথোপকথন

আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁর ঈমানকে অবরুদ্ধ করতে পারেনি, তাঁর দৃঢ়তাকে দুর্বল করতে পারেনি। তখন তাঁকে হত্যা করতে তাঁর ঘরে দুইটি লোক প্রবেশ করল।

প্রথম লোক যে বনূ লাইছের ছিল সে তাঁকে হত্যা করতে এগিয়ে আসল।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, কোন গোত্র থেকে?

সে বলল, লাইছী।

তিনি বললেন, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারো না।

সে বলল, কেন?

তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কি একদল লোকের মাঝে তোমার জন্যে দোয়া করেননি যে, তোমাকে যেন অমুক অমুক দিন ফেতনা থেকে হেফাযত করা হয়।

সে বলল, অবশ্যই করেছেন।

তখন তিনি বললেন, তাহলে তুমি কেন করবে?

তখন লোকটি ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেল এবং বিদ্রোহীদের থেকে আলাদা হয়ে চলে গেল।

এরপর এক লোক প্রবেশ করল, সে কোরাইশী ছিল।

সে এসে বলল, উসমান, আমি তোমাকে হত্যা করব?

তিনি বললেন, কখনো না।

সে বলল, কেন?

তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার জন্যে অমুক অমুক জায়গায় ক্ষমা চেয়েছেন, সুতরাং তুমি হারামভাবে রক্তপাতের সাথে জড়িতও না।

তখন লোকটি ক্ষমা চেয়ে ফিরে গেল এবং বিদ্রোহীদের থেকে পৃথক হয়ে গেল।[৩২৭]

---

[৩২৬] ফাযায়েলুস্ সাহাবা, ৭৪৪।

[৩২৭] মুসনাদে আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ২৭।

www.nagorikpathagar.org

খিলাফত ছেড়ে দিতে চাইলেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিন্তিত আকাশ মাথায় নিয়ে অবরুদ্ধ উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে প্রবেশ করলেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিরক্ত হয়ে বললেন, মুগীরা যা বলেছে তার ব্যাপারে তোমার মত কী?

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সে কী বলেছে?

তিনি বললেন, এ সকল বিদ্রোহীরা, তারা চাচ্ছে খিলাফত থেকে আমি পদত্যাগ করি এবং তাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াই।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি কী মনে করেন তা করলে আপনি দুনিয়াতে স্থায়ী হয়ে যাবেন?

তিনি বললেন, না।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি কী মনে করেন যদি আপনি তা না করেন তারা আপনাকে হত্যার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে?

তিনি বললেন, না।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তারা কী জান্নাত, জাহান্নামের মালিক?

তিনি বললেন, না।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাহলে আমি দেখি না এতে কোনো ফায়দা আছে। যখনই কোনো খলিফাকে খিলাফতের দায়িত্ব দেওয়া হবে তখনই তারা তার থেকে তা কেড়ে নিতে চাইবে। আপনি খিলাফতের সেই জামা খুলবেন না, যে জামা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে পরিয়েছেন।[৩২৮]

বিদ্রোহীদের অবরোধ

চুড়ি যেমন হাতকে ঘেরাও দিয়ে রাখে তেমনি বিদ্রোহীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এমনকি তারা সেখানে খাবার পানি পর্যন্ত যেতে দিচ্ছে না।

তখন আবু ক্বাতাদা ও তাঁর সাথে অন্য এক লোক উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গিয়ে হজ্ব করার অনুমতি চাইলেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন। যখন তাঁরা বের হয়ে আসলেন তখন তারা দেখলেন হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তারপর তিনি বীরের মতো বলতে লাগলেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি আপনার সামনে আছি, আপনি আমাকে আদেশ করুন।

---

[৩২৮] ফাযায়েলুস্ সাহাবা, ৭৬৭। ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ, ৩য় খণ্ড, ৪৮।

www.nagorikpathagar.org

উসমান বললেন, ভাতিজা, তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছ। বিদ্রোহীরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে চাচ্ছে না। আল্লাহর শপথ! আমি মুমিনদেরকে যুদ্ধের দিকে উত্তেজিত করতে চাই না; বরং আমি নিজেকে বিলিয়ে মুমিনদেরকে রক্ষা করতে চাই।

আবু বকর বললেন, আমীরুল মুমিনীন, যদি আপনার কিছু হয় তাহলে আপনি আমাদেরকে কী আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন?

তিনি বললেন, তোমরা দেখ, মুহাম্মদ -এর উম্মতেরা কোন বিষয়ের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়। কেননা তারা সবাই একত্রে পথভ্রষ্ট হবে না। তোমরা যেখানে থাক দলের সাথে থাক।

বাস্‌সার বিন মূসা বলেন, আমি এ ঘটনা হাম্মাদ বিন যায়েদের কাছে বর্ণনা করলাম তখন তিনি তা শুনে কান্না করলেন, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু টপ্ টপ্ করে ঝরতে লাগল।

এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা উসমান -এর ওপর রহম করুন, তিনি চল্লিশ দিন অবরুদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তবুও এমন কোনো কথা তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়নি যা বিদ্রোহীদের জন্যে দলিল হবে।[৩২৯]

শেষ বাক্য

আব্দুল্লাহ বিন সালাম খুবই চিন্তা ও হতাশার সাথে উসমান -এর হত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, উসমান -কে হত্যা করার সময় তিনি কী বলেছেন?

তারা বলল, আমরা শুনতে পেয়েছি তিনি বলেছেন, হে আল্লাহ, উম্মতে মুহাম্মদীকে এক কর। হে আল্লাহ, উম্মতে মুহাম্মদীকে এক কর। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন।

তখন আব্দুল্লাহ বিন সালাম বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ! তিনি যদি ওই অবস্থায় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন যে, আল্লাহ যেন উম্মতে মুহাম্মদীকে এক না করে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মদীকে এক করতেন না।[৩৩০]

সর্বোচ্চ পরিষদে উসমান

একদল লোক আলী -এর চতুর্দিকে বসে তাঁর থেকে নবী ও ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীদের জীবনী শুনছিল।

---

৩২৯ আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৯২।

৩৩০ আল মুহতাদিরীন লি ইবনে আবুদ্দুনিয়া, ৫৮।

www.nagorikpathagar.org

তিনিও তাঁদেরকে খুব আগ্রহের সাথে অগ্রগামী সাহাবীদের ত্যাগ তিতিক্ষা শুনাচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোক বলল, আপনি আমাদেরকে উসমান সম্পর্কে বলুন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব আকর্ষণের সাথে বললেন, তিনি এমন এক ব্যক্তি যাকে মালাউল আ'লায় যুন নূরাইন বলে ডাকা হয়। মালাউল আ'লা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সর্বোচ্চ পরিষদে অর্থাৎ আকাশে।[৩৩১]

আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে যাব না

মুগীরা বিন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসলেন। তিনি তখন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।

মুগীরা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আপনি সকলের নেতা। আপনাকে নিয়ে যা হচ্ছে তা আপনি দেখছেন। আমি আপনাকে তিনটি পথ বলছি আপনি যে কোনো একটি বেছে নিন।

হয় আপনি যুদ্ধ করতে বের হবেন, কেননা আপনার হাতে অনেক শক্তি আছে, আর আপনি সত্যের ওপর আছেন তারা অসত্যের ওপর আছে।

অথবা, আমরা আপনার জন্যে ঘরের পেছন দিয়ে একটি দরজা করে দিই আপনি সেই দরজা দিয়ে মক্কায় চলে যাবেন। কেননা তারা সেখানে আপনাকে হত্যা করাকে বৈধ মনে করবে না।

অথবা, আপনি সিরিয়া চলে যান সেখানে তো মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু আছেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব ব্যক্তিত্বের সাথে বললেন, জেনে রাখ, আমি যদি যুদ্ধ করি তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে রেখে গেছেন তাদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হব যে তাঁর উম্মতের মাঝে রক্তপাত ঘটিয়েছে।

আর আমি মক্কা যাওয়া, আমি তো মক্কায় যাব না এ কারণে যে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি মক্কায় কোরাইশদের এক লোককে দাফন করা হবে যাকে বিশ্বের অর্ধেক শাস্তি দেওয়া হবে।

আর আমার সিরিয়া যাওয়া, সিরিয়া তো এ কারণে যেতে পারব না যে, আমি চাই না আমার হিজরতে ঘর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ থেকে দূরে থাকি।[৩৩২]

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দ্রোহ

যখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কানে খলিফার অবরুদ্ধ হওয়ার সংবাদ পৌছল। তিনি বিদ্যুৎগতিতে তরবারি হাতে নিয়ে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ছুটে গেলেন।

---

[৩৩১] আল ইসাবা, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭৭ পৃ.।

[৩৩২] তারিখুল খুলাফা, ২৫৮।

www.nagorikpathagar.org

তিনি তাঁর কাছে এসে চিৎকার দিয়ে বললেন, তারা কী ভালো হবে, নাকি মার খাবে।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব শান্তভাবে বললেন, আবু হুরায়রা, তুমি কী সকল মানুষকে হত্যা করতে পারলে খুশি হবে?

তিনি বললেন, না।

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি যদি কোনো এক ব্যক্তিকে হত্যা কর তবে তুমি সকল মানুষকেই হত্যা করলে।

তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মনে তাঁর এ কথা গেঁথে গেল। তিনি শান্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

এর মধ্যে একদিন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সাথে অবরুদ্ধ থাকা অবস্থায় বিদ্রোহীরা এক লোককে হত্যা করল।

তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমীরুল মুমিনীন, এখন হত্যা করা বৈধ কেননা তারা আমাদের একজনকে হত্যা করেছে।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি তোমাকে দৃঢ়ভাবে বলছি, তুমি তোমার তরবারি রাখ। আমি চাচ্ছি নিজেকে পেশ করে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে।[৩৩৩]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও বিদ্রোহীদের প্রশ্ন

মিশর থেকে বিদ্রোহীরা উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে শাস্তি দিতে মদিনা এসেছে। যখন তারা মদিনার কাছে এসে পৌছল তখন তিনি মিম্বরে উঠে খুতবা দিলেন।

খুত্বাতে তিনি বললেন, ...তোমরা মন্দ প্রকাশ করেছ, আর কল্যাণ গোপন রেখেছ। তোমরা জনগণের বিদ্রোহকে উস্কে দিচ্ছ। তোমাদের মধ্যে কে আছো এ দলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে তারা কিসের প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? তাদের উদ্দেশ্য কী? তিনি এ কথা তিনবার বললেন, কিন্তু তারপরও কোনো উত্তর আসেনি। তখন সবাই চুপ করে রইল কেউ কোনো উত্তর দিল না।

তাদের নিরবতা ভেঙে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, আমি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তুমি তাদের আত্মীয় তাদের নিকটবর্তী এবং তাদের জন্যে অধিক উপযুক্ত।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের কাছে আসলেন। তারা তাঁকে স্বাগত জানাল আর বলল, আমাদের কাছে যারা আসছে তাদের মধ্যে আপনিই অধিক প্রিয়।

তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কিসের প্রতিশোধ নিবে?

তারা বলল, আমরা তার থেকে প্রতিশোধ নিব এ কারণে যে, তিনি আল্লাহর কিতাবকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়েছেন, তিনি চারণভূমি দখল করেছেন, তিনি নিজের

---

[৩৩৩] ত্বাবাকাতু ইবনি সা'দ, ৩য় খণ্ড, ৫১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আত্মীয়স্বজনকে সরকারি পদে নিয়োগ দিয়েছেন, মারওয়ানকে দুই লক্ষ দিরহাম দিয়েছেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদেরকে কষ্ট দিয়েছেন।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন।

-কোরআন তা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে, আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন হরফে পড়তে নিষেধ করেছি যাতে করে তোমাদের মাঝে মতানৈক্য না হয়, সুতরাং তোমাদের যে কিরাতে ইচ্ছা তোমরা তা পাঠ কর।

-আর চারণভূমি, আল্লাহর শপথ! আমি তা নিজের জন্যে সংরক্ষণ করিনি, আমি তো তা সদকার গবাদিপশুর জন্যে সংরক্ষণ করেছি, যাতেকরে মিসকীনরা ভালো মূল্য পায়।

-আর তোমাদের অভিযোগ, আমি মারওয়ানকে দুই লক্ষ দিরহাম দিয়েছি, সে সম্পদ তো তাদের ঘরের.......।

-আর তোমাদের অভিযোগ, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের কষ্ট দিয়েছি, এটা তো এ কারণে যে, আমি মানুষ, কখনো রাগ হয় কখনো খুশি হয়, সুতরাং তাদের মধ্যে যারা প্রতিশোধ নিতে চায় তারা আসুক, আমি তো এখানেই আছি, যদি চায় আমাকে বন্দি করুক, যদি চায় আমাকে ক্ষমা করুক, অথবা যদি চায় বিনিময় নিয়ে খুশি হবে তাহলে বিনিময় গ্রহণ করুক।

বিদ্রোহীরা তাদের কথার উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে মদিনায় প্রবেশ করল।[৩৩৪]

বন্দিদশায়ও কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি যত্ন

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আযাদকৃত গোলাম মুসলিম আবু সাইদ (রহ) বলেন, বন্দিদশায় উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বিশজন গোলাম আযাদ করেন। অতঃপর পাজামা চেয়ে তা পরিধান করলেন এবং তা খুব কষে বেঁধে নিলেন। অথচ এর আগে তিনি না জাহিলী যুগে সেলোয়ার পাজামা পরেছেন, না ইসলাম গ্রহণ করার পর। তারপর বললেন, গত রাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে স্বপ্নে দেখেছি। তাঁরা আমাকে বলেছেন, ধৈর্য ধরো, কারণ, তুমি আগামীকাল সন্ধ্যায় আমাদের কাছে এসে ইফতার করবে। তারপর তিনি কুরআন শরীফ চাইলেন এবং কুরআন শরীফ খুলে নিজের সামনে রাখলেন। যখন তিনি শহীদ হলেন তখন কুরআন খোলা অবস্থায়ই তাঁর সামনে ছিল।[৩৩৫]

তুমি আমাদের সাথে ইফতার করবে

খুব আফসোস ও দুঃখের সাথে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী নায়েলা আমীরুল মুমিনীন উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করার পূর্বে তাঁর শেষ মুহূর্তের ঘটনা বলছিলেন।

---

[৩৩৪] আছারুস্ সাহাবা, ২য় খণ্ড, ১৬।

[৩৩৫] হায়াতুস সাহাবা।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, যখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অবরুদ্ধ হলেন তখন থেকে তিনি প্রতিদিন রোযা রেখে কাটাতেন। যখন ইফতারের সময় হতো তখন তিনি মিষ্টি পানি চাইতেন।

একদিন তিনি পানি চাইলে তারা বলল, এই নিন এটা রকী কূপের পানি, এ পানিগুলো যে কূপের সে কূপে মানুষ ময়লা আবর্জনার কাপড় ফেলত। যখন সেহরীর সময় হলো তখন আমি এক প্রতিবেশীর কাছে গিয়ে পানি চাইলাম। তারা আমাকে পানি দিল। আমি একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তারপর তাঁকে ঘুম থেকে জাগালাম।

আমি বললাম, এগুলো মিষ্টি পানি, আপনার জন্যে আমি নিয়ে এসেছি।

তিনি বললেন, এই সাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এসেছেন, তাঁর সাথে তখন পানির বালতি ছিল।

তিনি আমাকে বললেন, উসমান, পান কর, আমি তৃষ্ণা নিবারণ করা পর্যন্ত পান করলাম।

তিনি আমাকে আবার বললেন, আরো পান কর, তখন আমি তৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত পান করলাম।

তারপর তিনি বললেন, এরা তোমার উপরে অচিরেই আক্রমণ করবে। যদি তাদের সাথে যুদ্ধ কর তবে জয়ী হবে আর যদি যুদ্ধ না কর তবে আমাদের সাথে এসে ইফতার করবে।

তাঁর স্ত্রী বলেন, এরপর সেই দিনেই বিদ্রোহীরা এসে তাঁকে হত্যা করে।[৩৩৬]

বিরোধীদের আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করলেন

আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ) বলেন, সাঈদ বিন আ'স রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কতদিন পর্যন্ত আমাদের হাত ফিরিয়ে রাখবেন? এ বিদ্রোহীরা তো আমাদের খেয়ে ফেলছে। কেউ আমাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করে, কেউ আমাদের পাথর মারছে, কেউ আবার তলোয়ার উঁচিয়ে দেখাচ্ছে। সুতরাং আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিন আমরা এদের সাথে লড়াই করি।

তখন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার তো তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার মোটেই ইচ্ছা নেই। যদি আমি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করি, আমি নিশ্চয়ই তাদের থেকে নিরাপদ হয়ে যাব, কিন্তু তাদের এবং তারা, যারা তাদেরকে আমার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দিয়েছে সবাইকে আমি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে দিচ্ছি। কেননা,

[৩৩৬] কিতাবুস্ সুন্নাহ লি ইবনি আবী আসেম, হাদিস নং ১৩০২, ২য় খণ্ড, ৫৯৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আমাদের সকলকে নিজ প্রভুর নিকটে একত্রিত হতে হবে। কোনোভাবেই আমি তোমাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিতে পারি না।[৩৩৭]

রাত তাদের জন্যে

আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা)-এর অভ্যাস ছিল তিনি যখন রাতের বেলায় উঠতেন তখন নিজের অযুর পানি নিজেই নিতেন। তাকে বলা হলো, আপনি যদি খাদেমকে নির্দেশ দেন তাহলে সে তো আপনার জন্য ব্যবস্থা করে দিত। এর উত্তরে তিনি বললেন, না, রাত তাদের জন্যে, তারা রাতে বিশ্রাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ তারা কাজ করে, সুতরাং রাতে তারা বিশ্রাম করবে।[৩৩৮]

উসমান রাসূল -এর পাশে থাকতে সন্তুষ্ট

সায়্যেদা রায়ত্বা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমাকে উসামা বিন যায়েদ উসমান -এর কাছে প্রেরণ করেছেন।

তিনি আমাকে বললেন, যাও, কেননা মহিলারা ঘরের ভেতরে যেতে সহজ হবে। তুমি গিয়ে তাঁকে বলবে, আপনার চাচাতো ভাই উসামা আপনাকে সালাম জানিয়েছে, আর বলেছে, 'আমার অনেক চাচাতো ভাই আমার কাছেই আছে, আমার কাছে বাহন আছে, যদি আপনি চান তাহলে আমরা তা ঘরের কিনারায় প্রস্তুত করতে পারি, এরপর আপনি বের হয়ে মক্কায় মুকার্‌রমা যাবেন যেখানে মানুষ নিরাপদ থাকে। কেননা রাসূল তা করেছেন যখন তিনি তাঁর গোত্রের লোক থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় করেছেন।'

রায়ত্বা এসে উসমান -কে উসামার কথাগুলো বললেন।

তখন উসমান বললেন, তাঁকে আমার পক্ষ থেকে সালাম ও আল্লাহর রহমত বলবে। আর তাকে বলবে, আল্লাহ তাকে তার চাচাতো ভাইয়ের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি এমন নই যে, মৃত্যুর ভয়ে রাসূল -কে ত্যাগ করে দূরে চলে যাব।

তখন রায়ত্বা উসামা -এর কাছে এসে খলিফার কথাগুলো জানালেন।

তখন উসামা বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি ফিরে যাও আমি দেখছি তিনি নিহতই হবেন।[৩৩৯]

আমি নবী করীম -এর আগে তাওয়াফ করব না

বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে নবী করীম ওমরা করার জন্য মক্কার দিকে রওনা দিলেন, কিন্তু পথে তিনি কোরাইশদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

---

[৩৩৭] হায়াতুস সাহাবা, তাবাকাতে ইবনে সা'দ।

[৩৩৮] ফাযায়েলুস সাহাবা, ৭৪২ পৃ.।

[৩৩৯] ইবনে আসাকির, ৪১১।

www.nagorikpathagar.org

তখন তিনি ওমর -কে বার্তাবাহক হিসেবে মক্কায় প্রেরণ করে তাদেরকে জানাতে চাইলেন যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসছেন না; বরং ওমরা পালন করতে আসছেন।

তখন ওমর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আমার ব্যাপারে কোরাইশদের ভয় করছি। বনূ আদীর কেউ নেই, যে আমার ওপর আক্রমণ আসলে প্রতিরোধ করবে। কোরাইশদের সাথে আমার শত্রু ও কঠোরতার ব্যাপারে আপনার তো জানা আছে; বরং আমি আপনাকে এমন একজন লোক দেখিয়ে দিচ্ছি যিনি কোরাইশদের কাছে আমার থেকে অধিক সম্মানিত..........তিনি উসমান বিন আফ্ফান।

তখন নবী করীম উসমান -কে আবু সুফিয়ান ও কোরাইশদের সম্মানিত ব্যক্তিদের কাছে প্রেরণ করলেন। কোরাইশদেরকে এ বিষয় জানিয়ে দিতে যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি; বরং কা'বাঘর যিয়ারত করতে এসেছেন।

উসমান মক্কার দিকে সফর শুরু করলেন। মক্কা প্রবেশ করার আগে আবান বিন সাঈদ বিন আল আ'সের সাথে তাঁর দেখা হলো। সে তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে। তিনি তার সাথে মক্কায় গিয়ে রাসূল -এর বার্তা কোরাইশদের কাছে পৌঁছে দিলেন।

যখন উসমান বার্তা শুনানো শেষ করলেন তখন তারা বলল, যদি তুমি চাও বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করবে তাহলে কর।

তখন উসমান বললেন, রাসূল তাওয়াফ করার আগে আমি তা তাওয়াফ করতে চাই না।[৩৪০]

এক লোক জাহান্নাম চাচ্ছে

মুসাফিরদের জন্যে বানানো সিরিয়ার এক হোটেলে চিৎকারের আওয়াজ আসছিল। হায় আমার ধ্বংস জাহান্নাম! হায় আমার ধ্বংস জাহান্নাম!

তখন আবু কিলাবা (রহ) যিনি হাফেযে হাদিস ছিলেন, তিনি ওই আওয়াজের দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন এক লোক, যার হাত কাঁধ পর্যন্ত কাটা, পাও কাটা, সে অন্ধ, চেহারার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে, সে চিৎকার করে বলছে, আমার ধ্বংস, আমি জাহান্নামী।

তখন আবু কিলাবা খুব অনুগ্রহের সাথে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার কী হয়েছে?

সে হতাশার সাথে বলল, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও।

তখন সেখানে ছুটে আসা মানুষেরা বলল, বল, তোমার কী হয়েছে?

---

[৩৪০] সিয়ারু ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, ৩২৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন সে আফসোস করতে করতে বলল, আমি ওই লোকদের মাঝে ছিলাম যারা উসমানের ঘরে প্রবেশ করেছে। আমি তাদের অগ্রভাগে ছিলাম যারা তার কাছে গিয়েছিল। আমি যখন তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম তখন তার স্ত্রী চিৎকার দিয়ে উঠল। সে চিৎকার দেওয়ার কারণে আমি তাকে থাপ্পড় মারলাম। তখন উসমান আমার দিকে তাকাল, এদিকে তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। সে আমাকে বলল, আল্লাহ যেন তোমার হাত পাগুলো অবশ করে দেন, তোমাকে অন্ধ করে দেন এবং তোমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।

যখন আমি গভীরভাবে বিষয়টি ভেবে দেখলাম তখন আমার মনে ভয় ঢুকে গেল। আমি তার অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্যে দ্রুত বের হয়ে গেলাম এবং আমি যা করেছি তা থেকে পালাতে লাগলাম। আমি আমার বাহনে উঠে দ্রুত পালাতে লাগলাম। যখন আমি এ জায়গায় পৌঁছলাম, হঠাৎ কেউ একজন এসে আমার এ রকম করে দিল যেমন তোমরা দেখছ। আল্লাহর শপথ! আমি জানি না, সে কী জ্বীন নাকি মানুষ। আল্লাহ তা'আলা আমার হাত, পা ও দৃষ্টির ব্যাপারে তার দোয়া কবুল করেছে। আল্লাহর শপথ! তার দোয়ার মধ্যে আর জাহান্নামই বাকি আছে।

আবু কেলাবা (রহ) বলেন, তখন আমি চেয়েছি আমার পা দ্বারা তাকে আঘাত করব। পরে আমি বললাম, দূরে যা.......দূরে যা...... ।[৩৪১]

আমাকে সেদিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খেয়ে ফেলা হয়েছে

খুব চিন্তা ও বিষণ্ণতার সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর একদল সাথির কাছে উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনী বর্ণনা করছিলেন।

বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বললেন, তোমরা কী জানো আমার, তোমাদের ও উসমানের উদাহরণ কী?

এর উদাহরণ হচ্ছে এক বনে তিনটি ষাঁড়ের মতো। একটি কালো আরেকটি সাদা অন্যটি লাল। তাদের সাথে একটি সিংহও আছে।

ষাঁড় তিনটি একত্রে থাকার কারণে সিংহ কিছুই করতে পারছিল না। তখন সিংহটি লাল ও সাদা সিংহকে বলল, আমাদের এ বনে সাদা ষাঁড়টি ব্যতীত আর কেউ নেই যে আমাদের ওপর নেতৃত্ব দিবে। কেননা তার রং প্রসিদ্ধ। যদি তোমরা দুইজন আমাকে অনুমতি দাও তাহলে আমি তাকে খেয়ে ফেলব। এতে আমার ও তোমাদের জন্যে তা কল্যাণকর হবে।

তখন তারা বলল, খেয়ে নাও। তারপর সে সাদা ষাঁড়টিকে খেয়ে দূরে বসে রইল।

---

[৩৪১] আর্ রিক্কাতু ওয়াল বুকা, ১৯৫।

www.nagorikpathagar.org

এরপর সে লাল ষাঁড়টিকে বলল, আমাদের এ বনে কালো ষাঁড়টি ব্যতীত আর কেউ নেই যে আমাদের ওপর নেতৃত্ব দিবে। কেননা তার রং প্রসিদ্ধ। আর আমার রং, তোমার রং প্রসিদ্ধ নয়। সুতরাং যদি তুমি আমাকে অনুমতি দাও তাহলে আমি তাকে খেয়ে নিব। এতে আমার ও তোমার উভয়ের কল্যাণ হবে।

সে বলল, খেয়ে নাও, সিংহ কালো ষাঁড়টিকেও খেয়ে নিল।

এর কিছুদিন পর সে লাল ষাঁড়কে বলল, আমি তোমাকে খাব।

তখন ষাঁড়টি বলল, আমাকে সুযোগ দাও আমি তিনবার চিৎকার দিব।

সিংহ বলল, দাও।

ষাঁড়টি চিৎকার করে বলল, জেনে রাখ, আমাকে সে দিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খাওয়া হয়েছে। আমাকে সে দিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খাওয়া হয়েছে। আমাকে সে দিন খেয়ে ফেলছে যেদিন সাদা ষাঁড়টিকে খাওয়া হয়েছে।[৩৪২]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বরকত

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানুষের মাঝে বসে কিস্সা বর্ণনা করছিলেন। তখন তিনি খুব ব্যথা ও বেদনার সাথে বললেন, ইসলামের যুগে আমি তিনটি কঠিন বিপদে পড়েছি, যেগুলোর মতো বিপদে আমি কখনো পড়িনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যু......উসমান হত্যা, আর ব্যাগ হারানো, এ তিনটি বিপদ।

তারা বলল, কী ব্যাগ?

তিনি বলল, আমরা এক সফরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বললেন, আবু হুরায়রা, তোমার কাছে কী কিছু আছে?

আমি বললাম, আমার ব্যাগে খেজুর আছে।

তিনি বললেন, নিয়ে আস।

আমি ব্যাগটি নিয়ে আসলে তিনি তাতে বরকতের দোয়া করে দিলেন।

এরপর তিনি বললেন, ব্যাগ থেকে দশটি খেজুর নিয়ে আস। আমি দশটি নিয়ে আসলাম। তারপর তিনি আবারো আনতে বললেন। আমি আবারো আনলাম। এভাবে এক এক করে সকল সৈন্যকে খেজুর খাওয়ানো হলো, তবুও ব্যাগের খেজুর শেষ হলো না।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু হুরায়রা, যখন তোমার খেজুর খেতে মনে চাইবে তুমি তাতে হাত ঢুকিয়ে খেজুর খেয়ে নিবে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় সেখান থেকে খেজুর খেয়েছি। তারপর আবু বকরের খেলাফতের সময়ও খেয়েছি। তারপর ওমরের

---

[৩৪২] তারিখুল মাদিনা, ৪র্থ খণ্ড, ১২৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

খেলাফতের সময়েও খেয়েছি এবং উসমানের খেলাফতের শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে খেজুর নিয়ে খেয়েছি।

যখন উসমান শহীদ হলেন তখন বরকত তুলে নেওয়া হলো। এক চোর আমার ঘরে ঢুকে আমার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেল।[৩৫৩]

আল্লাহর খলিফা ও আল্লাহর উটনী

আবু মুসলিম আল খাওলানীর পাশ দিয়ে মদিনার কিছু মানুষ হেঁটে যাচ্ছিল। আবু মুসলিম তখন দামেশকে ছিলেন।

তখন তিনি তাদেরকে বললেন, 'আহলে হিজরের' তোমাদের ভাইদের পাশ দিয়ে কী তোমরা এসেছ? অর্থাৎ সামুদ জাতির এলাকা।

তারা বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের যে পরিণতি করেছেন তা তোমরা কেমন দেখলে?

তারা বলল, তাদের গুনাহর শাস্তি।

তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমরাও তাদের মতো।

এরপর মুয়াবিয়া তাদের কাছে আসলেন তখন ওই শায়েখ বের হয়ে গেলেন।

মুয়াবিয়া আসলে তারা তাঁর কাছে অভিযোগ করে বলল, এ শায়েখ, আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছেন, যিনি এমাত্র বের হয়ে গেছেন।

তখন মুয়াবিয়া তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললেন, আবু মুসলিম, তোমার সাথে আর তোমার ভাতিজাদের সাথে কী হয়েছে?

তখন তিনি বললেন, আমি তাদেরকে বলেছি, তোমরা কী আহলে হিজরের পাশ দিয়ে এসেছ? তারা বলেছে, হ্যাঁ। আমি বলেছি, আল্লাহ তা'আলা তাদের যে পরিণতি করেছেন তা তোমরা কেমন দেখলে? তারা বলল, তাদের গুনাহর শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা করেছেন।

তখন আমি বলেছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তোমরাও তাদের মতো।

মুয়াবিয়া বললেন, কীভাবে, আবু মুসলিম?

তিনি বললেন, তারা আল্লাহর উটনী হত্যা করেছে, তোমরা আল্লাহর খলিফাকে হত্যা করেছ। আর আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, আল্লাহর উটনী থেকে আল্লাহর খলিফা তাঁর কাছে অধিক সম্মানিত।

---

[৩৫৩] দালায়িলুন নুবুওয়াহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

রোম সেনাপতির তাঁবুতে

রোম দেশে একটি সংবাদ কিয়ামতের মতো এসে পৌঁছল যে, উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু খিলাফতের দায়িত্ব পেয়েছেন।

তখন তাদের বড় বড় নেতারা হাসতে লাগল। উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর অধিক বয়স তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিল। তারা ধারণা করতে লাগল যে, খিলাফত দুর্বল হয়ে গেছে। তারা তাদের সীমান্তের পাশে অবস্থিত মুসলিম এলাকায় তাদের সৈন্যদের দ্বারা হামলা করে ভয় দেখাল।

তখন উসমান বিন আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে নির্দেশ দিয়ে লিখলেন যে, রোমের সেনাপতির কাছে একজন মুসলমান বীর পাঠাও।

তখন মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাঁর আদেশমতো রোমের সেনাপতির কাছে হাবীব বিন মুসাল্লামাকে পাঠালেন। তিনি এমন একজন অশ্বারোহী ছিলেন যিনি বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে আসতেন। তাঁর স্ত্রী উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে ইয়াজিদ তিনিও একজন অশ্বারোহী ছিলেন।

যখন হাবীব বিন মুসাল্লামা যুদ্ধের পোশাক পরছিলেন তখন তাঁর স্ত্রী বললেন, যখন যুদ্ধ কঠিন আকার ধারণ করবে তখন আমি আপনার সাথে কোথায় মিলিত হব তিনি বললেন, রোম সেনাপতির তাঁবুতে অথবা জান্নাতে।

তারপর তিনি ও তাঁর স্ত্রী মরণ যুদ্ধে নেমে গেলেন। তিনি তাঁর সত্যের তরবারি দ্বারা একের পর এক আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি নিজ চোখে বিজয় দেখলেন।

এরপর তিনি দ্রুত রোম সেনাপতির তাঁবুতে ছুটে গেলেন। গিয়ে দেখলেন তাঁর আগেই তাঁর স্ত্রী সেখানে উপস্থিত।[৩৪৪]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ

কূফায় মানুষেরা এক জায়গায় বসে হাদিসের চর্চা করছিল। তারা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর জীবনী নিয়ে আলোচনা করছিল। এমন সময় তাদের একজন চিৎকার দিয়ে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হয়ে মারা গেছেন।

তখন জাবানিয়ারা তাকে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে ধরে নিয়ে গেল। তারা তাঁর কাছে গিয়ে বলল, যদি আপনি হত্যা করতে নিষেধ না করতেন তবে আমরা এ লোককে হত্যা করতাম। সে ধারণা করছে উসমান শহীদ হয়েছে।

তখন ওই লোকটি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-কে বললেন, আপনিও সাক্ষ্য দিবেন উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু শহীদ হয়েছেন। আমি আপনাকে স্মরণ করে দিচ্ছি, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে তাঁর কাছে চাইলাম, তিনি দান করলেন। তারপর আমি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে চাইলাম, তিনিও আমাকে দান করলেন। এরপর আমি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর কাছে

---

[৩৪৪] তারিখুত ত্বাবারী, ৫ম খণ্ড, ২৪৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

চাইলাম, তিনিও আমাকে দান করলেন। এরপর আমি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে চাইলাম, তিনিও আমাকে দান করলেন।

এরপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার জন্যে বরকতের দোয়া করুন।

তখন তিনি বললেন, তোমার জন্যে কেনোই বা বরকত হবে না অথচ তোমাকে একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুইজন শহীদ দান করেছেন। তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন।[৩৪৫]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার এ কথাকে সত্যায়ন করেছেন, তিনি এ ব্যাপারে সাক্ষ্যও দিয়েছেন এবং মানুষকে খলিফাদের ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করতে নিষেধ করেছেন।[৩৪৬]

জান্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রফীক

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে সায়্যেদা উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা ও তাঁর স্বামী উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন।

যখন তিনি তাঁর কাছে গিয়ে বসলেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্বামী উত্তম নাকি ফাতেমার স্বামী উত্তম?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থেকে তাঁকে মায়া ও ভালোবাসার সাথে বললেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে তোমার স্বামী তাদের একজন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা দ্বারা উম্মে কুলছুম রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর অন্তর প্রশান্তি লাভ করল। যখন তিনি ফিরে যেতে চাইলেন তখন তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডেকে বললেন, আমি কী বলেছি?

তিনি বললেন, আপনি বলেছেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে আমার স্বামী তাদের একজন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাঁকে ভালোবাসেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, হ্যাঁ, আমি আরো বৃদ্ধি করে বলছি, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে তাঁর মর্যাদা দেখেছি, আমি তাঁর থেকে উঁচু কোনো মর্যাদা আমার অন্যকোনো সাহাবীদের জন্যে দেখিনি।

তিনি আরো বললেন, প্রত্যেক নবীর জন্যে একজন রফীক (বন্ধু) থাকবে। আর জান্নাতে আমার রফীক হবে উসমান।[৩৪৭]

---

[৩৪৫] আল মুসনাদ লি আবু ইয়ালা, ৩য় খণ্ড, ১৭৬ পৃ.।

[৩৪৬] কানযুল উম্মাল , ৩৬১০৩।

[৩৪৭] আল মাজমা, ৯ম খণ্ড, ৯১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

উসমান -এর স্মৃতিকথা বর্ণনা

একদিন উবায়দুল্লাহ বিন আদী বিন খায়্যার উসমান -এর কাছে বসে ছিলেন। তাঁরা উভয়ে স্মৃতিকথা বর্ণনা করতে লাগলেন।

উসমান তাকে বললেন, ভাতিজা, তুমি কী রাসূল -কে পেয়েছ?

উবায়দুল্লাহ বললেন, না.......।

এরপর উসমান বললেন, পরকথা, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ -কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। তখন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছেন এবং মুহাম্মদ যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তার ওপর ঈমান এনেছে। তারপর আমি দুইবার হিজরত করেছি এবং আল্লাহর রাসূলের জামাতা হয়েছি। তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছি। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো তাঁর অবাধ্য হয়নি, তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতাও করিনি যতদিন আল্লাহ তা'আলা জীবিত রেখেছেন।[৩৪৮]

উসমান -এর বদান্যতা ও তালহা -এর ব্যক্তিত্ব

হযরত ত্বালহা -এর কাছে উসমান -এর পঞ্চাশ হাজার দিরহাম ছিল। এরই মধ্যে একদিন উসমান মসজিদে গেলে তাঁর সাথে ত্বালহা -এর দেখা হলো।

ত্বালহা তাঁকে বললেন, আপনার সম্পদ প্রস্তুত, আপনি তা গ্রহণ করুন।

তখন উসমান উদারভাবে বললেন, আবু মুহাম্মদ (ত্বালহা), তোমার সম্মানে তা তোমার জন্যে।[৩৪৯]

আমি আমার প্রভুর কাছে দশটি জিনিস সঞ্চয় করে রেখেছি

বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা খলিফাকে আক্রমণ করতে থাবা দিচ্ছিল। আবু ছাওর উসমান -এর অবস্থা দেখার জন্যে তাঁর কাছে আসলেন।

তখন উসমান বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছে দশটি জিনিস সঞ্চয় করে রেখেছি।

-আমি প্রথম চারজন ইসলাম গ্রহণকারীর চতুর্থজন।

-আমি জায়সে উসরাকে সজ্জিত করেছি।

-রাসূল আমার কাছে তাঁর মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন।

-এরপর সে মারা গেলে তিনি তাঁর অন্য মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিয়েছেন।

---

[৩৪৮] মাজমউয যাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, ৯১ পৃ.।

[৩৪৯] আল মুরুআ লিল মারজুবানী, ৬৪পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

-আমি কখনো গান গাইনি।

-আমি কখনো মিথ্যা বলিনি।

-আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে বাইয়াত হওয়ার পর থেকে আমার ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করিনি।

-এমন কোনো জুমা'আর দিন যায়নি যেদিন আমি একটি গোলাম আযাদ করনি তবে না থাকলে পরে আযাদ করে দিয়েছি।

-আমি জাহিলী যুগে বা ইসলামী যুগে কখনো যিনা করিনি।

-আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কোরআন একত্রিত করেছি (লিখেছি)।[৩৫০]

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্ত্রীর বিশ্বস্ততা

সায়্যেদা নায়েলা রাদিয়াল্লাহু আনহা উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সবচেয়ে সুন্দর স্ত্রী ছিলেন। তিনি অধিক বুদ্ধিমতীও ছিলেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শহীদ হওয়ার পর নায়েলার জন্যে অনেক প্রস্তাব আসতে লাগল। আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসতে লাগল। তাঁদের মধ্যে মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সবার অগ্রে ছিলেন।

তখন নায়েলা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজের স্বামীর কবরের কাছে গিয়ে তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে রহমত চাইলেন এবং দোয়া করলেন। তারপর তিনি তাঁর বাড়িতে ফিরে এলেন।

বাড়িতে ফিরে এসে তিনি একটি পাথর নিয়ে নিজের সামনের দাঁত ভেঙে ফেললেন। কেননা মহিলাদের হাসির মধ্যে তাঁর হাসিই সবচেয়ে সুন্দর ছিল।

এরপর তিনি উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর লাজুকতার কথা উল্লেখ করে বললেন, আল্লাহর শপথ! উসমানের স্থানে আমি কাউকে বসাতে পারব না।

তিনি তাঁর ভাঙা দাঁত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন তিনি তাঁর বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না।।[৩৫১]

****

[৩৫০] তারিখুল খুলাফা, ২৫৮, ২৫৯ পৃ.।

[৩৫১] আখবারুন নিসা, লি ইবনি আল জাওযী ১২৮।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

আলী বিন আবু তালিব

তিনি আমীরুল মুমিনীন, খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলিফা, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু তুরাব আলী বিন আবু তালিব। তিনি কা'ব বিন গালিবের দৌহিত্র। বংশগতভাবে তিনি হাশিমী আর গোত্রীয়ভাবে কোরাইশী। তিনি রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। তিনি রাসূল ﷺ-এর দুইটি সুন্দর ফুল হাসান ও হুসাইনের বাবা। তিনি মহান বদরি সাহাবীদেরও একজন।

তাঁর পিতা মরুর নেতা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও মক্কার বিশিষ্ট মান্যগণ্য একজন। যিনি রাসূল ﷺ-কে এতীম অবস্থায় লালন-পালন করেছেন, তাঁকে আদর-সোহাগে বড় করেছেন এবং নবুওয়াত পাওয়ার পর সাহায্য- সহযোগিতা করেছেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি রাসূল ﷺ-কে এত সহযোগিতা করার পরও তিনি ঈমান আনেননি এবং এ অবস্থায় মারা গেছেন। রাসূল ﷺ তাঁর মৃত্যুতে খুব কষ্ট পেয়েছেন।

তাঁর মা ফাতেমা বিনতে আসাদুল হাশিমিয়া, তিনি একজন তাকওয়াবান ও পবিত্র মহিলা ছিলেন। তিনি অগ্রগামী মুসলমানদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছেন। তাঁর দেখাশুনা করতে রাসূল ﷺ বার বার তাঁর কাছে যেতেন। তাঁর ঘরে তিনি বিশ্রাম নিতেন......তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল ﷺ নিজের জামা দ্বারা তাঁর কাফন দিয়েছেন এবং তাঁর জানাযার নামায আদায় করে চোখের অশ্রু দ্বারা তাঁকে বিদায় দিয়েছেন।

নবুওয়াতের নয় বছর পূর্বে তাঁকে তাঁর মা বায়তুল হারামে প্রসব করেন। তারপর তিনি নবী করীম ﷺ-এর কাছে বেড়ে ওঠেন। ছোটকালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। এ কারণে তিনি উত্তম শিষ্টাচার ও উত্তম আচার-ব্যবহার অর্জন করে বেড়ে উঠেছেন। তিনি নবী ﷺ-এর আখলাকে ও গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যে বড় হয়েছেন। তাঁর হাতে তিনি দ্বীন শিখেছেন। তাঁর কাছে তিনি আসমানের অহী শিখেছেন। জন্মগতভাবে তিনি পবিত্র আত্মার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ওপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাঁর আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন। তিনি কখনো মূর্তির সামনে মাথা নত করেননি। কখনো শয়তানের পথ অনুসরণ করেননি। মূর্তির উদ্দেশ্যে পশু কুরবান করা, মূর্তির সন্তুষ্টির জন্য মান্নত করা, এরকম সব কাজ থেকে তিনি পবিত্র ছিলেন।

তিনি অনেক সুন্দর ছিলেন, তাঁর ব্যবহারও অনেক সুন্দর ছিল। তিনি লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। শারীরিকভাবে অনেক শক্তিশালী ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি ছিলেন নির্ভীক, ঘন দাড়িবিশিষ্ট সুন্দর চেহারার অধিকারী। তাঁর চেহারা ছিল হাস্যোজ্জ্বল। তিনি ছিলেন একটু মোটা, ভারি চোখ, ঘন চুল বিশিষ্ট। তিনি সাধারণ পোশাক পরতেন। শীতকালেও গরমকালের মতো হালকা পোশাক পরতেন। দেখে মনে হতো তিনি একজন গরিব। মেহমানকে সম্মান করতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন।

তাঁর মর্যাদা অনেক, তাঁর জীবনচিত্র অনেক সুন্দর। তিনি মহান গুণে গুণান্বিত ছিলেন। অনেক কারামত তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আধ্যাত্মিক এক ইমাম ছিলেন। আরব ভাষাবিদদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাষীদের মাথার মুকুট ছিলেন। তাঁকে রাসূল ﷺ জ্ঞানের শহরের দরজা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। কখনো বাতিলকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর কাছে কোনো ভিক্ষুক এসে খালি হাতে ফিরে যেতো না। রাসূল ﷺ রাতের আঁধারে হিজরত করে আসার সময় তাঁকে মক্কায় রেখে এসেছিলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে থাকা মানুষের আমানতগুলো সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তারপর তিনিও একদিন রাতের আঁধারে হিজরত করে মদিনায় চলে আসলেন। তিনি সাহসী বীর ছিলেন, অশ্বারোহী হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনি এমন পুরুষ ছিলেন যে, যার সাথে মল্লযুদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করে ক্ষ্যান্ত করেছেন। বাতিলের জন্যে তিনি ছিলেন আতঙ্ক। খায়বারের দিন নবী ﷺ তাঁর হাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি ইহুদিদের প্রধানকে হত্যা করেছেন। তাঁর হাতে খায়বারের দুর্গ বিজয় হয়েছে। তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল দৃঢ় পাহাড়ের মতো।

তিনি একজন দুনিয়াবিরাগী ইমাম ছিলেন, মুমিনদের জন্যে একজন বিশেষ অভিভাবক ছিলেন। তিনি ছিলেন ঈসা (আ)-এর মতো। রাত গভীর হলে তিনি আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। রাত গভীর হলে বিছানা থেকে তাঁর পিঠ আলাদা হয়ে যেত। তিনি শুয়ে থাকতে পারতেন না। তিনি আল্লাহর দরবারে এত বেশি কান্নাকাটি করতেন মনে হতো কোনো ইয়াতীম বাচ্চা কাঁদছে। তিনি দরিদ্রের মতো জীবনযাপন করতেন। অল্প খাবারে তুষ্ট থাকতেন। তিনি ভালো কাজে অগ্রগামী ছিলেন। দ্বীনের জন্যে সব বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। গরিব মিসকীনকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর জ্ঞান ছিল সাগরের মতো বিশাল। বুদ্ধিতে তিনি সেরাদের একজন ছিলেন। কখনো তিনি মিথ্যা কথা বলতেন না। কোনো কাজে কাউকে ধোঁকা দিতেন না। তাঁকে মুমিনরা খুবই ভালোবাসত। মুনাফিক ব্যতীত কেউই তাঁকে অপছন্দ করত না। তিনি সারাজীবন ইবাদতে কাটিয়েছেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করে কাটিয়েছেন, আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে নিজের জীবনের সময়গুলো ব্যয় করেছেন। ....এভাবে তাঁর জীবনের ষাটটি বছর

www.nagorikpathagar.org

কেটে গেল। অবশেষে তাঁকে ইবনে মুলজিম নামের এক ঘাতক চল্লিশ হিজরিতে হত্যা করে। অতঃপর তাঁর পবিত্র রূহ খুশি আর আনন্দের সাথে মহান রবের কাছে চলে গেছে।

আলী [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]-এর বুদ্ধিমত্তা

হঠাৎ করে একদিন এক অশ্বারোহীর অশ্বের পদাঘাতে মরুর বালু উড়ছিল। সে বাতাসের বেগে মদিনার দিকে ছুটে আসছিল, আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল, কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ করার পর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মক্কায় অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তখন হাতিব বিন আবু বালতা [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] কুরাইশদেরকে মক্কা আক্রমণের সংবাদ দিয়ে একটি চিঠি লিখলেন। তারপর সে চিঠি এক মহিলার দ্বারা মক্কাবাসীদের কাছে পাঠালেন। তিনি সে মহিলাকে কুরাইশদের কাছে চিঠিটি পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্যে কিছু সম্পদের বিনিময়ে রাজি করালেন। মহিলাটি চিঠিটি তার মাথার চুলের ভেতরে লুকিয়ে নিল। এরপর সে দ্রুত মদিনা থেকে মক্কার দিকে রওনা দিল।

মহিলাটি মক্কা পৌঁছার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] জেনে গেলেন। রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এ সংবাদ পাওয়ার পর মহিলাটির কাছ থেকে চিঠি উদ্ধার করে নিয়ে আসতে আলী বিন আবু তালিব [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] ও মিকদাদ [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]-কে প্রেরণ করলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় মিকদাদ [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]-এর পরিবর্তে জুবাইর বিন আওয়াম [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু]-এর নাম এসেছে। নবী করীম [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁদেরকে বললেন, তোমরা দুইজন অমুক জায়গায় এক মহিলাকে পাবে, যে মহিলা হাতিব বিন আবু বালতার লেখা চিঠি নিয়ে মক্কাবাসীর কাছে যাচ্ছে। যে চিঠিতে আমরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যা করছি সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

তখন আলী [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে তাঁরা রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর বলে দেওয়া জায়গায় গিয়ে মহিলাটিকে পেলেন।

তাঁরা মহিলাটিকে বলল, তোমার সাথে একটি চিঠি আছে।

মহিলাটি ভীত হয়ে বলল, না, ...আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।

তখন তাঁরা দুইজন মহিলাটির সাথে থাকা আসবাবপত্র সবকিছু তল্লাশি করেও কোনোকিছু পেলেন না। এমনকি তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু পরক্ষণে আলী [রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু] পূর্ণ ঈমানের সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-এর ওপর মিথ্যা অহী নাযিল হয় না, আর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]-ও আমাদের সাথে মিথ্যা বলেন না। আল্লাহর শপথ! হয় তুমি চিঠি বের করবে অথবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করব।

www.nagorikpathagar.org

যখন মহিলা তাঁর দৃঢ়তা দেখল তখন সে বলল, আমার থেকে অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াও। তখন তাঁরা অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। এরপর সে তার চুলের গোছা থেকে চিঠিটি বের করে দিল।

চিঠি বের করার সাথে সাথে খুশিতে আলী (রা.)-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি চিঠিটি নিয়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে ছুটে এলেন।[৩৫২]

নবী ﷺ-এর ঘরে প্রতিপালিত

আবু তালিবের পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি ছিল। তাই নবী করীম ﷺ তাঁর চাচা আব্বাস (রা.)-কে বললেন, হে আমার চাচা আব্বাস! নিশ্চয়ই আপনার ভাই আবু তালিবের পরিবারটি বেশি সদস্যবিশিষ্ট। আর এখন খুব অভাব-অনটন চলছে। আসুন আমরা আবু তালিবের বাড়িতে গিয়ে দেখি তাঁর পরিবারের বোঝা কিছুটা হালকা করতে পারি কিনা। নবী ﷺ আব্বাস (রা.)-কে এ কারণে এ কথা বললেন যে, আব্বাস (রা.)-এর আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো ছিল। তিনি তাঁর চাচার সাথে পরামর্শ করে বললেন, আমি আবু তালিবের একটি সন্তান প্রতিপালন করব, আর আপনি একটি সন্তান প্রতিপালন করবেন। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, ঠিক আছে চল। অবশেষে চাচা-ভাতিজা দুইজনই আবু তালিবের কাছে এসে বললেন, আমরা দু'জন আপনার দু'টি ছেলের দায়িত্ব নিয়ে আপনার পরিবারের বোঝা একটু হালকা করতে চাচ্ছি, এতে আপনার মতামত কী?

এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন, ঠিক আছে, তোমরা আকীলকে রেখে বাকিদের মধ্যে যাকে যাকে ইচ্ছা নিয়ে যাও। তখন রাসূল ﷺ আলী (রা.)-কে নিলেন আর আব্বাস (রা.) জা'ফর (রা.)-কে নিলেন। এরপর থেকে আলী (রা.) নবী ﷺ-এর কাছে বেড়ে উঠতে লাগলেন, আর জা'ফর (রা.) চাচা আব্বাস (রা.)-এর কাছে বেড়ে উঠতে লাগলেন।[৩৫৩]

বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

আলী (রা.) নবী ﷺ-এর সাথে থাকতে লাগলেন। তিনি তাঁর কোলে বড় হতে লাগলেন। এ কারণে তিনি প্রতিটি কাজে নবী ﷺ-এর অনুসরণ করতেন ও তাঁকে অনুকরণ করতেন। নবী ﷺ-এর সাথে থাকার কারণে তিনি জাহিলী যুগেও কোনো মূর্তির উদ্দেশ্যে সিজদা করেননি এবং অন্যান্য শিশুদের মতো অনর্থক দুষ্টামিও করেননি। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই মুহাম্মদ ﷺ-এর দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে সবার সেরা মানুষ হিসেবে পেতেন। এ কারণে তিনি কখনোই তাঁর থেকে আলাদা হতেন না এবং তাঁর কর্মগুলো না করে থাকতেন না। এভাবেই

---

৩৫২ তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৪৮,৪৯ পৃ.।

৩৫৩ আস্ সিরাতুন নবুওয়াহ্ লি ইবনি হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তিনি নবী ﷺ থেকে আচার-ব্যবহার চলাফেরা ও উত্তম চরিত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাঁকে মনে হতো নবী ﷺ-এর ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। এরই মধ্যে হেরা পর্বতে নূরের আলো জ্বলে উঠল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী ﷺ হেদায়েতের বাণী লাভ করলেন। প্রথম কুরআন নাযিল হওয়ার পর নবী ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত খাদিজা ؓ-এর কাছে ছুটে এলেন। নবী ﷺ সর্বপ্রথম খাদিজাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। খাদিজা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এরপর তিনি আলী ؓ-কে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। আলী ؓ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট বছর। এরপর অন্যান্যরা ইসলাম গ্রহণ করছেন।

এ কারণে তিনিই বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।[৩৫৪]

গিরিপথে নামায

বর্ণিত আছে, যখন নামাযের সময় হতো তখন নবী ﷺ মক্কার এক গিরিপথে চলে যেতেন। তাঁর সাথে আলী ؓ-ও যেতেন। তাঁরা সেখানে গোপনে নামায আদায় করতেন। যখন বিকেল হতো তখন ফিরে আসতেন। এভাবে তাঁদের দিন চলছিল। এরমধ্যে একদিন আলী ؓ-এর পিতা আবু তালিব নবী ﷺ-কে নামায পড়তে দেখলেন। তখন তিনি নবী ﷺ-কে বললেন, হে আমার ভাই পো, এটা কোন দ্বীন যেদিকে তুমি ডাক।

নবী ﷺ বললেন, চাচা, এটা আল্লাহর দ্বীন, তাঁর ফেরেশতাদের দ্বীন, তাঁর রাসূলগণের দ্বীন এবং আমাদের পিতা ইবরাহিম (আ)-এর দ্বীন। আল্লাহ আমাকে তাঁর বান্দাদের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর যাদেরকে আমি নসিহত করছি এবং যাদেরকে আমি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করছি তাদের মধ্যে আপনি সবার অগ্রগামী হওয়ার মতো, আমার ডাকে সাড়া দেওয়া, আমাকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করা, এসব ক্ষেত্রে আপনি সবার অগ্রে থাকার কথা।

নবী ﷺ-এর এমন কথার উত্তরে আবু তালিব বললেন, আমার ভাতিজা, আমি আমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না।[৩৫৫]

দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার ভাই

অশ্রুসিক্ত নয়নে আলী ؓ রাসূল ﷺ-এর কাছে ছুটে এলেন। তিনি তাঁর একেবারে কাছে এসে চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার সাহাবীদের একের সাথে অন্যের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু আমার সাথে কাউকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেননি।

---

[৩৫৪] খুলাফায়ে রাশিদীন লিল আতফাল।

[৩৫৫] আস্ সিরাতুন নবুওয়াহ্ লি ইবনি হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এ কথা শুনে নবী করীম মৃদু হেসে তাঁকে তাঁর পাশে বসালেন। তারপর নিজের বাহুতে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার ভাই।

এরপর তিনি জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল, আলী আমার ভাই,......আলী আমার ভাই।[৩৫৬]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে চুমু খেলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

এক লোক খুব ভয়ের সাথে দৌড়ে এসে আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে বাঁচান......আমাকে বাঁচান।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অবাকের সাথে বললেন, কার থেকে বাঁচাব?

সে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে ইশারা করে বলল, এ লোক থেকে, যে আপনার পাশে বসে আছে।

এ কথা শুনার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে লক্ষ্য করে বললেন, হাসানের বাবা, তোমার বাদির সাথে গিয়ে বস।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর বাদির সাথে গিয়ে বসলেন। তারপর তাদের মাঝে বিচার হলো। বিচারের পর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশে গিয়ে বসলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর চেহারার দিকে লক্ষ্য করে তাঁর মাঝে রাগের ভাব দেখলেন।

তখন তিনি তাঁকে বললেন, হাসানের বাবা, আমি কেন তোমার চেহারার রং বদলে যেতে দেখছি, যা হয়েছে তা কী তুমি অপছন্দ করেছ?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তুমি কোনটি অপছন্দ করেছ?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি কেন আমাকে সম্মানের সাথে উপনামে ডেকেছেন, আপনি আমাকে এভাবে বলতে পারেননি যে, আলী, তুমি গিয়ে তোমার বাদির সাথে বস।

তাঁর কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলালেন এবং চুমু খেলেন। তারপর বললেন, তোমাদের জন্যে আমার বাবা উৎসর্গিত হোক, তোমাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন আর তোমাদের দ্বারাই আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এনেছেন।[৩৫৭]

---

[৩৫৬] সিরাতু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৫০ পৃ.।

[৩৫৭] তারায়িফু ওয়ানাওয়াদিরু মিন উয়ুনিত তুরাছ, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে এক রাতে

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আর ফাতেমাকে আমাদের বাড়িতে এসে রাতের বেলায় নামায আদায় করার জন্য উঠাতেন। তারপর তিনি বাড়ি চলে গিয়ে রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। এর মাঝে তিনি আবার এসে আমাদের জাগিয়ে যেতেন, কিন্তু আমরা উঠতাম না।

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, উঠ! উঠে নামায আদায় কর। আলী বলেন, তখন আমি উঠে বসলাম এবং চোখ মলতে মলতে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমাদের তাকদিরে যা লিখা হয়েছে, আমরা তো তার চেয়ে বেশি নামায আদায় করতে পারব না। কারণ আমাদের নফস আল্লাহর হাতেই। অতএব তিনি আমাদের যখন উঠাবেন তখনই তো আমরা উঠব।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার এ কথাগুলো শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যেতে লাগলেন। আর যাওয়ার সময় তিনি নিজ পা মোবারকে হাত থাপড়াতে থাপড়াতে আফসোস করে বলতে লাগলেন, আমাদের তাকদিরে যা লিখা হয়েছে, আমরা তো তার চেয়ে বেশি নামায আদায় করতে পারব না। এ কারণে তো আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, মানুষ অধিক যুক্তিপ্রিয়।[৩৫৮]

দুই অশ্বারোহীর স্বভাব

উহুদের যুদ্ধের অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। মুশরিকরা তাদের তরবারি নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেল। মৃত্যু প্রতিটি যোদ্ধাদের মাথার উপরে ঘুরছিল।

মুসলমানদের পতাকা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। আর মুশরিকদের পতাকা আবু সা'দের হাতে উড়ছিল। সে তার ঘোড়াকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে ময়দানের মাঝখানে এসে চিৎকার দিয়ে বলল, তোমাদের মাঝে কোনো মল্লযোদ্ধা আছে?

তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর আসল না। এতে সে আরো বেশি অহংকার ও গর্বের সাথে বলতে লাগল, তোমরা কী ধারণা কর না তোমাদের নিহতরা জান্নাতে যাবে আর আমাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে আমার তরবারি দ্বারা জান্নাতে যাবে অথবা তার তরবারি দ্বারা আমাকে জাহান্নামে পাঠাবে?

---

৩৫৮ আলী বিন আবু তালিব লিস সালাবী, ৮৩।

www.nagorikpathagar.org

হযরত আলী আবু সা'দের গর্জনের আওয়াজকে শেষ হতে দিলেন না, সাথে সাথেই তিনি বাতাসের মতো দ্রুত তার সামনে হাজির হলেন। তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার থেকে আলাদা হবো না যতক্ষণ না তোমার তরবারির আঘাতে আমি জান্নাতে যাই অথবা আমার তরবারির আঘাতে তুমি জাহান্নামে যাও।

এরপর তার মাঝে আলী -এর মাঝে লড়াই শুরু হলো। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে আলী তাকে এমন এক আঘাত করলেন যে, তার পা কেটে মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে যাওয়ায় পর তার শরীরের কাপড় খুলে গেল।

সে কাতর সুরে বলতে লাগল, ভাতিজা, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিচ্ছি.....।

তার এমন অনুরোধে আলী তাকে ছেড়ে দিলেন এবং নিজের চোখ অবনত করলেন। তখন নবী তাকবীর ধ্বনি দিলেন।

পরে তাকে তাঁর সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন তাকে হত্যা করলে না?

তিনি উত্তর দিলেন, আমার সম্মুখে তার সতর (শরীরের আবশ্যকীয় ঢেকে রাখা অঙ্গ) প্রকাশিত হয়ে গেছে, আর সে আমাকে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।[৩৫৯]

আলী -এর পা মুছে দিচ্ছেন নবী

রাত গভীর হতে লাগল, রাতের অন্ধকারে মক্কা নগরী ঢাকা পড়ে গেল। কুরাইশী যুবক আলী মুহাম্মদ -এর কাছে গচ্ছিত থাকা আমানতের সম্পদ মালিকদের কাছে পৌঁছে দিতে রাসূল মদিনায় চলে যাওয়ার পর তিনদিন মক্কায় অবস্থান করলেন। তিনদিন পর তিনি রাতের আঁধারে হিজরত করার জন্যে তাঁর লাঠিটি পুরাতন ধনুক নিয়ে রওনা দিলেন।

এরপর এ যুবক মক্কা থেকে মদিনার দিকে তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। তিনি নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে সামনের দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। তিনি রাতে ভ্রমণ করতেন আর দিনে লুকিয়ে থাকতেন। দীর্ঘ সফরের কারণে তাঁর পা ফেটে ফুলে উঠল।

নবী করীম এ কথা জানতে পেরে বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস।

কেউ একজন তাঁকে বলল, সে তো আসতে সক্ষম না, দীর্ঘ সফর করার কারণে তাঁর পা ফুলে গেছে। তখন নবী করীম নিজেই তাঁর কাছে এলেন। তিনি এসে তাঁকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তাঁর এ করুণ অবস্থা দেখে নবী করীম খুব কান্না করলেন। তিনি খুব মায়ার সাথে তাঁর দিকে ঝুঁকে তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা আলী -এর পা মুছে দিতে লাগলেন। নবী করীম -এর

[৩৫৯] সিরাতু ইবনি হিশাম, ৩য় খণ্ড, ৭৭,৭৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হাতের বরকতে তাঁর পা সুস্থ হয়ে গেল। এমনকি এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পায়ে কোনো ধরনের অসুখ হয়নি।[৩৬০]

আলী ব্যতীত কোনো যুবক নেই

তরবারি ঝনঝন আওয়াজে, তীর বর্শার সাজে সজ্জিত হয়ে অশ্বের উপর আরোহণ করে সৈন্যদের সম্মুখে গিয়ে মুসলমানদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে আমর বিন আব্দে ওয়াদ বলল, তোমাদের মধ্যে কোনো মল্লযোদ্ধা আছে?

তার আওয়াজে সাহাবায়ে কেরামদের কেউ সাড়া দিলেন না। তাদের মাঝে নীরবতা বিরাজ করছিল। তাদের মধ্যে কে আছে, যে আমরের মতো বীরের সাথে মল্লযুদ্ধ করতে যাবে। যার সামনে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে টেনে আনা। কেননা সে তার সাথে লড়াই করা কোনো যোদ্ধা হত্যা করা ব্যতীত ছাড়েনি।

তাদের মাঝে কবরস্থানের নীরবতার মতো নীরবতা বিরাজ করছিল। হঠাৎ এ নীরবতা ভেঙে এক যুবক দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এর মোকাবিলা করব। তাঁর মাঝে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার আলো জ্বলে উঠল। তিনি আমরের ডাকে ছুটে যেতে লাগলেন।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে মায়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তুমি বস, সে কিন্তু আমর। (অর্থাৎ সে তো সাধারণ যোদ্ধা নয়।)

এরপর আমর আবার চিৎকার দিয়ে বলল, আমার মোকাবিলা করার মতো কী কোনো লোক নেই? তোমাদের সেই জান্নাত কোথায় যা তোমরা ধারণা কর যে, তোমাদের কেউ নিহত হলে সে জান্নাতে যাবে। তোমাদের কেউ কি আমার মোকাবিলায় আসবে না। তোমরা কী জান্নাত চাও না!

তখন আবার আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর মোকাবিলা আমি করব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবার ধমক দিয়ে বললেন, তুমি বস, সে তো আমর। (অর্থাৎ সে তো সাধারণ যোদ্ধা নয়।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথামতো আলী বসে গেলেন, কিন্তু ওই দিকে আমর বসে নেই। সে আরো বেশি অহংকারের সাথে হাঁক-ডাক দিতে লাগল।

وَلَقَدْ بُحِحْتُ مِنَ النِّدَاءِ   لِجَمْعِهِمْ هَلْ مِنْ مُبَارِزْ

وَوَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ   مَوْقِفَ الْقِرْنِ الْمُنَاجِزْ

وَلِذَاكَ إِنِّي لَمْ أَزَلْ   مُتَسَرِّعًا قَبْلَ الْهَزَاهِزْ

إِنَّ الشَّجَاعَةَ فِي الْفَتَى   وَالْجُودَ مِنَ الْغَرَائِزْ

---

[৩৬০] আল কামিলু লি ইবনিল আছীর, ২য় খণ্ড, ৩-৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আমি তাদের সাড়া পাইনি
যখন বলেছি কোনো যোদ্ধা আছ কী?
আমি সেখানে অবস্থান করেছি
যেখানে বীর দুর্বল হয়ে যায়।
আমি তো মৃত্যুর পূর্বে গলার
গড়গড় শব্দ হওয়ার আগে যাব না।
বীরত্ব তো যুবকদের মাঝে
দানশীলতা তো স্বভাবগতই।

তার এমন কবিতা কান ছেদ করে অন্তরে আঘাত করছিল। আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর মনে হচ্ছিল এ ছন্দগুলো তাঁর অন্তরে তীরের মতো আঘাত করছিল। তিনি বসে থাকতে পারছিলেন না। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ মানছিল না। তিনি আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এর মোকাবিলা আমি করব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বস, সে তো আমর। (অর্থাৎ সে তো সাধারণ যোদ্ধা নয়)। তখন তিনি আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান রেখে বললেন, হোক না সে আমর।

এ কথা বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন আর আবৃত্তি করতে লাগলেন,

لَا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتَاكَ   مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْرُ عَاجِزِ
فِي نِيَّةٍ وَبَصِيرَةٍ   وَالصِّدْقُ مُنْجِي كُلَّ فَائِزِ
مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلَاءَ   يَبْقَى ذِكْرُهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ

তুমি তাড়াহুড়া করো না
তোমার ডাকে সাড়াদানকারী আসছে
নিয়ত ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সাথে
সত্যই সব মুক্তিকামীকে রক্ষা করে।
এক আঘাতে যার স্মরণ মৃত্যুর পূর্বে
গলার গড়গড় শব্দ চলার সময়েও থাকবে।

আলী রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বীরের মতো আমরের দিকে ছুটে গেলেন। তিনি যখন তার কাছে পৌঁছলেন তখন সে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, হে যুবক, তুমি কে?

তিনি বললেন, আবু তালিবের ছেলে আলী।

সে বলল, ভাতিজা, তোমার থেকে বড় কেউ নেই, কেননা আমি তোমার রক্ত প্রবাহিত করতে অপছন্দ করছি।

তিনি বললেন, তুমি না আল্লাহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে, যদি কুরাইশদের কোনো লোক তোমাকে বন্ধুত্বের দিকে আহ্বান করে তবে তুমি তা গ্রহণ করবে।

সে বলল, হ্যাঁ।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, তাহলে শুন, আমি তোমাকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের দিকে আহ্বান করছি।

তখন সে হেসে বলল, এসব আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাকে লড়াই করতে আহ্বান করছি।

সে বলল, কেন ভাতিজা? লাতের শপথ! আমি তোমার রক্ত প্রবাহিত করতে পছন্দ করি না।

তিনি বললেন, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি তোমার রক্ত প্রবাহিত করতে পছন্দ করি।

তাঁর এমন কথাতে আমরের খুবই রাগ হলো। সে তার তরবারি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর উপর হাঁকাতে লাগল। উভয়ের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ঢাল নিয়ে আমরের সামনের দিকে এগিয়ে আসেন। আমর এমন এক আঘাত করল যে, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঢাল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

অন্যদিকে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার ঘাড়ের শাহ রগে আঘাত করলেন। এতে আমর পড়ে গেল। তার রক্তে মাটি লাল হয়ে গেল।

এ কাফের নিহত হওয়ার পর মুসলমানদের মাঝে তাকবীর ধ্বনি শুরু হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, আল্লাহু আকবার..... আল্লাহু আকবার....... আলী ব্যতী কোনো যুবক নেই।

তিনি ফিরে আসলে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কী তার ঢাল নিয়ে আসতে পারনি। কেননা আরবে তার থেকে উত্তম ঢাল কেউ ব্যবহার করত না।

তিনি বললেন, চাচাতো ভাই, আমার চাচাতো ভাইদেরকে লজ্জা করার কারণে আমি তার ঢাল নিয়ে আসতে পারিনি।[৩৬১]

গরিব ও দিনার

একদিন আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দরবারে উঁচু কপাল, কোটরাগত চোখবিশিষ্ট জীর্ণশীর্ণ এক ব্যক্তি ঢুকে পড়ল। তার চেহারায় দারিদ্র্যতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। হাজার তালিযুক্ত তৈরি কাপড়ে তার শরীর ঢাকা ছিল। সে ধীরে ধীরে এসে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে বসল। তার দুই ঠোঁট কথা বলার জন্যে নাড়ানোর পূর্বে তাঁর চেহারায় লজ্জা ফুটে উঠে।

সে এত ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল মনে হচ্ছিল সে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে। আপনার কাছে পেশ করার আগে আমি তা আল্লাহর কাছে পেশ করেছি। যদি আপনি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন তাহলে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব আর

---

[৩৬১] সিরাতু ইবনি হিশাম, ৩য় খণ্ড, ২৩৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আপনার কৃতজ্ঞ হবো। আর যদি আপনি প্রয়োজন পূর্ণ না করেন তাহলেও আমি আল্লাহর প্রশংসা করব এবং আপনার ওযর মেনে নিব।

তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি মাটির উপর লিখ, কেননা আমি তোমার চেহারায় লাজুকতা দেখতে অপছন্দ করছি।

তখন লোকটি লিখল, আমি অভাবী।

তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার কাছে জামা নিয়ে আস, তাঁর আদেশমতো জামা নিয়ে আসা হলো। তখন লোকটি জামাটি নিয়ে তা পরিধান করল। তারপর সে গাইতে শুরু করল,

كَسَوْتَنِيْ حُلَّةٌ تُبْلى مَحَاسِنُهَا ۞ فَسَوْفَ أَكْسُوْكَ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ حُلَلَا

إِنْ نِلْتِ حُسْنِ ثَنَائِيْ نِلْتَ مَكْرَمَةً ۞ وَلَسْتُ تَبْغِيْ بِمَا قَدْ قُلْتُهُ بَدَلَا

إِنَّ الثَّنَاءَ لَيُحْيِى ذِكْرَ صَاحِبِهِ ۞ كَالْغَيْثِ يَحْيِى نَدَاهَ السَّهْلِ وَالْجُبَلَا

لَا تَزْهَدِ الدَّهْرَ فِيْ خَيْرٍ تُوَفِّقُهُ ۞ فَكُلُّ عَبْدٍ سَيُجْزى بِالَّذِيْ عَمِلَا

আপনি আমাকে জামা পরিধান করিয়াছেন
যার সৌন্দর্য প্রকাশিত হচ্ছে।
অচিরেই আমি আপনাকে প্রশংসার
পোশাক পরিয়ে দেব।
যদি আপনি আমার প্রশংসা পান
আপনি সম্মান পেলেন।
কেননা প্রশংসা প্রশংসাকৃত ব্যক্তির
আলোচনা বাড়িয়ে দেয়।
যেমনিভাবে বৃষ্টি পাহাড় পর্বত
ও সমতল জমিনকে জীবিত করে।
আপনাকে করার তওফীক দেওয়া হয়েছে
এমন কোনো কল্যাণকে তুচ্ছ মনে করবেন না।
কেননা প্রতিটি বান্দা
তার কৃতকর্মের পুরস্কার পাবে।

তখন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার কাছে দিনার নিয়ে আস।

তখন দুইশত দিনার নিয়ে আসা হলো। তিনি তা ওই লোককে দিলেন।

তখন আসবাগ বলল, আমীরুল মুমিনীন, একটি দামি জামার সাথে আরো দুই শত দিনার!

www.nagorikpathagar.org

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক মানুষকে তার মর্যাদায় রাখ।' আর আমার কাছে এটিই হচ্ছে এ লোকটির মর্যাদা।[৩৬২]

অবাধ্যতার প্রতিদান

আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপরাধের প্রতিদান হচ্ছে- ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বলতা আসবে, জীবনে চলার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা আসবে। স্ত্রীর কাছে মনোবাসনা পূরণের জন্য গেলে তৃপ্ত না হওয়া।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, কারো আত্মীয় না হয়ে তার থেকে যে ব্যক্তি সম্মানের আশা করে, আধিক্যতা ব্যতীত যে ব্যক্তি আভিজাত্য চায়, সম্পদ ব্যতীত যে ব্যক্তি ধনী হতে চায় সে যেন পাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং আনুগত্যশীল হয়।[৩৬৩]

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মেহমানদারী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের কথা জানতে পেরে আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু সত্যের সন্ধানে মক্কায় এসে পৌঁছলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে মক্কাবাসীদেরকে ভয় করতে লাগলেন। কেননা তিনি জানতে পেরেছেন কোরাইশরা মুসলমানদের ওপর ক্ষুব্ধ। মক্কায় কেউ যদি ইসলামের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করত তাকে তারা কঠিন শাস্তি দিত।

আর এ কারণে তিনি কাউকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় করেছেন। কেননা তিনি তো জানেন না, কে তাঁর অনুসারী আর কে তাঁর বিরোধী।

যখন রাত ঘনিয়ে আসল তিনি মসজিদে শুয়েছিলেন, তাঁর পাশ দিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যেতেছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলেন তিনি অন্য দেশের লোক।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এই যে ভাই, আপনি আমাদের ঘরে চলুন।

তিনি তাঁর সাথে গেলেন এবং তাঁর ঘরে রাত কাটালেন। যখন সকাল হলো তিনি তাঁর পানি ও খাদ্য নিয়ে মসজিদে চলে গেলেন, কিন্তু তারা একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি।

তারপর তিনি পরের দিনও মক্কায় এভাবে কাটালেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু জানতে পারেননি।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে তিনি মসজিদেই থাকার প্রস্তুতি নেন। আগের দিনের মতো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, লোকটির কি তার থাকার জায়গা চিনার সময় হয়নি।

---

[৩৬২] আল কান্য, ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃ.।

[৩৬৩] তারিখুল ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

একথা শুনে তিনি হযরত আলীর সাথে তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর ঘরে রাত কাটালেন। সেদিনও তাঁরা একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না।

তৃতীয় দিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কেন মক্কায় এসেছেন তা কি আমাকে বলবেন না?

তিনি বললেন, আপনি যদি আমাকে ওয়াদা দেন আমি যা খুঁজতে এসেছি তা দেখিয়ে দিবেন তাহলে বলব।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে ওয়াদা দিলেন।

তিনি বললেন, আমি মক্কা নগরীতে অনেক দূর থেকে এসেছি নতুন নবীর সাথে দেখা করার জন্যে এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা শুনার জন্যে।

তাঁর এ কথা শুনে হযরত আলীর মন আনন্দে নেচে উঠে।

হযরত আলী বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী, নিশ্চয়ই ...... নিশ্চয়ই।

সকালে আপনি আমার সাথে তাঁর কাছে যাবেন। যখন আমি ক্ষতিকর কিছু দেখব আমি দাঁড়িয়ে যাব এবং পেশাব করার অভিনয় করব আর যখন আমি হাঁটতে থাকব আপনি আমার অনুসরণ করে হাঁটবেন।

হযরত আবু যর গিফারীর যেন রাতটি কাটছিল না। তাঁর কাছে অন্যান্য রাত থেকে এ রাতটি অনেক লম্বা মনে হচ্ছিল। তিনি সারা রাত অপেক্ষা করছিলেন কখন সকাল হবে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হবে এবং তাঁর কাছে আসা অহী থেকে কিছু শুনবেন।

রাতের অন্ধকার দূর হয়ে যখন সকাল হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মেহমানকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।[৩৬৪]

স্বর্ণ, রূপা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ইবনে তিয়াহ দ্রুত পা বাড়িয়ে আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসতে লাগল। যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত মোতাবেক তাঁর সঙ্গীদের মাঝে বসে আছেন। সে তাঁর কাছে এসে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, বায়তুল মাল স্বর্ণ আর রূপাতে ভরে গেছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনার পর মজলিস থেকে উঠে বায়তুল মালে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্বর্ণ রূপা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, হে হলুদ (স্বর্ণ)....হে সাদা (রূপা)....আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে ধোঁকা দাও। (অর্থাৎ আমাকে ধোঁকা দিও না।)[৩৬৫]

---

[৩৬৪] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, আবু যর গিফারী (রা)।

[৩৬৫] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব মিনাল মিলাদ এলাল ইসতিহাদ ৫৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তুমি আমার পক্ষ থেকে সে অবস্থানে হারুন মূসার পক্ষ থেকে যে অবস্থানে ছিল

নবী ﷺ আলী رضي الله عنه-কে তাঁর পরিবার-পরিজনকে দেখা-শুনা করার জন্যে মদিনায় রেখে যাচ্ছিলেন।

ওইদিকে মুনাফিকরা তাঁর ব্যাপারে এই বলে গুজব তুলতে লাগল যে, মুহাম্মদ আলীকে বোঝা মনে করে রেখে যাচ্ছে এবং বোঝা কমানোর জন্যেই তাকে রেখে যাচ্ছে।

মুনাফিকদের এমন কথা আলী رضي الله عنه-এর কানে এসে পৌঁছল। তাই তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন। নবী ﷺ তখন মদিনার কাছে জুরফে অবস্থান করছিলেন।

তিনি এসে নবী ﷺ-কে অশ্রুঝরা চোখে বললেন, হে আল্লাহর নবী, মুনাফিকরা ধারণা করছে আপনি আমাকে বোঝা মনে করে রেখে যাচ্ছেন।

তখন নবী ﷺ বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে....বরং আমি যাদেরকে রেখে এসেছি তাদের দেখাশুনা করার জন্যে তোমাকে স্থলাভিষিক্ত করে আসছি। সুতরাং তুমি ফিরে গিয়ে তোমার ও আমার পরিবারের দেখাশুনা কর।

তারপর নবী ﷺ আলী رضي الله عنه-এর কাছে এসে তাঁকে আরো উৎসাহিত করতে গিয়ে বললেন, আলী, তুমি কী এতে সন্তুষ্ট নও যে, হারুন মূসার পক্ষ থেকে যে অবস্থানে ছিল তুমি আমার পক্ষ থেকে সে অবস্থানে থাকবে। তবে ব্যবধান হচ্ছে আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।

নবী ﷺ থেকে এমন কথা শুনে আলী رضي الله عنه-এর মন প্রশান্তি লাভ করল। তাঁর অন্তর থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। তিনি খুশি হয়ে হেসে দিলেন। তারপর তিনি মদিনায় ফিরে আসলেন।[৩৬৬]

কে অধিক সাহসী বীর?

কুফা নগরীতে মসজিদের মিম্বরের পাশে বসে আলী বিন আবু তালিব رضي الله عنه ইসলামের অগ্রগামী সৈনিকদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল, তোমরা আমাকে বল কে অধিক সাহসী বীর ছিলেন?

তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি।

তিনি বললেন, জেনে রাখ, আমি যতবার মল্লযুদ্ধ করেছি ততবার তার থেকেও আঘাত পেয়েছি। তোমরা আমাকে বল কে অধিক সাহসী বীর ছিলেন।

তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন, তাহলে কে ছিলেন আমরা জানি না।

---

[৩৬৬] তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১০৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, যখন আমরা রাসূল ﷺ-এর জন্যে তাঁবু তৈরি করলাম। তখন আমরা বললাম, কে রাসূল ﷺ-এর কাছে থাকবে যাতে করে কোনো মুশরিক তাঁর ওপর হামলা করতে না পারে।

আল্লাহর শপথ! আবু বকর ؓ ব্যতীত সে দিন কেউই রাসূল ﷺ-এর দেহরক্ষী হতে সাহস করেননি। এরপর যখনই কোনো মুশরিক রাসূল ﷺ-এর দিকে আসতেন আবু বকর ؓ তার ওপর তীব্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং তাকে তরবারি দিয়ে সোজা করে দিতেন।......তিনি ছিলেন অধিক সাহসী বীর।[৩৬৭]

যদি আলী না থাকত তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত

অশ্রুসিক্ত নয়নে, ছেঁড়া কাপড়ে, কপালে মুখে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবতী আমীরুল মুমিনীন ওমর ؓ-এর সামনে বসে আছে, আর তার পিছনে শক্তিশালী ও লম্বা এক লোক বসেছিল। সে ওই যুবতীকে বলছিল, ওই যিনাকারীণি।

তখন ওমর ؓ বললেন, কী ব্যাপার?

লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, একে রজম করুন। আমি একে বিয়ে করছি, আর সে আমাকে ছয় মাস পরেই একটি বাচ্চা দিয়েছে। (রজম হচ্ছে বিবাহিত ব্যভিচারকারী ও কারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করা।)

তখন ওমর ؓ তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।

সে সময় আলী ؓ ওমর ؓ-এর পাশেই বসাছিলেন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, ...এ মহিলাটি যিনা থেকে পবিত্র।

ওমর ؓ বললেন, কীভাবে?

আলী ؓ বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔

আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভধারণে ও তার দুগ্ধদানে ত্রিশ মাস লেগেছে। (সূরা আহক্বাফ, ১৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔

---

[৩৬৭] মাজমাউয দাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, ৪৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুগ্ধপান বন্ধ করানোতে দুই বছর (লেগেছে)। (সূরা লুকমান : ১৪)

যদি আপনি দুধ পান করার সময় অর্থাৎ চব্বিশ মাস বাদ দেন তাহলে ত্রিশ মাস থেকে আর ছয় মাস থাকে। সুতরাং এতে বুঝা যায় ছয় মাসেও মহিলাটি বাচ্চা দিতে পারে।

এ সমাধান শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, যদি আলী না থাকত তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।[৩৬৮]

একজন মহিলা ও সাহল বিন হুনাইফ

মদিনায় গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য রাতের আঁধারে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে মদিনা রওনা দিলেন।

তিনি যখন কুবায় গেলেন তখন সেখানে দুই দিন অবস্থান করে বিশ্রাম নিলেন। তিনি সেখানে থাকাকালে দেখলেন এক মুসলমান মহিলার ঘরে রাতের আঁধারে এক লোক এসে দরজায় করাঘাত করে। তখন ওই মহিলা দরজা খুলে বের হয়ে আসে। এরপর লোকটি তার হাতে কী যেন দিয়ে আবার ফিরে যায়। দুই রাত এ দৃশ্য দেখে তিনি মহিলাটিকে সন্দেহ করলেন।

তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দি, এ লোকটিকে যে প্রতিদিন তোমার ঘরের দরজায় করাঘাত করে। আর তুমি ঘর থেকে বের হয়ে তার কাছে আসলে সে যেন তোমার হাতে কী দিয়ে চলে যায়। তুমি হচ্ছ একজন মুসলিম মহিলা, আর তোমার কোনো স্বামীও নেই।

তিনি বললেন, এ হচ্ছে সাহল বিন হুনাইফ, সে জানে আমার কোনো স্বামী নেই। যখন সন্ধ্যা হয় তখন সে তার গোত্রের মূর্তিগুলোকে ভাঙে। তারপর তা আমার কাছে নিয়ে আসে যেন আমি সেগুলো জ্বালিয়ে ফেলি।[৩৬৯]

আমীরুল মুমিনীনের অশ্রু

আমীরুল মুমিনীন পুরাতন জীর্ণশীর্ণ একটি চাদর পরিধান করে বসেছিলেন। তাঁর দু'ঠোঁট আল্লাহর তাসবীহ জপছিল। এমন সময় আবু মারয়াম নামের এক মাওয়ালী এসে তাঁকে নিচু স্বরে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে।

তিনি বললেন, আবু মারয়াম, তোমার কী প্রয়োজন?

---

[৩৬৮] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব, ৬২ পৃ.।

[৩৬৯] সিরাতু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৩৮, ১৩৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আবু মারয়াম বলল, আপনি আপনার শরীর থেকে এ চাদরটি খুলে রাখুন। এটি খুবই পুরাতন জামা।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চাদরটি খুলে একপাশে রাখলেন। তখন তাঁর চোখের অশ্রু ঝরছিল। এমনকি তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্না করতে শুরু করলেন।

তখন আবু মারয়াম বলল, আমি যদি জানতাম এতে আপনি এত কষ্ট পাবেন তাহলে আমি এ কথা বলতাম না।

তাঁর কান্না ধীরে ধীরে কমে আসার পর তিনি অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, আবু মারয়াম এ চাদরকে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি। কেননা এটি আমাকে আমার বন্ধু দিয়েছে।

আবু মারয়াম অবাক হয়ে বলল, কে আপনার বন্ধু?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ওমর বিন খাত্তাব, সে আল্লাহর জন্য কাজ করত আর তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কল্যাণ করেছেন।

তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবার কান্না শুরু করলেন। এমনকি তাঁর কান্নার আওয়াজ দূর থেকে শুনা যেতে লাগল।[৩৭০]

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর মোহরানা

এক দাসী দ্রুত ছুটে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে প্রবেশ করল।

সে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি কী জানতে পেরেছ ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিয়ের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাপ-আলোচনা করছেন?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতাশার সাথে বললেন, না, আমি জানতে পারিনি।

সে বলল, তাহলে তোমার বাধা কিসের তাঁর কাছে যেতে। হতে পারে তিনি তাঁকে তোমার সাথে বিয়ে দিবেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার কাছে এমন কিছু নেই যা দ্বারা আমি তাঁকে বিয়ে করব।

সে বলল, যদি তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দিতে...।

এভাবে মেয়েটি তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগল। তার উৎসাহ পেয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে লজ্জায় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর অধিক শ্রদ্ধার কারণে কিছুই বলছিলেন না।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, তুমি কেন এসেছ? তোমার কী কোনো প্রয়োজন আছে? কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি লজ্জার কারণে চুপ করেই রইলেন।

---

[৩৭০] তারিখু মদিনাতুল মুনাওয়ারা, ৩য় খণ্ড, ৯৩৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন রাসূল আবার বললেন, মনে হয় তুমি ফাতেমার ব্যাপারে প্রস্তাব দিতে এসেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

রাসূল বললেন, তাকে বিয়ে করে নেওয়ার মতো তোমার কাছে কিছু আছে? তিনি বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল বললেন, তুমি সে বর্মটি কী করেছ যা দ্বারা আমি তোমাকে সজ্জিত করেছি।

তখন তিনি বললেন, সেটি আমার কাছে..........যার হাতে আমার জান তাঁর শপথ! সেটি তো ভাঙা-চুরা। সেটির মূল্য মাত্র চার শত দেরহাম।

রাসূল হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, আমি (ফাতেমাকে) তোমার কাছে বিয়ে দিলাম, তুমি সে বর্মটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।[৩৭১]

বিয়ের ওলিমা

বুরায়দা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আলী ফাতেমা -কে বিয়ে করার জন্যে রাসূল -এর কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন, তখন রাসূল বললেন, বিয়ের জন্য তো ওলিমা করতে হবে। রাসূল -এর কথামতো আলী তখন শত অভাবে থাকা সত্ত্বেও একটি করে খেজুর, এক টুকরো রুটি, এক টুকরো পনির আর একটুখানি ঝোলের দ্বারা ওলিমার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর আয়োজিত এ ওলিমার খাবার সে সময়ের বড় ধরনের আয়োজন ছিল। উপস্থিত সবাই খাবার শেষে তাঁর জন্যে প্রাণ ভরে দোয়া করল। রাসূল -ও তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনের মধ্যে বরকত দান কর এবং তাদের আগামী প্রজন্ম তথা সন্তান-সন্ততির ওপর বরকত দান কর।[৩৭২]

আলী রাসূল -এর অধিক নিকটবর্তী

রাসূল -এর অসুস্থতার সময় একদিন সকালে ফাতেমা তাঁকে দেখার জন্যে আসলেন। তিনি আসার পরে যখনই তিনি রাসূল -এর কাছে যেতেন তখনই তিনি জিজ্ঞেস করতেন আলী কী এসেছে?

ফাতেমা বললেন, না, সে এখনো আসেনি।

এর কিছুক্ষণ পর আলী আসলে রাসূল -এর স্ত্রীগণ তাঁর পাশ থেকে সরে গিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বসলেন।

উম্মে সালামা বললেন, মহিলাদের মধ্যে আমি দরজার সবচেয়ে কাছে ছিলাম। রাসূল তাঁকে কাছে নিয়ে গোপনে কিছু কথা বললেন। তারপর

---

[৩৭১] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৭১৮ পৃ.।

[৩৭২] মু'জামুল কাবির লিত তিবরানী, ১১৫৩।

www.nagorikpathagar.org

ওইদিনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে নিয়ে গেলেন। আর এ কারণে আলী (রা.)-ই সৌহার্দতার দিক থেকে রাসূল ﷺ-এর অধিক নিকটবর্তী ছিলেন।[৩৭৩]

আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক

আলী বিন আবু তালিব (রা.) বলেন, একবার কয়েকদিন যাবত আমাদের ঘরে কিছুই ছিল না এবং নবী ﷺ-এর ঘরেও ছিল না। এরই মধ্যে একদিন আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তায় এক দিনার পড়ে আছে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এটা নিব নাকি নিব না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দিনারটি নিলাম। তারপর দিনারটি দিয়ে আটা বিক্রেতার কাছ থেকে আটা ক্রয় করে আনলাম। সেগুলো ফাতেমাকে দিয়ে বললাম, এগুলো ছেঁকে রুটি বানাও, ফাতেমা সেগুলো দিয়ে রুটি বানাল। আমি সেগুলো নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং ঘটে যাওয়া ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন নবী ﷺ বললেন, এগুলো খাও, এগুলো এমন রিযিক যা মহান আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন।[৩৭৪]

হাসান (রা.)-এর নাম রাখলেন নবী ﷺ

আলী (রা.) বলেন, যখন হাসান জন্মগ্রহণ করল, আমি তার নাম রাখলাম হারব। এরই মধ্যে নবী ﷺ এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাতির কী নাম রেখেছ?

আলী (রা.) বললেন, হারব।

নবী ﷺ বললেন, না; বরং তাঁর নাম হাসান।

এরপর যখন হুসাইন জন্মগ্রহণ করল আমি তার নাম রাখলাম, হারব। নবী ﷺ বললেন, না; বরং তার নাম হুসাইন। এরপর যখন তৃতীয় সন্তানটি জন্মগ্রহণ করল, আমি তার নাম রাখলাম, হারব। নবী ﷺ বললেন, না; এর নাম হবে মুহসিন।

এরপর নবী ﷺ বললেন, আমি এদের তিন ভাইয়ের নাম রেখেছি হারুন (আ)-এর ছেলেদের নামের ধারাবাহিকতার সাথে মিল রেখে। হারুন (আ)-এর তিন ছেলের নাম ছিল শাবার, শুবাইর, মুশাব্বির।[৩৭৫]

হাসান (রা.)-এর দুধমাতা

উম্মুল ফজল নামক এক মহিলা যার আসল নাম ছিল লুবাবা বিনতে হারেছ আল হেলালিয়্যাহ, যিনি আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি রাসূল ﷺ-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনার পরিবারের একজন সদস্য আমার কোলে লালিত-পালিত হচ্ছে।

---

[৩৭৩] মুসনাদে আহমদ ও ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৬৮৬ পৃ.।

[৩৭৪] কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, ৩২৮।

[৩৭৫] আহমদ, ইবনে হিব্বান।

www.nagorikpathagar.org

তখন নবী ﷺ বলেন, ফাতেমা একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিয়েছে। আল্লাহ চাহে তো তুমি তার দায়িত্ব পাবে। মহিলাটি বলেন, এরপর আমি একদিন হাসানকে কোলে নিয়ে নবী ﷺ-এর দরবারে আসি, তখন হাসান رضي الله عنه ছোট ছিলেন। নবী ﷺ তাঁকে কোলে নেওয়ার পর তিনি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলেন। তখন আমি তা নিজের হাত দিয়ে মুছে দেই। নবী ﷺ বলতে লাগলেন, রাখ, রাখ, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার কাপড়টি খুলে দিন, আমি ধুয়ে ফেলি। নবী ﷺ বললেন, না, ছোট ছেলে তো এটা ধুতে হবে না।

তারপর তিনি বললেন, বাচ্চা যদি ছেলে হয়, তবে কাপড়ে পানির ছিটা দিলেই চলবে, আর যদি বাচ্চা মেয়ে হয়, তাহলে যে কাপড়ে পেশাব করবে তা ধুইয়ে নিতে হবে।[৩৭৬]

আলী رضي الله عنه ও অহংকারী ইহুদি

ইহুদি মারহাব তার ধূসর রঙের ঘোড়ার পিঠে বসে তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি নাড়াতে নাড়াতে গর্ব আর অহংকারের সাথে গাইতে লাগল।

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ   شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

খায়বার সম্পর্কে
আমি মারহাব অবগত হয়েছি।
যখন যুদ্ধ অগ্নির মতো এসেছে
তখন আমি অস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞ বীর প্রস্তুত।

তখন তার মোকাবিলা করার জন্যে আমের বিন সিনান رضي الله عنه তার প্রতিউত্তর দিয়ে তার সামনে এগিয়ে গেলেন।

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ   شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

খায়বার সম্পর্কে আমি
অস্ত্র সজ্জিত সাহসী বীর আমের অবগত হয়েছি।

এরপর তারা দুইজন মল্লযুদ্ধ শুরু করলেন। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ইহুদি মারহাবের তরবারি আমের رضي الله عنه-এর ঢালে পড়ল। তখন তিনি তাঁর তরবারি ফিরিয়ে নিয়ে মারহাবকে নিচ থেকে মারতে চাইলেন, কিন্তু তিনি মারহাবকে মারতে গিয়ে নিজেই মারা গেলেন।

---

[৩৭৬] মুসতারিকে হাকিম।

www.nagorikpathagar.org

তখন কোনো কোনো লোক বলতে লাগল, আমের নিজেকে হত্যা করে নিজের আমল নষ্ট করে ফেলেছে।

এ কথা শুনে সালামা বিন আকওয়া কাঁদতে কাঁদতে দ্রুত নবী ﷺ-এর কাছে ছুটে গেলেন।

নবী ﷺ কাঁদতে দেখে বললেন, তোমার কী হয়েছে?

তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, মানুষ বলছে আমের নাকি নিজের আমল নষ্ট করে ফেলেছে।

এ কথা শুনে রাগে নবী ﷺ-এর চেহারা মোবারকের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, আবু সালামা, এ কথা কে বলেছে?

তিনি বললেন, আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে একদল লোক বলেছে।

নবী ﷺ বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে; বরং তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

তারপর নবী ﷺ তার মোকাবিলার জন্যে আলী (রা.)-কে পাঠালেন। তিনি তাঁর হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দিলেন।

আলী (রা.) রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ পেয়ে ইহুদি মারহাবের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন। ইহুদি মারহাব তখনো গাইতে ছিল,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّيْ مَرْحَبُ   شَاكِيْ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوْبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

খায়বার সম্পর্কে
আমি মারহাব অবগত হয়েছি।
যখন যুদ্ধ অগ্নির মতো এসেছে
তখন আমি অস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞ বীর প্রস্তুত।

আলী (রা.) তার প্রতিউত্তরে গাইতে লাগলেন,

أَنَا الَّذِيْ سَمَّتْنِيْ أُمِّيْ حَيْدَرَةْ   كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَةْ

أُوْفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهْ

আমি সেই ব্যক্তি যার মা
তার নাম রেখেছে সিংহ।
যেন নিকৃষ্ট এক পরিবেশে বনের রাজা।

তারপর তিনি দ্রুত ইহুদির দিকে এগিয়ে গিয়ে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তার এতো কাছে গেলেন যে, তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি তাকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, সে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর তিনি আকাশের দিকে তরবারি উঠিয়ে তার মাথায় মারলেন। সাথে সাথে তার মাথা দুই খণ্ড হয়ে গেল।

www.nagorikpathagar.org

তারপর মারহাব গলাকাটা গরুর মতো মাটিতে লাফালাফি করতে শুরু করল। অবশেষে সে তার অভিশপ্ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।[৩৭৭]

এ দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে

সকালের সূর্য উদিত হয়েছে, মদিনার অলিতে-গলিতে সূর্য তার তাপ ছড়িয়ে দিয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাসূল ﷺ-এর অবস্থা জানার জন্যে মানুষজন তাঁর দরজায় ভিড় করছিল। এমন সময় আলী رضي الله عنه রাসূল ﷺ-এর কক্ষ থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি ওই সকল লোকদের পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তখন তারা রাসূল ﷺ-এর অবস্থা জানার জন্যে তাঁকে ঘিরে ধরল।

তারা তাঁকে বলল, হাসানের বাবা, রাসূল ﷺ-এর কী অবস্থা?

আলী رضي الله عنه বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া তিনি সুস্থ আছেন।

তখন আব্বাস رضي الله عنه তাঁর হাত ধরে কানে কানে বললেন, আমি রাসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি এ অসুস্থতায় ইন্তেকাল করবেন। কেননা আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মৃত্যুর সময়ে চেহারা আমার জানা আছে.... সুতরাং তুমি রাসূল ﷺ-কে গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, এ দায়িত্ব (খিলাফত) কার ওপর বর্তাবে। যদি তা আমাদের কারো মধ্য থেকে হয়ে থাকে তবে আমরা তা জানতে পারলাম আর যদি অন্য কারো মধ্য থেকে হয়ে থাকে তবে তিনি অসিয়ত করে যাবেন।

তখন আলী رضي الله عنه জ্ঞান ও বিবেকের সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি আমরা রাসূল ﷺ-কে তা জিজ্ঞেস করার পর তিনি আমাদেরকে নিষেধ/বাদ দিয়ে দেন তাহলে মানুষ কখনোই আমাদেরকে তা দিবে না। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো তা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করব না।[৩৭৮]

বিচারের সম্মুখীন আমীরুল মুমিনীন

আলী رضي الله عنه একটি বর্ম হারিয়ে ফেলছিলেন। পরে তিনি তা এক ইহুদির হাতে দেখতে পেলেন।

তখন তিনি ইহুদিকে বললেন, এটিতো আমার বর্ম, আমি তো কাউকে তা দান করিনি অথবা বিক্রয় করিনি।

ইহুদি বলল, এটি আমার বর্ম, আর এটিতো আমার হাতেই।

তিনি বললেন, আমরা বিচারকের কাছে যাব। এ কথা বলে উভয়ে বিচারক শুরাইহের কাছে রওনা দিলেন।

শুরাইহ বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনার অভিযোগ পেশ করুন।

---

[৩৭৭] মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ৫২ পৃ.।

[৩৭৮] তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৯৩,১৯৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আলী (রা.) বললেন, এ ইহুদির হাতে যে বর্মটি এটি আমার বর্ম। আমি কাউকে তা দানও করিনি, কারো কাছে বিক্রিও করিনি।
তারপর শুরাইহ ইহুদিকে বললেন, হে ইহুদি, এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন।
ইহুদি বলল, এটি আমার বর্ম আর এটিতো আমার হাতেই।
শুরাইহ আলী (রা.)-কে বললেন, আপনার কোনো প্রমাণ আছে?
তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার আযাদকৃত দাস কনবার ও আমার ছেলে হাসান আছে, তারা সাক্ষ্য দিবে এটি আমার।
তখন শুরাইহ বললেন, বাবার পক্ষে ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং বর্মটি ইহুদির।
মুসলিম বিশ্বের খলিফা আমীরুল মুমিনীন আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিচারক রায় দেওয়ার কারণে ইহুদি অবাক হলো। সে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন আমাকে বিচারকের কাছে নিয়ে এসেছেন, আর বিচারক তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এটি (ধর্ম) সত্য। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর এ বর্মটি আপনার, আমীরুল মুমিনীন।[৩৭৯]

সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কিছু চেহারা কালো হয়ে যাবে

আমীরুল মুমিনীন ওমর (রা.) আলী (রা.)-কে এক খণ্ড জমিন দিলেন। আলী (রা.) জমিনটি কিনে নিয়ে তাতে পানির জন্যে একটি কূপ খনন করতে নির্দেশ দিলেন। লোকজন কূপ খনন করতে গিয়ে দেখতে পেল নিচ থেকে শীতল মিষ্টি পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তারা আলী (রা.)-কে এ সুসংবাদ দিতে দ্রুত ছুটে গেল।
তিনি বিনয়ের সাথে মাথা তুলে বললেন, এটি উত্তরাধিকারীদেরকে আনন্দ দিবে। এরপর তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন, হে লোক সকল, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে, এরপর তোমাদের সাক্ষ্য রেখে এ কূপটি ও জমিনটি যুদ্ধ বা শান্তি সব সময়ের জন্যে গরিব-মিসকীন, মুসাফির, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, কাছের-দূরের সকলের জন্যে সদকা করে দিলাম, সে দিনের নাজাতের জন্যে যেদিন কিছু চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হবে আর কিছু চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাতেকরে আল্লাহ তা'আলা আমার চেহারা থেকে জাহান্নামকে দূরে রাখেন আর জাহান্নাম থেকে আমাকে দূরে রাখেন।[৩৮০]

---

[৩৭৯] তারিখুল খুলাফা, ২৯,২৯৩ পৃ.।
[৩৮০] তারিখুল মদিনাতুল মুনাওয়ারা, ১ম খণ্ড, ২২০ পৃ.।
www.hagorikpathagar.org

রুটির মালিক

রাস্তার পাশে দুই লোক খাবার খেতে বসেছে। তাদের একজনের কাছে পাঁচটি রুটি ছিল, আর অন্যজনের কাছে তিনটি রুটি ছিল। তারা যখন খাওয়ার জন্যে রুটি বের করে সামনে রাখল তখন তাদের পাশ দিয়ে এক লোক যাচ্ছিল। সে তাদেরকে সালাম দিল।

তখন তারা দুইজন বলল, বসুন, আমাদের সাথে খাবার গ্রহণ করুন।

তাদের অনুরোধে লোকটি তাদের সাথে খাবার খেল। তারা সকলে ওই আটটি রুটিকে সমান তিনভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে চব্বিশ অংশের আট অংশ করে খেল। খাওয়া শেষে লোকটি তাদেরকে আট দেরহাম দিয়ে বলল, আমি আপনাদের খাবার যতটুকু খেয়েছি তার মূল্য হিসেবে এ আট দেরহাম রাখুন।

লোকটি চলে যাওয়ার পর রুটিওয়ালা ওই দুই লোক দেরহাম ভাগাভাগি করতে গিয়ে ঝগড়া শুরু করল।

যার রুটি পাঁচটি ছিল সে বলল, আমি পাঁচ দেরহাম নিব আর তুমি তিন দেরহাম নিবে।

আর যার রুটি তিনটি ছিল সে বলল, না; বরং দেরহাম সমানভাগে ভাগ হবে। অর্থাৎ চার দেরহাম করে ভাগ হবে।

তখন তারা দুইজন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেল। তারা তাঁকে বিস্তারিত ঘটনাটি শুনাল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তিন রুটিওয়ালাকে বললেন, তোমার সাথি তোমাকে যা দিয়েছে তা নিয়ে নাও। তার রুটি তোমার থেকেও বেশি। সুতরাং তিন দেরহাম নেওয়াটাই তোমার জন্যে উত্তম।

লোকটি রাগের সাথে বলল, আমি আমার পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করব।

তার কথামতো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি মাত্র এক দেরহাম পাবে, আর তোমার সাথি সাত দেরহাম পাবে।

লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ, আমাকে বুঝিয়ে বলুন তা কীভাবে, তাহলে আমি নিব।

তিনি বললেন, আটটি রুটি কী তিন ভাগ করলে চব্বিশ টুকরো হয়নি? যখন সেই চব্বিশ টুকরো তিনজনের ভাগে ভাগ করা হলো তখন প্রত্যেকে আট টুকরো করে পেয়েছ। তোমার তিনটি হয়েছে নয় টুকরো, তার মধ্যে তুমি নিজেই খেয়েছ আট টুকরো। সুতরাং ওই লোক যে আট টুকরো খেয়েছে সে তোমার রুটি থেকে মাত্র এক টুকরো খেয়েছে, সুতরাং তুমি মাত্র এক দেরহাম পাবে।

আর পাঁচ রুটি ওয়ালা, তার রুটি হয়েছে পনেরো টুকরো, তার মধ্যে সে খেয়েছে আট টুকরো। আর বাকি সাত টুকরো ওই লোক খেয়েছে, সুতরাং তোমার সাথি সাত দেরহাম পাবে।

www.nagorikpathagar.org

তখন লোকটি মুচকি হেসে বলল, এখন আমি খুশি, আর ব্যাপারটি আমার বুঝেও এসেছে।[৩৮১]

আলী رضي الله عنه ও স্বর্ণের পাত্র

আলী رضي الله عنه-এর আযাদকৃত দাস কম্বর তাঁর ভালোর জন্যে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি এমন একজন লোক যার কোনোকিছুই নেই। নিশ্চয়ই এ সম্পদে আপনার পরিবারের অংশ আছে. যা তারা আপনার জন্যে লুকিয়ে রেখেছে।
আলী رضي الله عنه অবাক হয়ে বলল, সেটা কী?
কম্বর বলল, আমার সাথে চলুন। কম্বর চলতে লাগল আর তার সাথে সাথে আমীরুল মুমিনীন আলী رضي الله عنه-ও চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সে তাঁকে একটি ছোট ঘরে নিয়ে আসল। তাতে বিশাল চাদর দ্বারা কয়েকটি পাত্র ঢাকা ছিল। আলী رضي الله عنه পাত্রগুলো খুলে দেখলেন সেগুলো স্বর্ণ-রুপায় ভর্তি।
তিনি সেগুলো দেখে বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাতো! তুমি তো আমার ঘরে বিশাল জাহান্নাম ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছ।
তারপর তিনি স্বর্ণ-রুপাগুলো ওজন করে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। আর বললেন, হে দুনিয়া, আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ধোঁকা দাও। (অর্থাৎ আমাকে ধোঁকা দিও না।)[৩৮২]

আওলিয়াদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য

আসরের একটু পূর্বে..........
সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه মদিনার বাজারে ঘুরাঘুরি করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি আহজারে জায়ত নামক স্থানে চলে গেলেন। সেখনে দেখতে পেলেন এক লোক বাহনে আরোহণ করে আছে, আর তার চারপাশ দিয়ে লোকজন ঘিরে আছে। সে চিৎকার দিয়ে আলী رضي الله عنه-এর বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছে।
তখন সা'দ رضي الله عنه বললেন, কী হয়েছে?
এক লোক বলল, এ ইরানি লোকটি আলী رضي الله عنه- কে অসম্মান করে কথা বলছে।
এ কথা শুনে রেগে সা'দ رضي الله عنه মানুষের ভিড় ঠেলে দ্রুত ওই লোকটির কাছে গেল। তার কাছে গিয়ে তিনি তাকে বললেন, এই, তুমি আলীকে কী কারণে অসম্মান করছ? তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নন? তিনি কী প্রথম রাসূল ﷺ-এর সাথে নামায আদায়কারী নন? তিনি কী সবার চেয়ে বেশি দুনায়াবিরাগী নন? তিনি কী সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি নন? তিনি রাসূল ﷺ-এর জামাতা নয়? তিনি যুদ্ধে রাসূল ﷺ-এর পতাকা বহন করেননি? তারপর সা'দ্ رضي الله عنه কেবলার দিকে ফিরে দুই

---

[৩৮১] তারিখুল খুলাফা, ২৮৫,২৮৬ পৃ.।
[৩৮২] আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১৬৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হাত তুলে এ ইরানী লোকটির বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে শুরু করলেন। তিনি কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ এ লোক তোমার ওলীদের একজনের মানহানি করছে। সুতরাং এ সমাবেশ ভাঙার আগেই তুমি তোমার ক্ষমতা দেখিয়ে দাও।

আল্লাহর শপথ! এরপর মানুষ ফিরে যাওয়ার আগেই ওই ইরানি লোকটির উটনী রেগে তাকে আছাড় দিল। এতে সে দুইটি পাথরের মাঝে গিয়ে পড়ল। পাথরের আঘাতে তার মাথা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল। আর সে সেখানেই মারা গেল।[৩৮৩]

আলী ﷺ ও দুর্গের দরজা

যুদ্ধ ভয়াবহভাবে চলতে লাগল। যোদ্ধাদের মাথার পাশে মৃত্যু ঘুরঘুর করছিল। আলী ﷺ প্রাণপণ আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর বক্ষ শাহাদাতের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনি ভয় ভীতিহীনভাবে লড়াই করতে লাগলেন। এমনকি তিনি দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করার একটি পথও তৈরি করে ফেলছিলেন এবং দুর্গটি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। এমন সময় দুর্গের কিছু পাহারাদার এসে তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাদের একজন তাঁকে এমন এক আঘাত করল যে, সাথে সাথে তাঁর ঢাল হাত থেকে পড়ে গেল।

তখন তিনি চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! হয় আমি হামযার মতো শাহাদাতের স্বাধ ভোগ করব অথবা আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন।

তিনি দ্রুত গিয়ে দুর্গের পাশে পড়ে থাকা একটি পুরাতন দরজা ঢাল হিসেবে তুলে নিলেন। এমনকি খায়বার বিজয় শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি ওই দরজাটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর আযাদকৃত দাস আবু রাফে যিনি আলী ﷺ-এর বাহিনীতে ছিলেন। তিনি বলেন, যে দরজাটি আলী ﷺ যুদ্ধের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন যুদ্ধ শেষে সে দরজাটি আমি ও আমার সত্তরজন লোক তুলতে চেষ্টা করেছি তবু মাটি থেকে উপরে তুলতে পারিনি।[৩৮৪]

---

[৩৮৩] আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৫০০ পৃ.।

[৩৮৪] আল বায়হাকী ফি দালায়েলুন নুবুওয়াহ্, ৪র্থ খণ্ড, ২১২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন গোলাম চাইলেন

সূর্য ঘুম থেকে জেগে উঠে তার সোনালি রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার আগেই ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা উঠে তাঁর ঘরের কাজ সমাধান করতে লেগে যান। অথচ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ছিলেন।

তিনি যব নিয়ে সেগুলো ভাঙেন এতে তাঁর হাত ব্যথায় ফুলে উঠত। তারপর পানির মশক বহন করে পানি নিয়ে আসতেন। ঝাড়ু নিয়ে নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। এতে তাঁর অনেক কষ্ট হতো। এমনকি তাঁর ওড়নার উপরের অংশেও ধুলা-বালি লেগে যেত। এরপর তিনি চুলায় পাত্র রেখে রান্না শুরু করতেন। রান্না তৈরি করতে গিয়ে দেখা যেত তাঁর পরিহিত কাপড় ময়লা হয়ে গেছে। এতসব কাজ একা শেষ করতে দিতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু বন্দি ও গোলাম আসল। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, ফাতেমা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু খাদেম ও গোলাম এসেছে। তুমি তাঁকে গিয়ে একজন খাদেম দিতে বল।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে একজন খাদেম চাইলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কোনো খাদেম দিলেন না।

তিনি তাঁকে বললেন, আমি কী তোমাকে খাদেম থেকেও উত্তম কিছু বলে দিব না? যখন তুমি তোমার বিছানায় যাবে (রাতে ঘুমাতে যাবে) তখন সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার বলবে, আল হামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার বলবে আর আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার বলবে।

তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা লাজুকতার সাথে মাথা তুলে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর সন্তুষ্ট........আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর সন্তুষ্ট। এ কথা বলে তিনি ফিরে গেলেন।[৩৮৫]

প্রতি নেকে দশগুণ

ছেঁড়া কাপড় পরিহিত দুর্বল শরীরের এক গরিব লোক আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে খাবার চাইল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ছেলে হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে বললেন, তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তাকে বল, বাবা তোমার কাছে যে ছয় দিরহাম রেখে গেছে, সেখান থেকে এক দিরহাম দাও।

হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর মায়ের কাছ থেকে ফিরে এসে বললেন, তুমি তো ছয় দিরহাম গম ক্রয় করার জন্যে রেখেছ।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, ওই বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না যে নিজের হাতে যা আছে তার থেকে আল্লাহর হাতে যা আছে তা পাওয়ার অধিক আশাবাদী না হয়।

---

[৩৮৫] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৭০৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তারপর তিনি হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে ছয় দিরহাম পাঠিয়ে দিতে বল।

তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছয় দিরহাম পুরাই পাঠিয়ে দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেগুলো ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখান থেকে উঠার আগেই এক লোক তার পাশ দিয়ে উট নিয়ে যাচ্ছিল। সে উটটি বিক্রয় করতে চাইল।

তিনি লোকটিকে বললেন, উটের দাম কত?

সে বলল, একশত চল্লিশ দিরহাম।

তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে এটি বিক্রি কর, আমি তোমাকে কিছুক্ষণ পর মূল্য পরিশোধ করে দিব। লোকটিও তাঁর কথামতো তাই করল। এরপর সে লোকটি যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পর সেখান দিয়ে আরেকজন লোক আসল। সে এসে বলল, এ উটটি কার?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার।

লোকটি বলল, তুমি কী তা বিক্রি করবে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, কততে বিক্রি করবে?

তিনি বললেন, দুই শত দিরহামে।

লোকটি বলল, আমি তা কিনে নিলাম।

লোকটি উট নিয়ে গেল আর তাঁকে দুইশত দিরহাম দিয়ে গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই দুইশত দিরহাম থেকে যার কাছ থেকে বাকি মূল্যে উট নিয়েছিলেন তাকে একশত চল্লিশ দিরহাম দিলেন। আর বাকি ষাট দিরহাম নিয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে গেলেন।

তিনি তা দেখে বললেন, এগুলো কী?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এগুলো তা, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন।

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

"যে একটি সৎকাজ করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে, একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" (সূরা আন'আম : ১৬০)।[৩৮৬]

---

[৩৮৬] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৬৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

সাহসী বালক

একদিন আলী দেখতে পেলেন তাঁর ছেলে চুপি চুপি নবী -এর পিছনে নামায পড়ছিলেন।

তিনি এ প্রথম দেখলেন যে, তাঁর ছোট্ট এ ছেলেটি নবী -কে অনুসরণ করছে, তাঁর ধর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং কুরাইশদের উপাস্য দেবদেবীকে বর্জন করেছে। নামায শেষ হওয়ার পর তাঁর ছেলে তাঁর কাছে ছুটে এসে বলল, হে আমার বাবা, ...আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি, তিনি যে অহী নিয়ে আগমন করেছেন সে অহীর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি।

তখন আলী মৃদু হেসে বললেন, জেনে রাখ, তিনি তোমাকে ভালো ব্যতীত অন্য কোনো পথে ডাকবেন না, সুতরাং তাঁর সাথে লেগে থাক।[৩৮৭]

তিন দিরহামের কাপড়

একদিন আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব একটি নতুন জামা ক্রয় করতে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক কাপড় বিক্রেতার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

তিনি ওই বিক্রেতাকে বললেন, আমার কাছে তিন দেরহামে একটি জামা বিক্রয় কর। লোকটি যখন আমীরুল মুমিনীন আলী -কে চিনতে পারল তখন আলী লোকটি ন্যায্যমূল্য না নেওয়ার ভয় করলেন। কেননা তিনি আমির এ কথা সে জেনে গেছে। এ কারণে তিনি তার থেকে না কিনে অন্য ক্রেতার কাছে গেলেন। তিনি যে বিক্রেতার কাছেই গেলেন সেই তাঁকে চিনে ফেলেছে। এ কারণে একের পর এক করে যেতে যেতে অবশেষে এক ছোট বালকের কাছে গেলেন। বালকটি তাঁকে চিনতে পারল, না। তখন তিনি ওই বালক থেকে তিন দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনলেন। যে জামাটি হাতের কব্জি ও পায়ের টাখনু পর্যন্ত। তিনি তা গায়ে দিয়ে নিলেন।

এর কিছুক্ষণ পর দোকানের মালিক আসল, তখন তাকে কেউ একজন বলল, তোমার ছেলে আমীরুল মুমিনীনের কাছে একটি জামা তিন দিরহামে বিক্রি করেছে। তুমি কী তা দুই দিরহামে বিক্রি করতে না?

তখন লোকটি এক দিরহাম নিয়ে আমীরুল মুমিনীন আলী -এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি দিরহামটি নিন, এটি আপনার দিরহাম। আলী অবাক হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই এটা আমার দিরহাম না।

---

[৩৮৭] খুলাফাউর রাসূল, ৪৪৮-৪৪৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

লোকটি বলল, আপনি যে জামাটি ক্রয় করেছেন, সেটির মূল্য দুই দিরহাম, কিন্তু আমার ছেলে তিন দিরহামে আপনার কাছে বিক্রি করেছে।

এ কথা শুনে আলী ﷺ হেসে বললেন, তোমার ছেলে আমাকে রাজি করেই বিক্রি করেছে। আর আমি তাকে রাজি রেখে তা ক্রয় করেছি। (অর্থাৎ উভয়ে এ বেচা কেনার ওপর রাজি ছিলাম।)

তখন লোকটি দিরহাম নিয়ে দোকানের দিকে ফিরে গেল।[৩৮৮]

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন

রাসূল ﷺ দিন-রাত তিন বছর পর্যন্ত গোপনে গোপনে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। এ কাজে তিনি ক্লান্তিকে ক্লান্তি মনে করতেন না, কষ্টকে কষ্ট মনে করতেন না। এরপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন..... وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।" (সূরা শু'আরা : ২১৪)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি আব্দুল মুত্তালিবের সকল সন্তানকে একত্রিত করলেন। তিনি তাদের জন্যে খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করলেন। তারা খেয়ে ও পান করে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হলো, কিন্তু তবু খাবার আর পানীয় যতটুকু ছিল ততটুকুই রয়ে গেল। সেগুলো একটুও কমেনি।

তারপর নবী ﷺ বললেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আমি বিশেষ করে তোমাদের জন্যে আর সাধারণভাবে সকলের জন্যে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তারপর তিনি তাদেরকে আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন।

এরপর বললেন, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে আমার ভাই ও আমার সাথি হবে?

তারা কেউ কোনো কথা বলল না। সকলের মাঝে নীরবতা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল কোনো পাখি তাদের মাথায় বসে আছে আর তাই তারা নড়াচড়াও করছিল না। হঠাৎ সকলের নীরবতা ভেঙে দিয়ে আলী নামের এক ছোট বালক বললেন, আমি।

তিনি হচ্ছেন আলী বিন আবু তালিব ﷺ যিনি সকলের নীরবতা ভেঙে দিয়ে রাসূল ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বললেন, আমি .....আমি আপনার ভাই ও সাথী হবো। তাঁর থেকে সাড়া পেয়ে নবী ﷺ-এর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি বস।

---

[৩৮৮] মুন্তাখাবু কানযিল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ৫৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বসে পড়লেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার কথাগুলো বললেন, কিন্তু তখনো তাঁর পাশে বসা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যতীত আর কেউই তাঁর কথায় সাড়া দিল না।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি আপনার ভাই ও সাথি হবো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবারো বললেন, তুমি বস, তিনি বসে গেলেন।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো কথাগুলো বললেন। তখনো আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যতীত আর কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবারো বললেন, আমি........আমি আপনার ভাই ও সাথি হবো।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর এমন কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর বুকে মৃদুভাবে আঘাত করে তাঁর কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।[৩৮৯]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া

একটি বিছানার উপর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুয়েছিলেন। তাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত করেছে। তিনি বন্দির মতো বাড়িতে দিন কাটাতে লাগলেন।

তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ, যদি আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তবে মৃত্যু দান করুন আর যদি বিলম্বে হয় তবে আমাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দিন। যদি এটি পরীক্ষা হয় তবে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়া শুনতে পেলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কপাল প্রসারিত করে বললেন, আলী তুমি কী বলে দোয়া করলে?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দোয়াটি দ্বিতীয়বার করলেন।

তাঁর দোয়া শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তুলে বললেন, হায় আল্লাহ, তাকে সুস্থ করে দাও।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার পর আমার আর এ ব্যথার অভিযোগ করতে হয়নি। (অর্থাৎ আমার আর এ অসুখ হয়নি।)[৩৯০]

আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে যান

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব নম্রতা ও বিনয়ের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসলেন। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে উপদেশ ও নসিহত করার পূর্বে হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত এসে তাঁর কাপড় ধরে টেনে ধরে বললেন, আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে যান। (হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখনো ছোট ছিলেন।)

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিনয়ের সাথে বললেন, তুমি সত্য বলেছ, এটি তোমার নানার স্থান। তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে কোলে তুলে নিলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বতে দুই চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন।

---

[৩৮৯] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৭১৯ পৃ.।

[৩৯০] দালায়েলুন নুবুওয়াহ্ লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আলী (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে এটি করতে নির্দেশ দেইনি। আবু বকর (রা.) বললেন, তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে দোষারোপ করছি না।[৩৯১]

তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে ওই লোকটি যেন আলী হয়

এক আনসারী মহিলা রাসূল ﷺ-এর জন্যে খাবার তৈরি করে তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে দাওয়াত করলেন।

রাসূল ﷺ মহিলার দাওয়াতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠানে বসলেন আর লোকজন তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন।

তারা এ অবস্থায় ছিলেন, এমন সময় রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের কাছে এখন এক জান্নাতী লোক আসবে। তারপর নবী ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে বললেন, হায় আল্লাহ! তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে ওই লোকটি যেন আলী হয়। রাসূল ﷺ-এর দোয়ার বরকতে তখন আলী (রা.)-ই তাঁদের কাছে আসলেন। তখন তাঁরা তাঁকে রাসূল ﷺ ঘোষিত সুসংবাদ দিতে লাগলেন।[৩৯২]

আমার পেটে পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু ঢুকাবো না

একদিন দুপুরে কা'বার কর্মচারী আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব (রা.)-এর কাছে আসল। সে এসে আলী (রা.)-এর কক্ষের সামনে কোনো পর্দা দেখতে পায়নি। তাই সে অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে চলে আসল।

সে এসে দেখতে পেল আলী (রা.) উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটি পাত্র আর একটি পানি ভর্তি মগ। তারপর তিনি একটি ব্যাগ বের করলেন।

তখন লোকটি মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে আমার আমানতের কারণে প্রতিদান দিবেন। হতে পারে তিনি প্রতিদান হিসেবে আমাকে মণিমুক্তা অথবা মূল্যবান কিছু দিবেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আলী (রা.) ব্যাগটি খুললে তাতে কয়েক টুকরো রুটি দেখা গেল। তিনি তা একটি থালায় রেখে তাতে হালকা পানি ঢেলে দিলেন।

তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, আস, আমার সাথে খাও।

তখন লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি এগুলো খাচ্ছেন অথচ আপনি এখন ইরাকে। ইরাকে তো খাবারের অভাব নেই।

---

[৩৯১] তারিখুল খুলাফা, ৬৯ পৃ.।

[৩৯২] মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, ৩৩১ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তার কথার উত্তরে তিনি দুনিয়াবিরাগীদের মতো বললেন, জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই এ রুটির টুকরোগুলো মদিনা থেকে আনা হয়েছে। কেননা আমি আমার পেটে পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্যকিছু ঢুকাতে অপছন্দ করি।[৩৯৩]

যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল

হুদায়বিয়া উপস্থিত থাকা সাহাবীদের মধ্যে আমর বিন শাস আল আসলামী একজন। তিনি একবার আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে ইয়ামানে সফর করেছিলেন।

পথে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দ্বারা মনে হালকা আঘাত পেয়েছেন। এ কারণে তিনি তাঁর ওপর খুব রাগান্বিত হয়েছেন।

যখন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় আসলেন তখন তিনি মসজিদে এ ব্যাপারে মানুষের কাছে বলাবলি করতে লাগলেন। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেল।

একদিন সকালে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে আসলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একদল সাহাবীর মাঝে বসেছিলেন। তাঁকে দেখার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমর, জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ।

তিনি ভীত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে কষ্ট দেওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ.........যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।[৩৯৪]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতে

মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে বসে আছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতের অধিবাসী হবে এমন একজন লোক এখন তোমাদের কাছে আসবে। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন।

এর কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, জান্নাতের অধিবাসী হবে এমন আরেকজন লোক তোমাদের কাছে আসবে। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন।

এর কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, জান্নাতের অধিবাসী হবে এমন আরেকজন লোক এখন তোমাদের কাছে আসবে।

এ কথা বলার পর তিনি হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! ওই লোকটি যেন আলী হয়।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন।[৩৯৫]

---

[৩৯৩] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৮২ পৃ.।

[৩৯৪] আল মুসনাদ, ৩য় খণ্ড, ৪৮৩ পৃ.।

[৩৯৫] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৫৭৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

মৃতরা কথা বলছে

একদিন সকালে আমীরুল মুমিনীন একাকীত্ব অনুভব করছিলেন। তখন তিনি মৃত্যু, কবর ও আখেরাতের হিসাব নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতে এক পর্যায়ে তিনি মদিনার কবরস্থানের দিকে পা বাড়ালেন।

তিনি কবরস্থানে গিয়ে বললেন, হে কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তখন কবর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমাদের পরে কী হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তোমাদের স্ত্রীদের বিয়ে হয়ে গেছে, তোমাদের সম্পদ ভাগ হয়ে গেছে, তোমাদের সন্তানেরা ইয়াতীমের দলভুক্ত হয়ে গেছে, আর যে ঘর তোমরা বানিয়ে গেছ সে ঘরে এখন অন্যরা থাকছে। আমাদের কাছে এ সংবাদই আছে। তোমাদের কাছে কী সংবাদ?

তখন কবর থেকে আওয়াজ আসল, কাফনগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, চুলগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, চামড়া টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু বয়ে যাচ্ছে, নাক দিয়ে ময়লা বের হচ্ছে, আমরা যা কিছু প্রেরণ করেছি তা পেয়েছি আর যা রেখে এসেছি তা হারিয়েছি, আর এখন আমরা এখানে বন্দি হয়ে আছি।[৩৯৬]

আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলী সবচেয়ে প্রিয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়্যেদা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে বধূ বেশে পাঠালেন। ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে এসে বিছানায় একটি পাতলা চাদর, একটি বালিশ, একটি থলে ও একটি মগ ব্যতীত আর কিছুই পেলেন না। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এ বলে পাঠালেন যে, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যাবে না।

কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে আসলেন। তিনি এসে পানি নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পানি আনার পর তিনি আল্লাহর ইচ্ছানুসারে দোয়া কালাম যা পড়ার পড়লেন। তারপর সে পানি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারায় ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে ডাকলেন। তিনি আসার পর তাঁর উপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি ছিটিয়ে দিলেন।

তারপর নবী বললেন, জেনে রাখ, আমি আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, নাও, তোমার পরিবারকে।

---

[৩৯৬] মু'জামু কারামাতিস সাহাবা, ৯২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি তাঁদের জন্যে দোয়া করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।[৩৯৭]

আমি কীভাবে তোমাদের অভিভাবক

একদল লোক আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসলেন। তাঁরা এসে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, হে আমাদের অভিভাবক।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি কীভাবে তোমাদের অভিভাবক হলাম।

তখন তাঁরা বললেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক।

এ কথা শুনার পর তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

তখন কেউ একজন বলল, তারা আনসার গোত্রের লোক। তাদের মধ্যে আবু আইয়ূব আল আনসারীও ছিলেন।[৩৯৮]

যিনাকারিণী মহিলা

একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার পথে হাঁটছিলেন এমন সময় তিনি দেখলেন কিছু লোক এক মহিলাকে টেনে টেনে আনছিল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিৎকার দিয়ে বললেন, এর কী হয়েছে?

তারা বলল, সে যিনা করেছে, তাই আমীরুল মুমিনীন তাকে রজম (যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করা) করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে মহিলাকে তাদের হাত থেকে নিয়ে ছেড়ে দিলেন এবং তাদেরকে কঠিনভাবে ধমকালেন। তখন তারা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে ফিরে গিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যা করেছেন তা জানাল।

তাদের কথা শুনার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সে না জেনে এমন করেনি। তাকে আমার কাছে পাঠাও। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নির্দেশ মতো আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাছে আসলেন। তাঁর চেহারায় তখনো রাগের ভাব দেখা যাচ্ছিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন, তোমার কী হলো, তুমি কেন এ লোকগুলো যিনাকারিণী মহিলার ওপর হদ কায়েম করতে বাধা দিয়েছ।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেননি, 'তিন ব্যক্তির থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, ছোট বাচ্চা যতদিন না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, পাগল যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরে আসে। (কলম উঠিয়ে রাখা হয় মানে এ তিনজনের কাজের কোনো হিসাব হয় না।)

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাথা নেড়ে বললেন, অবশ্যই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি।

---

[৩৯৭] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৫৬৭-৫৬৯ পৃ.।

[৩৯৮] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৫৭২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন আলী মুচকি হেসে বললেন, এ মহিলাকে মাঝে মাঝে মৃগীরোগে আক্রান্ত করে যা পাগল হয়ে যাওয়ার মতো। মনে হয় তার মৃগী রোগে আক্রান্ত করা অবস্থায় পুরুষ লোকটি এসে তার সাথে এমন করেছে।
তখন ওমর মহিলাটিকে ছেড়ে দিয়েছেন।[৩৯৯]

ফকীহের গুণ

আলী মেহরাবের পাশে বসেছিলেন। তার পবিত্র জবানে তিনি আল্লাহ তা'আলার জিকির-আজকার করছিলেন। তখন একদল লোক তাঁকে ঘিরে বসল। তাদের উদ্দেশ্য তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করা।
তাদের মধ্যে এক লোক বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাদেরকে ফকীহের গুণাগুণ সম্পর্কে বলুন। (ফকীহ্ বলা হয় যিনি ইসলামী আইনশাস্ত্রে জ্ঞান রাখেন।)
তখন আলী দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখ, আমি তোমাদেরকে ফকীহ হওয়ার শর্তসমূহ বলছি। ফকীহ ওই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না। আল্লাহর অবাধ্যতাকে মানুষের জন্যে সহজ করে দেয় না। আল্লাহর ক্রোধ থেকে তাদেরকে নিরাপদ হওয়ার ধারণা দেয় না। কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে অন্যকিছুর মুখী হয় না। যে ইবাদত জ্ঞানবিহীন হয় তাতে কোনো কল্যাণ নেই। আর যে জ্ঞানের মাঝে আল্লাহর ভয় নেই তাতেও কোনো কল্যাণ নেই। ওই তেলাওয়াতেও কল্যাণ নেই যা বুঝে পাঠ করে না।[৪০০]

উম্মে সালামা ও আলী

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা আবু আব্দুল্লাহ আল জাদালী -এর কাছে এসে রাগের সাথে বললেন, আবু আব্দুল্লাহ, তোমাদের সামনে কী রাসূল -কে গালি দেওয়া হবে?
তখন তিনি খুব ভীত হয়ে বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, কীভাবে তা হতে পারে?
তখন উম্মে সালামা বললেন, আলী আর তাঁকে যারা পছন্দ করে তাদেরকে কী গালি দেওয়া হচ্ছে না?.....আল্লাহর শপথ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূল আলীকে ভালোবাসতেন।[৪০১]

[৩৯৯] মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ১৫৫, ও আবু দাউদ ৪র্থ খণ্ড, ১৪০।
[৪০০] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃ.।
[৪০১] মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

হিজরি সালের ইতিহাস

ইয়ামান থেকে এক লোক আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে আসল।

সে তাঁকে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনারা কী তারিখের ভিত্তিতে ঘটনাগুলো লিখে রাখেন না। অমুক মাসে অমুক ঘটনা ঘটেছে, বা অমুক নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, না।

এরপর লোকটি ফিরে চলে গেল, কিন্তু বিষয়টি ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন। অবশেষে তিনি একটি সন চালু করার প্রয়োজন মনে করলেন।

আর এ কারণে তিনি মুহাজির ও আনসারদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করলেন। তারা সকলে একত্রিত হয়ে বসার পর তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন সময় থেকে সন ভিত্তিক ইতিহাস লেখা শুরু করব?

তাঁর এ প্রশ্নে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সকলে চুপ করে রইল। এরপর একজন বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল থেকে, আবার কেউ বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় থেকে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আওয়াজ উঁচু করে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন শিরকের ভূমি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন সেদিন থেকে আমরা ইতিহাস লেখা শুরু করব। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হিজরত করতে মক্কা ত্যাগ করলেন ওইদিন থেকে।

তখন সকলে তাঁর কথা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এর ওপর ঐকমত্য হয়েছে।[৪০২]

এক ব্যক্তিকে থাপ্পড় মেরেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু

বায়তুল্লাহর পাশে এক ব্যক্তির চিৎকারের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। এক যুবক মানুষের ভিড় ঠেলে চিৎকার করতে করতে এসে আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সামনে উপস্থিত হলো।

তখন সে ধোঁকাবাজদের মতো অভিনয় করে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আলী বিন আবু তালিব থেকে আমার অধিকার আদায় করে দিন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তাঁর কী হয়েছে?

সে বলল, সে আমার চোখে থাপ্পড় মেরেছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন সেই স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখান দিয়ে যেতে লাগলেন।

---

[৪০২] তারিখুল মদিনাতিল মুনাওয়ারাহ্, ২য় খণ্ড, ৭৫৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন ওমর আলী-কে বললেন, হাসানের বাবা, তুমি কী এর চোখে থাপ্পড় মেরেছ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।

ওমর বললেন, কেন?

তিনি বললেন, আমি তাকে দেখেছি সে তাওয়াফের সময় মুমিনদের গোপন অঙ্গসমূহের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে।

ওমর বললেন, হাসানের বাবা, তুমি ভালো করেছ।[৪০৩]

তিনটি বিষয় আলী -এর স্বতন্ত্রতা

খুবই আগ্রহের সাথে লোকজন ওমর -এর মজলিসে বসে তাঁর উপদেশ শুনছিল।

তখন তিনি বললেন, আলীকে স্বতন্ত্র এমন তিনটি জিনিস দেওয়া হলো, তার থেকে একটি পাওয়াও আমার কাছে সকল নেয়ামত থেকেও উত্তম।

মানুষ আগ্রহের সাথে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, সেগুলো কী কী?

তিনি বললেন, সে নবী -এর মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করেছে, মসজিদ তার বাসস্থান, সেখানে তার জন্যে যা করা জায়েয আমার জন্য তা জায়েয নেই এবং সে খায়বারের দিন পতাকা বহন করেছে।[৪০৪]

ইয়ামানে আলী -এর প্রেরণ

তখন আলী মাত্র নব তরুণ। মসৃণ হাত ও কমল ত্বকবিশিষ্ট। রাসূল যখন তাঁকে ইয়ামানের উদ্দেশে পাঠালেন তখন তিনি মাত্র জীবনের চব্বিশ বছর অতিক্রম করেছেন।

আলী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন, মানুষতো আমাকে বিচারকার্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে অথচ এ ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই।

তাঁর কথা শুনে নবী মৃদু হেসে স্নেহের সাথে বললেন, আমার কাছে আস। তিনি তাঁর কাছে আসলেন, নবী তাঁর বুকে নিজ পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করলেন।

তারপর নবী বললেন, আল্লাহ তুমি তাঁর জিহ্বা দৃঢ় কর এবং তাঁর অন্তরকে হেদায়েত দাও। ....আলী যখন তোমার সামনে দুইপক্ষ বিচারপ্রার্থী বসবে তখন তুমি তাদের প্রথমপক্ষ থেকে যেভাবে অভিযোগ শুনেছ দ্বিতীয়পক্ষ থেকেও

---

[৪০৩] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৬৬ পৃ.।

[৪০৪] তারিখুল খুলাফা ২৭৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তেমন না শুনা পর্যন্ত বিচার শুরু করবে না। যখন তুমি দুইপক্ষের কথা শুনে বিচার করবে তখন তোমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সে সত্তার শপথ! যিনি বীজ সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন প্রাণী, এরপর থেকে কখনো আমি দুই ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করতে সন্দিহান হইনি।[৪০৫]

আহলে বাইতের প্রজ্ঞা

ইয়ামানে চারজন ব্যক্তি একটি গর্তে পড়ে গেছে। সে গর্তে একটি সিংহ শিকার করতে বসেছিল। যখন প্রথম লোকটি পড়ে যেতে লাগল সে দ্বিতীয় লোকটিকে ধরে ফেলল। দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে ধরল, তৃতীয়জন চতুর্থজনকে ধরল। এভাবে তারা চারজনই গর্তে পড়ে গেল। গর্তে পড়ে যাওয়ার পর সিংহ তাদের চারজনকেই আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করে শেষ করে দিল।

তখন সে চারজনের অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করল। এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তোমাদের মাঝে সমাধান করে দিব। যদি তোমরা আমার বিচারে রাজি থাক তবে তাই হবে। আর না হয় আমি তোমাদের থেকে কিছু সংখ্যক লোককে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পাঠাব। তখন তিনি তোমাদের মাঝে সমাধান করে দিবেন।

এরপর তিনি বিচারের সমাধান দিয়ে বললেন, যারা এ গর্তটি করেছে তোমরা তাদের থেকে দিয়্যাত (রক্তপণ) হিসেবে এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, অর্ধেক ও পূর্ণ একজনের রক্তপণ গ্রহণ কর।

সুতরাং যে প্রথমে গর্তে পড়েছে তাঁর অভিভাবকরা এক-চতুর্থাংশ পাবে, কেননা সে দ্বিতীয়জনকে গর্তে ফেলেছে। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিভাবকরা এক তৃতীয়াংশ পাবে, কেননা সে তার পরের ব্যক্তিকে ফেলেছে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তির অভিভাবকরা অর্ধেক পাবে, কেননা সে চতুর্থ ব্যক্তিকে ফেলেছে। আর চতুর্থ ব্যক্তির অভিভাবকরা পূর্ণ একজনের রক্তপণ পাবে।

কিন্তু তারা তাঁর এ বিচার মানতে অস্বীকার করল। তাই তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এ বিচার নিয়ে আসল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বিচারটি পেশ করল এবং আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দেওয়া রায়টি বর্ণনা করে শুনাল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর রায়কে বহাল রাখলেন।

আর বললেন, সকল প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার যিনি আহলে বাইতের মধ্যে প্রজ্ঞা রেখেছেন।[৪০৬]

---

[৪০৫] মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৯৬-১১১ ও তিরমিযী ২খণ্ড, ৩৯৫।

[৪০৬] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালিব, ৬৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ

অবুঝ বয়সে একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে আসলেন। তিনি এসে দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নামায আদায় করছিলেন।
তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মদ, এটা কী?
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে হস্যোজ্জ্বল চেহারায় এসে বললেন, এটা আল্লাহর ধর্ম, যে ধর্ম আল্লাহ নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং সে ধর্ম দিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি তোমাকে আহ্বান করছি শরিকবিহীন আল্লাহর দিকে, তাঁর ইবাদতের দিকে ও লাত, উজ্জাকে অস্বীকার করার দিকে।
তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এটা এমন একটি বিষয় যা আমি আর কখনো শুনিনি। সুতরাং আমি আবু তালিবের (বাবার) সাথে পরামর্শ না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না।
কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আগে তাঁর এ কথা মানুষের সামনে প্রকাশিত হওয়াকে অপছন্দ করলেন। আর তাই তিনি তাঁকে বললেন, আলী, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তা কাউকে বলবে না।
আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই রাতে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভাবনার মাঝেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ঈমানের আলো দিয়ে দিলেন। সকাল হওয়ার পর তিনি খুব দ্রুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, মুহাম্মদ, আপনি আমার কাছে কী পেশ করেছিলেন?
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর সাথে সাথে লাত ও উজ্জাকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর অংশীদার স্থাপন থেকে পবিত্র থাকবে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথাগুলো শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন এবং ইসলাম প্রকাশ্যে আসার আগ পর্যন্ত আবু তালিবের ভয়ে গোপনে গোপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসা-যাওয়া করতেন।[৪০৭]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মর্যাদা

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুই পায়ের উপর কাপড় ছড়িয়ে বসলেন। লোকেরা তাঁর চারদিকে ঘিরে বসলেন। তাঁরা তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আহলে বাইতদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন।
আলোচনার এক পর্যায়ে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আলীর জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিনটি কথা এমন যা আমার কাছে হুমুরুন নিয়ামত থেকেও উত্তম। (হুমুরুন নিয়ামত

[৪০৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

অর্থ, লাল উট, যা আরবদের কাছে অনেক প্রিয় ছিল, তাই তারা কোনো উত্তম জিনিসের উদাহরণ দিতে গিয়ে তা বলতেন।)

রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কী এতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসার পক্ষ থেকে হারুন যে মর্যাদায় ছিল, তুমি আমার পক্ষ থেকে সে মর্যাদায় আছ, তবে আমার পরে আর কেউ নবী হবেন না।

তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে খায়বারের দিন বলেছিলেন, আমি অবশ্যই পতাকা এমন একজনের হাতে দিব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে আর তাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন। তখন পতাকা নেওয়ার জন্যে অনেকে মাথা উঁচু করেছে।

কিন্তু নবী ﷺ বললেন, আলীকে আমার কাছে ডাক। তারপর তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলেন।

যখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন,..

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.

আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (সূরা আহযাব : ৩৩)

তখন নবী ﷺ আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনকে ডেকে এনে বললেন, হে আল্লাহ এরাই আমার পরিবার।[৪০৮]

হামযা (রা.)-এর মেয়ে

মক্কা বিজয়ের পর আলী (রা.) তখনো মক্কা থেকে বের হতে ঘোড়ার ঘাড় ঘুরাননি। ঠিক তখন তিনি শুনতে পেলেন হামযা (রা.)-এর মেয়ে দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে আসছে আর চিৎকার করে ডাকছে, চাচা....., চাচা....।

তখন আলী (রা.) তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিল। তারপর তিনি ফাতেমা (রা.)-কে বললেন, তোমার চাচাতো বোনকে নাও।

এরপর হামযা (রা.)-এর মেয়েকে নিয়ে আলী (রা.) ও জাফর (রা.) বিতর্ক করতে লাগলেন।

আলী (রা.) বললেন, তাকে নেওয়ার অধিক হক্বদার আমি, সে আমার চাচাতো বোন।

তখন জাফর (রা.) বললেন, তাকে নেওয়ার অধিক হক্বদার আমি, সে আমারও চাচাতো বোন, তাছাড়া তার খালা আমার স্ত্রী।

---

৪০৮ মুসলিম শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ১৮৭১ নং হাদিস।

www.nagorikpathagar.org

ওইদিকে জায়েদ -ও বললেন, তাকে নেওয়ার অধিক হক্বদার আমি, কেননা সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। রাসূল তাঁকে হামযা -এর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন।

তখন নবী মেয়েটিকে তার খালার দায়িত্বে দিলেন। কেননা খালা তো মায়ের মতোই।

তারপর নবী মৃদু হেসে আলী -এর দিকে তাকালেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আমার, আমি তোমার।

এরপর জাফর -কে বললেন, আমার গঠন ও চরিত্রের সাথে তোমার অধিক মিল রয়েছে।

আর জায়েদ -কে বললেন, জায়েদ, তুমি আমার ভাই ও আযাদকৃত দাস।[৪০৯]

উম্মে কুলছুমের জন্যে প্রস্তাব দিলেন ওমর

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব আলী বিন আবু তালিবের কাছে তাঁর মেয়ে উম্মে কুলছুমকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন।

তখন আলী বললেন, আমি আমার মেয়েদেরকে জাফরের ছেলেদের জন্যে ওয়াক্ফ করে দিয়েছি।

ওমর বললেন, আলী তাঁকে আমার কাছে বিয়ে দাও, আল্লাহর শপথ! জমিনের ওপর তার সাথে আমার মতো উত্তম ব্যবহার কেউ করবে না।

তখন আলী আনন্দের সাথে বললেন, আমি প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

আলী প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ওমর দ্রুত ওই লোকদের কাছে গেলেন যারা রাসূল -এর মিম্বর ও কবরের মাঝে বসে আল্লাহর জিকির করছিল। তিনি তাদেরকে গিয়ে বললেন, আমার জন্যে বাসর সাজাও।

তারা সাথে সাথে বলল, কার সাথে আমীরুল মুমিনীন?

তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, আলীর মেয়ে উম্মে কুলছুমের সাথে। কেননা আমি রাসূল -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার বংশ ব্যতীত সকল বংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

আমি তাঁর সংস্পর্শে ছিলাম আর তাই আমি চেয়েছি তাঁর আর আমার একটি বংশসূত্র থাকুক।[৪১০]

---

[৪০৯] মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৯৮-১১৫ ও আবু দাউদ ২য় খণ্ড, ৭১০।

[৪১০] আল কানয, ১৩তম খণ্ড, ৬২৪ পৃ,।

www.nagorikpathagar.org

আমি যার অভিভাবক আলী তাঁর অভিভাবক

নবী ﷺ যখন বিদায় হজ্ব থেকে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি মক্কা ও মদিনার মাঝে "গাদিরে খামে" যাত্রাবিরতি নিলেন। তিনি লোকদেরকে জায়গাটি ঝাড়ু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণ একত্রিত হয়ে বসলেন।

তখন নবী ﷺ বললেন, আমি তোমাদের মাঝে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, আল্লাহর কিতাব ও আমার সংগ্রামী পরিবার। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রেখ, আমি চলে যাওয়ার পরে তোমরা ওই দুইটি জিনিসের সাথে কেমনভাবে লেগে আছ। কেননা ওই দুইটি হাওযে আমার সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনো আলাদা হবে না।

তারপর নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ আমার অভিভাবক, আর আমি সকল মুমিনীনের অভিভাবক।

তারপর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাত ধরে বললেন, আমি যার অভিভাবক এও তাঁর অভিভাবক। তারপর তিনি দুই হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব রেখ, আর যে আলীর সাথে শত্রুতা করবে তুমি তার সাথে শত্রুতা করিও।[৪১১]

সাতজন আমীর

আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসবাহান এলাকা থেকে অনেক সম্পদ এল। তিনি তা সাত ভাগ করলেন। সে সম্পদের ভেতরে একটি রুটি পাওয়া গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সে রুটিকেও সাত ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে এক টুকরা করে রাখলেন।

তারপর তিনি সাতজন আমীরকে ডাকলেন। তিনি তাদের মাঝে লটারী দিলেন। লটারির মাধ্যমে কে কার পরে অংশগ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করলেন।[৪১২]

খুলাফায়ে রাশেদীন

জ্ঞান ও দ্বীনদারিতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিনিধি দলগুলো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসতে লাগল। তাদের সবার সামনে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিল, যার মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধা ছিল।

সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমরা আপনাকে বলতে শুনেছি, আপনি খুতবায় বলেছেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সংশোধন করুন যেমন খুলাফায়ে রাশেদীনকে সংশোধন করেছেন।" খুলাফায়ে রাশেদীন কারা?

---

[৪১১] মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭০ পৃ.।

[৪১২] আল ইসতি'আব, ৩য় খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

এ প্রশ্নে তাঁর চোখ অশ্রুতে সিক্ত হলো। তিনি বললেন, তাঁরা হচ্ছেন আমার বন্ধু আবু বকর ও ওমর । যাঁরা হেদায়াতের ইমাম ও শায়খুল ইসলাম। রাসূল -এর পর যাঁরা অনুকরণীয়। যে তাঁদেরকে অনুসরণ করবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে, যে তাঁদের পদচিহ্ন অনুকরণ করবে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। আর যে তাঁদেরকে আঁকড়ে ধরবে সে আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত।[৪১৩]

আবু বকর -এর জন্যে আলী -এর পরামর্শ

আবু বকর জিহাদের ইচ্ছায় বাহনে চড়ে বের হলেন, কিন্তু আলী তাঁর বাহনের লাগাম ধরে বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমি আপনাকে সে কথাই বলব যা আমরা রাসূল -কে বলতাম, আপনি আপনার তরবারিকে কোশবদ্ধ করুন, আপনি নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে ভয়ে রাখবেন না এবং মদিনায় ফিরে যান। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আপনার নিজের ব্যাপারে আমাদেরকে শঙ্কিত রাখেন তাহলে ইসলামের কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না।

তখন আবু বকর বললেন, না, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে শঙ্কিত করব না; বরং তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিব।

এরপর আবু বকর যুল হিস্‌সা ও যুল কিস্‌সাতে গিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং মুনাফিকদেরকে হত্যা করে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসলেন। এ যুদ্ধের পর থেকে তিনি আলী -এর নির্দেশমতো মদিনায় অবস্থান নিলেন।[৪১৪]

বিক্রেতা ও দাসী

একদিন আবু মাতার নামে এক লোক নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হলো। এমন সময় পিছন থেকে একটি আওয়াজ তার কানে ভেসে এল যে, তোমার লুঙ্গি (টাখনুর) উপরে উঠাও, কেননা তা তোমার প্রভুর প্রতি অধিক ভয়ের নিদর্শন, তোমার কাপড়কে ময়লা থেকে রক্ষাকারী, আর মাথায় কিছু রাখ যদি তুমি মুসলমান হয়ে থাক। অর্থাৎ পাগড়ী বা টুপি দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা।

তখন লোকটি ফিরে তাকিয়ে দেখল তিনি হচ্ছেন আলী । তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে উটের বাজারে গেলেন।

তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা বেচাকেনা কর তবে বেচাকেনা করতে গিয়ে বারবার কসম খেয়ো না। কেননা কসমের দ্বারা পণ্যকে শেষ করে দেয়, বরকত দূর করে দেয়। এরপর তিনি এক খেজুর বিক্রেতার কাছে এসে দেখলেন সেখানে একটি দাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

---

[৪১৩] তারিখুল খুলাফা ২৮৫ পৃ.।
[৪১৪] তারিখুল খুলাফা, ৬৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি এই লোক থেকে এক দিরহাম দিয়ে খেজুর ক্রয় করেছিলাম, কিন্তু আমার মালিক সে খেজুর নিতে অস্বীকৃতি জানাল, তিনি আমাকে দিরহাম ফিরিয়ে দিতে বললেন।

এ ঘটনা শুনে আলী (রা.) বিক্রেতাকে বললেন, তুমি খেজুর নিয়ে তাকে দিরহাম ফিরিয়ে দাও। কেননা দাসীটি তার কাজে বাধ্য, কিন্তু বিক্রেতা দিরহাম ফিরিয়ে দিতে চাইল না; বরং খুব অহংকার ও ঔদ্ধত্য পোষণ করল। আলী (রা.)-এর সাথে সে উঁচু আওয়াজে কথা বলতে লাগল।

তখন আবু মাতার বিক্রেতাকে বলল, তুমি কী জান, যিনি তোমার সাথে কথা বলছেন তিনি কে? সে বলল, না,..........কে আর হবে?

আবু মাতার বলল, তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব।

এ কথা শুনে চোখের পলকের ভেতরে বিক্রেতার চেহারায় ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। সে সাথে সাথে দাসীটি থেকে খেজুর নিয়ে তার দিরহাম ফিরিয়ে দিল। এরপর সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমি চাই আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

তখন আলী (রা.) বললেন, আমি তোমার ওপর ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না যতক্ষণ না তুমি ক্রেতাদের অধিকার ভালোভাবে আদায় করে না দাও।[৪১৫]

আবু বকর (রা.) এগিয়ে

এক লোক আলী (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আনসার ও মুহাজিরদের কী হলো, তারা কেন আবু বকরকে অধিক মর্যাদা দিচ্ছে। অথচ আপনি মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী, তাঁর আগে ইসলাম গ্রহণকারী, সর্বদিক দিয়ে তাঁর থেকে অগ্রগামী।

লোকটির কথা দ্বারা আলী (রা.) বুঝতে পারলেন সে খারাপ উদ্দেশ্যে এমন জঘন্য কথা বলেছে।

তখন তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি কোরাইশী হয়ে থাক, তবে আমি মনে করব, তুমি আশ্রয়প্রার্থী।

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, হ্যা।

তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হতো, যদি মুমিনরা আল্লাহর আশ্রয়ে না থাকত; তবে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। আবু বকর চার কাজে আমার চেয়ে অগ্রগামী, নেতৃত্বে, হিজরতে, হেরা গুহায়, সালাম প্রদানে। তোমার ধ্বংস, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে নিন্দা করেছেন অথচ শুধু তাঁর প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

---

[৪১৫] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ৫৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا.

যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। (সূরা তাওবা : ৪০)।[৪১৬]

আলীকে নিয়ে ভালো ব্যতীত কোনো কথা বলবে না

মসজিদে নববীতে এক লোক আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব -এর পাশে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। কথা বলতে গিয়ে সে আলী -এর বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে ফেলল।

তখন ওমর খুব রেগে গেলেন। তিনি লোকটিকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি কী এ কবরের অধিবাসীকে চিন?

লোকটি হেসে বলল, হ্যাঁ, তিনি তো নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ।

ওমর বললেন, আর আলী, যাঁর ব্যাপারে তুমি কথা বলছিলে। সে হচ্ছে আলী বিন আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব। যে রাসূল -এর চাচাতো ভাই। সুতরাং তুমি তাকে নিয়ে ভালো ব্যতীত কোনো কথা বলবে না। কেননা তা এ কবরের অধিবাসীকে কষ্ট দিবে (অর্থাৎ রাসূল -কে কষ্ট দিবে।)[৪১৭]

আইন শুধু আল্লাহর

বিশিষ্ট আলেমদের মতো করে জা'দা বিন হুবাইরা আমীরুল মুমিনীন আলী -এর কাছে বসলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কাছে দুইজন লোক এসেছে। তাদের একজন আপনাকে তার জান, মাল ও পরিবার থেকেও বেশি ভালোবাসে। আর অপরজন, সে যদি পারত তবে আপনাকে জবাই করে দিত। অথচ আপনি ওই লোকের মধ্যে বিচার করতে গিয়ে তার পক্ষে রায় দিলেন, যে আপনাকে ঘৃণা করে। আর ওই ব্যক্তির বিপক্ষে রায় দিলেন, যে আপনাকে ভালোবাসে।

তখন আলী বললেন, বিচার যদি আমার মতে হতো তবে আমি আমার পছন্দমতো করতাম, কিন্তু বিচার তো শুধু আল্লাহ তা'আলার আইনে চলবে।[৪১৮]

---

[৪১৬] মুনতাখাবুল কানয, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৫ ও ৪৪৭ পৃ.।

[৪১৭] আল কানয, ৫ম খণ্ড, ৪৬ পৃ.।

[৪১৮] আল কানয, ৫ম খণ্ড, ৪৭৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

মাওয়ালী মহিলা ও আরবী মহিলা

এক মাওয়ালী মহিলা ও এক আরবী মহিলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর কাছে আসল। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের উভয়কে এক মিকয়াল খাদ্য ও চল্লিশ দিরহাম করে দিলেন। মাওয়ালী মহিলা খুশি হয়ে তার অংশ নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আরবী মহিলা তার অংশ গ্রহণ করল না।

সে তিরস্কার করে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি একে যা দিয়েছেন আমাকেও তা দিলেন! অথচ আমি আরবী মহিলা আর সে মাওয়ালী মহিলা।

তার কথার জবাবে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব দেখে কোথাও ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)-এর সন্তানদের মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি।[৪১৯]

প্রহরী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট

মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি দেয়ালের নিচে বসে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুই লোকের মাঝে বিচার করছিলেন।

তখন এক লোক বলল, হে সর্দার, কিছুক্ষণের মধ্যে দেয়ালটি ভেঙে আপনার উপর পড়বে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পূর্ণ ঈমানের সাথে বললেন, প্রহরী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। এই বলে তিনি সেখানে ওই দুই লোকের বিচার করতে লাগলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের মাঝে বিচার শেষ করে ওই স্থান থেকে উঠে রওনা দেওয়ার পর দেয়ালটি ভেঙে পড়ল।[৪২০]

চোর দাস

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর সামনে শিকলে বন্দি এক দাস। চুরি করার অপরাধে তাকে বন্দি করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, তুমি কি চুরি করেছ?

দাসটি দুঃখে ভরা অন্তরে বলল, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।

চুরির শাস্তিস্বরূপ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর হাত কেটে দিলেন। হাত কাটার পর যখন গোলামটি ফিরে যেতে লাগল, পথে তার সাথে সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও ইবনে কুওয়ার সাথে দেখা হলো।

তখন ইবনে কুওয়া ঠাট্টা করে বলল, কে তোমার হাত কেটেছে?

দাসটি বলল, আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

---

[৪১৯] বাইহাকী শরীফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪৮, ৩৪৯ পৃ.।

[৪২০] তারিখুল খুলাফা, ২৮৪ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন ইবনে কুওয়া দাঁত বের করে হেসে বলল, সে তোমার হাত কেটেছে আর তুমি তার প্রশংসা করছ! (অর্থাৎ তাঁকে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্বোধন করছ!) দাসটি দৃঢ়তার সাথে বলল, আমি কেন তাঁকে ভালোবাসব না আর তাঁর প্রশংসা করব না, তিনি তো ন্যায়বিচারে আমার হাত কেটেছেন এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[৪২১]

দৃষ্টিশক্তি হারানো লোক

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস বর্ণনা করছিলেন। তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করার পর, এক লোক বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ, আমরা এমন কিছু শুনিনি।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে কী তোমার জন্য বদদোয়া করব?

সে অহংকারের সাথে বলল, কর।

তখন আলী বদদোয়া করলেন। লোকটি সে মজলিস থেকে উঠার আগেই তার দৃষ্টিশাক্তি হারিয়ে ফেলল। সে অন্ধ হয়ে গেল।[৪২২]

অমসৃণ কাপড়

দগ্ধকারী একদিনে.......সূর্য তার উষ্ণতা বালির উপরে ঢেলে দিল। ঠিক সে সময়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মোটা পুরু শক্ততালিযুক্ত একটি জামা গায়ে দিয়ে তাঁর সাথিদের কাছে বের হয়ে এলেন।

তখন তাঁর সাথিরা তাঁকে খুব সহানুভূতির সাথে বলল, আপনি কী নিজের জন্যে এর থেকে একটি মসৃণ জামা নিতে পারেননি?

তখন তিনি বললেন, এ কাপড়টি আমার থেকে অহংকার দূর করে। নামাযে আমাকে বিনয়ী হতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জন্যে উত্তম আদর্শ, মানুষ যেন অপচয় না করে।

তারপর তিনি আল্লাহর বাণী তেলাওয়াত করে শুনালেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ.

ওই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও বিশৃঙ্খলা করতে চায় না, খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম। (সূরা কাসাসা : ৮৩)[৪২৩]

---

[৪২১] মু'জামু কিরামাতিস সাহাবা, ৯২ পৃ,।

[৪২২] তারিখুল খুলাফা, ২৮৫ পৃ.।

[৪২৩] খুলাফাউর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৪৮২,৪৮৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

খেলাফতকে সুসজ্জিত করেছেন আপনি

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন কুফা নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন আরবের এক বুদ্ধিমান লোক বললেন, আল্লাহর শপথ! আমীরুল মুমিনীন, আপনি খেলাফতকে সুসজ্জিত করেছেন। খিলাফত আপনাকে সুসজ্জিত করেনি। আপনি খেলাফতের মর্যাদা উপরে তুলেছেন, খেলাফত আপনার মর্যাদা উপরে তুলেনি। আপনি খেলাফতের প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী তার থেকে বেশি খেলাফত আপনার প্রতি মুখাপেক্ষী।[৪২৪]

শান্তি, যুদ্ধ নয়

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বিভিন্ন গোত্রের কাছে দ্বীনের পথে আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরণ করলেন, যোদ্ধা হিসেবে নয়।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন বনূ খুজামার কাছে গেলেন তখন এক লোক মানুষকে যুদ্ধের দিকে আহ্বান করতে লাগল। খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার দিকে দ্রুত ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

এ সংবাদটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেলে তিনি খুব রেগে গেলেন এবং খালিদ যা করেছে তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে শান্তির দূত হিসেবে বিভিন্ন গোত্রে পাঠালেন।

তিনি তাকে বললেন, আলী, তুমি ওই গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের কর্ম দেখবে এবং তাদের জাহিলী (খারাপ) কাজগুলো তোমার পায়ের নিচে রাখবে।[৪২৫]

মিথ্যার সাক্ষ্যদাতা

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে দুই ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এসেছে। তারা দুইজন তাঁর কাছে ওই ব্যক্তি চুরি করেছে বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে , কিন্তু লোক দাবি করছে সে চুরি করেনি।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভালোভাবে ওই দুই সাক্ষ্যদাতার দিকে তাকালেন। তার চোখে স্পষ্ট হয়ে গেল তারা দুইজন মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তখন তিনি তাদেরকে মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিণাম বর্ণনা করে শুনালেন এবং এর শাস্তি সম্পর্কে অবগত করলেন।

তারপর তিনি তাদেরকে ফিরে গিয়ে পরে আসতে বললেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে পরে ডেকে আর পেলেন না। তখন তিনি ওই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন।[৪২৬]

---

[৪২৪] তারিখুল খুলাফা, ২৮৭ পৃ.।

[৪২৫] খুলাফাউর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৫১১,৫১২ পৃ.।

[৪২৬] তারিখুল খুলাফা, ২৮৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন

একদিন হীনকায় এক লোক মোটা কাপড় পরিহিত অবস্থায় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে তাঁর সামনে বসল।

তারপর সে ক্ষীণস্বরে বলল, হে সর্দার, আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, সেটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, তুমি সেখানে হাঁটতে পারবে না।

লোকটি আবার বলল, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, বিশাল সাগর, তুমি তাতে সাঁতরাতে পারবে না।

লোকটি আবার বলল, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, আল্লাহর গোপন রাখা বিষয়, তুমি তা প্রকাশ করতে যেয়ো না।

লোকটি আবার বলল, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, হে প্রশ্নকারী, আল্লাহ কী তুমি যা চেয়েছ তা সৃষ্টি করেছেন না তিনি যা চেয়েছেন তা সৃষ্টি করেছেন?

লোকটি বলল; বরং তিনি যা চেয়েছেন তাই সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বললেন, সুতরাং আল্লাহ যা চেয়েছেন তা তুমি করতে থাক।[৪২৭]

আমাদেরকে দেবতা বানিয়ে দিন

হিংসা আর বিদ্বেষভরা মনে এক ইহুদি ঠাট্টা করে তার হাত নাচিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলল, তোমরা ঝগড়া করার পর তোমাদের নবীকে দাফন করেছ।

সে কী বুঝাতে চেয়েছে তা বুঝতে পেরে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমরা আমাদের নবীকে অমান্য করে ঝগড়া করিনি; বরং তাঁকে মানার জন্যেই ঝগড়া করেছি। আর তোমাদের পা সাগর থেকে কূলে না উঠতেই তোমরা তোমাদের নবীকে বলেছ, আমাদেরকে দেবতা বানিয়ে দিন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইহুদি জাতিকে সাগর পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে ফেরাউন থেকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু কূলে উঠার পর তারা মূসা (আ)-কে বলল, আমাদেরকে একজন দেবতা বানিয়ে দিন যাতেকরে আমরা তার ইবাদত করতে পারি।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...

اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

তাদের যেমন দেবতা আছে, আমাদের জন্য তেমন একটি দেবতা বানিয়ে দিন। (সূরা আ'রাফ : ১৩৮)।[৪২৮]

---

[৪২৭] তারিখুল খুলাফা, ২৮৯ পৃ.।

[৪২৮] রবিউল আবরার, ১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আমার চারটি কথা স্মরণ করে রাখ

ইবনে মুলজিম আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-কে আঘাত করার পর তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে হাসান কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে আসলেন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে বললেন, হে আমার ছেলে, তুমি আমার চার, চারটি কথা স্মরণ করে রাখ।

হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, সে চার, চারটি কথা কী কী?

তিনি বললেন, সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে বিবেক, সবচেয়ে দারিদ্র্যতা হচ্ছে বিবেকহীন হওয়া, সবচেয়ে বর্বরতা হচ্ছে অহংকারিত্ব, সবচেয়ে সম্মান হচ্ছে উত্তম চরিত্র।

হাসান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, বাকি চারটি কী কী?

তিনি বললেন, তুমি আহমক থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে তোমার উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে ফেলবে। তুমি মিথ্যাবাদীর থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে তোমার কাছে রাখার জিনিস দূরে নিয়ে যাবে আর দূরে রাখার জিনিস কাছে নিয়ে আসবে। তুমি কৃপণ থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে তোমার প্রয়োজনীয় কাজে তোমার পাশে থাকবে না। তুমি পাপী থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে নগণ্য জিনিসের জন্য তোমাকে বিক্রি করে দিবে।[৪২৯]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খেলাফত ফিরিয়ে দিলেন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পর তিনি তিনদিন ধরে ঘরে বসে রইলেন। প্রতিদিন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে এসে বলতেন, হে মানুষ সকল, আমি আমার বাইয়াত থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছি, সুতরাং তোমরা তোমাদের পছন্দের কারো কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে পার।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! না......., আমরা আপনাকে পরিবর্তনও করব না আর আপনার পদত্যাগও চাই না। কে আপনাকে পেছনে রাখবে অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সামনে রেখেছেন।[৪৩০]

---

[৪২৯] তারিখুল খুলাফা, ২৯২ পৃ.।

[৪৩০] আল কানয, ৫ম খণ্ড, ৬৫৪,৬৫৬ পৃ,।

www.nagorikpathagar.org

খবীস ইহুদি

এক ইহুদি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে তাঁকে প্রশ্ন করল, আল্লাহ তা'আলা কখন হয়েছেন?

এ কথা শুনার সাথে সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, যেটা থাকে না, সেটা হয়, তিনি তো ছিলেন, তিনি হওয়ার নয়, কীভাবে হবেন; বরং তিনি ছিলেন, তার পূর্বে কোনো পূর্ব নেই, কোনো সীমানা নেই, তিনিই শেষ সীমানা, তিনি সবকিছুর সীমানার মূল।

তখন ইহুদি লোকটি থতমত খেয়ে বলল, হাসানের বাবা, তুমি ঠিক বলেছ, হাসানের বাবা, তুমি ঠিক বলেছ।

তারপর লোকটির চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল আর সে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে সে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছ থেকে ফিরে গেল।

প্রিয় পাঠক! বিষয়টি একটু জটিল। আল্লাহ তা'আলা হননি; বরং তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তার আগে কেউ নেই, কোনোকিছু নেই, তিনিই সব। এই বিশ্বাস হচ্ছে, তাওহীদ।[৪৩১]

পশমের চাদর

তীব্র শীতে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বসে কাঁপছিলেন। তাঁর গায়ে একটিমাত্র পুরাতন পশমের কাপড় ছিল।

এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি বলল, আমীরুল মুমিনীন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ সম্পদে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্যে অংশ রেখেছেন। আপনি নিজের ব্যাপারে যা করার ইচ্ছা করেছেন, তা করছেন। আপনি কী লক্ষ করছেন না আপনার পার্শ্ব শীতে কাঁপছে?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সম্পদ থেকে কোনোকিছুই গ্রহণ করব না। আর আমার গায়ের এ পশমের চাদরটি, এটি নিয়ে আমি মদিনা থেকে বের হয়েছি।[৪৩২]

আপনি সত্য বলেছেন আমীরুল মুমিনীন

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এক মহিলা এসে অশ্রুসিক্ত নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার ভাই ছয়শত দিরহাম রেখে মারা গেছে, কিন্তু তার মিরাস বণ্টন করে আমাকে মাত্র এক দিরহাম দেওয়া হয়েছে। এটা জ্ঞানের কাজ?

---

[৪৩১] তারিখুল খুলাফা, ২৯২ পৃ.।

[৪৩২] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৮২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হেসে দিয়ে বললেন, সম্ভবত তোমার ভাই মা, স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এগারোজন ভাই আর তোমাকে রেখে মারা গেছে।

মহিলা আশ্চর্য হয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কথা তো ঠিক।

তাহলে মা ছয়ের এক পাবে, সে হিসেবে ১০০ দিরহাম পেল। স্ত্রী আটের এক পাবে, সে হিসেবে ৭৫ দিরহাম পেল। দুই কন্যা তিনের দুই পাবে, সে হিসেবে ৪০০ দিরহাম। আর বাকি থাকল ২৫ দিরহাম, তা বারো ভাই ও এক বোনের মাঝে ভাগ হবে। এক পুরুষ দুই মহিলার সমান হিসেবে। সুতরাং দুই অংশ বারো করে ভাইয়ের চব্বিশ অংশ আর এক বোনের এক অংশ। মোট পঁচিশ অংশ। প্রতি অংশে এক দিরহাম। সুতরাং সে মহিলাটি এক দিরহাম পেয়েছে।[৪৩৩]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর তরবারি বিক্রি করবেন

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাজারের দিকে রওনা দিলেন। উদ্দেশ্য তাঁর তরবারিটি বিক্রি করবেন। তারপর তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, কে আমার এ তরবারি ক্রয় করবে। যিনি বীজ থেকে গাছ সৃষ্টি করেন তাঁর শপথ করে বলছি, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর আঘাত আসছিল তখন এ তরবারি তা প্রতিরোধ করেছে, যদি আমার কাছে একটি লুঙ্গি ক্রয় করার অর্থ থাকত তবে আমি এ তরবারি বিক্রি করতাম না।[৪৩৪]

ওয়ালীদকে হত্যা করেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

বদরের যুদ্ধের দিন উত্বা বিন রবীআ খুব অহংকারের সাথে তার ভাই ও ছেলের সাথে মল্লযুদ্ধ করার জন্যে বের হলো। এরপর সে হিংস্র-মনোভাবে তার আওয়াজকে ষাঁড়ের মতো উঁচু করে বলতে লাগল, মল্লযুদ্ধ করার মতো কেউ আছ?

তখন মুসলমানদের দল থেকে তিনজন আনসারী যুবক মোকাবিলা করার জন্যে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তারা বলল, তোমরা কে?

তাঁরা বললেন, আমরা আনসারদের একদল।

তারা বলল, তোমাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

তারপর তারা ডেকে বলল, মুহাম্মদ, আমাদের জন্যে আমাদের গোত্র থেকে আমাদের সমপর্যায়ের লোকদেরকে পাঠাও।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উবায়দা বিন হারিস দাঁড়াও, হামযা দাঁড়াও, আলী দাঁড়াও।

এরপর তাঁরা তিনজন আগুনের লেলিহান শিখার মতো ওদের দিকে ছুটে গেলেন।

---

[৪৩৩] আজীমাতুল ইমাম আলী ১১৫ পৃ.।

[৪৩৪] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৮৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তারা বলল, তোমরা কারা?

তখন মুসলমানদের এ তিনজন বীর নিজেদের পরিচয় দিলেন।

তখন তারা বলল, এবার ঠিক আছে, তোমরা আমাদের সমপর্যায়ের।

হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শায়বা বিন রবীআর সাথে লড়াই করলেন। হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমন এক আঘাত করলেন, তাঁর আঘাতে রবীআ নিহত হলো। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওয়ালিদ বিন শায়বার সাথে লড়াই করলেন। তিনিও ওলীদকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন। আর উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উতবা বিন রবীআর সাথে লড়াই করলেন। তারা উভয়ে একে অপরকে আঘাত করলেন। পরে হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছুটে গিয়ে উতবাকে হত্যা করলেন। বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ থেকে আসা তিনজনই মুসলমানদের হাতে নিহত হলো।[৪৩৫]

সত্যকে অপছন্দকারী এক ব্যক্তি

চঞ্চল উপস্থাপনকারী, কোটরাগত চোখবিশিষ্ট চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপবিশিষ্ট এক লোক আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশে বসল। তার জিহ্বা তাসবীহ জপছিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কী অবস্থায় সকাল কাটালে?

লোকটি বিভ্রান্ত ও দিশেহারা অবস্থায় বলল, আমি সকাল কাটালাম ফিতনাকে পছন্দ করে, সত্যকে অপছন্দ করে, অযু ছাড়া সালাত পড়ে, আকাশে আল্লাহর কাছে যা নেই জমিনে আমার জন্যে তা আছে।

এমন কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তিনি লোকটির জামার কলার ধরে শাস্তি দিতে নিয়ে যেতে লাগলেন।

এ সবগুলো আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখছিলেন, এমন দৃশ্য দেখে তিনি হেসে দিলেন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, সে ফেতনাকে পছন্দ করে, অর্থাৎ সে সম্পদ ও সন্তানকে পছন্দ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ.

আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুত আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা সওয়াব। (সূরা আনফাল : ২৮)

সে সত্যকে অপছন্দ করে, অর্থাৎ সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ "মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে, যা থেকে তুমি টালবাহানা করতে।" (সূরা ক্বাফ : ১৯)

---

[৪৩৫] সিরাতু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৭৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

সে অযু ছাড়া সালাত পড়েছে, অর্থাৎ অযু ছাড়া রাসূল ﷺ-এর ওপর দরূদ পড়েছে। দরূদ পাঠ করতে তো অযু লাগে না। (সালাতের এক অর্থ নামায, অন্য অর্থ দরূদ।)

আকাশে আল্লাহর কাছে যা নেই জমিনে তার জন্যে তা আছে, অর্থাৎ তার স্ত্রী, সন্তান আছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী, সন্তান নেই। তিনি হচ্ছেন একক, স্ত্রী সন্তান তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি জন্মগ্রহণ করেননি, জন্ম দেনও না, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

এমন সমাধান শুনে ওমর (রা.) বিস্মিত হয়ে হেসে দিলেন। তিনি আলী (রা.)-এর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এরপর বললেন, ওই জায়গা খুবই খারাপ যেখানে হাসানের বাবা নেই। অর্থাৎ আলী (রা.) নেই।[৪৩৬]

ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আবু সুফিয়ান

কুরাইশরা রাসূল ﷺ-এর সাথে কৃত চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে দিল। ফলে রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। খবরটি কোরাইশদের কানে বাতাসের বেগে পৌঁছে গেল। তখন তারা আবু সুফিয়ানকে রাসূল ﷺ-এর কাছে কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করার জন্যে ও নতুন চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে পাঠাল।

আবু সুফিয়ান মদিনায় এসে মুসলমানদের কাছে গেল, তারা যাতে তাকে রাসূল ﷺ-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে সাহায্য করে, কিন্তু কেউ তাকে পাত্তা দিল না।

অবশেষে আবু সুফিয়ান নিরাশ হয়ে খালি হাতে মক্কা ফিরে এল।

তখন সে বলল, আমি আবু বকরের কাছে গেলাম, কিন্তু তাঁর থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি।

তারপর ওমরের কাছে গেলাম, তাঁকে আরো বেশি ভয়ঙ্কর হিসেবে দেখতে পেলাম। ওমর বলল, আমি তোমাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে সুপারিশ করব! আল্লাহর শপথ! আমি যদি একটি পিঁপড়াও পাই তবে তা দ্বারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

এরপর আমি আলীর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সবার চেয়ে কোমল হিসেবে পেলাম।[৪৩৭]

---

[৪৩৬] আজীমাতু আলী (রা), ১২৭,১২৮ পৃ.।

[৪৩৭] খুলাফাউর রাসূল ﷺ ৫১২,৫১৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আবু বকর খেলাফতের অধিক যোগ্য

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে উঠে ওযর পেশ করে বললেন, আমি কোনো দিন বা কোনো রাত ক্ষমতার লোভ করিনি। আমি এর প্রতি আগ্রহীও না এবং কখনো আল্লাহর কাছে গোপনে বা প্রকাশ্যে তা চাইনি; বরং আমি ফেতনার ভয় করি। নেতৃত্বের মাঝে আমার প্রশান্তিও নেই; কিন্তু তবুও আমাকে এমন এক দায়িত্বের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকওয়া ব্যতীত এর অন্য কোনো যোগ্যতা আমার নেই। আমি সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষকে আমার জায়গায় চাচ্ছি।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা অন্য কোনো কারণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতের ব্যাপারে রাগ করিনি। আমরা তো রাগ করেছি পরামর্শ করার সময় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আমরা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আবু বকরকেই এ কাজের সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে দেখছি। তিনি হিজরতে গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন, তিনি কোরআনে বলা দুইজনের একজন ব্যক্তি ছিলেন, আমরা তাঁর মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবগত আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁকে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৩৮]

এমন একটি আমল যা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত কেউ করতে পারেননি

যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মুমিনগণ, তোমরা রাসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে, এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভালো উপায়। যদি তোমরা সক্ষম না হও তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা মুজাদালা : ১২)

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার আগে কেউ এ আমল করতে পারেনি, আমার পরেও কেউ করতে পারেনি। আমার কাছে এক দিনার ছিল। আমি তা দশ দিরহামে ভেঙে নিলাম। আমি যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলতে চাইতাম তখনই এক দিরহাম সদকা করতাম।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ নির্দেশ পরিবর্তন করে অন্য নির্দেশ দিলেন। এ কারণে কেউ আমার আগে এ আমল করতে পারেনি, আমার পরেও পারেনি।[৪৩৯]

---

[৪৩৮] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৬৬ পৃ, ও বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, ১৫২ পৃ.।

[৪৩৯] ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ৩২৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ইহুদি ও বাগান

একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হলেন। শীতে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপছিল। তাঁর কাছে একটি চামড়া ছিল। তিনি সেই চামড়াটি নিয়ে তা কেটে একটি টুকরা নিয়ে তা চাদরের ভেতরে দিয়ে বুক বাঁধলেন। যাতেকরে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে পারেন।

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার ঘরে কিছুই নেই, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে কিছু থাকত তবে অবশ্যই তিনি আমার জন্যে কিছু পাঠাতেন।

তারপর তিনি মদিনার শেষ সীমানার দিকে পা বাড়ালেন। তিনি শীতের কাঁপন ও ক্ষুধার যাতনা নিয়ে চলছিলেন। চলার সময় এক ইহুদি তাঁকে তার বাগানের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল।

সে বলল, এই বেদুঈন, তোমার কী হয়েছে?

তিনি বললেন, আমার খুব শীত লাগছে ও খুব ক্ষুধা লেগেছে।

তখন ইহুদি বলল, তুমি কী আমাকে পানি এনে দিবে? প্রতি বালতি একটি খেজুরের বিনিময়ে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তিনি রাজি হওয়ায় ইহুদি বাগানের দরজা খুলে দিল। তিনি বাগানে প্রবেশ করে বালতি ভরে পানি আনতে লাগলেন। প্রত্যেক বালতি পানি আনার পর ইহুদি তাঁকে একটি করে খেজুর দিত। এভাবে খেজুর নিতে নিতে তাঁর হাত ভরে গেল। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, এখন আমার যথেষ্ট হয়েছে।

তিনি খেজুরগুলো খেয়ে সামান্য পানি পান করলেন। তারপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে মসজিদে বসে ছিলেন। আলী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সাহাবীদের সাথে বসে গেলেন। এমন সময় মুস'আব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছেঁড়া একটি কাপড় গায়ে দিয়ে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পূর্ববর্তী অবস্থার কথা চিন্তা করলেন আর বর্তমানে এমন করুণ অবস্থার কথা ভেবে কেঁদে দিলেন। মুস'আব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে খুবই বিলাসিতা করে চলতেন।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা তখন কেমন থাকবে যখন দুপুরে একটি জামা গায়ে দিবে, আর সন্ধ্যায় আরেকটি গায়ে দিবে এবং কা'বা ঘর যেভাবে কাপড় দ্বারা ঢাকা হয়, তোমাদের ঘরও সেভাবে কাপড় দিয়ে ঢাকবে।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে সময় তো আমরা খুব ভালো থাকব, তখন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেশি থাকবে এ কারণে আমরা ইবাদত করার বেশি সুযোগ পাব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না........বরং তোমরা সে সময় থেকে এখন ভালো আছ।[৪৪০]

---

[৪৪০] মাজমা, ১০তম খণ্ড, ৩১৪ পৃ. ও আল কানয, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬১২ পৃ,।

www.nagorikpathagar.org

এক মহিলা তার স্বামীর ব্যাপারে অপবাদ দিল

এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলল, আমার স্বামী আমার অনুমতি ছাড়া আমার দাসীর সাথে সহবাস করেছে, অর্থাৎ যিনা করেছে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বল?

সে বলল, আমি তার অনুমতি নিয়েই দাসীর সাথে সহবাস করেছি।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে ভয় দেখিয়ে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমি তোমার স্বামীকে রজম করব (পাথর মেরে হত্যা করব) আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তবে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হিসেবে তোমাকে আশিটি বেত্রাঘাত করব।

এমন সময় নামাযের সময় হলো, তখন তিনি মহিলাটিকে এ কথা বলে নামাযে চলে গেলেন। এদিকে মহিলাটি বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল। দুই দিকেই বিপদ, যদি সে নিজেকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করে তবে তার স্বামী মারা যাবে, আর যদি সে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তবে তাকে আশি বেত্রাঘাত খেতে হবে। মহিলাটি কোনো দিশা না পেয়ে পালিয়ে গেল। নামায শেষে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে পাননি, কিন্তু না পেয়ে তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করেননি।

প্রিয় পাঠক! এখানে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে মিথ্যা অপবাদ দিতে দেখে ভয় দেখিয়ে এ শাস্তির কথা বললেন। তবে বিচারটির রায় এর থেকে একটু ভিন্ন।[৪৪১]

তোমার আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করি

আকাশ ভরা দুঃখ নিয়ে মানুষেরা আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মৃতদেহ রাখল। মানুষেরা তাঁকে গোসল ও জানাযা দিয়ে তারপর চির বিদায় দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগল।

মানুষের এ কঠিন ভিড় ঠেলে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন। তিনি তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে রহমতের দোয়া করলেন। তাঁর চোখে অশ্রু ঝরছিল। তারপর তিনি খাটের কিনারা ধরে বললেন, আপনার আমল ব্যতীত আর কারো আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করি না। আমার ধারণা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনাকে আপনার দুই সাথির সাথে রাখবেন। এটা এ কারণে বলছি যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনতাম, তিনি বলতেন, "আমি, আবু বকর ও ওমর গিয়েছি" "আমি, আবু বকর ও ওমর এসেছি।"[৪৪২]

---

[৪৪১] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৭৩ পৃ.।

[৪৪২] উসদুল গবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ১৬৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আখেরাতের সফর অনেক দীর্ঘ

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন রাতে নামায আদায় করছিলেন, ঠিক তখন আশতার আন নাখবী বললেন, ভোর রাতে সেহরী খেয়ে সারা দিন রোযা রাখা অনেক কষ্টকর। আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নামায শেষ করে বললেন, আশতার, আখিরাতের সফর তো অনেক দীর্ঘ। অর্থাৎ আখেরাতে শান্তি পেতে চাইলে তা আরো অধিক কষ্টকর।[৪৪৩]

সতর্ক অন্তর

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুমাইল বিন জিয়াদকে নিয়ে কবরস্থানের উদ্দেশে বের হলেন। তারপর তিনি পরিপক্ব একটি গাছের নিচে বসলেন।

তিনি বললেন, কুমাইল, স্মরণীয় কথার মধ্যে স্মরণ রাখার মতো কথা, মানুষ তিন ধরনের, আল্লাহওয়ালা আলেম, নাজাতের পথের ছাত্র, বর্বর জনগোষ্ঠী। বর্বর জনগোষ্ঠীরা, তাদেরকে যেদিকে আহ্বান করা হয় সেদিকে ছুটে যায়, বাতাস যেদিকে যায় সেদিকেই তারা কাত হয়ে যায়, তারা ইলমের নূর দ্বারা আলোকিত হয় না এবং কোনো দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করে না। ইলম সম্পদ থেকেও অধিক মূল্যবান, ইলম তোমাকে পাহারা দিবে, আর সম্পদকে তুমি পাহারা দিতে হবে, ইলম আমল ও ব্যয় করার দ্বারা বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ আমল করার দ্বারা ও পাঠ দান করার দ্বারা ইলম বৃদ্ধি পায়), আর সম্পদ কমে যায়, সম্পদের মালিক মরে যায়, ইলমের অধিকারী মরে না, তারা যুগ যুগ ধরে থাকে, চোখের দৃষ্টিতে তারা হারিয়ে গেলেও মনের ভেতরে থেকে যায়। (এখানে ইলম অর্থ ইসলামী জ্ঞান।)[৪৪৪]

আবু তুরাব উঠ

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছ থেকে রাগ হয়ে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে শুয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে এসে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে না পেয়ে তাঁকে বললেন, আমার চাচাতো ভাই কোথায়?

ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে এসে দেখলেন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শরীর থেকে চাদর সরে গেছে, তাঁর পিঠে বালু লেগে গেছে। এ অবস্থা দেখে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের পবিত্র হাতে তাঁর পিঠ মুছে দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, আবু তুরাব (মাটির বাবা) উঠ। তখন থেকে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে আবু তুরাব নামেও ডাকা হতো।[৪৪৫]

---

[৪৪৩] উসমান বিন আফ্‌ফান লিস সালাবী, ২২৭ পৃ.।

[৪৪৪] আল হুলিয়া, ৭৯, ৮০ পৃ.।

[৪৪৫] আত তিবরানী, ফিল কাবির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আমাকে শান্তির মাঝে আসতে দাও

আবু বকর (রা.) নবী ﷺ-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন, আয়েশা (রা.) উচ্চ আওয়াজে রাসূল ﷺ-কে বলতে ছিলেন, আমি জানতে পেরেছি আপনি আলীকে আমার বাবার থেকেও বেশি মহব্বত করছেন!

রাসূল ﷺ-এর সাথে এমন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার কারণে আবু বকর (রা.) তাঁকে থাপ্পড় দেওয়ার জন্যে ছুটে গেলেন। তিনি তাঁকে বলতে লাগলেন, ওই অমুকের মেয়ে, তুমি রাসূল ﷺ-এর সামনে উচ্চ আওয়াজে কথা বলছ? কিন্তু তিনি থাপ্পড় দিতে গেলে রাসূল ﷺ তাঁর হাত ধরে ফেলেন। যাতেকরে আবু বকর (রা.) আয়েশা (রা.)-কে মারতে না পারেন। এরপর আবু বকর (রা.) রাগ করে বের হয়ে গেলেন।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, আয়েশা, দেখছ আমি কীভাবে এ লোক থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ তাঁর বাবা আবু বকর থেকে।

এর কিছুক্ষণ পর আবু বকর (রা.) আবার রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলেন। তখন রাসূল ﷺ ও আয়েশা (রা.)-এর মাঝে বন্ধুত্বভাব বিরাজ করছিল।

এ দৃশ্য দেখে আবু বকর (রা.) বললেন, আমাকে তোমাদের শান্তিতে আসতে দাও যেমনিভাবে তোমাদের যুদ্ধের সময় আসতে দিয়েছ। (অর্থাৎ কিছু আগে ঘটে যাওয়া পরস্পর হালকা তর্ক-বিতর্কে।)[৪৪৬]

রাসায়নিক পরীক্ষায় আলী (রা.)

ওমর (রা.)-এর কাছে এক মহিলা আসল। যে মহিলা এক যুবকের সাথে অবৈধ মেলামেশা করতে চেয়েছিল, কিন্তু যুবক তাকে সুযোগ না দেওয়ায় সে যুবককে ফাঁসাতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করল। সে একটি ডিম ভেঙে নিজের কাপড় ও দু'রানের মাঝে মেখে নিল। তারপর সে ওমর (রা.)-এর কাছে এসে যুবকের নামে অভিযোগ করে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন, এ যুবক আমার সাথে অবৈধ কাজ করেছে, সে সমাজে আমার সম্মান নষ্ট করেছে।

ওমর (রা.) তার অভিযোগ শুনে মহিলাদেরকে বললেন, তোমরা দেখ তো তার গায়ে কিসের আলামত?

তারা দেখে বলল, এগুলো বীর্যের আলামত।

তখন ওমর (রা.) যুবকটিকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুবকটি তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলল, আমীরুল মুমিনীন, সে আমাকে খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করেছে, কিন্তু আমি নিজেকে সংবরণ করেছি।

---

[৪৪৬] মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন ওমর আলী -কে বললেন, তুমি এদের ব্যাপারে কী মনে কর।
আলী মহিলার পরিহিত কাপড়টি ও গরম পানি নিয়ে আসতে বললেন। কাপড়টি নিয়ে আসলে তিনি তাতে পানি মারলেন। পানি মারার পর কাপড়ে মাখা ডিমের কুসুম জমে গিয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল। তিনি আরো বেশি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তা জিহ্বায় নিয়ে স্বাদ দেখলেন। তিনি তাতে ডিমের স্বাদ পেলেন। তখন ওই মহিলাকে কঠোরভাবে ধমকানোর পর মহিলাটি সব স্বীকার করল।[৪৪৭]

জুতা সেলাইকারী

কোরাইশদের কিছু সংখ্যক লোক নবী করীম -এর কাছে এসে বলল, মুহাম্মদ, আমরা আপনার প্রতিবেশী ও মিত্র, আমাদের কিছু দাস আপনার কাছে চলে এসেছেন, দ্বীন ও ইসলামী জ্ঞানের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই।
তখন নবী আবু বকর -কে বললেন, তুমি কী বল?
আবু বকর বললেন, তারা সত্য বলেছে, তারা আপনার প্রতিবেশী।
তখন নবী -এর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি আলী -কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বল?
আলী বললেন, তারা সত্য বলেছে, তারা আপনার প্রতিবেশী।
তাঁর উত্তরেও রাসূল -এর চেহারার রঙ পবিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে কোরাইশদের দল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক লোককে পাঠাবেন, যার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের মাধ্যমে পরীক্ষিত করেছেন, সে তোমাদের প্রত্যেককে বা কিছু লোককে দ্বীনের জন্যে প্রহার করবে।
আবু বকর বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল?
নবী বললেন, না।
ওমর বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল?
নবী বললেন, না, ওই ব্যক্তি হচ্ছে যে জুতাই সেলাই করেছে।
এর আগে নবী আলী -কে একটি জুতা দিয়েছিলেন সেলাই করার জন্যে।[৪৪৮]

খলিফার দৈনন্দিন খরচ

ওমর বিন খাত্তাব যখন খেলাফতের দায়িত্ব নিলেন তখন বাইতুল মাল থেকে কোনোকিছু নিতেনও না, খেতেনও না, কিন্তু প্রজাদের পেছনে অনেক সময় ব্যয়

[৪৪৭] আতু তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, ৪৯পৃ.।
[৪৪৮] আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খণ্ড, ১৪৮ পৃ. ও বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, ২২৯ পৃ.।
www.nagorikpathagar.org

করার কারণে তিনি তাঁর ব্যবসায় সময় দিতে পারলেন না। তাই তিনি সাহাবীদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন উসমান বিন আফ্‌ফান বললেন, আপনি বাইতুল মাল থেকে খান এবং আপনার পরিবারকেও খাওয়ান। সাঈদ বিন যায়েদ ও আমর বিন নুফাইল -ও একই পরামর্শ দিলেন। এরপর ওমর আলী -কে বললেন, আলী, এ ব্যাপারে তুমি পরামর্শ দাও।

আলী বললেন, আপনি সকাল ও বিকালের খাবারের খরচ গ্রহণ করুন।

তখন ওমর আলী -এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।[৪৪৯]

গাভী ও গাধা

নবী আলী -সহ একদল সাহাবীদের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় দুইজন লোক বিচার নিয়ে আসল।

তাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার একটি গাধা ছিল, এর একটি গাভী ছিল। তার গাভীটি আমার গাধাকে মেরে ফেলছে।

মজলিস থেকে এক লোক বলল, চতুষ্পদ জন্তুর ওপর কোনো জরিমানা নেই।

তখন নবী আলী -কে বললেন, আলী, তুমি এদের মাঝে বিচার কর।

আলী তাদেরকে বললেন, গাভী ও গাধা উভয়ে কী বাঁধা ছিল না কী ছাড়া ছিল।

তারা বলল, গাধাটি বাঁধা ছিল আর গাভীটি ছাড়া ছিল, সাথে তার মালিক ছিল।

তখন আলী বললেন, গাভীর মালিককে গাধার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

তার এ বিচারের রায়ে নবী খুব খুশি হলেন।[৪৫০]

আলী -এর প্রতিবাদ

সুয়াইদ বিন গাফলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি তাদের দেখতে পেলাম, তারা আবু বকর ও ওমর -এর ব্যাপারে এমন কিছু খারাপ কথা রটাবে যা তারা করেনি। তখন আমি আলী -এর কাছে ছুটে গিয়ে এ ব্যাপারে বলি। ওই মুহূর্তে আলী আমার হাত ধরে কেঁদে ফেললেন এবং সাথে সাথে মসজিদের মিম্বরে চড়ে বলতে লাগলেন, হে লোক সকল, তোমরা কী এমন দুই ব্যক্তির সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে চাও, যারা সত্যের পথে রাসূল -এর সাথি ছিলেন। যারা সৎ কাজের আদেশ দিতেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। যাদের মতো আর কাউকে রাসূল ভালোবাসতেন না। যাদেরকে পাপী, খারাপ মনের মানুষ ব্যতীত শুধু মুমিন, পরহেজগার ব্যক্তিরাই ভালোবাসত। যাদের প্রতি রাসূল সন্তুষ্ট

---

[৪৪৯] আল খিলাফাতুর রাশিদা, ২৭০ পৃ.।

[৪৫০] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৬৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন। যাদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের প্রতি মুমিনরা তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট আছেন। এভাবে তীব্র জ্বালাময়ী বক্তব্যের মাধ্যমে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্মান রক্ষা করেছেন।[৪৫১]

আমার জন্যে যা হালাল তোমার জন্যেও তা হালাল

নবী ﷺ কিছু মানুষকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে বললেন, তোমরা আমার এ মসজিদে ঘুমাবে না।

তখন মানুষ সকলে বের হয়ে গেল, তাদের সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও বের হয়ে গেলেন।

তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি মসজিদে ফিরে যাও, কেননা আমার জন্যে যা হালাল তা তোমার জন্যেও হালাল।[৪৫২]

খেজুর সংগ্রহ করছেন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু

নবী ﷺ ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে বললেন, আমার দুই নাতি কোথায়? অর্থাৎ হাসান, হুসাইন।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমরা সকালে উঠেছি, অথচ আমাদের ঘরে খাওয়ার মতো কিছুই নেই। তখন আলী বলল, আমি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, কেননা আমার ভয় হচ্ছে তারা তোমার কাছে খাবারের জন্যে কান্না করবে, অথচ তোমার কাছে তো কিছুই নেই। এরপর সে তাদেরকে নিয়ে অমুক ইহুদির কাছে গিয়েছেন।

নবী ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে সে ইহুদির উদ্দেশে রওনা দিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একটি খেজুর গাছের নিচে খেলাধুলা করতে দেখলেন। তাঁদের হাতে খেজুর ছিল।

তখন নবী ﷺ বললেন, আলী, তীব্র গরম শুরু হওয়ার আগে আগে তুমি কী আমার এ দুই নাতিকে নিয়ে ফিরে যাবে না।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা সকাল কাটাচ্ছি, অথচ আমাদের ঘরে খাওয়ার মতো কিছুই নেই। যদি আপনি একটু বসতেন তাহলে আমি ফাতেমার জন্য কিছু খেজুর সংগ্রহ করে নিতাম।

তখন নবী ﷺ বসে বসে অপেক্ষা করলেন আর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খেজুর সংগ্রহ করতে লাগলেন। তারপর তিনি তা একটি ছোট ব্যাগে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন।

---

[৪৫১] উসমান বিন আফ্ফান লিস সালাবী, ১৭৬ পৃ.।

[৪৫২] তারিখুল মদিনাতিল মুনাওয়ারাহ্, ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তারপর নবী ﷺ হাসানকে কোলে নিয়ে চলতে লাগলেন, আলী ؓ হুসাইনকে কোলে নিয়ে চলতে লাগলেন।[৪৫৩]

আলী ؓ-এর দান

ইবনে আব্বাস ؓ মিম্বরের পাশে চাদর মুড়িয়ে বসলেন।

তখন তাঁর কাছে এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল- ইবনে আব্বাস, কার সম্পর্কে আল্লাহর এ আয়াত নাযিল হয়েছে.......

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিদান। (সূরা বাকারা : ২৭৪)

তিনি বললেন, তা আলী বিন আবু তালিব ؓ-এর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর কাছে চার দিরহাম ছিল। তখন তিনি রাতে এক দিরহাম দান করলেন, দিনে এক দিরহাম দান করলেন, প্রকাশ্যে এক দিরহাম দান করলেন, গোপনে এক দিরহাম দান করলেন।[৪৫৪]

কে সবচেয়ে উত্তম

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূল ﷺ-এর পরে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে?

তিনি বললেন, আবু বকর ؓ।

আমি বললাম, এরপর কে?

তিনি বললেন, ওমর ফারুক ؓ।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম এরপর প্রশ্ন করলে হয়ত বা তিনি উসমান গণি ؓ-এর নাম বললেন। তাই আমি প্রশ্ন না করে বললাম, এরপর কী আপনি?

তিনি উত্তরে বললেন, আমি তো সাধারণ মুসলমানদের একজন।[৪৫৫]

আল্লাহ তোমাকে খুশি করুন

আবু বকর ؓ রোমবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন। সাহাবীদের কেউ কেউ যুদ্ধের পক্ষে আবার কেউবা বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। অনেকের পরামর্শ নেওয়ার পর আবু বকর ؓ আলী ؓ-এর পরামর্শ চাইলেন। তখন আলী ؓ যুদ্ধ করার জন্য পরামর্শ দিয়ে বললেন,

---

[৪৫৩] আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ৪র্থ খণ্ড, ১১৮ পৃ.।

[৪৫৪] উসদুল গবাহ, ২৭৪ পৃ,।

[৪৫৫] বুখারী।

www.nagorikpathagar.org

আপনি যদি যুদ্ধ করেন, সফল হবেন। আবু বকর (রা.) বললেন, তুমি তো ভালো সংবাদ দিয়েছ। এরপর তিনি মানুষদের সম্মুখে খুতবা দিয়ে তাদেরকে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি আলী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আলী, তুমি কীভাবে, কোথা থেকে এ সংবাদ পেয়েছ যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করলে বিজয়ী হবো?

আলী (রা.) বললেন, আমি নবী (সা.) হতে এ সংবাদ শুনেছি। আলী (রা.) তাঁকে এ কথা বলার পর তিনি আলী (রা.)-কে বললেন, হাসানের বাবা, তুমি আমাকে যে সংবাদ শুনালে তা আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। আল্লাহ যেন তোমাকেও খুশি করেন।[৪৫৬]

উসমান (রা.) ও রাসূল (সা.)-এর দুই কন্যা

এক বাচাল লোক আলী (রা.)-এর কাছে এসে বলল, নিশ্চয়ই উসমান জাহান্নামী।

তখন আলী (রা.) বললেন, তুমি কীভাবে জেনেছ?

সে বলল, কেননা তিনি অনেক অঘটন ঘটিয়েছেন।

তিনি বললেন, তোমার অভিমত কী যদি তোমার মেয়ে থাকে, তুমি কী তাকে পরামর্শ করা ব্যতীত বিয়ে দিবে?

সে বলল, না।

তিনি বললেন, তুমি বল নবী করীম (সা.) কী কোনো কাজ করতে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করতেন নাকি করতেন না?

সে বলল; বরং তিনি পরামর্শ করতেন।

তিনি বললেন, আর আল্লাহ কী তাঁকে ভালোটা পছন্দ করে দিতেন নাকি দিতেন না?

সে বলল; বরং আল্লাহ তাঁকে ভালোটাই পছন্দ করে দিতেন।

তিনি বললেন, তাহলে এবার বল উসমানের সাথে রাসূল (সা.)-এর মেয়ের বিয়ে কী আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে দিয়েছেন নাকি দেননি?

সে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে দিয়েছেন।

আলী (রা.) বললেন, আমি তোমাকে মারার জন্যে তরবারি উন্মুক্ত করেছি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। যদি তুমি এটি ব্যতীত উল্টো কোনো কথা বলতে তবে অবশ্যই আমি তোমার ঘাড়ে আঘাত করতাম।[৪৫৭]

---

[৪৫৬] তারিখুল ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃ.।

[৪৫৭] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ১৭-১৮ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

আল্লাহ তোমার কথাকে দৃঢ় করুন

আল্লাহ তা'আলা সূরা বারার কিছু আয়াত নাযিল করার পর রাসূল আলী -কে মক্কায় পাঠাতে চাইলেন।

তখন আলী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো স্পষ্টভাষী নই, আর আমি বক্তাও নই।

নবী বললেন, হয় আমি যাব, না হয় তুমি যাবে।

আলী বললেন, যদি না যেয়ে কোনো উপায় না থাকে তবে আমি যাব।

এরপর নবী তাঁর মুখে হাত রেখে বললেন, যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাষাকে দৃঢ় করবেন এবং তোমার অন্তরকে হেদায়েত দিবেন।

এরপর আলী সফর শুরু করলেন। অবশেষে তিনি আবু বকর -এর কাছে পৌঁছলেন। তিনি সেই হজ্বের আমীর ছিলেন। আলী তাঁর থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

আবু বকর খুতবা দিয়ে নামাযের ইমামতি করার পর আলী দাঁড়ালেন। তিনি মানুষদেরকে সূরা বারার সেই আয়াতগুলো শুনালেন।

যখন আবু বকর হজ্ব থেকে ফিরে এলেন তখন তিনি আফসোসের সাথে রাসূল -কে বললেন, আমার ব্যাপারে কী কিছু নাযিল হয়েছে?

নবী বললেন, না, ...আবু বকর তুমি কী এতে খুশি নও যে, তুমি গুহাতে আমার সাথি ছিলে এবং হাওযেও আমার সাথি থাকবে?

এ কথা শুনার পর আবু বকর খুশি হয়ে বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।[৪৫৮]

আহলে বাইতের সন্তুষ্টি

ফাতেমা অসুস্থ হলে আবু বকর তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন।

আলী বললেন, ফাতেমা, ইনি আবু বকর, তোমার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছেন।

ফাতেমা বললেন, আমি তাঁকে আসার অনুমতি দিব, তুমি কী তা পছন্দ করবে।

আলী বললেন, হ্যাঁ।

তখন ফাতেমা তাঁকে ঘরে আসার অনুমতি দিলেন। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ঘর, সম্পদ, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে শুধু আল্লাহ, রাসূল ও আহলে বাইতের সন্তুষ্টির জন্যে এসেছি। তারপর তিনি

---

[৪৫৮] মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ১৫০ পৃ. ও ফাযায়েলে সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৭০৬ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-কে সন্তুষ্ট করার জন্যে আরো আরো অনেক কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা খুশি হয়ে গেলেন।[৪৫৯]

মুনাফিকদের লক্ষণ

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতে, মুনাফিকদের তিনটি আলামত।

-এরা যখন একা একা থাকে তখন খুব অলস হয়।

-যখন মানুষের কাছে আসে তখন খুব কর্মঠ বা পটু হয়।

-তাদের কাজের প্রশংসা করলে কাজ বেশি করে করতে থাকে, আর নিন্দা জানালে, কাজের গতি কমিয়ে দেয়।[৪৬০]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের গুণাগুণ

খুব আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার সাথে আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিহরাবে দাঁড়ালেন। তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন। তার ইমামতিতে কূফাবাসীরা নামায আদায় করেছে। নামায শেষ করার পর তিনি চিন্তিত মনে বসলেন, আর লোকজন তাঁর আশপাশে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর সূর্য উদিত হলো। সূর্যের আলোতে মসজিদও আলোকিত হয়ে গেল।

সূর্য উঠার পর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উঠে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি হাত ও মাথা নাড়িয়ে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদেরকে দেখেছি, কিন্তু আমি আজ কোনো কিছুই দেখছি না, যা তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

তারা সকালে উঠত, তখন তাদের চোখে ও কপালে রাতে আল্লাহর সিজদায় কাটানোর চিহ্ন দেখা যেত। তারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করত, এমনকি দীর্ঘক্ষণ বসার কারণে এক থেকে অন্য পায়ে ওলটপালট করে বসত। তারা যখন আল্লাহকে স্মরণ করত তখন তারা নুয়ে পড়ত যেমন বাতাসে গাছ নুয়ে পড়ে। তাদের চোখে অশ্রু ঝরত এমনকি তাদের কাপড় ভিজে যেত।[৪৬১]

এটা সে কোথা থেকে পেল

আবু রাফে হতে বর্ণিত, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেলাফতকালে বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের রক্ষী ছিলেন।

তিনি বলেন, একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাড়িতে এসে তাঁর মেয়ের পরনে মণিমুক্তার অলংকার দেখলেন। তিনি তা দেখে বুঝতে পারলেন, সেটি বাইতুল মালের

---

[৪৫৯] আলী বিন আবু তালিব মিনাল ইলাল ইসতিসহাদ, ১৪৮ পৃ.।

[৪৬০] আল কাবাইর লিয যাহাবী, ১৪৯ পৃ.।

[৪৬১] খুলাফাউর রাশিদীন, ৪৭০ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোথা থেকে এসেছে? আল্লাহর শপথ! আমি তার হাত কেটে দেব।

তখন আবু রাফে বলেন, যখন তাঁর প্রচণ্ড রাগ দেখলাম, তখন আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন, আমি এটা আমার ভাইয়ের মেয়ের জন্যে বাইতুল মাল থেকে এনেছি।

এ কথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি যদি জন্ম না দিতাম কোথা থেকে তুমি ভাতিজি পেতে? এমন কথা শুনে আবু রাফে চুপ হয়ে গেলেন।

মূলত বাইতুল মাল থেকে এসব আনা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মোটেও পছন্দ করেননি। তাই তিনি এত রেগে গেছেন।[৪৬২]

দুই হতভাগা লোক

উসাইরা যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আম্মার বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু উভয়ে বন্ধু ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করে সেখানে অবস্থান করলেন তখন বনূ মুদলাজ গোত্রের কিছু লোককে দেখতে পেলেন তারা তাদের পানির কূপ নির্মাণের কাজ করছিল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, ইকযানের বাবা, তুমি কী এদের কাছে যাবে? তাহলে আমরা দেখতে পারব কীভাবে তারা কাজ করে।

আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যদি তুমি চাও।

তখন তারা উভয়ে সেখানে গেলেন, তারা গিয়ে কিছুক্ষণ ধরে ওই লোকদের কাজ দেখলেন। কিছুক্ষণ তাদের কাজ দেখার পর তাঁদের ঘুম পেল। তাঁরা পাশে কঙ্করবিহীন জায়গায় শুয়ে পড়লেন। তাদেরকে এ ঘুম থেকে আর কেউ জাগাতে আসেনি; বরং স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জাগালেন। তিনি তাঁদের একজনের পর অন্যজনকে নিজ পবিত্র পা মোবারক দ্বারা নাড়া দিলেন।

তারপর তিনি বললেন, পূর্ববর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা লোক কে ছিল আমি কী তা তোমাদেরকে বলব না?

তাঁরা বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি বললেন, ছামুদ গোত্রের যে ব্যক্তি সালেহের উটনীকে হত্যা করে রক্তে লাল করেছে।

এরপর তিনি বললেন, পরবর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি কে হবে আমি কী তা তোমাদেরকে বলব না?

তাঁরা বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি বললেন, যে তোমার এ জায়গায় আঘাত করবে, তিনি তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর শরীরের সে অঙ্গ ধরে দেখালেন।[৪৬৩]

---

[৪৬২] তারীখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭২ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

প্রজাদেরকে সৎকাজের প্রতি উৎসাহিতকরণ

আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতে আসীন হওয়ার পর প্রজাদেরকে বেশি বেশি সৎকাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎকাজের নিষেধ করতেন। একদিন আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন, হে লোক সকল, তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের কারণ, তারা যখন পাপ কাজে জড়িয়ে পড়েছিল তখন তাদের ধর্মযাজকেরা তাদেরকে পাপ থেকে বিরত থাকতে বলত না। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করেছিল। অতএব তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মতো তোমাদের ওপর শাস্তি আসার পূর্বেই সৎকাজ কর এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাক। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ রিযিক কমায় না এবং বয়সও কমায় না।[৪৬৪]

মুসলমানদের বাজার

আসবাগ বিন নাবাতাহ্ বলেন, আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বাইরে বের হলাম। তখন লোকেরা বলল, আমীরুল মুমিনীন, বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকে জায়গা দখল করে নিয়েছে।

এ কথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, বাজার হচ্ছে মুসলমানদের নামাযের স্থানের মতো, যে আগে আসবে সে যে স্থান গ্রহণ করবে ওই দিন ওই জায়গা তার। পরবর্তী দিন আবার যে আগে আসবে সে জায়গা তার হবে। (এটা হচ্ছে বাজারে সকলের জন্য উন্মুক্ত জায়গার হুকুম।)[৪৬৫]

ধোঁকাপ্রাপ্ত কারীয বিন আস সাবাহ

বাতাসের গতিতে কারীয বিন আস্ সাবাহ আল হুমাইরী সে তার ঘোড়া নিয়ে ময়দানের মাঝখানে পৌঁছে গেল এবং চিৎকার করে বলল, কোনো মল্লযোদ্ধা আছ কি?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাহিনী থেকে এক লোক তার দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু সে কারীযের হাতে নিহত হলো।

এরপর কারীয আবার চিৎকার করে বলল, কোনো মল্লযোদ্ধা আছ কি?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দল থেকে আরেকজন লোক তার দিকে এগিয়ে এল। সেও কারীযের হাতে নিহত হলো।

এরপর কারীয আবারো চিৎকার করে বলল, কোনো মল্লযোদ্ধা আছ কি?

---

৪৬৩ সিয়ারু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।

৪৬৪ তাফসিরে ইবনে কাসির, ২য় খণ্ড, ৬০৪ পৃ.।

৪৬৫ আল আমওয়াল লি আবি উবাইদাহ্, ১২৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দল থেকে আরেকজন লোক তার দিকে এগিয়ে আসল। সেও কারীযের হাতে নিহত হলো। এভাবে তিনজন লোক এক ব্যক্তির হাতে নিহত হওয়ার কারণে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রথম কাতারের সৈন্যরা পিছনের দিকে যেতে লাগল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দেখলেন তাদের মধ্যে ভয় কাজ করছে তখন তিনি নিজেই কারীযের মোকাবিলা করার জন্য ছুটে গেলেন। তিনি তাকে এক আঘাতে শেষ করে দিলেন। এরপর তিনি বারবার চিৎকার করে মল্লযুদ্ধ করার আহ্বান করলেন এবং তাদের একে একে তিনজনের সাথে লড়াই করে তাদেরকে হত্যা করলেন।

তারপর তিনি বললেন, হে লোক সকল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ -

"সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা, আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। সুতরাং যারা তোমাদের ওপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের ওপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা তোমাদের ওপর করেছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা বাকারা : ১৯৪)।

এরপর তিনি আগের জায়গায় ফিরে এলেন।[৪৬৬]

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জানাযা পড়ালেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকর, ওমর, উসমান, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত হলেন। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর লাশ গোসল দিয়ে নিয়ে আসা হলে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবু বকর! আপনি সামনে গিয়ে জানাযা পড়ান।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হাসানের বাবা, তুমি জানাযা পড়াও।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবু বকর! আল্লাহর কসম করে বলি, আপনি ছাড়া কেউ তার জানাযা পড়াবে না। অতঃপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জানাযা পড়ালেন।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জানাযার নামাযের ইমামতি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছেন। আর এ মতটাই অধিক নির্ভরযোগ্য।[৪৬৭]

---

[৪৬৬] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৪৪ পৃ.।

[৪৬৭] আলী বিন আবু তালিব লিস সালাবী, ১৪৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

শোক ও দুঃখ

আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দেহ ঢেকে দেওয়ার একদিন পর তাঁর পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু- দুঃখের ছায়ায় ঢাকা চেহারা নিয়ে বের হয়ে টলমল করে চলতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি একদল যুবক ও বৃদ্ধদের সামনে এসে খুব দুঃখ ও শোকের সাথে বলতে লাগলেন, গতকাল তোমাদের থেকে এমন এক ব্যক্তি আলাদা হয়ে গেছেন যাকে পূর্ববর্তীরাও জ্ঞানের দিক থেকে অতিক্রম করতে পারেনি। আর পরবর্তীরাও পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে পতাকা দিয়েছিলেন। তিনি বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসেননি। তিনি কোনো স্বর্ণ বা রুপা রেখে যাননি। তবে সাতশত দিরহাম রেখেছিলেন তা দ্বারা তিনি একজন খাদেম কিনতে চেয়েছিলেন।[৪৬৮]

এক লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে

মদিনার নিকটে খায়বারে ইহুদিদের একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল। দুর্গের প্রাচীরের নিচে সৈন্য ও ঘোড়ার পদাঘাতে সর্বদা মুখর হয়ে থাকত। দুর্গের প্রাচীর ছিল অনেক উঁচু। নিচ থেকে সেখানে তীর নিক্ষেপ করে পৌঁছানো যেত না। এ দুর্গের পাশেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে অবস্থান করলেন।

প্রথম দিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্বের পতাকা নিয়ে তরবারি হাতে বীরের মতো বের হলেন। তাঁর পিছনে পিছনে মুসলমান সৈন্যদলেরা বের হলেন। তারা সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত কঠিনভাবে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তবুও তাঁরা দুর্গের ভেতরে ঢুকতে পারেননি।

দ্বিতীয় দিন নেতৃত্বের পতাকা নিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন। তাঁর নেতৃত্বেও মুসলমানগণ কঠিন থেকে কঠিনভাবে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সূর্য ডুবে গেল তবুও দুর্গ জয় হলো না।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী কাল অবশ্যই আমি পতাকা এমন এক লোকের হাতে দিব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে আর তাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসে। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন।

তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকে সেই রাত কাটাচ্ছিল আর এ বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে মনে মনে এ সম্মান পাওয়ার আশা করতে লাগলেন।

---

[৪৬৮] আল মুসনাদ লিল আহমদ, ১ম খণ্ড, ১৯৯ পৃ. ও আয্যুহদ, ১৩৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি কখনো নেতৃত্বের লোভ করেনি, তবে সেই দিন করেছিলাম শুধু এ কারণে যে, আমি ওই ব্যক্তি হবো যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।

সকাল বেলা সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ভিড় জমাতে লাগলেন। তাঁরা প্রত্যেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে বারবার তাকাতে লাগলেন। প্রত্যেকে নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে রাখতে চেষ্টা করলেন, এ আশায় যে, ওই ব্যক্তির মর্যাদা অর্জন করবেন যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।

সবার মাঝে এক নীরবতা বিরাজ করছিল। অবশেষে নীরবতা ভেঙে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী বিন আবু তালিব কোথায়?

তখন তাঁর কাছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। সে রাতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখ উঠছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার কী হয়েছে?

তিনি বললেন, আমার চোখ উঠেছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে আস।

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের লালা মোবারক তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন, এতে তাঁর চোখ ভালো হয়ে গেল। এরপর তিনি তাঁকে বললেন, এ পতাকা ধর, এটি নিয়ে চলতে থাক যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল,............আমি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ময়দানে নেমে আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে, তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর কী আবশ্যক করেছে তা তাদেরকে অবগত করবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করা তোমার জন্যে হুমুরুন নিয়ামত থেকেও উত্তম। (আরবরা উত্তম কোনো কিছু বুঝাতে বলত "হুমুরুন নিয়ামত" অর্থ হচ্ছে লাল উট, যা আরবদের কাছে খুব প্রিয় ছিল।)

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন দুর্গের কাছে গেলেন তখন এক ইহুদি দুর্গের উপর থেকে বলল, তুমি কে?

তিনি বললেন, আলী বিন আবু তালিব।

ইহুদি বলল, তোমরা উচ্চ মর্যাদাবান হয়েছ, আর মূসা (আ)-এর ওপর যা নাযিল হয়েছে তাও মর্যাদাবান হয়েছে।[৪৬৯]

[৪৬৯] বুখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ৭৩ ও মুসলিম শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ১৮৭।

www.nagorikpathagar.org

মৃতব্যক্তি তার ঋণের কাছে বন্ধক

এক দুপুরে লোকদের কাঁধে আহরণ করে একটি জানাযা আসল। মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ানোর জন্য তার পরিবারের লোকেরা নবী ﷺ-কে খুঁজতে লাগল।

নবী ﷺ বললেন, তোমাদের এ সাথির ওপর ঋণ আছে?

তারা বলল, দুই দিনার।

এ কথা শুনে নবী ﷺ ওই ব্যক্তির জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের সাথির জানাযা পড়। যার ওপর ঋণ থাকত নবী ﷺ তাঁর জানাযার নামায আদায় করতেন না। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুব ভয় করলেন যে, মৃতব্যক্তি নবী ﷺ-এর দোয়া পাওয়ার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে কবরে যাবে, তাই তিনি দ্রুত নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, দুই দিনারের দায়িত্ব আমার, মৃতব্যক্তি তা থেকে মুক্ত।

তখন নবী ﷺ মৃতব্যক্তির নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি আলীকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন......আল্লাহ তোমায় মুক্ত করুন, যেমনিভাবে তুমি তোমার ভাইয়ের ঋণের দায়িত্ব নিয়ে তাকে মুক্ত করেছ। প্রত্যেক মৃতব্যক্তি তার ঋণের কাছে বন্ধক। যে ব্যক্তি কোনো মৃতব্যক্তির ঋণের দায়িত্ব নিবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ঋণের দায়িত্ব নিবেন।[৪৭০]

মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ

উহুদের যুদ্ধ চলছিল, হঠাৎ করে একটি মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পড়ল। সকলের কানে এসে পৌঁছল, রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। মুসলিম সৈন্যরা এ কথা শুনে ভেঙে পড়ল। অনেকের হাত থেকে তরবারি পড়ে যেতে লাগল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃতদের মাঝে রাসূল ﷺ-কে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু তিনি রাসূল ﷺ-কে পেলেন না। এরপর তিনি বললেন, মৃতদের মাঝে রাসূল ﷺ নেই, আল্লাহর শপথ! রাসূল ﷺ যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তি নন; বরং আমরা যা করেছি তাতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর খাপ থেকে তরবারি বের করে খাপ ভেঙে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, যদি আমি মরণ পর্যন্ত যুদ্ধ না করি তবে আমার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।

[৪৭০] ইমাম আলী বিন আবু তালিব, লি মুহাম্মদ রশীদ রিজা ১৭ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

তারপর তিনি সিংহের মতো কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি কঠিন থেকে কঠিনভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তারা জানতে পারলেন তাদের মাঝে রাসূল জীবিত আছেন। তখন তিনি রাসূল -এর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে চুমু খেলেন এবং বিপদ দূর হওয়া পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকলেন।[৪৭১]

হাসান ও হুসাইন -এর প্রতি আলী -এর অসিয়ত

আলী -এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি তাঁর ছেলে হাসান ও হুসাইন -কে ডাকলেন। তিনি তাঁদেরকে লক্ষ করে বললেন,

-আল্লাহকে ভয় করবে।

-সত্য কথা বলবে।

-ইয়াতীমদের প্রতি রহম করবে।

-আখিরাতের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

-অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

-মাজলুমকে সহযোগিতা করবে।

-আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করবে।

-আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে কোনো নিন্দাকারীর নিন্দা যেন তোমাকে দুর্বল করে না দেয়। এভাবে তিনি অনেকগুলো অসিয়ত করলেন।[৪৭২]

*****

---

[৪৭১] মাজামাউয যাওয়ায়েদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১৫ পৃ.।

[৪৭২] তারিখুত তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৩ পৃ.।

www.nagorikpathagar.org

ফর্মা--২২

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)

আমীরুল মুমিনীন, ইসলামের পঞ্চম খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয........ যিনি ওমর বিন খাত্তাব আল কুরাশী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দৌহিত্র.......যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ সম্মানিত খলিফা ছিলেন।

তিনি একষট্টি হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্ম ছিল মুসলমানদের জন্যে এক নতুন আলোর আগমন। তিনি প্রাচুর্যতার মাঝে বেড়ে উঠেন। তিনি কোরআন শরীফ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য হাদিস হেফ্জ করেন এবং একজন স্পষ্টভাষী হিসেবে বেড়ে উঠেন। ছোটবেলা থেকে তিনি নিজেকে জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত করেন। তাঁর ক্ষমা ও উদারতা অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সবার কাছে তিনি সৎচরিত্রবান ও দানশীল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি আল্লাহর অতি প্রিয় বান্দা ছিলেন।

তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তাঁর চাচা তাঁকে সিরিয়ায় নিয়ে আসেন। পরে তাঁর চাচা তাঁর সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেন। তখন তাঁর চাচা আব্দুল মালিক তখন মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন। খলিফা ওয়ালিদের আমলে তাঁকে মদিনার গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। তাঁকে মদিনার নেতা থেকে শুরু করে দাস সকলেই ভালোবাসত। তিনি আলেমদেরকে ভালোবাসতেন এবং শাসনকার্যে আল্লাহওয়ালা ও বুযুর্গ লোকদের কাছে টেনে নিতেন। তিনি সেখানে ন্যায়নীতি ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

খলিফা সুলাইমান তাঁকে নিজের উজির ও পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এরপর তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গেলেন। খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি খিলাফতকে ঈমান ও ইসলামের ভিত্তির ওপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি বায়তুল মালের দরজা গরিব-মিসকিনদের জন্যে খুলে দিলেন।

দামেস্কের বড় মসজিদে তাঁর খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। তিনি ছোট বড় সবার বাইয়াত করিয়েছেন। তিনি প্রজাদের জন্যে একজন সেবকের মতো কাজ করে গেছেন এবং তাঁদের মাঝে আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর জীবনে তিনি বিলাসিতা ও প্রাচুর্যতা ত্যাগ করে চলেছেন এবং দুনিয়াবিরাগীদের মতো জীবন পরিচালনা করেছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর চেহারা উজ্জলতা হারিয়ে ফেলেছে, শরীর দুর্বল হয়ে গেছে এবং হাড্ডির সাথে চামড়া মিলে গেছে।

তিনি দুর্বল অসহায় ও নিরাপত্তাহীনদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। তাঁর শাসনকালে ভ্রমণকারীরা নির্বিঘ্নে রাস্তায় চলাফেরা করতে পারত।

www.nagorikpathagar.org

সম্মানের সকল দিক তাঁর মাঝে ছিল। চরিত্রের সেরা উৎকৃষ্টতা তিনি অর্জন করেছেন। তাঁর জীবনকে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করেছেন।

তিনি অর্থ-সম্পদের প্রতি বিমুখ ছিলেন আর আখেরাতের প্রতি ছিল অতি আগ্রহী। তাঁর খেলাফতকালে বাঘ আর বকরি এক সাথে চলত। খিলাফত পাওয়ার পর তিনি সকল অত্যাচারী গভর্নরকে অপসারণ করেন। তাঁর কথা অনেক শ্রুতি মধুর ছিল, কিন্তু তিনি বেশিরভাগ সময়ে নিরবতা অবলম্বন করতেন। গরিবদেরকে অনেক বেশি দান করতেন তবে ধনীদেরকেও বঞ্চিত করতেন না। তাঁর সম্পদের পরিমাণ খুবই কম ছিল। তিনি তালিযুক্ত জামা পরিধান করে চলাফেরা করতেন। প্রতিটি কাজে তিনি আল্লাহর প্রতিদান আশা করতেন এবং অধিক কান্নাকাটি করতেন। তিনি সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন এবং উত্তম চরিত্রে ভূষিত ছিলেন।

অবশেষে তিনি একশত এক হিজরীতে শহীদ হয়ে আল্লাহর দরবারে চলে গেছেন। তাঁকে সিরিয়ার দায়রে সামআনে দাফন করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে সবার মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে। অনেক আলেম ও নেতা তাঁর জানাযার নামাযে উপস্থিত ছিলেন।..........পরিশেষে চিরস্থায়ী সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করে শেষ করছি।

দুধ বিক্রয়কারিণী কন্যা

রাত ঘনিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। এদিকে হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তাঁর গোলাম আসলামকে নিয়ে প্রজাসাধারণের খোঁজ খবর নেওয়ার জন্যে বের হয়ে পড়লেন। তিনি চলতে লাগলেন, চলতে চলতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে গেলেন। ক্লান্তি হালকা করতে তিনি পাশের একটি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। ঠিক সে সময় এক মহিলার কণ্ঠস্বর তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছল। মহিলাটি তাঁর মেয়েকে বলছিল, হে মেয়ে! তুমি দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দাও।

মেয়ে মাকে বলল, মা! আপনি কি বর্তমান আমীরুল মুমিনীনের নির্দেশ জানেন না? তিনি তাঁর লোককে ঘোষণা দিতে বলেছেন, "দুধের সাথে যেন কেউ পানি না মিশায়।"

মা বললেন, তুমি দুধের সাথে পানি মিশিয়ে দাও। কেননা তুমি তো এমন জায়গায় আছো যেখানে ওমর বা ওমরের ঘোষক তোমাকে দেখছে না।

মেয়ে বলল, মা! ওমর আমাদেরকে দেখছে না, ঠিক কিন্তু ওমরের রব তো দেখছেন। আল্লাহর শপথ! আমিতো এমন নই যে, প্রকাশ্যে তাঁর আনুগত্য করব আর গোপনে অবাধ্য হব।

সত্য ও ন্যায়ের মানদণ্ড ওমর (রাঃ) এতক্ষণ যাবত মা-মেয়ের কথোপকথন শুনছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর গোলাম আসলামকে বললেন, আসলাম! এ দরজা ও জায়গা ভালোভাবে চিনে রাখ। তারপর তিনি ফিরে গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

পরের দিন সকালে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু আসলামকে বললেন, আসলাম! গতরাতের সে বাড়িতে গিয়ে দেখ, কথাগুলো কে বলেছে আর কাকে বলেছে এবং তাদের কোনো অভিভাবক আছে কিনা।

আসলাম বাড়িতে গিয়ে জানতে পারলেন, গত রাতের কথাগুলো এক কুমারী মেয়ে তার মাকে বলেছিল। তাদের কোনো অভিভাবক নেই।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সন্তানদেরকে ডেকে একত্রিত করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কে বিয়ে করতে চাও।

তাঁর পুত্র আসেম বললেন, বাবা! আমার কোনো স্ত্রী নেই, আপনি চাইলে আমাকে বিয়ে করাতে পারেন, আর তখন হযরত আসেম সেই মেয়েটিকে নিজের বউ হিসেবে গ্রহণ করে নেন। পরে সেই মেয়ের ঘরে উম্মে আসেম নামে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাকে আব্দুল আযীয বিন মারওয়ান বিয়ে করেন। তাঁদের ঘরেই হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) জন্মগ্রহণ করেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর চুলের ঘটনা

আব্দুল আযীয তাঁর শিশুপুত্র ওমরকে শিষ্টাচার শিখাতে মদিনায় পাঠালেন। তিনি মদিনার বিশিষ্ট আলেমদের একজন হযরত সালেহ বিন কায়সানের কাছে চিঠি লিখে মসজিদে তাঁর ছেলের আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখার কথা বললেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) উবায়দুল্লাহ (রহ)-এর দরসে গিয়ে তাঁর জ্ঞানমূলক কথাগুলো আয়ত্ত করতে লাগলেন। এদিকে সালেহ ইবনে কায়সান জামাতের সাথে যথাযথভাবে নামায আদায়ের জন্যে ওমরের ওপর কঠোরতা আরোপ করতেন।

একদিন ওমর নামায আদায় করতে কিছুটা দেরি করলে সালেহ ইবনে কায়সান তাঁকে রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নামায পড়তে দেরি করেছ কেন?

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) জবাব দিলেন, চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে।

সালেহ (রহ) রাগান্বিত হয়ে বললেন, চুলের সাজগোজ তোমাকে নামাযে দেরি করেছে।

তখন সালেহ বিন কায়সান বিষয়টি তাঁর বাবা আব্দুল আযীযকে লিখে জানান। আব্দুল আযীয জানতে পেরে একজন লোক প্রেরণ করলেন। লোকটি এসে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের মাথা মুণ্ডিয়ে দিলেন যাতে করে আর কখনো চুলের অজুহাতে তাঁর নামায পড়তে দেরি না হয়।

www.nagorikpathagar.org

ভীতসন্ত্রস্ত গোলাম

একদিন আব্দুল আযীযের ছোট ছেলে ওমর একাকী বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন, এমন সময় মৃত্যু ও পরকালের কথা তাঁর মনে পড়ে। সে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক আযাবের গ্রেফতার হয়ে যান কিনা এ ভয়ে তিনি কান্না শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর কান্নার আওয়াজ বাড়তে লাগল। এমনকি তাঁর কান্নার আওয়াজ তাঁর মায়ের কানে গেল।

তাঁর মা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে দৌড়ে এসে ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইলেন, কি ব্যাপার কাঁদছ কেন?

ওমর বললেন, মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়ে।

এ কথা শুনে তাঁর মাও কান্না শুরু করলেন।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের পিতা তাঁকে দ্বীনি জ্ঞান ও আদব-কায়দা শিখানোর জন্যে মদিনায় সালেহ (রহ)-এর তত্ত্বাবধানে রেখে আসলেন। পরবর্তী সময়ে, আব্দুল আযীয ছেলের খোঁজ-খবর জানার জন্যে হজ্ব সফরে মদিনায় আসলেন।

তিনি সালেহ বিন কায়সানের কাছে ছেলের খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন।

সালেহ (রহ) বললেন, আল্লাহর মহব্বত ওমরের থেকে বেশি কারো অন্তরে আমি দেখিনি।

খলিফাকে গালি দিল এক ব্যক্তি

মুসলিম জাহানের খলিফা তখন সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক। প্রভাবশালী এ খলিফাকে গালি-গালাজ করে বেড়াচ্ছে তারই এক প্রজা। বিষয়টি জানতে পেরে খলিফা সুলাইমান তার সভাসদদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন।

সুলাইমান তাঁর সভাসদদের কাছে জানতে চাইলেন, লোকটির ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি?

সভাসদের একজন বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি তাঁর শিরশ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করুন।

তখনও ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কিছু না বলে চুপ ছিলেন।

সুলাইমান তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, কি ব্যাপার, তুমি কিছু বলছ না কেন?

তখন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, আপনি যখন আমার মতামতই জানতে চাইলেন, তবে শুনুন, আল্লাহর নবী ব্যতীত অন্য কাউকে গালি দেওয়ায় কোনো মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়। অর্থাৎ নবীকে গালি দিলে হত্যা করা বৈধ, অন্য কাউকে গালি দিলে হত্যা করা বৈধ নয়।

এ কথা বলে ওমর (রহ) উঠে চলে গেলেন, ওমরের এ সাহসিকতা দেখে অন্যান্য সভাসদরা নির্বাক হয়ে তাঁর পথের দিকে চেয়ে রইল।

www.nagorikpathagar.org

সত্য ও ন্যায়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখে স্বয়ং খলিফা সুলাইমান অবাক হয়ে বললেন, ওমর! আল্লাহর জন্যে তোমার সাহসিকতা।

সাঈদ ও আল ওয়ালিদ

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তখন সবেমাত্র মদিনার গভর্নর নিযুক্ত হলেন। এরই মাঝে মদিনার বিখ্যাত বুযুর্গ সাঈদ বিন মুসাইয়াবের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেল। যার ভিত্তিই ছিল আন্তরিকতা ও ভালোবাসা।

একবার খলিফা আল ওয়ালিদ পবিত্র হজ্ব পালনের জন্যে সফর শুরু করলেন। হজ্বের কার্যক্রম সম্পন্ন করে তিনি পুণ্যভূমি মদিনার পথ ধরলেন। খলিফার দলবল মদিনার কাছে পৌঁছলে, কঠোর নিরাপত্তার খাতিরে মদিনার অধিবাসীদেরকে মসজিদে নববী ও তার আশপাশের এলাকা থেকে কিছু সময়ের জন্যে সরে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু সাঈদ বিন মুসাইয়াব, যিনি মসজিদে খুববেশি অবস্থান করার কারণে সবার কাছে 'মসজিদের কবুতর' নামে পরিচিত ছিলেন, খলিফা আল ওয়ালিদ যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন তখন শুধু সাঈদ বিন মুসাইয়াবই ছিলেন। খলিফা আল ওয়ালিদ সাঈদ বিন মুসাইয়াবকে সালাম দিলে তিনি অন্য সাধারণ মানুষের সালামের জবাবের মতোই খলিফার সালামের জবাব দিলেন।

অন্যদিকে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ভয় করতে লাগলেন, না জানি খলিফা আল ওয়ালিদ রেগে গিয়ে সাঈদ বিন ওয়ালিদকে প্রহার করতে নির্দেশ দেয় অথবা হত্যা করতে নির্দেশ দেয়।

কিন্তু আল্লাহ তাআ'লা এমন কিছু থেকে নিরাপদ রেখেছেন। মসজিদ পরিদর্শন শেষে আল ওয়ালিদ সাঈদ বিন মুসাইয়াবকে কোনো প্রকার কষ্ট না দিয়ে ফিরে গেলেন।

পরক্ষণেই ওমর বিন আব্দুল আযীয সাঈদ বিন মুসাইয়াবের নিকট এসে বিস্ময় কণ্ঠে বললেন, আল্লাহর শপথ! সাঈদ, আমি তোমার প্রাণ নাশের আশঙ্কা করেছিলাম। তুমি তোমার ব্যবহার দ্বারা ওলীদের অন্তরে বড় ধরনের আঘাত করেছ।

সাঈদ বিন মুসাইয়াব তেজোদৃপ্ত ঈমানী কণ্ঠে বলতে লাগলেন, ওমর! আমি চেয়েছি আল ওয়ালিদকে এ কথা জানিয়ে দিতে যে, এখনও পৃথিবীতে আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যারা শুধু তাঁকেই ভয় করে, অন্য কাউকে নয়।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ও যয়নুল আবেদিন

মুসলিম জাহানের খলিফা তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)। তিনি তাঁর নক্ষত্রতুল্য জ্ঞানপিপাসু কিছু সঙ্গী-সাথিদের নিয়ে ইলমে হাদিসের বিভিন্ন বিষয়াদি

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে পর্যালোচনা করছিলেন, এরই মাঝে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন যয়নুল আবেদিন আলী বিন হুসাইন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং নিজের পাশের আসনে বসালেন। জ্ঞান চর্চার মজলিসে কিছু সময় অতিবাহিত করে যয়নুল আবেদিন (রহ) ফিরে চললেন। তিনি বের হয়ে যাওয়ার পর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর সঙ্গীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আচ্ছা বলতো, আজকে তোমাদের দেখা লোকদের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত হিসেবে কাকে পেয়েছ?

তাঁর সঙ্গীরা বলল, আমীরুল মুমিনীনকেই আমরা সর্বাধিক সম্মানিত হিসেবে পেয়েছি।

জাহিলী যুগের ন্যায় ইসলামী যুগেও আপনারা আমাদের মাঝে সম্মানিত।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, বিষয়টি এমন নয়; বরং আমাদের দেখা সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি হচ্ছেন যয়নুল আবেদিন। যার মতো মর্যাদাবান হওয়া প্রত্যেক মানুষেরই কামনা, কিন্তু তিনি কারো মতো হতে চান না।

কিছুক্ষণ পর, হারিস বিন উসমান রাহবী নামক এক যুবক তার পিতাকে নিয়ে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে প্রবেশ করল। ওমর যুবকটি সম্পর্কে তার পিতার কাছে বিভিন্ন বিষয়াদি জানতে চাইলেন।

ছেলে সম্পর্কে জানার পর তিনি তার পিতাকে বললেন, আপনি তাকে ফিকহে আকবর শিক্ষা দিন।

সে বলল, ফিক্হে আকবর কি?

তিনি বললেন, ফিক্হে আকবর হচ্ছে, অল্পতে তুষ্টি ও কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।

আল্লাহ আপনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুক

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তখন চব্বিশ বছর বয়সি এক টগবগে যুবক। কোনো এক প্রয়োজনে তিনি দামেস্কে খলিফা আব্দুল মালিকের দরবারে উপস্থিত হলেন। আব্দুল মালিক তাঁর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে নিজের মেয়ে ফাতেমাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিলেন।

খলিফার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ওমর বললেন, আল্লাহ আপনার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন, আপনি উদারভাবে দান করেছেন এবং চাওয়া-পাওয়া পূর্ণ করেছেন।

হযরত ওমরের কথায় আব্দুল মালিক খুবই অবাক হলেন।

তখন আব্দুল মালিকের কোনো কোনো পুত্র এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে বলতে লাগল, বাবা! তার কথায় অবাক হওয়ার তো কিছুই নেই, এ ধরনের কথা তো আপনার কাছ থেকেই শেখা, সে তো শুধু পুনরাবৃত্তি করেছে।

পরে একদিন হযরত ওমর খলিফার দরবারে আসলেন।

www.nagorikpathagar.org

খলিফা তাঁকে বললেন, হে ওমর! তোমার জীবন কেমন চলছে?
তিনি বললেন, দুটি মন্দের মাঝে একটি ভালো, এভাবে চলছে হে আমীরুল মুনিনীন।
খলিফা বললেন, মন্দ দুটি কী কী?
ওমর (রহ) বললেন, وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا
অর্থ: মু'মিনতো তারাই যারা সম্পদ ব্যায়ে কৃপণতা করে না আবার অপচয়ও করে না; বরং তারা উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করে।
এবারও খলিফা আব্দুল মালিক তাঁর উত্তর শুনে অবাক হলেন। তিনি তার ছেলেদেরকে তিরস্কার করে বললেন, এবার বল, এটি কে শিখিয়েছে?

এটা আমার জন্যে ভালো তোমাদের জন্যে খারাপ

মুসলিম জাহানের খলিফা তখন ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক। খেলাফতের বিরোধিতা করার অপরাধে এক খারেজিকে দরবারে হাজির করা হলো। খলিফা আল ওয়ালিদ লোকটির শাস্তির ব্যাপারে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-সহ তার অন্যান্য নিকটস্থ ব্যক্তিবর্গদের সাথে কথা বলছিলেন।
আল ওয়ালিদ খারেজী লোকটিকে তিরস্কার করে বললেন, খলিফা আব্দুল মালিকের ব্যাপারে তুমি কি বলেছ?
খারিজী লোকটি বলল, আমি এমন লোকের ব্যাপারে বলেছিলাম যার সামনে দুটি বিষয় পেশ করা হলো। প্রথমত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা, কিন্তু সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা গ্রহণ করেছে। তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ ও গজব পতিত হোক।
তার মুখে এ কথা শুনে খলিফা আল ওয়ালিদ ভীষণ রেগে গেলেন। তিনি ওমর বিন আব্দুল আযীযের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ পাপীর শাস্তির ব্যাপারে তোমার মত কি?
হযরত ওমর চুপ করে রইলেন।
আল ওয়ালিদ আবার বললেন, তোমার কি হয়েছে, তুমি কথা বলছ না কেন?
ওমর (রহ) বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনি আমাকে এর থেকে মুক্ত রাখুন।
আল ওয়ালিদ বললেন, আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি তুমি বল।
তখন তিনি বললেন, লোকটি আপনার পিতাকে যেমন গালি দিয়েছে আপনিও তাকে তেমন গালি দিয়ে দিন। আর যদি ক্ষমা করে দেন সেটা হবে সর্বোত্তম। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ
অর্থ: অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটি সাহসিকতার কাজ। (সূরা শুরা : ৪৩)
তাঁর কথা শুনে ওয়ালিদের রাগ আরো বেড়ে গেল। তিনি জল্লাদ খালিদ বিন রাইয়ানের দিকে তাকালেন, যে এতক্ষণ ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর শিরশ্ছেদের নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় তরবারিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

খলিফা ওয়ালিদ কোনো নির্দেশ না দিয়েই আসন ছেড়ে উঠে গেলেন। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-ও ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন।
তিনি জল্লাদ খালিদকে তিরস্কার করে বললেন, দুর্ভাগা, তুমি তো দেখছি ওয়ালিদের নির্দেশ পালন করতে খাপ মুক্ত করেছ।
জল্লাদ খালেদ বলল, কাবার রবের শপথ! অবশ্যই আমি তার নির্দেশ মান্য করব।
তিনি বললেন, তবে জেনে রাখ, সেটা আমার জন্য কল্যাণকর আর তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর।

আপনার আজকের প্রজারা কিয়ামতের দিন আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী

পুণ্যভূমি মদিনাতে রাসূল ﷺ-এর হিজরতের পর অতিবাহিত হয়ে গেল সাতানব্বইটি বসন্ত। মুসলিম জাহানের খলিফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক ও তার চাচাতো ভাই ওমর প্রজাসাধারণের সাথে আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করছিলেন। লক্ষ লক্ষ হাজীকে আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করতে দেখে খলিফা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বিস্ময়ভরা কণ্ঠে ওমর (রহ)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ ব্যতীত এদের সঠিক সংখ্যা বলা যেমন কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তদ্রূপ এদের রিযিকের ব্যবস্থা তিনি ব্যতীত অন্য কারো করা সক্ষম নয়।
ওমর (রহ) খলিফাকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন আজকে আপনি যাদেরকে দেখছেন আপনার প্রজা, এরাই কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে।
খলিফা সুলাইমান বললেন, আল্লাহ তোমাকে এদের দ্বারা পরীক্ষায় ফেলুন।
ধারাবাহিকভাবে হজ্বের কার্যক্রম শেষ করে খলিফা সুলাইমান ইবনে আব্দুল মালিক মদিনার দিকে রওনা দেন। তিনি মদিনায় এসে এখানকার অভিজাত ও সম্মানিত লোকদেরকে ডেকে মূল্যবান উপহার প্রদান করলেন।
তারপর তিনি ওমর বিন আব্দুল আযীযকে বললেন, আবু হাফস! আমি যা করেছি তা তোমার কেমন লাগল?
তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি, আপনি ধনীদেরকে আরও ধনী বানিয়ে দিলেন আর গরিবদেরকে তাদের দুরবস্থায় ছেড়ে দিলেন।

মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)

মুসলিম জাহানের প্রতাপশালী খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিক তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। হযরত ওমর খলিফার কক্ষের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি রাজা বিন হাইয়ানকে খলিফার কক্ষের দিকে যেতে দেখে অনুরোধ করে বললেন, রাজা তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, সুলাইমান যদি পরবর্তী খলিফা

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচনে তোমার কাছে পরামর্শ চায় তবে আমার নাম বলবে না। আল্লাহর শপথ! আমি এ কাজের উপযুক্ত নই।

রাজা রাগের ভান করে ধমকের সুরে তাঁকে বলল, তুমিতো দেখছি খিলাফতের লোভ করছ। তুমি কি করে ভেবেছ আমি তোমার নাম প্রস্তাব করব।

রাজা বিন হাইয়ান মুখে এমন কথা শুনে হযরত ওমর লজ্জা পেয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর পুরো শরীর ঘেমে গেল।

এদিকে রাজা খলিফার কক্ষে প্রবেশ করে তাকে বিছানায় শায়িত দেখলেন।

খলিফা সুলাইমান তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাজা খিলাফতের জন্যে তুমি কাকে উপযুক্ত মনে কর।

রাজা জবাবে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনার উচিত এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা। আপনিতো সে পথেই রওনা দিতে যাচ্ছেন যেখানে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে।

খলিফা বললেন, তবে কাকে নিয়োগ দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছ?

রাজা বলল, ওমর বিন আব্দুল আযীয।

সুলাইমান বলল, আমি জানি, ওমর একজন যোগ্য, দক্ষ ও মুত্তাকী শাসক। কিন্তু আমি যদি আব্দুল মালিকের কোনো পুত্রকে নিয়োগ না দিয়ে তাকে নিয়োগ দেই তবে নিশ্চিত বিবাদ সৃষ্টি হবে। তারা ওমরকে তাদের ওপর শাসন চালাতে দিবে না। তবে একটা পথ অবলম্বন করা যেতে পারে তা হলো, ওমরের পরবর্তী খলিফা হিসেবে তাদের কারো একজনের নাম ঘোষণা করতে হবে। এরপর খলিফা সুলাইমান হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে খলিফা ঘোষণা করেন এবং ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর পরবর্তী খলিফা হিসেবে ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিকের নাম ঘোষণা করেন।

স্বপ্নে নবী করীম ﷺ-এর দেখা

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয বুযুর্গ ও জ্ঞানীদের এক মজলিসে বসে তাঁর দেখা স্বপ্নের কথা বলছিলেন।

তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখি, রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, ওমর আমার কাছে আস।

আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটবর্তী হয়ে তাঁর সাথে মুসাফাহা করব এমন সময় দেখি দুজন লোক তাঁর দু'পাশে দাঁড়াল।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, যখন তোমাকে আমার উম্মতের দায়িত্ব দেওয়া হবে তখন তুমি এ দু'জন যেভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে তেমন করবে।

আমি বললাম, উনারা কারা?

তিনি বললেন, এ হচ্ছে আবু বকর, এ হচ্ছে ওমর।

ওহাইব বিন ওয়ায়েদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি মাকামে ইবরাহিমের পাশে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলাম। তখন আমি স্বপ্নে দেখি বনী শায়বা

www.nagorikpathagar.org

নামক দরজা দিয়ে এক লোক প্রবেশ করে ঘোষণা করতে লাগল, হে লোক সকল! সে তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র কিতাব বাস্তবায়ন করেছে।
আমি বললাম, কে?
তখন সে তার নখের দিকে ইশারা করল। আমি তার নখের দিকে তাকিয়ে দেখি নখগুলোতে ক্রমান্বয়ে লিখিত ع- م- ر অর্থাৎ ওমর, যা দ্বারা হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

খিলাফতের বাহন

খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের দাফন শেষে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ফিরে যাবেন এমন সময় তিনি জমিনে হালকা কম্পন অনুভব করলেন।
তিনি লোকদেরকে বললেন, এ কম্পন কিসের?
তারা বলল, আমীরুল মুমিনীনকে নেওয়ার জন্যে রাজকীয় বাহন আসছে।
হযরত ওমর বললেন, এটার সাথে আমার কি সম্পর্ক, এটা দূরে সারিয়ে আমার খচ্চরটা নিয়ে আস। খচ্চর আনা হলে তিনি তাতে আরোহণ করে চলতে লাগলেন।
পরক্ষণেই তিনি লক্ষ্য করলেন পুলিশ বাহিনী তাঁর নিরাপত্তা বিধানে চতুর্দিকে সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে।
তিনি তাদেরকে বললেন, আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাও। তোমরা আমার ও জনসাধারণের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করবে আমিতো তাদেরই একজন।
এরপর তিনি সাধারণ মানুষের সাথে পথ চলতে লাগলেন।
তারপর তিনি খলিফার ব্যবহৃত দামি দামি পোশাক ও জিনিসপত্র নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশে সেগুলো আনা হলো। তিনি তা বিক্রয় করে মুসলমানদের অর্থভাণ্ডারে জমা করে দিলেন।

খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কাঁদছেন

গভীর রাতে সমগ্র সৃষ্টি জীব যখন ঘুমে বিভোর হয়ে আছে, খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয তখন আরামের ঘুম ত্যাগ করে দু'রাকাত নামায আদায় করার পর তাঁর দু'হাতের উপর মাথা রেখে প্রচণ্ড কান্না করতে লাগলেন।
তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বলেন, তিনি এত জোরে কান্না করছিলেন যে, আমার ভয় হচ্ছিল, তাঁর কলিজা ফেটে রূহ বের হয়ে যাবে। তিনি সকাল পর্যন্ত এভাবেই কেঁদেছেন। পরের দিন রোযা রাখা অবস্থায় তাঁর সকাল হলো।
তাঁর স্ত্রী ফাতেমা তাঁর নিকটবর্তী হয়ে বললেন, আপনি কী গত রাতের পূর্বে ঘটে যাওয়া এমন কোনো কারণে কান্না করেছেন?
তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও, তুমি তোমার মতো থাক।

www.nagorikpathagar.org

তাঁর স্ত্রী বললেন, আমি চাচ্ছি আপনার থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে।

তিনি বললেন, তবে শুন, আমি নিজেকে নিয়ে ভাবতে গিয়ে দেখলাম যে, এ উম্মতের ছোট বড় সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে আমাকে অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর গরিব, ক্ষুধার্ত, অসহায়, সাহায্যপ্রার্থী, স্বজনহারা, যুদ্ধবন্দি তাদের ন্যায় অন্যান্য যারা আছে তাদের চিন্তাও আমার মাথায় আসল। আমিতো তাদের জন্যে কিছুই করতে পারিনি।

আমি জানি আল্লাহ তাআ'লা তাদের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। মুহাম্মদ ﷺ-ও নিশ্চয় তাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন। তখন তো আল্লাহর আদালতে পেশ করার মতো কোনো অজুহাত আমার থাকবে না এবং রাসূল ﷺ-এর কাছে বলার মতো কোনো যুক্তিও আমার থাকবে না। সে চিন্তায় আমাকে ভীত করছে। যে ভয় আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করেছে। আমি বিষয়টি তোমাকে খুলে বললাম, এবার তুমি চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পার আবার নাও করতে পার।

ফাতেমার অলংকার

খলিফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান নিজের আদরের কন্যাকে তাঁর ভাতিজা ওমর বিন আব্দুল আযীযের সাথে বিয়ে দিলেন এবং তাঁর মেয়েকে তিনি অনেক বেশি স্বর্ণালংকার প্রদান করলেন।

কিন্তু তিনি যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন সেদিন রাতে তিনি তাঁর স্ত্রী ফাতেমাকে বললেন, ফাতেমা হয় তুমি এ সকল স্বর্ণালংকার-মণিমুক্তা বায়তুল মালে ফিরিয়ে দিবে, না হয় আমাকে অনুমতি দাও আমি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। কেননা তুমি, আমি আর এ স্বর্ণালংকার-মণিমুক্তা এক ঘরে থাকা আমি পছন্দ করি না।

তাঁর স্ত্রী ফাতেমা বললেন, না আমীরুল মুমিনীন; বরং আমি আপনাকে চাই।

তারপর তাঁর স্ত্রী তাঁর নির্দেশে অলংকারগুলো বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর পর ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক খলিফা নিযুক্ত হলে, সে তার বোন ফাতেমাকে বলল, ফাতেমা! তুমি তোমার যে সমস্ত অলংকার বায়তুল মালে জমা দিয়েছ, সেগুলো কিন্তু তোমার বৈধ সম্পদ। সেগুলো এখনো বায়তুল মালে সংরক্ষিত আছে তবে বেশিদিন থাকবে না। তুমি কি চাও আমি সেগুলো তোমাকে ফিরিয়ে দিই।

ফাতেমা সহজ-সরলভাবে বললেন, আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয চেয়েছেন আমি যেন এগুলো বায়তুল মালে জমা দিয়ে দেই। আমিও তাঁর

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশের অনুসরণ করে সেগুলো ত্যাগ করেছি। আর আমি এমন নই যে, জীবিত অবস্থায় তাঁকে মান্য করলাম আর এখন মৃত্যুর পর তাঁর অবাধ্য হবো।

নিষ্ঠুর ইয়াজিদ এমন কথা শুনে ফাতেমাকে তার পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল।

আমি তোমাদের থেকে উত্তম নই

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয নিজের খেলাফতের প্রথম দিনে মানুষের প্রতি দেওয়া ভাষণ থেকে শুরু করে নিজের জীবন-ইতিহাস ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

তাঁর প্রথম ভাষণে...............

খুব নম্র ও বিনয়ের সাথে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয মিম্বরে পা রাখলেন।

এরপর তিনি বললেন, হে মানুষ সকল!..........নিশ্চয় তোমাদের নবীর পর আর কোনো নবী আসবেন না। তোমাদের কিতাবের পর আর কোনো কিতাব নাযিল হবে না, কাজেই আল্লাহ তাআ'লা যা হালাল ঘোষণা করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা হালাল হিসেবে বহাল থাকবে। জেনে রাখ! আমি বিচারক নই; বরং আমি তাঁর বিধানের বাস্তবায়নকারী। আমি বিধান প্রবর্তনকারী নই। আমি আল্লাহর অবাধ্য হলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্যে আবশ্যক নয়। আমি তোমাদের থেকে উত্তমও নই। ব্যবধান এতটুকু- আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের বোঝা আমার ওপর দিয়ে দিলেন।

বাঘ ও বকরি

ওমর বিন আব্দুল আযীযের শাসন আমলে ইসলামী সাম্রাজ্যের এক নবযুগের সূচনা হয়। জুলুম ও শোষণ বন্ধ হয়ে চারদিকে শান্তির সু-বাতাস বইতে শুরু করে।

রাখালরা বলতে লাগল, আল্লাহর কোনো সৎবান্দা শাসন পরিচালনা করছেন।

তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমরা তা কীভাবে বুঝলে?

রাখালরা বলল, উনি খলিফা হওয়ার পর থেকে বাঘগুলো পর্যন্ত আমাদের বকরিগুলো আক্রমণ করছে না।

জিসরুল কাস্‌সাব বর্ণনা করেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয যখন খলিফা নিযুক্ত হলেন তখন আমি বকরির দুধ দোহন করতাম। একদিন এক রাখালের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম প্রায় তিরিশটি বাঘ তার বকরির পাশে ঘোরাফিরা করছে। ইতঃপূর্বে কখনো বাঘ না দেখায় আমি ভাবলাম এগুলো হয়তো বড় জাতের কুকুর হবে।

আমি রাখালকে বললাম, তোমার বকরিগুলোর মাঝে এত কুকুর কেন?

রাখাল বলল, এ ছেলে! এগুলোতো কুকুর না, এগুলো বাঘ।

www.nagorikpathagar.org

আমি অবাক হয়ে বলে উঠলাম, سُبْحَانَ اللهِ বকরির পাশেই বাঘ বিচরণ করছে অথচ কোনো ক্ষতি করছে না।

রাখাল বলল, শুন, যখন মাথা ঠিক হয়ে যাবে তখন পুরো শরীর ঠিক হয়ে যাবে।
...............এ ঘটনাটি হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর শাসনামলে ঘটেছিল।

তোমরা সত্যের পথে আমাদের সহযোগী হও

এক সকালে খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয জনসাধারণের খোঁজখবর নিতে বেরিয়ে পড়লেন। লোকজন খলিফাকে আসতে দেখে তাঁর সম্মানে দাঁড়িয়ে গেল। তাদেরকে দাঁড়াতে দেখে তিনি রেগে গিয়ে বললেন, হে লোক সকল! যদি তোমরা দাঁড়িয়ে থাক তাহলে আমিও দাঁড়িয়ে থাকব। আর যদি তোমরা বস তাহলে আমিও বসব। কেননা মানুষ তো শুধু বিশ্ব প্রতিপালকের সামনে দাঁড়াবে।

তারপর তিনি বিভিন্ন নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্যে কিছু বিধানকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। যে তা অনুসরণ করবে সে সত্য ও ন্যায়ের ওপরই আছে। আর যে তা বর্জন করবে সে গোমরাহীতে লিপ্ত থাকে। সুতরাং তোমরা যারা আমাদের সহযোগী করতে চাও তারা এ পাঁচটি বিষয়ে সহযোগিতা কর।

১. যারা কোনো প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আমাদের কাছে আসতে পারে না, তাদেরকে আমাদের কাছে নিয়ে আসা।
২. আমরা যদি গোমরাহীর পথে চলি তবে ন্যায়ের পথ দেখিয়ে দিবে।
৩. সত্যের পথে আমাদেরকে সহযোগিতা করবে, শাসক শাসিতের আমানত যথাযথ সংরক্ষণ করবে।
৪. আমাদের কাছে কারো সমালোচনা করবে না।
৫. যে এ সকল বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করল না সে তো নিজেকে আমাদের সঙ্গ ও আমাদের কাছে আসা থেকে বঞ্চিত।

আমাকে পরামর্শ দাও

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর সঙ্গী সালেম বিন আব্দুল্লাহ, মুহাম্মদ বিন কা'ব ও রাজা বিন হাইয়ানকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন।

তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তো দেখছ খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে আমি মহা পরীক্ষায় পড়েছি, কাজেই কি করলে ভালো হয় এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

www.nagorikpathagar.org

সালেম বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনি যদি পরকালের আজাব থেকে মুক্তি পেতে চান তবে দুনিয়ার ভোগবিলাস ত্যাগ করুন। আর এ ত্যাগ যেন মৃত্যু পর্যন্ত হয়।

মুহাম্মদ বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনি যদি পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতে চান তবে মুসলমানদের বড়দের পিতা হিসেবে, যুবকদের ভাই হিসেবে ও ছোটদের সন্তান হিসেবে গ্রহণ করুন। এরপর আপনি আপনার পিতাদেরকে মর্যাদা দিন, ভাইদেরকে সম্মান করুন আর সন্তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হোন।

রাজা বিন হাইয়ান বললেন, আপনি যদি আল্লাহর আজাব থেকে মুক্তি পেতে চান তাহলে নিজের জন্যে যা পছন্দ করবেন সর্বসাধারণের জন্যেও তা পছন্দ করুন। নিজের জন্যে যা অপছন্দ করবেন অন্যান্যদের জন্যেও তা অপছন্দ করুন। তবেই আপনি চিন্তাহীনভাবে যে কোনো সময় মৃত্যুবরণ করতে পারবেন।

যখন আপনি অটল থাকবেন তারাও অটল থাকবে

ওমর বিন আব্দুল আযীয ইরাকের বিজ্ঞ আলেমদের কাছে চিঠি লিখে তাঁদেরকে তাঁর কাছে আসার জন্যে অনুরোধ করলেন, কিন্তু বিখ্যাত বুযুর্গ হাসান বসরী তখন পেটের অসুখে আক্রান্ত হলেন। তাই তিনি ওমরের কাছে যেতে না পেরে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন।

তাতে তিনি লিখলেন, আমীরুল মুমিনীন! যখন আপনি অটল থাকবেন তারাও অটল থাকবে। আর আপনি যদি বিচ্যুত হন তারাও বিচ্যুত হবে।

হে আমীরুল মুমিনীন! যদি নূহ (আ)-এর মতো আপনার হায়াত হয়, সুলাইমানের (আ)-এর মতো আপনার রাজত্ব হয়, ইবরাহিম (আ)-এর মতো আপনার ইয়াকীন হয়, লোকমান (আ)-এর মতো আপনার প্রজ্ঞা হয় তবুও আপনি শেষ পরিণতির ব্যাপারে অবহেলা করবেন না। কেননা শেষ পরিণতি জান্নাত বা জাহান্নাম।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে এ চিঠি আসলে তিনি তা চোখের ওপর ধরে কান্না শুরু করলেন।

তারপর তিনি আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন, আমার জন্যে নূহের হায়াত, সুলাইমানের রাজত্ব, লোকমানের প্রজ্ঞা? যদি তা আমি লাভ করি তবে আমার জন্যে আবশ্যক পূর্ববর্তীদের পেয়ালা দ্বারা পানি পান করা। অর্থাৎ তাদের অনুসরণ করা।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) একদিন তাঁর প্রধান প্রহরী ওমর বিন মুহাজিরকে বলল, যদি তুমি কখনো দেখ আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছি তবে নির্দ্বিধায় আমার জামার কলার ধরে বলবে, ওমর একি করছ?

www.nagorikpathagar.org

বর্ণিত আছে যে, ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর সালেম বিন আবু সালেম নামের এক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিকে ডেকে এনে বললেন, সালিম, আমার ভয় হচ্ছে আমি মনে হয় আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি পাব না।
সালেম (রহ) বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে ভয় করছি যদি না তুমি ভয় না কর, আল্লাহ তাআ'লা বান্দাকে একটি ঘরে রেখেছেন। সে সেখানে পাপ করে, আল্লাহ তাকে সে পাপ থেকে মুক্ত করে দেয়। আমরাতো অনেক গুনাহর মাঝে লিপ্ত, আমরা সে ঘরেই প্রবেশ করতে চাই আর সেখানেই থাকতে চাই।

আপনি ঘুমাচ্ছেন আর আপনার প্রজারা দরজায়

এক সকালে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) জনসাধারণের বিচারকার্য নিয়ে বসলেন। সকাল গড়িয়ে যখন দুপুর হলো ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ক্লান্ত হয়ে পড়লেন।
তিনি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে চাইলেন। তাই জনসাধারণকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের জায়গায় থাক।
এরপর তিনি বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন। ইতোমধ্যে তাঁর ছেলে আব্দুল মালিক বিচারালয়ে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি মানুষদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে, তিনি ভেতরে গেছেন।
এরপর তাঁর ছেলে তাঁর কাছে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি চান। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।
সে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি কেন ভেতরে আসলেন?
তিনি বললেন, আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে এসেছি।
সে বলল, আপনার মৃত্যু চলে আসবে অথচ আপনার প্রজারা দরজায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে আর আপনি তাদের আড়ালে লুকিয়ে আছেন। এমন মৃত্যু থেকে কি আপনি নিরাপদ?
এ কথা শুনে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয সাথে সাথে কক্ষ থেকে বের হয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হলেন।
তখন আব্দুল মালিক বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার যখন ইচ্ছা চলুন, আল্লাহর শপথ! আমার ভয় হচ্ছে এটি আমার আর আপনার ওপর বিজয়ী হয়ে যাবে।
হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন............ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআ'লার যিনি সাহল, আব্দুল মালিক ও মাজাহিমের দ্বারা আমার পিঠ মজবুত করেছেন।
উল্লিখিত সাহল হচ্ছে তার ভাই, আব্দুল মালিক তাঁর পুত্র আর মাজাহিম তাঁর গোলাম।

www.nagorikpathagar.org

এরা সবাই ছিলেন ওমর (রহ)-এর বিভিন্ন কাজের সহায়ক, অবশ্য এরা সকলে তাঁর শাসনকালেই মৃত্যুবরণ করেছেন।

বিশ্বস্ত উপদেশ প্রদানকারী

সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের মৃত্যুর পর মুসলিম জাহানের খলিফা তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয। এরই মাঝে একদিন ওমরের দরবারে নম্র ভদ্র স্বভাবের এক ব্যক্তি এলেন। এসে লোকটি ওমরকে উপদেশ দিয়ে বললেন, আল্লাহর সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হোন, তাঁর আদেশ পালনে নিজেকে সমর্পণ করুন, আর আল্লাহর কাছে যা আছে তার আশা করুন। কেননা আল্লাহর কাছে স্থায়ী কল্যাণ ও মসিবতের বিনিময় রয়েছে। লক্ষ্য করুন, আপনি সুলাইমানের জন্যে যে ব্যাপারে ভয় করতেন নিজের জন্যেও সে ব্যাপারে ভয় করুন।

এরপর লোকটি ফিরে গেলেন, তার কাছে থাকা উপদেশগুলো যথাযথভাবে বলতে পারায় তার অন্তর খুশিতে ভরে গেল।

লোকটির কথাগুলো ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল আর তিনি বলতে লাগলেন, আমার ওপর তা আবশ্যক.........।

যখন লোকটি আবার আসল তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি আমাকে এ কথাগুলো কেন বলেছ?

লোকটি খুব আদরের সাথে বললেন, যদি আপনি আমাকে নিরাপত্তা দেন তাহলে আমি বলতে পারি।

তিনি বললেন, তুমি নিরাপদ।

লোকটি বললেন, আমি দেখলাম আপনি লম্বা জামা পরছেন, চুলগুলো খুব পরিপাটি করে রাখছেন, আপনার শরীর থেকে সুগন্ধি ছড়াচ্ছে, তখন আমি আশ্চর্য হলাম, তবুও আল্লাহ তাআ'লা কীভাবে আপনাকে তাঁর জমিনে ছাড় দিয়ে রেখেছেন।

অতঃপর খিলাফতের দায়িত্ব যখন আপনার ওপর আসে তখন আপনার পরিচয় জেনে আপনাকে এগুলো বলা নিজের কর্তব্য মনে করলাম।

লোকটির কথা শুনে ওমর দু'চোখের অশ্রু ছেড়ে দিয়ে বললেন, ভাই! যদি আপনি আমাদের দেশে আমাদের সাথে বসবাস করেন তাহলে আপনি আমাদের নিরাপত্তায়। আর যদি বাইরে থাকেন তাহলে আল্লাহর হিফাযতে।

খালিদ বিন রাইয়ানকে অপসারণ

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পরে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিকের জুলুম ও অত্যাচারী কর্মের সহযোগী খালিদ বিন রাইয়ানকে অপসারণ করেন। এ জালিম সবসময় গর্ব অহংকার করে বেড়াত।

www.nagorikpathagar.org

এরপর হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমিতো শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্যই এ লোকটিকে বরখাস্ত করেছি। সুতরাং তুমি কখনো তাকে পুনর্বহাল কর না।

বর্ণিত আছে যে, কোনো সম্মানিত লোক খালিদ বিন রাইয়ানের ব্যাপারে কোনোকিছুই বর্ণনা করেননি।

মানুষ বলত, খালিদ বিন রাইয়ানের কি হয়েছে? সে কি মারা গেছে না জীবিত আছে।

আল্লাহর ওপর ভরসা

একদিন সকালে ওমর বিন আব্দুল আযীয তার গোলাম মাজাহেমকে সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হলেন। (চাঁদের একটি অবস্থানের স্থান) দাবরানে চাঁদ দেখে তাঁর গোলাম মাজাহিম এ সময় বের হওয়া অপছন্দ করলেন। তাই সে ওমর বিন আব্দুল আযীযকে বলল, আপনি চাঁদের দিকে দেখেননি, আজ চাঁদ কত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে?

হযরত ওমর চাঁদের দিকে লক্ষ্য করে তাঁর গোলামকে বললেন, মনে হয় তুমি দাবরান সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছ?

শুন মাজাহিম, আমরা চাঁদ সূর্যের জন্যে বের হচ্ছি না আমরা পরম প্রতাপশালী এক আল্লাহর জন্যে বের হচ্ছি।

হাজ্জাজের শোষণের ক্ষেত্রগুলো

কোনো এক দুপুরে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে নিয়ে পরামর্শে বসলেন, হাজ্জাজের শোষণের ক্ষেত্রগুলো কীভাবে শোষণমুক্ত করা যায়, এ নিয়ে পরামর্শ করতে লাগলেন।

তিনি যার কাছে এ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলেন প্রত্যেকে বলল, আমীরুল মুমিনীন তখনতো আপনার কর্তৃত্বও ছিল না আপনার শাসনকালও ছিল না, কাজেই দুশ্চিন্তার কিছুই নেই।

তিনি একের পর এক সবাইকে জিজ্ঞেস করার পর তাঁর পুত্র আব্দুল মালিকের কাছে এলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, হে আমার ছেলে! আমি যে বিষয়ে পরামর্শ করছি এ ব্যাপারে তোমার মতামত কি?

আব্দুল মালিক বললেন, হাজ্জাজের জুলুম নির্যাতন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়ে প্রতিরোধ না করায় আল্লাহ তাআ'লা তাকে হাজ্জাজের জুলুমের ভেতরে শামিল করবেন না, এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা নেই।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, তুমি যদি আমার ছেলে না হতে তাহলে আমি অবশ্যই বলতাম, তুমি সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি।

www.nagorikpathagar.org

প্রজারা রাজার মতোই হয়

খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক খিলাফতের অধিকাংশ সময় অবকাঠামো নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দামেস্কের মসজিদ, মসজিদে নববীসহ বহু মসজিদ নির্মাণ করেন। মানুষের পানির সুবিধার্থে তিনি বিভিন্ন জায়গায় কূপ নির্মাণ ও পানি প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করেন। আল ওয়ালিদ নির্মাণ কাজে বেশি উৎসাহী হওয়ার কারণে তার প্রজারাও সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। তার খিলাফতের সময় মানুষ একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলত, তোমার প্রাসাদ নির্মাণ কতটুকু বাকি আছে? বাগানের কি অবস্থা? আরো অন্যান্য নির্মাণ সম্পর্কে পরস্পরের সাক্ষাতে আলাপ করত।

পরবর্তী খলিফা সুলাইমান বিন মালিক ভোগ-বিলাসিতা, খেলাধুলা ও আরাম আয়েশে ব্যস্ত ছিল। ফলে জনসাধারণও সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। তার খিলাফতকালে মানুষ একে অপরের সাথে সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা করত, তোমার দাসীর কি অবস্থা? তুমি কবে বিয়ে করবে? পরস্পর দেখা সাক্ষাতে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে তারা পর্যালোচনা করত।

আবার যখন দুনিয়া বিরাগী খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) শাসন পরিচালনা করতে শুরু করেন, তখন জনসাধারণও পরকালমুখী হয়ে পড়ে।

তখন তারা পরস্পর দেখা হলে বলত, কুরআন শরীফ খতম করার কতটুকু বাকি আছে? তাহাজ্জুদ পড়তে কখন উঠ? মাসে কয়দিন নফল রোজা রাখ? এছাড়াও আরো অন্যান্য ইবাদতের ব্যাপারে কথা বলত।

খলিফারা তাকে ফিরিয়ে দিত না

একদিন কোরাইশী এক লোক খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে আসল। সে এমন লোক যে কোনো কিছু চাইলে পূর্ববর্তী খলিফারা খালি হাতে ফিরিয়ে দিত না।

যখন সে ওমর বিন আব্দুল আযীযের কাছে গিয়ে তার প্রয়োজনের কথা বলল।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয বললেন, তোমাকে কোনোকিছু দেওয়া বৈধ হবে না। এ বলে তিনি তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

যখন লোকটি ফিরে যেতে চাইল তখন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ডাক দিয়ে বললেন, হে খালিদের বাবা! দুনিয়ার কোনোকিছু দেখে যদি তুমি আকর্ষিত হও তখন মৃত্যুকে স্মরণ কর তাহলে দুনিয়ার প্রতি তোমার আকর্ষণ কমে যাবে। আর যখন দুনিয়ার কোনো ব্যাপারে তোমাকে চিন্তিত করবে তখনও মৃত্যুকে স্মরণ কর তাহলে তা তোমার কাছে সাধারণ মনে হবে।

www.nagorikpathagar.org

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর কর্মচারীদের বেতনভাতার ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার। তিনি তাদের কোনো কোনো জনকে মাসে শত দিনার বা তারও বেশি দিতেন।

তিনি মনে করতেন, যখন তাদের বেতনভাতা যথেষ্ট হবে তখন তারা মুসলমানদের জন্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করতে পারবে।

কেউ কেউ তাঁকে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি কর্মচারীদের জন্যে যেমন ব্যয় করে তদ্রূপ যদি আপনার পরিবারের সদস্যের জন্যেও ব্যয় করতেন।

ওমর তাদেরকে বললেন, আমি কাউকে অধিকার নেওয়া থেকে বাধা দিতে পারব না আবার একজনের অধিকার অন্যকেও দিতে পারব না।

তারা বলল, খলিফা হওয়ার পূর্বে তো আপনার পরিবার অনেক বেশি সুখ সমৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকারী ছিল।

ওমর (রহ) ও সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের ছেলে

একদিন সুলাইমান বিন আব্দুল মালিকের ছেলে এসে খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীযের দরবারে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীনের কাছে আমার এক প্রয়োজন আছে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে আসার অনুমতি দিলেন। সুলাইমানের ছেলে ভেতরে প্রবেশ করে বলল, আমীরুল মুমেনীন আপনি কি আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চান?

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, ইসলামের নিষিদ্ধ সম্পর্কচ্ছেদ করা থেকে আমি আল্লাহর থেকে আশ্রয় চাই।

সে তার পকেট থেকে একটি দলিল বের করে ওমরের হাতে দিল।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তা পড়ে দেখে বললেন, এ জমিন কার?

সুলাইমানের ছেলে বলল, এটি জালিম হাজ্জাজের।

তিনি বললেন, তবে তার উত্তরাধিকারীরাই তো এর মালিক।

সুলাইমান বলল, কিন্তু এটাতো বায়তুল মালের সম্পদ।

তিনি বলল, তবে এটা সাধারণ মুসলমানের অধিকার।

সুলাইমানের ছেলে দেখল, দলিলটা সে হারাতে বসেছে। তাই সে তাৎক্ষণিক বলে উঠল। আমীরুল মুমিনীন দলিলটা আমাকে ফিরিয়ে দিন।

তিনি বললেন, তুমি যদি দলিলটা নিয়ে না আসতে তবে হয়তো আমি তা জানতে পারতাম না, কিন্তু যখন তুমি নিয়েই এসেছ তখন আমি তোমাকে অবৈধভাবে এ সম্পদ দখল করার সুযোগ দিতে পারি না।

এতে সুলাইমানের ছেলের চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে লাগল।

www.nagorikpathagar.org

তার কান্না দেখে মাজাহিম বলল, হে আমীরুল মুমিনীন সুলাইমানের ছেলে আপনার কত না প্রিয়, আপনি তার সাথে এমন ব্যবহার করলেন?

তিনি বললেন, আমার ছেলের প্রতি আমার ভালোবাসা যেমন তার প্রতিও তেমন, কিন্তু আমি তা আল্লাহর জন্যে চেপে রেখেছি।

মৃত্যুকে আপনার মাথায় রাখুন

একদিন দুনিয়াবিমুখ খোদাভক্ত আবেদ আবু হাজিম খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে আসলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে বললেন, আপনি আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

আবু হাজিম তাঁকে বললেন, হেলান দিয়ে বসুন, তারপর ভাবুন মৃত্যু এখন আপনার মাথার ওপরে, এ মুহূর্তে কি করতে আপনি অধিক পছন্দ করবেন, তা করুন আর কি করতে অপছন্দ করবেন তা এখনই বর্জন করুন।

পরে আবার হযরত আবু হাজিম খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে চিঠি লিখে উপদেশ দিলেন, সতর্ক থাক যেন এমন অবস্থায় তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর সাথে মিলিত হতে পার যে, তখন তুমি তার আনীত সত্য দ্বীনের প্রচার করছ।

এমনটি যেন না হয়, তখন তুমি তার উম্মতের ওপর জুলুম করছ আর তিনিই উম্মতের পক্ষ হয়ে তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতা হবেন।

একদিন জনৈক ব্যক্তি খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর সামনেই তাঁর প্রশংসা করতে লাগল। তাঁর কাছে বিষয়টি মোটেও ভালো লাগেনি।

তিনি লোকটিকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যদি আমার অন্তরের অবস্থা জানতে তবে ঘৃণায় আমার দিকে তাকাতেও পারতে না।

অনুরূপ আরেক লোক তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করে জিজ্ঞেস করল, আমীরুল মুমিনীন সকাল কেমন কাটিয়েছেন?

তিনি জবাব দিলেন, আমার সকাল কেটেছে প্রভুর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে পাপে তাপে, আমি আল্লাহর কাছে পুণ্যবানদের মর্যাদা আশা করি অথচ কাজ করি বিপরীত।

সাবিক গাইছে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কাঁদছেন

একদিন বিখ্যাত বুযুর্গ সাবিক বারবারী খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন।

হযরত ওমর তাঁকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন। তিনি তার কথামতো আবৃত্তি করতে লাগলেন। আবৃত্তি করতে গিয়ে এক পর্যায়ে তিনি বললেন,

فَكَمْ مِنْ صَحِيْحٍ بَاتَ لِلْمَوْتِ اٰمِنًا   اَتَتْهُ الْمَنَايَا بَغْتَةً بَعْدَمَا هَجَعَ

www.nagorikpathagar.org

فَلَمْ يَسْتَطِعْ إِذْ جَاءَهُ بَغْتَةً   فِرَارًا وَلَا مِنْهُ بِقُوَّتِهِ امْتَنَعَ
فَأَصْبَحَ تَبْكِيَةَ النِّسَاءِ مُقَنَّعًا   وَلَا يَسْمَعُ الدَّاعِي وَإِنْ صَوْتَهُ رَفَعَ
وَقَرَّبَ مِنْ لَحْدٍ فَصَارَ مَقِيلَهُ   وَفَارَقَ مَا قَدْ كَانَ بِالْأَمْسِ قَدْ جَمَعَ

মৃত্যু শঙ্কামুক্ত
কত সুস্থ ব্যক্তির,
মৃত্যু আসে হঠাৎ
অথচ সে ঘুমে স্থির।

পারে না সে
বাঁচাতে শির,
পারে না পালাতে
হোক না যত বড়ই বীর।

মৃত্যুর সংবাদে
তাদের চোখে শুধু অশ্রু ঝরে,
যে সকল নারী
আড়ালে থাকে ঘোমটা পরে।

যদিও মৃত ডাকে
চিৎকার করে,
তবু পারে না পৌছাতে
অন্যের কর্ণকুহুরে।

নিয়ে যায়
তাকে কবরে,
তারই অর্জিত সম্পদ
থেকে যায় অন্যের তরে।

কবিতার এ কথাগুলো শুনার পর হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কাঁদতে শুরু করলেন, ধীরে ধীরে তাঁর কান্না আরো বাড়তে লাগল এমনকি তিনি বেহুঁশ হওয়ার উপক্রম হলেন।

অন্য একদিন দুনিয়াবিরাগী কবি সাবিক বারবারী ওমর বিন আযীয (রহ)-এর দরবারে আসে।

তিনি তাঁকে বললেন, সাবিক আমাকে নসিহত কর এবং ভয় দেখাও।

সাবিক বারবারী বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।

এরপর তিনি আবৃত্তি করতে আর ওমর বিন আব্দুল আযীয কাঁদতে লাগলেন।

www.nagorikpathagar.org

তিনি দিরহাম ও দিনার পছন্দ করেন না

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর একদিন দু' চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বসে বসে কাঁদছিলেন।

অতঃপর তিনি একজন আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করলেন, আবু কেলাবা! তুমি খিলাফতের দায়িত্বে আমার ব্যাপারে কোনো প্রকার ভয় কর।

তিনি বললেন, দিনার ও দিরহামের প্রতি তোমার আকর্ষণ কেমন?

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, আমি এগুলো পছন্দ করি না।

তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহ তোমার সাহায্য করবেন, তুমি ভয় করো না।

আল্লাহ্ অপরাধ গোপন রাখার কারণে তুমি ধোঁকায় পড় না

একদিন বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন খালিদ বিন সফওয়ান আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন কিছু মানুষতো এমন, যাদের পাপ আল্লাহ গোপন রাখায় তারা ধোঁকায় পড়ে গেছে। লোকজনের মিথ্যা প্রশংসা তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে। আপনি নিজের সম্পর্কে জানার পরেও অন্যের মূর্খতা যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে দেয়। আমরা পাপ গোপন থাকা ও ফিতনাকারীদের প্রশংসায় ধোঁকায় পড়ে যাওয়া, আল্লাহর ফরযকৃত হুকুমের বিরোধিতা করা এবং অনর্থক কাজের দিকে ঝুঁকে পড়া থেকে আমাদের জন্যে ও আপনার জন্যে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয চোখের পানি মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন, আমাদের জন্যে তোমার জন্যে প্রবৃত্তির অনুসারী থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

তারপর খালিদ বললেন, আপনার ওপর কোনো লোক থাকুক তা আল্লাহ পছন্দ করেন না। সুতরাং কোনো লোক আপনার থেকে বেশি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক আপনিও তা পছন্দ করবেন না। অর্থাৎ আপনি সবার থেকে বেশি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

এ কথা শুনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খুব কান্না শুরু করলেন। এমনকি তিনি বেহুঁশ হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে গেলেন।

একটু স্বাভাবিক হওয়ার পর তিনি বললেন, আহ! খালিদ! যিনি চান না আমার ওপর কেউ থাকুক, আল্লাহর শপথ! আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা দিয়ে তাঁকে ভীষণভাবে ভয় করব, তাঁর আদেশের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকব, তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করব, তাঁকে ভালোবাসব এবং তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

www.nagorikpathagar.org

ছেলে ও আপেল

একদিন বায়তুল মালের 'ফাই' (এক প্রকারের কর)-এর কিছু আপেল আসল। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তা মানুষের মাঝে বণ্টন করছিলেন। ঠিক এমন সময় তাঁর ছেলে সেখান থেকে একটি আপেল মুখে দিয়ে ফেলল। তখন তিনি তাঁর ছেলের মুখ থেকে তা জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন। এতে তাঁর ছোট্ট এ ছেলেটি খুবই কষ্ট পেল, সে কাঁদতে কাঁদতে তার মায়ের কাছে চলে গেল।

তার মা লোক পাঠিয়ে বাজার থেকে আপেল কিনে ছেলেকে খেতে দিল।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ঘরে ফিরে আপেলের ঘ্রাণ পেয়ে খুব ভীত হয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন, তোমরা কি এ 'ফাই' থেকে কোনোকিছু নিয়ে এসেছ?

তাঁর স্ত্রী বললেন, না। এরপর বাজার থেকে আপেল কিনে আনার বিষয়ে তাঁকে জানালেন।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! যখন আমি আপেলটি আমার ছেলের মুখ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি মনে হচ্ছিল আপেলটি আমার হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু মুসলমানদের 'ফাই' থেকে কোনোকিছু গ্রহণ করে আল্লাহর কাছে থাকা আমার প্রতিদানকে নষ্ট করতে আমি অপছন্দ করেছি।

আখেরাতের প্রতি ওমর (রহ)-এর আগ্রহ

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর ভালো নেককার ভাইদের মধ্যে এক ভাই এসে তাঁকে বলতে লাগল, যদি তুমি চাও, তুমি ওমর এ হিসেবে আমি তোমার সাথে কথা বলব যা তুমি আজকে অপছন্দ করবে তবে পরকালে পছন্দ করবে।

আর যদি তুমি চাও, তুমি আমীরুল মুমিনীন এ হিসেবে আমি তোমার সাথে কথা বলব যা তুমি আজকে পছন্দ করবে তবে পরকালে অপছন্দ করবে।

তখন তিনি বললেন; বরং আমি ওমর, এ হিসেবে তুমি কথা বল, যা আমি আজ অপছন্দ করি, কিন্তু কাল (কিয়ামতের দিন) পছন্দ করব।

এমন নেতা যিনি কোনো দিনারের মালিক না

গ্রীষ্মের এক উত্তপ্ত দিনে আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর স্ত্রীর কাছে এসে বললেন, ফাতেমা! তোমার কাছে কোনো দিরহাম আছে? কিছু আঙুর কিনে আনতাম।

ফাতেমা বললেন, না, আমার কাছে কোনো দিরহাম নেই।

তিনি বললেন, এমন কিছু আছে, যা দিয়ে আঙ্গুর কেনা যেতে পারে?

ফাতেমা বললেন, না, তাও নেই।

www.nagorikpathagar.org

উপস্থিত একলোক তাদের আলাপ শুনে আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি আমীরুল মুমিনীন আপনি নিজের জন্যে কোনো অর্থকড়ি নির্ধারণ করতে পারেন না যা দ্বারা আপনি আঙুর কিনতে পারেন।
তখন তিনি মৃদু হাসি দিয়ে বললেন, খেয়ানত করে জাহান্নামের আগুন সহ্য করা থেকে বিরত থাকা এটি আমার কাছে অনেক সহজ।

যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ

উত্তপ্ত মরুর মাঝে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মক্কার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। চলতে চলতে তিনি একটি মৃত অজগর সাপ দেখতে পেলেন।
তিনি তাঁর সাথিদেরকে বললেন, আমার একটি খনন যন্ত্র দরকার।
তারা বললেন, আমীরুল মুমিনীন আমরাই এর জন্যে যথেষ্ট।
তিনি বললেন, না।
এরপর তিনি সাপটির জন্যে গর্ত খনন করে তাকে দাফন করলেন।
ঠিক তখন একটি আওয়াজ তাঁদের কানে এল, কিন্তু তাঁরা আওয়াজকারীকে দেখছিলেন না।
অদৃশ্য আওয়াজকারী বললেন, হে সুর্‌রাক, তোমার প্রতি আল্লাহর রহম বর্ষিত হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সুর্‌রাক! তুমি জমিনের এক নির্জন প্রান্তরে মারা যাবে, অতঃপর তোমাকে আমার উম্মতের উত্তম ব্যক্তি দাফন করবে।
তাকে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, আপনি কে?
আওয়াজকারী বললেন, আমি জিনের একলোক আর এ হচ্ছে সুর্‌রাক। রাসূল ﷺ-এর হাতে বাইয়াতগ্রহণকারী আমি আর এ ব্যতীত আর কেউই বাকি নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, সুর্‌রাক! তুমি জমিনের এক নির্জন প্রান্তরে মারা যাবে, অতঃপর তোমাকে আমার উম্মতের উত্তম ব্যক্তি দাফন করবে।
তিনি এ কথা শুনে খুব কান্না শুরু করলেন, এমনকি তিনি বাহন থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন।

আংটি বিক্রিয় করে মূল্য সদকা করে দাও

মুসলিম জাহানের খলিফা তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)। খলিফা শুনতে পেলেন, তাঁর পুত্র পরার জন্যে এক হাজার দিরহামের একটি আংটি ক্রয় করেছে। বিষয়টি জানতে পেরে তিনি ছেলের কাছে চিঠি লিখে নির্দেশ দিলেন, হাজার দিরহামের আংটিটি বিক্রি করে এর মূল্য সদকা করে দাও। আর পরার জন্যে এক দিরহামের একটি আংটি ক্রয় করে নাও।

www.nagorikpathagar.org

তিনি আরো লিখলেন, আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে তার মর্যাদা বুঝতে পেরেছে।

খলিফা আব্দুল মালিকের ছেলে মুসাল্লামা খাওয়া-দাওয়ার খরচে খুব অপচয় করত। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) এ ব্যাপারে জানতে পেরে তাকে খুব সকালে তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলেন।

অন্যদিকে তিনি রুটি, ডাল ও বিভিন্ন প্রকারের গোশত রান্না করার নির্দেশ দিলেন।

মুসাল্লামা যখন তাঁর কাছে আসলেন তখন তিনি তাঁকে বসতে বললেন। খলিফার নির্দেশ অনুযায়ী বসে থেকে দুপুর ঘনিয়ে গেল। প্রচণ্ড ক্ষুধা লাগায় সে ফিরে যেতে চাইল, কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে বসে থাকার নির্দেশ দিলেন।

যখন ঠিক দুপুর হয়ে গেল তখন সে আবার ফিরে যেতে চাইলে তিনি তাকে আবারও বসে থাকার নির্দেশ দিলেন।

এরপর তিনি যখন দেখলেন, মুসাল্লামা ভীষণ ক্ষুধার্ত হয়েছে তখন ওই খাবারগুলো নিয়ে আসতে বললেন। তাঁর নির্দেশমতো তাকে ডাল, রুটি খেতে দেওয়া হয়। তীব্র ক্ষুধায় সে সেগুলো খেতে লাগল।

এরপর তার জন্যে গোশত নিয়ে আসা হয়।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে বললেন, খাও।

সে বলল, আমি যথেষ্ট খেয়েছি।

তিনি আবারো বললেন, খাও।

সে বলল, আমি যথেষ্ট খেয়েছি, এটা আমার জন্যে অতিরিক্ত হয়ে যাবে।

এবার তিনি তাকে বললেন, মুসাল্লামা, এ সামান্য খাবারই যদি যথেষ্ট হয়, তবে অপচয় করে নিজেকে কেন জাহান্নামের আগুনে গ্রেফতার করতে চাচ্ছ?

যিয়াদের জন্যে বায়তুল মাল

একদিন বিখ্যাত আবেদ ও বুযুর্গ যিয়াদ আমীরুল মুমিনীনের দরবারে আসলেন। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে ভেতরে আসার অনুমতি দিলেন।

তিনি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে স্বাভাবিকভাবে সালাম দিলেন, কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বর্তমান খলিফা এ কথা যখন মনে পড়ল তখন তিনি আমীরুল মুমিনীন উল্লেখ করে পুনরায় সালাম দিলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) সালামের জবাব দিয়ে বললেন, সাধারণভাবে সালাম দেওয়া আমি পছন্দ করি।

এরপর যিয়াদ মেঝেতে বসলেন। তাঁকে মেঝেতে বসতে দেখে তিনি নিজেও খাট থেকে নেমে এসে মেঝেতে বসলেন।

www.nagorikpathagar.org

এরপর তাকে লক্ষ্য করে বললেন, যিয়াদ মেঝেতে বসবে আর আমি খাটে বসব! এটি আমার কাছে অনেক জঘন্য কাজ মনে হয়।

তারপর তাঁরা উভয়ে আল্লাহ্ তাআ'লার মহব্বত বন্দেগী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বেশকিছু সময় আলাপ আলোচনা করলেন।

আলাপ আলোচনা শেষে যিয়াদ যখন ফিরে যেতে চাইলেন, তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বায়তুল মালের দায়িত্বশীলকে বললেন, বায়তুল মালের দরজা খুলে দাও যাতে করে যিয়াদ তা থেকে তার ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ করতে পারে।

তাঁর নির্দেশে বায়তুল মালের দায়িত্বশীল লোকটি বায়তুল মালের দরজা খুলে দিল।

হযরত যিয়াদ বায়তুল মালে প্রবেশ করে সেখান থেকে তাঁর ও তাঁর সঙ্গী, সাথিদের জন্যে আশি দিরহামের মতো নিলেন।

বায়তুল মালের দায়িত্বশীল যিয়াদকে এত কম অর্থ গ্রহণ করতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন ভালোভাবেই জানতেন লোকটি কি করবে। অর্থাৎ তার জন্যে ধনভাণ্ডারের দরজা খুলে দিলেও সে অতি সামান্যই গ্রহণ করবে।

সেদিন মানুষ ধুলোর ন্যায় উড়তে থাকবে

একদিন ওমরের স্ত্রী ফাতেমা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদছিলেন। এমন সময় তার ভাই মুসাল্লামা ও হিশাম তাঁর কাছে এসে কান্নার কারণ জানতে চাইল, কি হয়েছে কাঁদছ কেন? তুমি কি তোমার স্বামীর ব্যাপারে ভয় করছ, না কি দুনিয়াবী কোনোকিছু হারিয়ে ফেলছ? আমরা তো তোমার সামনেই আছি।

ফাতেমা কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, তোমরা যা ভেবেছ তা নয়, গত রাতে আমি এমন এক দৃশ্য দেখেছি। তখন আমি জানতে পেরেছি তার অন্তরে এক বিশাল কিছু লুকিয়ে আছে যা আমাকে এ দৃশ্য দেখিয়েছে।

তারা বলল, তুমি কি দেখছ?

তিনি বললেন, আমি ওমর বিন আব্দুল আযীযকে দেখলাম তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে কেরাত পড়ছিলেন। পড়তে পড়তে তিনি এ আয়াত পড়তে লাগলেন, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ

অর্থ: যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পবর্তমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো। (সূরা কারিয়া : ৪,৫)

এ আয়াত তেলাওয়াত করার পর তিনি চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলেন। তিনি মাটিতে এমন গড়াগড়ি করতে লাগলেন যে, আমি ধারণা করেছি তাঁর রূহ মনে হয় বের হয়ে যাবে।

www.nagorikpathagar.org

এরপর তিনি আবারো চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পবর্তমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো সেদিন আমার ধ্বংস।

ফজর হওয়া পর্যন্ত তিনি এমনি করতে লাগলেন। তারপর ফজরের নামাযের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মৃতের মতো পড়ে রইলেন।

আল্লাহর শপথ! যখনি আমার সে রাতের কথা মনে পড়ে আমি চোখের অশ্রু ধরে রাখতে পারি না।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ভালোবাসা

হযরত ইয়াজিদ বিন আমর হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয যখন খলিফা নিযুক্ত হয়েছেন তখন আমি সিরিয়ায় ছিলাম। আর তিনি ছিলেন খানাসিরায়। খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তিনি প্রত্যেক গরিব-মিসকিনের জন্য দু'শ দিরহাম নির্ধারণ করে দিলেন।

ইয়াজিদ বলেন, আমি ওমরের কাছে এসে দেখলাম তিনি হেলান দিয়ে বসে আছেন।

তিনি আমাকে বললেন, তুমি কোথায় থেকে এসেছ?

আমি বললাম, হেজাজ থেকে?

তিনি বললেন, হেজাজের কোন এলাকা?

আমি বললাম, মদিনা।

তিনি বললেন, মদিনার কোন গোত্রের?

আমি বললাম, কোরাইশ।

তিনি বললেন, কোরাইশের কোন বংশে?

আমি বললাম, হাশিমী।

তিনি বললেন, হাশিমীর কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত?

আমি বললাম, আলী।

তিনি বললেন, কোন আলী?

আমি চুপ করে রইলাম।

তিনি আবার বললেন, কোন আলী?

আামি বললাম, আলী বিন আবু তালিব।

আমার কথা শুনে তিনি দ্রুত সোজা হয়ে বসে বুকে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, আমিও আলীর গোলাম।

তারপর তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছেন তাদের অনেকে বলেছেন, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক।

তারপর তিনি মুজাহিমকে বললেন, এর মতো লোকদেরকে কত দেওয়া হয়?

সে বলল, দু' শত দেরহাম।

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, আলীর অধীনস্থ হওয়ার কারণে একে পাঁচ শত দিনার দিয়ে দাও। তারপর তিনি তাকে তার প্রাপ্য দিয়ে বললেন, সত্য দ্বীন তোমার এলাকা থেকেই প্রসারিত হয়েছে, আশা করি অন্যদের ন্যায় তুমিও এর দ্বারা সুপথ পাবে।

আপনি আমার অন্তর খুলে দিয়েছেন

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে তাঁর এক গভর্নরের ব্যাপারে অভিযোগ আসল। তাৎক্ষণিক তিনি তাকে সতর্ক করার জন্যে একটি চিঠি লিখে পাঠালেন।

তিনি তাকে চিঠিতে লিখলেন, জাহান্নামীদের চিরস্থায়ী নিদ্রাবিহীন জাহান্নামে থাকার ব্যাপারে আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে থাকা নেয়ামত থেকে বিমুখ হওয়ার ব্যাপারেও আমি তোমাকে সতর্ক করছি।

গভর্নরকে যখন পত্রবাহক চিঠিটি পাঠ করে শুনালেন সাথে সাথে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে এসে হাজির হলো।

তাকে দেখে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তুমি কেন এসেছ?

গভর্নর বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমার অন্তর খুলে দিয়েছেন।

তুমি খচ্চরকে কষ্ট দিয়েছ

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর এক গোলাম খচ্চরের দ্বারা কাজ করাত। আর এর দ্বারা সে প্রতিদিন এক দিরহাম আয় করত, কিন্তু একদিন সে তিন দিরহাম আয় করল।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তখন আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ কি?

সে বলল, দ্রুত চালানোর কারণে।

তিনি বললেন, না; বরং তুমি খচ্চরকে কষ্ট দিয়েছ। তাকে তিন দিন বিশ্রামে রাখ।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর মিশরের কর্মকর্তা হাইয়ান বিন শুরাইহ্-এর কাছে লিখে পাঠালেন, আমি জানতে পেরেছি তোমার এলাকার লোকজন প্রত্যেক উটের পিঠে এক হাজার রতল (ওজনের পরিমাপ) মালামাল বহন করে নিয়ে যায়। আমার এ চিঠি তোমার হাতে পৌছার পর থেকে কেউ যেন একটি উটের পিঠে পাঁচশত রতলের বেশি বহন না করায়।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) দাসীর খেদমত করছেন

গ্রীষ্মের এক গরমের দিনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর দাসীকে বললেন, হে দাসী, ঘুম না আসা পর্যন্ত আমাকে পাখা দ্বারা বাতাস কর।

তাঁর নির্দেশমতো দাসী বাতাস করতে লাগলেন, এক সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ওদিকে দাসী বাতাস করতে করতে তার চোখে ঘুম চেপে আসে। সে তাঁর পাশেই ঘুমিয়ে পড়ল।

www.nagorikpathagar.org

কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুম থেকে জেগে গিয়ে দাসীকে ঘুমাতে দেখে পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগলেন।

হঠাৎ সে জেগে গিয়ে দেখতে পেল তার মালিক তাকে বাতাস করছে এতে সে চিৎকার দিয়ে উঠলে তিনি তাকে বললেন, তুমিও তো আমার মতো মানুষ, আমার যেমন গরম লাগছে তোমারও তেমন লাগছে। তাই তুমি যেভাবে আমাকে বাতাস করছ তেমনিভাবে তোমাকে বাতাস করা আমি পছন্দ করলাম।

কে সবচেয়ে বোকা

এক দুপুরে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) লোকদের নিয়ে দ্বীনি আলোচনা করছিলেন।

তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো সবচেয়ে বোকা কে?

তারা বলল, বোকাতো সে ব্যক্তি যে সামান্য দুনিয়ার বিনিময়ে পরকালকে বিক্রি করে দিয়েছে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) গভীর চিন্তা করে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলব তার থেকেও বড় বোকা কে?

তারা বলল, অবশ্যই।

তিনি বললেন, যে লোক অন্যের দুনিয়ার জন্যে নিজের আখেরাত বিক্রি করে দিয়েছে। অর্থাৎ আখেরাত নষ্ট করে দিয়েছে।

কথা বল, তালাক কার্যকর হবে না

একদিন এক ব্যক্তি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি নির্যাতিত, কিন্তু আমি তা কাউকে বলতে পারছি না।

কেননা এক কর্মকর্তা আমাকে এ বলে শপথ করতে আদেশ দিয়েছে যে, আমি যদি তা কাউকে বলি বা কারো কাছে অভিযোগ করি তবে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে, তখন আমি ভয়ে শপথ করে ফেলছি।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তোমার ধ্বংস হতো! তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে?

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, বল, তোমার তালাক কার্যকর হবে না।

তখন লোকটি এক অত্যাচারী গভর্নরের দিকে ইশারা করে বলল, এ আমার বাগান নিয়ে গেছে। অন্য বর্ণনায় বাগানের পরিবর্তে ঘরের কথা বলেছে।

তখন তিনি খুব রেগে গিয়ে বললেন, তার বাগান তাকে ফিরিয়ে দাও।

তিনি আরো বললেন, যদি ইসলামে নিষেধ না থাকত তবে আমি তোমার কপাল থেকে সেজদার চিহ্ন মুছে ফেলতাম।

ওই গভর্নরের কপালে সেজদার দাগ ছিল।

www.nagorikpathagar.org

এক লোক এসে ওমর (রহ)-এর কাছে অভিযোগ করল

একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ঢিলেঢালা জামা পরে একটি খচ্চরের ওপর চড়ে বাইরে বের হলেন।

কিছুক্ষণ পর বাহনে চড়ে এক লোক তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। বাহন থেকে নেমে লোকটি উপস্থিত লোকদের ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

তারা তাকে বলল, তিনি এ মাত্র বের হয়েছেন, কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসবেন।

কিছুক্ষণ পর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ফিরে আসলেন তাঁর সাথে অন্য এক লোকও আসল।

তখন আগত লোকটিকে উপস্থিত লোকেরা বলল, ইনি ওমর বিন আব্দুল আযীয।

লোকটি তাঁর কাছে গিয়ে আদী বিন আরতার বিরুদ্ধে তার জমি দখলের অভিযোগ করল।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) দখলকারীকে লোকটির জমি ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, আমার কাছে আসতে তোমার কত খরচ হয়েছে?

লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমার জমি উদ্ধার করে দিলেন এটাই আমার কাছে লাখ দিনারের চেয়েও বেশি। অর্থাৎ আমার আসতে যে খরচ হয়েছে তা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

তিনি বললেন, আমি তো শুধু তোমার অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছি..........এবার তুমি বল তোমার কত খরচ হয়েছে?

লোকটি বলল, ষাট দিরহাম।

তখন তিনি তাকে বায়তুল মাল থেকে ষাট দেরহাম দিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

যখন সে ফিরে যেতে লাগল তিনি তাকে ডাক দিলেন। লোকটি তার কাছে আসলে তিনি বললেন, আমার অর্থ থেকে এ পঞ্চাশ দিরহাম নাও। বাড়িতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তুমি এর দ্বারা গোশত কিনে খেয়ো।

আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন আমার ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন

একদিন জীর্ণ-শীর্ণ পোশাকে এক বেদুইন ওমরের দরবারে উপস্থিত হল।

দুঃখ কষ্টে ভারি হওয়া কণ্ঠে সে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আমি এক প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি, আমার কষ্ট সহ্যের শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছেছে। আল্লাহর শপথ! আমার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তিনি আপনাকে জিজ্ঞেস করবে।

www.nagorikpathagar.org

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তুমি কি বলেছ, আবার বল।
লোকটি তার সেই কথা আবার বলল। তার কথা শুনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মাথা নিচু করে ফেললেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।
তারপর তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, তোমরা কয় জন?
সে বলল, আমি ও আমার আট কন্যা।
তিনি তার ও তার কন্যাদের জন্যে একটি অঙ্ক নির্ধারণ করেন। তারপর তার হাতে একশত দিরহাম দিয়ে বললেন, এ অর্থ আমি আমার সম্পদ থেকে দিয়েছি মানুষের থেকে নয়।

আপনার আজারবাইজানের গভর্নর আমার ওপর জুলুম করছে

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আযীয (রহ)-এর কাছে আজারবাইজান থেকে এক লোক আসল। সে তার কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলতে লাগল, আমি আপনাকে সে দিনের কথা স্মরণ করে দিচ্ছি, যেদিন আপনি স্বচ্ছ আমলবিহীন ও অপরাধী হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন এবং সৃষ্টির সকলের বিচার করতে গিয়ে আল্লাহ আপনার বিচার করার কথা ভুলে যাবেন না।
তার এমন কথা শুনে হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয কান্না শুরু করলেন।
তিনি তাকে বললেন, তুমি কথাগুলো আবার বল।
লোকটি কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করছিল আর হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয তা শুনে কাঁদছিলেন।
তারপর তিনি বললেন, তোমার কি সমস্যা?
সে বলল, আজারবাইজানে আপনার গভর্নর আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করেছে। সে আমার কাছ থেকে জোর করে বারো হাজার দিরহাম নিয়ে বায়তুল মালে জমা দিয়েছে।
ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তখন তার কর্মচারীকে বললেন, এ ব্যক্তির দিরহাম ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে এখনি লিখে পাঠাও।

গভর্নর ও খামারে বেড়া

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মিশরের গভর্নর আইয়ূব বিন শুরাহবীলের কাছে চিঠি লিখে বললেন, এক মহিলা চিঠি লিখে আমাকে জানাল, তার খাঁচার বেড়া নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে মোরগ চুরি হয়ে যাচ্ছে। সে আমার কাছে আবেদন করেছে, যাতে তার খামারটি মেরামত করে দেই।
যখন তোমার হাতে আমার চিঠিখানা পৌঁছবে তুমি নিজে গিয়ে তা মেরামত করে দিবে।

www.nagorikpathagar.org

চিঠিখানা যখন মিশরের গভর্নর আইয়ূবের হাতে গিয়ে পৌছল, আইয়ূব বাহনে চড়ে মহিলাটির খোঁজ নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন সে এক নিগ্রো দরিদ্র মহিলা। গভর্নর তাকে ওমরের নির্দেশ শুনিয়ে তার খাবারের বেড়া মেরামত করে দিলেন। মেরামতের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি ফিরে গেলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কেন কাঁদলেন?

একদিন ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিক ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) নামাযের জায়গায় বসে বসে কাঁদছেন।

ফাতেমা তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, ফাতেমা উম্মতে মুহাম্মদীর ছোট-বড় সব বিষয়ের দায়-দায়িত্ব আমার কাঁধে এসে পড়েছে, অথচ জমিনের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গরিব, ক্ষুধার্ত, রোগী-দুস্থ, নির্যাতিত, বন্দি-বৃদ্ধ, অভাবী ও অধিক সদস্যবিশিষ্ট পরিবার এদের ব্যাপারে আমার প্রতিপালক আমাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন। আর তাদের পক্ষে তো মুহাম্মদ ﷺ থাকবেন। আর তাই আমি ভয় করছি যদি না আবার তারা আমার বিরুদ্ধে কোনোকিছু প্রমাণ করে ফেলে। তাই আমি আমার নিজের প্রতি করুণা করে কাঁদছি।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) গোয়েন্দাগিরি করলেন

একদিন দুপুরে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তার গোলাম মাজাহিমকে নিয়ে বাহনে চড়ে বাইরে বের হলেন। উদ্দেশ্য প্রজা-সাধারণের খোঁজ-খবর নেওয়া। পথ চলতে চলতে তারা দেখতে পেলেন মদিনা থেকে এক আরোহী ব্যক্তি আসছে।

তিনি আরোহীকে মদিনাবাসীদের খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করলেন।

সে বলল, আপনি চাইলে আমি সকলের খবর একত্রে বলব। আর না হয় আলাদা আলাদা বলব।

ওমর বললেন; বরং তুমি একত্রে বল।

লোকটি বলল, আমি মদিনায় দেখে এসেছি সেখানের জালিমরা পরাভূত, মজলুমরা সাহায্যপ্রাপ্ত, ধনীরা পরিতৃপ্ত আর সীমালঙ্ঘনকারীরা বাধ্য।

এ সংবাদ ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খুব খুশি হয়ে বললেন, পুরো রাষ্ট্র এমন হয়ে যাওয়া আমার কাছে সূর্য যত কিছুর ওপর উদিত হয় তার থেকে উত্তম।

জাহান্নামের দুইটি পাথর

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে তাঁর কন্যা একটি মুক্তা পাঠিয়ে বলল, বাবা! আপনি আমার জন্যে এরূপ আরেকটি মুক্তার ব্যবস্থা করে দিন। আমার কাছে শুধু একটি থাকায় তা ব্যবহার করতে পারছি না।

www.nagorikpathagar.org

ওমর বিন আব্দুল আযীয তাঁর মেয়ের কাছে দুটি পাথর পাঠিয়ে বললেন, যদি এ দুটি পাথর কানে পরতে পার তাহলে আমি তোমাকে আরেকটি মুক্তা এনে দিব।

মুসলমানদের মধ্যে যে খারাপ তাকে বন্দি করে রাখ

মসজিদে নববীতে হঠাৎ করে এক লোক প্রবেশ করে কাতার ভেঙ্গে সামনের দিকে যেতে লাগল। তখন মদিনার গভর্নর আবু বকর বিন মুহাম্মদ তাকে ধরে ফেলল। লোকটির ব্যাপারে অভিযোগ করে তিনি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে চিঠি লিখে পাঠাল।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) নির্দেশনা দিয়ে তাকে পত্র পাঠালেন।

আবু বকর বিন মুহাম্মদ যখন পত্রটি পড়ছিল তখন লোকটি ওমর, পত্রবাহক ও পত্রকে গালি দিল। এতে আবু বকর চরম রেগে গিয়ে লোকটির গর্দান উড়িয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি তা করার পূর্বে আমীরুল মুমিনীনকে লিখে জানালেন যে, লোকটি আপনাকে গালি দিয়েছে আর তাই আমি তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

চিঠির জবাবে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তুমি যদি তাকে হত্যা করতে তাহলে আমি তাকে হত্যা করার কারণে তোমাকে হত্যা করতাম। কেননা ইসলামে নবী ﷺ-কে ব্যতীত অন্য কাউকে গালি দেওয়ার কারণে হত্যা করা যায় না। আমার চিঠি তোমার হাতে পৌছার পর তুমি মুসলমানদের যারা খারাপ তাদেরকে বন্দি করে রাখ এবং প্রত্যেক মাসে তাদেরকে তাওবা করার দিকে আহ্বান করবে যদি তাওবা করে তবে তাদেরকে মুক্ত করে দিবে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর শাসনের শেষ পর্যন্ত লোকটিকে বন্দী করে রাখা হয়। তার মৃত্যুর পর ইয়াজিদ ক্ষমতায় আসলে লোকটিকে হত্যা করা হয়।

খেজুরের ঝুড়ি

আরদানের শাসক আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর জন্যে উন্নতমানের দুই ঝুড়ি খেজুর পাঠালেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে খেজুরগুলো আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খেজুরগুলো কীভাবে আনা হয়েছে?

জবাবে তারা বলল, এগুলো ডাক বিভাগের পশুর পিঠে বহন করে আনা হয়েছে।

তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা এগুলোর অধিকার মুসলমানদের ডাক বিভাগকেই বানিয়েছেন।

তখন তারা সেগুলো বিক্রি করে এর মূল্য ডাক বিভাগে জমা দিয়ে দিল। ওমরের চাচাতো ভাই তাদেরকে বলল, তোমরা বাজারে গিয়ে খেজুরের দাম নির্ধারণ কর। যখন মূল্য নির্ধারিত হবে তখন খেজুরগুলো আমার জন্যে নিয়ে এস, আমি মূল্য দিয়ে দিব।

www.nagorikpathagar.org

খেজুরের বাহক বাজারে গিয়ে দর কষাকষি করে চল্লিশ দিরহাম দাম উঠাল। এরপর ওমরের চাচাতো ভাই সেগুলো কিনে নিল।

তিনি এক ঝুড়ি নিজের জন্য রেখে অন্য ঝুড়ি ওমরের জন্য হাদিয়া পাঠালেন।

লোকটি যখন আবার খেজুরের ঝুড়ি নিয়ে ওমরের কাছে গেল। তখন তিনি তাকে বললেন, এটা কি?

লোকটি বলল, আপনার ভাতিজা খেজুরগুলো কিনে নিয়ে আপনার জন্য এক ঝুড়ি পাঠিয়েছে। আর অন্য এক ঝুড়ি নিজের জন্যে রেখেছে।

এ কথা শুনার পর তিনি বললেন, এখন এগুলো খাওয়া আমার জন্যে বৈধ হবে।

রাসূল ﷺ-এর মুহাব্বতে

একদিন রাসূল ﷺ-এর গোলাম আমর বিন যর খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে আসলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি রাসূল ﷺ-এর মাওলা (মুক্ত দাস)?

আমর বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।

তিনি বললেন, আমিও তো রাসূল ﷺ-এর মুক্ত দাস। বলুন আপনার কি প্রয়োজন।

আমর বললেন, আমীরুল মুমিনীন আমার মা বৃদ্ধা অক্ষম, তার সাহায্যের জন্যে একজন সেবিকা প্রয়োজন।

তিনি বললেন, আমরা তাকে সেবিকা দেওয়ার হুকুম দিলাম। আর কোনো প্রয়োজন আছে?

আমর বললেন, আমীরুল মুমিনীন আমার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করে দিন।

তিনি বললেন, আমরা আপনার জন্যে ত্রিশ দিনার দেওয়ার হুকুম দিলাম। আর কোনো প্রয়োজন আছে?

আমর বললেন, যথেষ্ট হয়েছে, আমীরুল মুমিনীন।

তিনি বললেন, আপনি যদি সূর্যাস্ত যাওয়া পর্যন্ত আপনার প্রয়োজনের কথা বলতেন, তবুও আমি পূরণ করে দিতাম।

বলা হয়ে থাকে, ওমর বিন আব্দুল আযীয আমরের সাথে এত সুন্দর ব্যবহার করেছেন শুধু সে রাসূল ﷺ-এর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার করণে।

গরিবদের দান করতেন কবিদেরকে করতেন না

একদিন কবি জারীর আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আমি শুনেছি আপনি নাকি নসিহত সম্বলিত কবিতা পছন্দ করেন। আর প্রশংসা অপছন্দ করেন।

তারপর সে তার দরিদ্র অবস্থার বর্ণনা করে কবিতা গাইল।

www.nagorikpathagar.org

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তুমি তো তোমার কষ্টের কথা বর্ণনা করেছ।
সে বলল, এটিতো আমার থেকে কাটছে না।
তখন তিনি তার জন্যে একটি খচ্চর নিয়ে আসতে বললেন। যে খচ্চর দ্বারা গরিবদের জন্যে মাল বহন করে নেওয়া হতো।
এরপর তিনি তাকে বললেন, জারীর! তুমি কি মুহাজিরদের কেউ?
সে বলল, না।
তিনি বললেন, তাহলে তোমার সাথে আনসারদের সাথে কোনো আত্মীয় বা বৈবাহিক সম্পর্ক আছে?
সে বলল, না।
তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি যুদ্ধ করেছ?
সে বলল, না।
তিনি বললেন, তাহলে তো মুসলমানদের সম্পদে তোমার কোনো অংশ আমি দেখছি না।
সে বলল, অবশ্যই আল্লাহ তাআ'লা এ সম্পদে আমার জন্যে অংশ রেখেছেন।
তিনি বললেন, তোমার জন্য ধ্বংস! এখানে তোমার কি অংশ আছে?
সে বলল, মুসাফির অনেক দূর থেকে এসেছে, সে এখন আপনার দরজায়।
তিনি বললেন, তাহলে তোমাকে দিতে পারি। তিনি তাকে বিশ দিরহাম দিলেন। এরপর তিনি বললেন, আমি এটি আমার দান থেকে তোমাকে দিয়েছি। যদি আমার দানে আরো থাকত তাহলে আরো দিতাম। তুমি এটি গ্রহণ কর। যদি চাও তুমি প্রশংসা কর অথবা চাও নিন্দা কর।
সে বলল, বরং আমি প্রশংসাই করব।
যখন জারীর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবার থেকে বের হলেন তখন তার চার পাশে অন্যান্য কবিরা এসে বলল, ভেতরে কি হয়েছে?
সে বলল, শুনলে তোমাদের কষ্ট লাগবে, আমি এমন এক লোকের কাছ থেকে এসেছি যিনি গরিবদেরকে দান করেন আর কবিদেরকে করেন না।

আল্লাহ তাআ'লা মুহাম্মদকে দায়ী হিসেবে পাঠিয়েছেন

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মিসরের গভর্নরের কাছে লিখে পাঠালেন, যে বা যারা لَا اِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ বলবে এবং নামায কায়েম করবে তার থেকে জিজিয়া কর নিবে না।
পরবর্তীতে নির্দেশটির প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মিশরের গভর্নর হাইয়ান ওমরের কাছে লিখে জানান, আমীরুল মুমিনীন, আপনি যদি এ ঘোষণা দেন তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। এতে আমরা কোনো জিজিয়া পাব না।

www.nagorikpathagar.org

হাইয়ানের চিঠি পাওয়ার পর তিনি এক লোককে প্রেরণ করে বললেন, তুমি মিশরে গিয়ে হাইয়ানের মাথায় ত্রিশটি চাবুক মারবে।
এরপর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) হাইয়ানের কাছে চিঠি লিখে জানালেন, তোমার জন্য ধ্বংস! যে মুসলমান হবে তার থেকে জিজিয়া নিবে না কেননা আমি চাচ্ছি সকলে ইসলাম গ্রহণ করুক। তাদের থেকে একটি দিরহামও জিজিয়া হিসেবে নিবে না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ও উওয়াইস করনী (রহ)

বিখ্যাত বুযুর্গ আবু সুলাইমান ও আবু সাফওয়ান (রহ) বসে পর্যালোচনা করছিলেন যে, ওমর বিন আব্দুল আযীয ও উওয়াইস করনী এ দু'জনের মধ্যে বেশি দুনিয়াবিরাগী কে ছিলেন?
সুলাইমান বললেন, ওমর (রহ) উওয়াইস কারনী (রহ) থেকেও অধিক দুনিয়াবিরাগী ছিলেন।
আবু সফওয়ান বললেন, কীভাবে?
আবু সুলাইমান বললেন, দুনিয়ার ধন দৌলত ওমরের পদতলে এসেছিল, কিন্তু তিনি তা থেকে পরহেজগারিতা অবলম্বন করেছেন।
আবু সফওয়ান বললেন, এরূপ যদি উওয়াইস কারনী (রহ)-এর পদতলে আসত তবে তিনিও তা থেকে পরহেজগারিতা অবলম্বন করতেন।
তখন তাকে সুলাইমান বললেন, যে ব্যক্তি পরীক্ষিত হয়ে কৃতকার্য হয়েছে তাকে আমরা ওই ব্যক্তির সাথে মিলাতে চাই না যে পরীক্ষিত হয়নি।

কিয়ামতের দিন এরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী

একদিন বিখ্যাত বুযুর্গ যিয়াদ বিন আবি যিয়াদ (রহ) ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে হাজির হলেন।
তখন তিনি তাঁকে বললেন, যিয়াদ! তুমি কি দেখছ না আমি মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের শাসনকার্যের দায়িত্ব পেয়ে কত বড় পরীক্ষায় পড়েছি।
যিয়াদ (রহ) বললেন, আপনি প্রশংসার জন্যে কাজ করবেন না; বরং আপনি যে পরীক্ষায় পড়েছেন তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে কাজ করুন। কেননা আপনার প্রতিটি পশম আপনি যা করবেন সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে।
যিয়াদ (রহ) আরো বললেন, বলুন, যে ব্যক্তির পিছনে তার শক্তিশালী কোনো শত্রু লেগেই থাকে তার অবস্থা কেমন?
ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তার অবস্থা তো বিপজ্জনক।
যিয়াদ (রহ) বললেন, তার শত্রু সংখ্যা যদি দুজন হয়?

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন, তাহলে তো আরো বিপজ্জনক।
যিয়াদ (রহ) বললেন, যদি তিন জন হয়?
তিনি বললেন, তবে তো বড়ই শোচনীয়।
যিয়াদ (রহ) বললেন, আপনার শাসনাধীন উম্মতে মুহাম্মদীর যত লোক আছে, সবাই কিয়ামতের মাঠে আপনার বিপক্ষে অবস্থান নিবে।
যিয়াদ (রহ)-এর কথা শুনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খুবই কান্নাকাটি করলেন।
যিয়াদ (রহ) তাঁর কান্নাকাটি দেখে বললেন, আমি চেয়েছিলাম তাকে এ কথাগুলো না বলতে।

আমীরুল মুমিনীন আপনি কেন কেঁদেছেন?

একদিন হিশাম বিন মিসাদ ওমরের কাছে বসে বিভিন্ন নসিহতমূলক কথা বলছিলেন, তার নসিহত শুনতে শুনতে এক সময় তিনি কেঁদে দিলেন। ঠিক তখন মুজাহিম এসে বলল, মুহাম্মদ বিন কা'ব আল কুরাজী দরজায়।
তিনি বললেন, তাকে আসতে বল।
অনুমতি পেয়ে মুহাম্মদ বিন কুরাজী ভেতরে আসল। তিনি ভেতরে এসে ওমর বিন আব্দুল আযীযকে কাঁদতে দেখে বললেন, আমীরুল মুমিনীন আপনি কাঁদছেন কেন?
তখন হিশাম বললেন, তিনি এ এ কারণে কেঁদেছেন।
মুহাম্মদ বিন কা'ব বললেন, আমীরুল মুমিনীন দুনিয়াটা তো একটি বাজার তুল্য/ন্যায় যা থেকে মানুষ নিজেদের কল্যাণ অকল্যাণ অর্জন করে নেয়। আর এমন কত লোক আছে যারা আমাদের মতো সকালে উপনীত হয়, কিন্তু তারা ধোঁকায় থাকে ঠিক সে মুহূর্তে তাদের মৃত্যু চলে আসে। এতে তারা লাঞ্ছিত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। অথচ পরকালে তাদের কল্যাণকর ও মুক্তির জন্যে যা প্রয়োজন তারা তা অর্জন করেনি; বরং এমন কিছু অর্জন করে নিয়েছে যা তাদের উপকারে আসবে না।
আমীরুল মুমিনীন! আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং দুটি বিষয় খেয়াল রাখুন।
এক, কি সঙ্গে নিয়ে আপনি আপনার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করেন।
দুই, আর কি সঙ্গে নিয়ে আপনি আপনার প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করেন। তা এখনি এড়িয়ে চলুন। আর আপনি আপনার পূর্ববর্তী কারো ওপর নির্ভর করবেন যে, তারা আপনাকে আখেরাতে পার করে দিবে।
আমীরুল মুমিনীন আল্লাহকে ভয় করুন, আপনার দরজা সবসময় জনসাধারণের জন্যে খোলা রাখুন. নির্যাতিতদের সাহায্য করুন, জুলুম শোষণ বন্ধ করুন।
স্মরণ রাখবেন, যার মাঝে তিনটি বিষয় থাকবে সেই পূর্ণাঙ্গ মুমিন।

www.nagorikpathagar.org

এক, যখন সে আনন্দিত হবে, তার আনন্দ তাকে গোমরাহীর পথে ঠেলে দিবে না।
দুই, সে রাগান্বিতও হবে তবে রাগ তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করবে না।
তিন, সে যখন ক্ষমতাবান হবে, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করবে না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বাতি ঠিক করছেন

এক রাতে রাজা বিন হাইয়্যান, ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে এসে উপস্থিত হলেন। তারা বসে দ্বীনী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে বাতি নিভে গেল।
রাজা চেরাগ জ্বালাতে দ্রুত উঠে গেলেন যাতে করে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে না উঠতে হয়, কিন্তু তিনি তাকে বললেন, তুমি বস।
এ বলে তিনি বাতির কাছে উঠে গেলেন এবং নিজের হাতেই চেরাগ জ্বালালেন। অতঃপর ফিরে এসে রাজা বিন হাইয়ানের সাথে বসে পুনরায় আলাপ শুরু করলেন।
ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বিনয়ের সাথে বললেন, দেখ রাজা, মেহমান থেকে খেদমত নেওয়া বড়ই নিন্দনীয়।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর স্ত্রীকে যেমন দেখতে চাইতেন

একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর স্ত্রী ফাতেমার কাছে এক মহিলা এসে দেখলেন তিনি পুরাতন কাপড় পরিধান করে আছেন।
তখন মহিলাটি বলল, ফাতেমা! তুমি কি তোমার স্বামীর জন্যে সাজগোজ করে থাকতে পার না।
ফাতেমা তাকে বললেন, মহিলারা তো স্বামীর খুশি অনুযায়ী সাজ করে তাই না?
সে বলল, হ্যাঁ।
ফাতেমা বললেন, আমি এভাবে থাকি, এটাই ওমর পছন্দ করে।

গভর্নরের পরীক্ষা

মুসলিম জাহানের খলিফা তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)। এর মধ্যে বিলাল বিন আবু বুরদা নামের এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে এসে উপস্থিত হলো।
ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে অভিনন্দন জানালেন।
বিলাল খলিফাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, খিলাফতের দায়িত্ব যাদের জন্যে উপযুক্ত আপনি তাদেরকেই নিযুক্ত করেছেন এবং যারা এর দ্বারা সুশোভিত হওয়ার তাদেরকে সুশোভিত করেছেন। আল্লাহর শপথ! মালিক বিন আসমা যেমন বলেছেন আপনি ঠিক তেমন।

www.nagorikpathagar.org

এরপর বেলাল নিয়মিত মসজিদে নামায পড়তে লাগল। দিন রাত সর্বদা কোরআন পড়ত। ওমর বিন আব্দুল আযীয তার এমন অবস্থা দেখে তাকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করতে চাইলেন।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি তার কাছে এক লোক পাঠালেন।

লোকটি তাকে গিয়ে বলল, আমি যদি তোমাকে গভর্নর বানানোর জন্যে চেষ্টা করি তাহলে তুমি আমাকে কি দিবে?

বিলাল বলল, এত এত দিব।

লোকটি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বলল। তার ক্ষমতার প্রতি লোভ থাকায় ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে ক্ষমতা দিলেন না; বরং মসজিদ থেকে বের করে দিলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, হে ইরাকবাসী! তোমাদের এ লোককে কথা বলার যোগ্য দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা বুঝার যোগ্যতা দেওয়া হয়নি। তার বাগ্মিতা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তার দুনিয়াবিরাগিতা কমেনি।

এক ইটের উপর অন্য ইট রেখো না

মুসলিম জাহানের খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয এত বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজের জন্য কোনো ইমারত বা প্রাসাদ কিছুই তৈরি করেননি।

তিনি বলতেন, এটি নবী করীম ﷺ-এর সুন্নাত। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু কখনো ইটের উপর ইট রাখেননি এবং বাঁশের উপর বাঁশ রাখেননি। অর্থাৎ প্রাসাদ, দালান তৈরি করেননি।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর ঘরে একটি সিঁড়ি ছিল, কিন্তু এটা ছিল নড়বড়ে। যখনি কোনো প্রয়োজনে এটি ব্যবহার করতেন তখন এটি এত বেশি নড়া চড়া করত যে, মনে হয় যেন তা ভেঙ্গে পড়ে যাবে।

তার এক গোলাম সিঁড়িটিকে মেরামত করে মজবুত করল।

এরপর কোনো এক প্রয়োজনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাতে চড়লেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করলেন যে, সিঁড়িটি মোটেও নড়ছে না।

তখন তিনি সিঁড়িটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

তারা বলল, অমুক গোলাম এটি মেরামত করেছে।

এ কথা শুনে তিনি বললেন, তোমরা সিঁড়িটিকে আগের মতো করে দাও। কেননা আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছি যদি আল্লাহ আমাকে খিলাফতের দায়িত্ব প্রদান করেন তাহলে আমি ইটের উপর ইট রাখব না। অর্থাৎ দালান বানাব না।

www.nagorikpathagar.org

যে সৈন্যবাহিনীতে তুমি থাকবে সেখানে আল্লাহ্ সাহায্য পাঠাবেন না

যখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হলেন তখন হাজ্জাজের জুলুম-নির্যাতনের একান্ত সহযোগী ইয়াজিদ বিন আবু মুসলিম রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দেশের বাইরে ছিল।

একদিন সে রাস্তায় হাঁটছিল এমন সময় তার কাছে আমীরুল মুমিনীনের পত্র এসে পৌঁছে। তাতে লিখা ছিল....

আমীরুল মুমিনীনের পত্র পাওয়ার সাথে সাথে তুমি ফিরে আসবে। কেননা তুমি যে সৈন্যবাহিনীতে থাকবে সে বাহিনীতে আল্লাহর সাহায্য আসবে না।

আমীরুল মুমিনীনের কাপড়

একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) জুমার নামাযে আসতে কিছুক্ষণ দেরি করলেন। লোকজন তাকে বলল, আমীরুল মুমিনীন জুমার নামায পড়াতে মনে হয় কিছুটা দেরি করে ফেলছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তারপর দেরি হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, আমার একটি মাত্র জামা। আর সে জামাটি ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি জামাটি শুকানোর অপেক্ষা করেছিলাম।

অনুরূপ অন্য একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) লোকদেরকে নিয়ে জুমার নামায আদায় করে যখন তাদের সামনে বসলেন তখন তাঁর গায়ের জামাটিতে সামনে ও পিছনে তালিযুক্ত ছিল।

জামার এ অবস্থা দেখে একলোক বলল, আল্লাহ্ তো আপনাকে দান করেছেন, সুতরাং আপনি যদি নতুন জামা পরে আসতেন!

বায়তুল্লার গিলাফ ও ক্ষুধার্ত কলিজা

একদিন বায়তুল্লার খাদেম ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে চিঠি লিখে বায়তুল্লাহর জন্যে একটি গিলাফ চাইল। যেমনিভাবে পূর্ববর্তী খলিফারা দিতো।

তিনি চিঠির জবাবে লেখলেন, আমি দেখছি বায়তুল্লায় গিলাফ না পরিয়ে ক্ষুধার্ত কলিজায় তা দেওয়া আমার কাছে অধিক উত্তম মনে হয়। কেননা অর্থের প্রয়োজন বায়তুল্লার থেকে তাদেরই বেশি।

www.nagorikpathagar.org

বড়দের সহনশীলতা

একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর একজন প্রহরীকে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। এরই মধ্যে তিনি এক ঘুমন্ত লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার পায়ের সাথে হোঁচট খেলেন। তাতে লোকটি জেগে গেল।

সে রেগে গিয়ে বলল, তুমি কি পাগল?

তিনি বললেন, না।

তখন তাঁর সাথে প্রহরী লোকটির দিকে শাস্তি দিতে গেল। কেননা সে আমীরুল মুমিনীনের সাথে বেয়াদবী করেছে।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, থাক, সে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে আমি পাগল কিনা, আমি বলেছি, না।

অন্য একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ভাষণ দিতে মিম্বরে উঠে দাঁড়ালে, এমন সময় উপস্থিত লোকদের মধ্যে এক লোক তার দিকে তেড়ে এসে তাকে আঘাত করতে চাইল।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে বললেন, তুমি কি চাও, শয়তান আমাকে ক্ষমতার দ্বারা প্ররোচিত করে এমন কাজ করাবে যা তুমি কাল আমার সাথে করবে। চলে যাও আল্লাহ আমাকে আর তোমাকে ক্ষমা করুন। অর্থাৎ আমি ক্ষমতার বলে শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তোমাকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিব, পরে তুমি আখেরাতে এর প্রতিশোধ নিবে।

আহলে কিতাবদের নিকট ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)

একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর ছেলে কোনো এক গির্জার পাদ্রীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে পাদ্রী নিচে নেমে গেল।

তারপর পাদ্রী বলল, তুমি কি জান আমি কেন নিচে নেমেছি?

তিনি বললেন, না।

সে বলল, তোমার বাবার সম্মানে, কেননা আমরা তাঁকে ন্যায়বিচারক হিসেবে পেয়েছি।

অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া

একদিন আরবের এক ব্যক্তি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে হিশাম বিন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল।

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে তুমি তোমার বাদির সাথে গিয়ে বস।

সে বলল, আমার উকিল তার সাথে জেরা করবে।

তিনি বললেন, জমিন দখল করতে তো তুমি কোনো উকিল নিয়োগ করনি। তাহলে কিভাবে বিচারের সময় তুমি উকিল নিয়োগ করবে?

খলিফার আদেশমতো হিশাম লোকটির সাথে বসে পড়ল।

www.nagorikpathagar.org

লোকটি যখন বিচারে তার প্রমাণাদি পেশ করল তখন হিশাম তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিতে চাইল।

এতে ওমর বিন আব্দুল আযীয খুবই রেগে গেলেন। তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, তুমি আমার সামনে বাদিকে ধমকাচ্ছ?

তারপর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) লোকটিকে জমিনটি দিয়ে দিলেন এবং দায়িত্বশীল সৈন্যকে বললেন, হিশামের সাথে যাও, যদি সে জমিটি দিতে কোনো রকমের না করে, তাহলে তার ঘাড়ে আঘাত করবে।

বিচারকের সামনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)

একদিন মিশরী এক লোক ওমর বিন আব্দুর আযীয (রহ)-এর কাছে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার পিতা মিশরের গভর্নর থাকাকালে আব্দুল মালিককে চিঠি লিখে জানালেন যে, হালওয়ানে সাফিয়ার জমিনটি খারাজের জমিন। ফলে আব্দুল মালিক জমিনটি আপনার পিতাকে দিয়ে দিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর আপনি আর আপনার ভাইয়েরা জমিনটির মালিক হয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করুন, আপনার পিতার ন্যায় আপনি আমাদের প্রতি জুলুম করবেন না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, জমিনটিতে আমি ব্যতীত আমার ভাইয়েরাও অংশীদার রয়েছে। তাই বিচারকের ফয়সালা ব্যতীত তারা আমার ফয়সালা মেনে নিবে না।

বিচারকের কাছে যাই। তিনি যদি আমার পক্ষে রায় দেন তাহলে আমি নিব আর যদি আমার বিরুদ্ধে রায় দেন তাহলে তুমি নিবে।

লোকটি বলল, যদি আপনি বিচারকের কাছে যান তাহলে তো আপনি আমার প্রতি ইনসাফ করেছেন।

আমীরুল মুমিনীন ও লোকটি বিচারকের কাছে এসে তার সামনে বসলেন। প্রথমে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কথা বলা শুরু করলেন। তাঁর কথা বলা শেষ হলে এবার লোকটি তার প্রমাণাদি তুলে ধরল।

উভয়ের দলিল-প্রমাণ বিবেচনা করে বিচারক মিশরী লোকটির পক্ষে রায় দিলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বিচারককে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তিনি পুনরায় দাবি জানালেন, আমার পিতা তো জমিনটির পিছনে হাজার হাজার দিরহাম ব্যয় করেছেন , তার ফয়সালা কি হবে?

বিচারক জবাব দিলেন, জমিন থেকে তো আপনারা সে পরিমাণ ভোগও করেছিলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) আনন্দচিত্তে বলে উঠলেন, এটাই সুবিচার, আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আমার দিকে পক্ষপাতিত্ব করতেন তবে আমি এ পদ থেকে আপনাকে অপসারণ করতাম।

www.nagorikpathagar.org

তাদের রক্ত নিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে চাই না

ন্যায়নীতির কলমে, সত্যের প্রতি ভালোবাসার পূর্ণ হৃদয়ে, পাপমুক্ত হাতে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বসরার গভর্নর আদী বিন আরতা'-এর কাছে চিঠি লিখলেন..........

পরকথা, আমার কাছে তোমার চিঠি এসে পৌঁছেছে তাতে তুমি বলেছ তোমার কিছু কর্মকর্তা খেয়ানত করেছে। আর তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে তুমি আমার কাছে অনুমতি চেয়েছ। মনে হচ্ছে যেন তোমার কাছে এমন কোনো ঢাল আছে যা দ্বারা তুমি আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে। আমার চিঠি তোমার কাছে পৌঁছার পর যদি তাদের দোষ প্রমাণিত হয় তাহলে তাদেরকে শাস্তি দিবে আর যদি না হয় তাহলে তাদেরকে আসরের নামাযের পর ওই আল্লাহর নামে শপথ করাবে যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই। যদি তারা শপথ করে তবে তাদেরকে ছেড়ে দিবে। কেননা এ সম্পদ আল্লাহর। তাদের রক্ত ঝরিয়ে আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে তারা তাদের খোওয়ানত নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে অপরাধী হয়ে আল্লাহর দরবারে যাওয়া থেকে তারা অপরাধী হয়ে যাওয়া আমার কাছে প্রিয়।

তুমি মধু নষ্ট করে দিয়েছ

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা হওয়া সত্ত্বেও ডাক বিভাগের বাহন কখনো নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন না। সেগুলো মুসলিম প্রজা সাধারণের স্বার্থেই ব্যবহার হতো।

একবার তিনি তাঁর এক কর্মকর্তার কাছে চিঠি লিখে তাঁর জন্যে মধু ক্রয় করতে নির্দেশ দিলেন। সাথে এও বললেন যে, এর মধ্যে যেন মুসলিমদের কোনো সম্পদ মিশ্রিত না হয়। গভর্নর তাঁর জন্যে মধু ক্রয় করে ডাক বিভাগের বাহনে করে পাঠিয়ে দিলেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে মধু আনা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মধু কিসে বহন করে আনা হয়েছে?

তারা বলল, ডাক বিভাগের বাহনে করে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মধু বিক্রি করে এর মূল্য বায়তুল মালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

তারপর তিনি তাঁর কর্মকর্তাকে বললেন, তুমি আমাদের মধু নষ্ট করে দিয়েছ। অর্থাৎ মুসলমানদের বাহনে বহন করে আনায় তাতে মুসলমানদের অধিকার যুক্ত হয়ে গেছে। সুতরাং এটি খাওয়া বৈধ হবে না। তাই তিনি বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিলেন।

www.nagorikpathagar.org

শহরের দুর্গ হচ্ছে ন্যায়বিচার

একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর এক কর্মচারী তাঁর কাছে লিখে জানাল..........

পরকথা, আমাদের শহর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমীরুল মুমিনীনের যদি ইচ্ছে হয় তিনি শহর পুনঃনির্মাণের জন্যে অর্থ দিবেন তবে যেন দেন........।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) চিঠির জওয়াবে বললেন, আমি তোমার চিঠির মর্ম বুঝতে পেরেছি এবং শহর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দ্বারা যা বুঝিয়েছ তাও বুঝতে পেরেছি। যখন তুমি আমার এ চিঠি পাঠ করবে তখন তুমি ন্যায়বিচার দ্বারা এর দুর্গ তৈরি করবে এবং এর প্রতিটি পথের অন্যায় দূর করবে। এটিই শহরের পুনঃনির্মাণ। ......সালাম।

দেশের শান্তি

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ইয়াহিয়া আল গাস্‌সানীকে মুসেলের গভর্নর নিয়োগ দিয়ে পাঠালেন। মুসেলে তখন চোর-ডাকাতি বেশি হতো।

ইয়াহিয়া মুসেলে যাওয়ার পরে শহরের পরিস্থিতি দেখে একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে চিঠি লিখে শহরের অবস্থা সম্পর্কে তুলে ধরে বললেন, মানুষকে ধারণার ভিত্তিতে ধরা হয়, অপবাদের কারণে শাস্তি দেওয়া হয় এবং প্রমাণাদি পেলে সাজা দেওয়া হয় তারপরেও তাদের অভ্যাস পরিবর্তন হয়নি।

তার চিঠির উত্তরে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) লিখলেন, মানুষকে প্রমাণাদি পেলে গ্রেফতার করবে এবং আইনের ভেতরে থেকে বিচার করবে। তারপরও যদি তারা সংশোধন না হয় তবে আল্লাহ তাআ'লা তাদের ভাগ্যে সংশোধন রাখেননি।

ইয়াহিয়া বলেন, আমি তাঁর মতো কাজ করেছি, এতে তারা অনেক সংশোধন হয়ে গেছে এবং তাদের মাঝে চুরি কমে গেছে।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ও দাসী

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিকের একটি দাসী ছিল।

তিনি বললেন, আমি এ দাসী আপনাকে দান করেছি। আপনি এর দ্বারা আপনার প্রয়োজন পুরা করুন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) দাসীকে বললেন, বস, আল্লাহর শপথ! দুনিয়াতে এমন কিছুই নেই যা আমাকে তোমার থেকে বেশি অবাক করেছে। তুমি তোমার কাহিনী শুনাও।

www.nagorikpathagar.org

সে বলল, আমি বার্বর এলাকার মেয়ে। আমার বাবা অপরাধ করে পালিয়ে যাওয়ার পর আফ্রিকার গভর্নর মূসা বিন নাসীর আমাকে নিয়ে আসে। তিনি আমাকে আব্দুল মালিকের জন্যে উপহার হিসেবে প্রেরণ করেন। আব্দুল মালিক আমাকে ফাতিমার জন্যে দান করে দেন। এরপর তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) সে দাসীকে তার পরিবারের নিকট ফিরিয়ে দিলেন।

চোখের অশ্রু দিয়ে জাহান্নামের আগুন নিভাচ্ছেন

শীতের এক রাতে ইবনে আইয়াসের গোলাম যিয়াদ আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে আসলেন। তিনি তখন একটি বই দেখছিলেন। যিয়াদ গিয়ে চাদর মুড়িয়ে এক পাশে বসল।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কিতাব পাঠ শেষ হওয়ার পর তিনি যিয়াদের কাছে গিয়ে বসলেন।

তারপর তিনি যিয়াদকে বললেন, তোমাকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় রেখে কষ্ট দিলাম, এর প্রতিশোধ নাও।

সা'দ বললেন, আমি প্রতিশোধ গ্রহণকারী নই।

তিনি বললেন, তাহলে কি বলবে বল।

যিয়াদ বলল, যে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, জান্নাতিরা তার কোনো উপকার করতে পারবে না। আর যে জান্নাতে প্রবেশ করবে জাহান্নামীরা তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি সত্য বলেছ। তুমি জাহান্নামে গেলে জান্নাতিরা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। আর তুমি জান্নাতে গেলে জাহান্নামীরা তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না।

এ কথা বলে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) কান্না শুরু করলেন। মনে হচ্ছিল তাঁর চোখ দিয়ে পানির নহর বইতে লাগল।

রাগের সময় শাস্তি দিও না

আমীরুল মুমিনীন ওমরের স্বভাব ছিল তিনি রাগান্বিত অবস্থায় কাউকে শাস্তি দিতেন না।

একদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের এক ব্যক্তির ওপর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খুবই রেগে গেলেন। তিনি লোকটিকে গ্রেফতার করে তার জামা খুলে তাকে বেঁধে ফেললেন। তারপর তিনি চাবুক নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন।

উপস্থিত লোকজন ধারণা করল, ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) নিশ্চিত লোকটিকে প্রহার করবেন।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাঁর রাগ কমে গেলে তিনি বললেন, তোমরা লোকটির বাঁধন খুলে দাও। আমি যদি রেগে না যেতাম তবে অবশ্যই তাকে শাস্তি দিতাম।
অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআ'লার বাণী তেলাওয়াত করলেন,

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: যারা সচ্ছলতায় ও অভাবের সময় দান করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তুত আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালোবাসেন।
ইমাম আওজায়ী বলেন, ওমর কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে প্রথমে তাকে তিন দিন বন্দি করে রাখতেন। যাতে করে তাঁর রাগের বশে শাস্তি বেশি না হয়ে যায়।

আমার জিহ্বাকে তা দ্বারা রঙিন করতে চাই না

একদিন এক লোক ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, সিফফিনের যুদ্ধের ব্যাপারে আপনি কি বলেন?
তখন তিনি বললেন, এটি এমন একটি রক্ত যা থেকে আল্লাহ তাআ'লা আমাকে পবিত্র রেখেছেন। সুতরাং আমি কোনো মতামত দিয়ে আমার জিহ্বাকে সে রক্ত দিয়ে রঞ্জিত করতে চাই না।
একবার রিয়াহ্ বিন উবায়দা বলেন, আমি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে বসা ছিলাম। মজলিসে হাজ্জাজ বিন ইউসূফের কথা উঠলে মানুষ তাকে গালি দিতে শুরু করে।
তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, রিয়াহ্! থামো, আমি জানতে পেরেছি যে, জালিম জুলুম করার কারণে মানুষ তার সমালোচনা করে এতে সমালোচনাকারী থেকে জালিমের মর্যাদা বেড়ে যায়।

হারানো দিনার

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর সময় ইয়ামানের বায়তুল মালের রক্ষক ছিলেন ওয়াহাব বিন মিমবাহ।
একবার সে ওমর বিন আব্দুর আযীয (রহ)-এর কাছে লিখল.......
পরকথা, আমি বায়তুল মালের একটি দিনার হারিয়ে ফেলেছি।
তার চিঠির উত্তরে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) লিখলেন, আমি তোমার ধার্মিকতা ও আমানতদারীর ব্যাপারে কোনো দোষারোপ করব না তবে আমি তোমাকে এ দোষারোপ করছি যে, তোমার অসচেতনতার কারণে তা নষ্ট হয়েছে। আমি মুসলমানদের সম্পদের দায়িত্বশীল আর তোমার ব্যাপারে ভয় হচ্ছে, তোমাকে এ ব্যাপারে শপথ করতে হবে.........সালাম।

www.nagorikpathagar.org

তুমি আযাদ

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর এক গোলাম ছিল, যে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করত।

একবার সে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দিল।

সে ফিরে আসলে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাকে বিলম্ব করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

তখন গোলামটি রেগে গিয়ে বলল, সকল মানুষই ভালোর মাঝে আছে আমি আর আপনি ছাড়া।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ভয় করলেন যে, না জানি তিনি তার কথার কারণে রাগ হয়ে তাকে অধিক শাস্তি দিয়ে ফেলেন।

আর তাই তিনি বললেন, তাহলে তুমি চলে যাও, তুমি আযাদ।

হাজ্জাজের মতো কাজ করো না

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর এক গভর্নর আদী বিন আরতা সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, সে এমনভাবে কাজ করছে যা হাজ্জাজের সাথে মিলে যাচ্ছে। তিনি তাকে লিখে জানালেন.......

আমি জানতে পেরেছি যে, তুমি হাজ্জাজের স্বভাব-চরিত্র অনুসরণ করছ। তুমি তার স্বভাব-চরিত্র অনুসরণ করো না। কেননা সে তো নামাযের ওয়াক্ত চলে গেলে নামাজ পড়ত। অন্যায়ভাবে যাকাত আদায় করত। আর যদি তোমার সাথে এসব মিলে যায় তাহলে আমি তোমাকে অপসারণ করব।

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) আদী বিন আরতা'-কে দেখার জন্যে একজন লোক ঠিক করল। পরে তিনি জানতে পারলেন সে হাজ্জাজের মতো কাজ করছে আর তাই তিনি তাকে অপসারণ করেছেন। এতে সে এসে আমীরুল মুমিনীনের কাছে ওজর পেশ করে বলল, আমি তার মতো অল্প কিছু কাজ করেছি মাত্র।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তোমার জন্যে এটিই যথেষ্ট তুমি একদিন বা একদিনের কিছু সময় খারাপের সঙ্গে ছিলে।

যাকাতের সম্পদ

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর নিয়োগের খবর বাতাসের গতিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এ খবর শুনার পর মানুষ সদকাহ যাকাত আদায় করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতে লাগল।

এরূপ পরিস্থিতি দেখে গভর্নরদের কেউ কেউ লিখে পাঠাল.........

www.nagorikpathagar.org

আমীরুল মুমিনীন হিসেবে আপনার নিযুক্তির পর থেকে লোকজন তড়িঘড়ি করে তাদের যাকাত আদায় করতে শুরু করেছে। ফলে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ইতোমধ্যেই জমা হয়ে গেছে। আপনার মতামত না জানা পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোনো ঘোষণা দেওয়া অপছন্দ করছি।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তখন লিখে জানালেন, আমার জীবনের শপথ! তোমরা আমাকে দেখনি, আমার ব্যাপারে তোমরা যে ধারণা করেছ তা থেকে বেঁচে থাক। আমার এ পত্র আসার সাথে সাথে সম্পদগুলো মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিবে।

বুদ্ধিমান গোলাম

একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে এক প্রতিনিধি দল এসে উপস্থিত হলো। তারা একজন বালককে তাদের সামনে এগিয়ে দিল। যখন বালকটি প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে কথা বলতে চাইল তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, হে ছেলে! তোমার বড়দেরকে বলতে দাও।

কিন্তু সুস্পষ্টভাষী ছেলেটি বলে উঠল, আমীরুল মুমিনীন! ছোট তো ওই ব্যক্তি যার অন্তর ছোট ও ভাষাগত কমতি আছে। যদি বয়সের দ্বারা বিষয়টি হতো তাহলে তো আপনার থেকে অধিক বয়স্করাই এ কাজের দায়িত্বের অধিক উপযুক্ত হতো।

ছেলেটির কথা শুনে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খুবই খুশি হলেন। তিনি আনন্দ চিত্তে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, তুমি ঠিক বলেছ....তুমি ঠিক বলেছ।

আমীর ও আপেল

একদিন আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) আপেল খাওয়ার খুব শখ হয়েছে।

তাই তিনি শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, আহ্ আমাদের কাছে যদি কোনো আপেল থাকত, কেননা এর ঘ্রাণ খুব ভালো ও খেতেও মজাদার।

তাঁর এ কথাগুলো তাঁর ঘরের এ লোক শুনতে পেয়ে তাঁর জন্যে আপেল হাদিয়া পাঠাল।

প্রেরিত লোকটি যখন আপেল নিয়ে আসল তখন তিনি বললেন, এর ঘ্রাণ কতই না ভালো, কতই না উত্তম। হে গোলাম! তুমি এটি নিয়ে যাও আর যে ব্যক্তি হাদিয়া পাঠিয়েছে তাকে সালাম জানাবে।

আর তাকে বলবে, তার হাদিয়া আমাদের কাছে একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ আমাদেরকে আকর্ষিত করার মতো সময়ে পৌঁছেছে।

www.nagorikpathagar.org

তখন গোলাম বলল, আমীরুল মুমিনীন! এটিতো আপনার পরিবারের সদস্য আপনার চাচাতো ভাইয়ের পক্ষ থেকে। আর আপনিতো এও জানতে পেরেছেন যে, নবী করীম ﷺ হাদিয়া খেতেন আর সদকাহ্ খেতেন না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তোমার ধ্বংস হতো! নবী করীম ﷺ-এর জন্য হাদিয়া হাদিয়াই ছিল আর আমাদের জন্যে এখন হাদিয়া ঘুষ হয়ে গেছে।

আমীরের রাত

একদিন মুগিরা বিন হাকিম ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ্)-এর স্ত্রী ফাতেমা বিনতে আব্দুল মালিকের কাছে বসে বসে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ্)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

এক পর্যায়ে ফাতেমা বলতে লাগলেন, মুগিরা! মুসলমানদের মাঝে ওমরের চেয়ে নামায-রোযা বেশি করতে কাউকে দেখেছ কি? কিন্তু আমি ওমরের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করতে দেখিনি। তিনি যখন ঘরে আসতেন তখনো তাঁর মনটা মসজিদের সাথে লাগানো থাকত। তিনি প্রায় দুই চোখের পানি ছেড়ে কান্নাকাটি করতেন। তিনি রাতে উঠে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন।

দুর্বলদের অধিকার

একদিন হিশাম বিন আব্দুল মালিক খলিফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ্)-এর কাছে এসে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার গোত্রের পক্ষ থেকে আপনার কাছে এসেছি। তারা বলে, আপনি আপনার মনমতো নতুন আইন জারি করেছেন এবং পূর্ববর্তীদের মতামত ত্যাগ করেছেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ্) তখন বললেন, তোমার অভিমত কি, যদি তোমার কাছে মুয়াবিয়া رضي الله عنه-এর পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ আসে আর আব্দুল মালিকের পক্ষ থেকে আরেকটি নির্দেশ আসে, তুমি কোন নির্দেশটি মানবে?

হিশাম বললেন, অগ্রবর্তীতা হিসেবে গ্রহণ করব আর এর সাথে আমি অন্য কিছুকে সমান মনে করব না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, আমিও আল্লাহর কিতাবকে অগ্রগামী হিসেবে পেয়েছি। আর তাই আমি সব বাদ দিয়ে আল্লাহর কিতাবকে ধরেছি।

এরপর তিনি হিশামকে লক্ষ্য করে আরো বললেন, তোমার অভিমত কি, যদি কোনো ব্যক্তি ছোট বড় সন্তান রেখে মরে যায় তখন বড় সন্তানেরা ছোটদের সম্পদ খেয়ে ফেলে তখন যদি তোমার কাছে বিচার নিয়ে আসা হয় তুমি কি করবে?

হিশাম বললেন, আমি তাদের সম্পদ ও অধিকার ফিরিয়ে দিব।

www.nagorikpathagar.org

তখন তিনি বললেন, আমি আমার পূর্ববর্তী অনেক শাসককে এমন পেয়েছি যে, তারা শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষের সম্পদ দখল করেছে। তাদের অনুসারীরাও তেমন করেছে। যখন আমি খলিফা হিসেবে নিযুক্ত হলাম তখন মানুষ আমার কাছে অধিকার ফিরে চেয়েছে। আর শক্তিশালীদের থেকে দুর্বলদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ব্যতীত আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

এ কথাগুলো শুনে হিশাম বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দান করুন।

আল্লাহর কাছে দোয়া কর আল্লাহ্ যেন আমাকে মৃত্যু দান করেন

একদিন আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) এক বিখ্যাত বুযুর্গ আব্দুল্লাহ্ বিন আবি যাকারিয়া (রহ)-কে ডেকে পাঠালেন।

তিনি তাঁর কাছে এসে হাজির হলে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, ইবনে আবু যাকারিয়া! আপনি কি জানেন আমি আপনাকে কেন ডেকেছি?

তিনি বললেন, না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, এমন একটি বিষয়, আপনি আমার জন্যে করবেন বলে শপথ করার আগে তা আমি আপনাকে বলব না।

তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি যা চাইবেন তাই আমি করব।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, তাহলে আপনি শপথ করুন।

তিনি তাঁর কথামতো শপথ করার পর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে মৃত্যু দান করেন।

তখন তিনি বললেন, তাহলে আমি মুসলমানদের জন্যে কতই না নিকৃষ্ট প্রতিনিধি, মুহম্মদ ﷺ-এর উম্মতের শত্রু।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, আহ্ হা! আপনি তো আমার জন্যে শপথ করেছেন।

তিনি বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তারপর তিনি দোয়া করলেন। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ ওমরের পরে আমাকেও রেখো না।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর এক ছোট ছেলে এসে বলল, এটি আমিও পছন্দ করি, আমার জন্যে দোয়া করুন।

পরে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মারা গেলেন, ইবনে যাকারিয়াও মারা গেলেন এবং ওই ছোট বালকটিও মারা গেলেন।

www.nagorikpathagar.org

মৃত্যুর প্রতি ভালোবাসা

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করছেন। তিনি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছিলেন। তখন ডাক্তার এসে বলল, যে বিষ পান করিয়েছে তাকে আমি দেখেছি তার অবস্থা শোচনীয়। সে মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) চোখ খুলে বললেন, যাকে বিষ পান করানো হয়নি সেও মৃত্যু থেকে বাঁচতে পারবে না।

ডাক্তার বললেন, আপনি তা অনুভব করছেন, আমার তো ভয় হচ্ছিল আপনার রূহ চলে যাবে।

তিনি বললেন, আল্লাহ হচ্ছেন উত্তম প্রত্যাবর্তনের জায়গা। আল্লাহর শপথ! যদি আমি জানি আমার কানের লতি স্পর্শ করলে আমি ভালো হয়ে যাব তবে আমি আমার হাতকে কান পর্যন্ত উঠাব না। হে আল্লাহ! ওমরকে তোমার সাক্ষাতে নিয়ে যাও।

এর কয়েক দিন পরেই তিনি আল্লাহর কাছে চলে গেছেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে বিষ পান

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর অসুস্থ অবস্থায় মুজাহিদ বিন জুবাইর তাঁকে দেখতে আসেন।

তিনি মুজাহিদকে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ আমার সম্পর্কে কি বলে?

মুজাহিদ বললেন, তারা বলছে আপনাকে নাকি জাদু করা হয়েছে।

তিনি বললেন, আমাকে জাদু করা হয়নি; বরং আমাকে বিষ পান করানো হয়েছে।

তারপর তিনি তাঁর দাসকে ডেকে বললেন, তুমি কেন আমাকে বিষ পান করিয়েছ?

সে বলল, আমাকে এক হাজার দিনার দেওয়া হয়েছে, আর আযাদ করে দিবে বলেছে।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, এক হাজার দিনার নিয়ে আস।

সে তা নিয়ে এলে তিনি তা বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিলেন।

তারপর তিনি দাসীকে বললেন, তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও, তুমি আযাদ।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) ও ইহুদি

একদিন ওয়ালিদ বিন হিশামের সাথে এক ইহুদির সাক্ষাৎ হলো।

ইহুদি লোকটি তাকে বলল, ওমর কিছুদিনের মধ্যে খেলাফতের দায়িত্ব পাবে এবং সে তাতে ন্যায়বিচার বাস্তবায়ন করবে।

ওয়ালিদ বলেন, পরে আমি ওমর বিন আব্দুল আযীযের সাথে দেখা করে তাকে এ বিষয় জানালাম।

ওমর বিন আব্দুল আযীয খিলাফতের দায়িত্ব পাওয়ার অনেক দিন পরে ইহুদি লোকটি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, আমি বলিনি ওমর এ দায়িত্ব পাবে, আমার কথামতোই তো হলো তাই না?

www.nagorikpathagar.org

আমি বললাম, হ্যাঁ।

এরপর সে বলল, এখন এ লোকটিকে বিষ পান করানো হবে; সুতরাং তাকে সাবধান থাকতে বলবে।

ওয়ালিদ এ কথা শুনে দ্রুত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে গেলেন। তিনি তাকে ইহুদির এ কথাটি জনালেন।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বললেন, হে আল্লাহ! সে কীভাবে জানল? আল্লাহর শপথ! আমি জেনেছি যখন আমাকে বিষ পান করানো হয়েছে। যদি এমন হয় যে, আমি আমার হাত দ্বারা কান স্পর্শ করলেই আরোগ্য হয়ে যাব তবে আমি হাত কান পর্যন্ত নিব না। অথবা আমার নাক পর্যন্ত হাত নিলেও আমি সুস্থ হয়ে যাব তবে আমি হাত নাক পর্যন্ত নিব না।

রাসূল ﷺ-এর পাশে দাফনের ইশারা

একদিন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম বসে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাদের কাছে বসে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তাদের কথাগুলো শুনছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তারা বলতে লাগলেন, রাসূল ﷺ-এর কবরের পাশে একটি কবরের জায়গা খালি রয়েছে। তারা সে জায়গাটি তাঁর জন্যে পেশ করলেন।

তারা বললেন, আপনি যদি মদিনার কাছে থাকতেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) তাদের কথা বুঝতে পারলেন। তখন অশ্রু প্রবাহিত চোখে বললেন, জাহান্নাম ব্যতীত আল্লাহ আমাকে যেকোনো শাস্তি দিয়েও যদি ওই কবরের অধিবাসী বানাতো তবে তাই আমি পছন্দ করি।

আমীরুল মুমিনীনের জামা

তখন আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) জীবনের শেষ দিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছিলেন, তাকে দেখতে মুসাল্লামা বিন আব্দুল মালিক আসে। সে এসে দেখল তাঁর গায়ের জামাটি ময়লাযুক্ত।

সে ফাতেমাকে বলল, ফাতেমা! আমীরুল মুমিনীনের জামাটি ধুয়ে দিও।

ফাতেমা বললেন, আল্লাহ চাইলে আমরা করব।

পরে আবার মুসাল্লামা তাঁকে দেখতে এসে তাঁর গায়ে ময়লাযুক্ত জামা দেখে ফাতেমাকে ধমক দিয়ে বলল, আমি কি তোমাকে বলিনি আমীরুল মুমিনীনের জামা ধুয়ে দিতে? কেননা মানুষতো তাকে দেখতে আসবে।

ফাতেমা বললেন, আল্লাহর শপথ! তাঁর এ জামা ব্যতীত আর কোনো জামা নেই।

সন্তানদেরকে গরিব অবস্থায় রেখে গেলেন

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁকে মুসাল্লামা বিন আব্দুল মালিক দেখতে আসে।

www.nagorikpathagar.org

সে তাঁকে খুব চিন্তিতভাবে বলল, আমীরুল মুমিনীন! আপনি তো আপনার সন্তানদেরকে এ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে যাচ্ছেন এবং তাদেরকে দারিদ্র্যতার মাঝে ছেড়ে যাচ্ছেন। যদি আপনি তাদের জন্যে আমার কাছে কিছু ওসিয়ত করে যেতেন।

তিনি খুব ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, আমাকে শোয়ানো থেকে বসাও।

তারপর তিনি বললেন, তুমি কি বলেছ আমি তাদেরকে গরিব করে যাচ্ছি, আল্লাহর শপথ! তাদের প্রাপ্য কোনো অধিকার থেকে আমি তাদেরকে বঞ্চিত করছি না। আর তারা যা পাবে না তা তো আমি তাদেরকে দিতে পারি না।

আর তোমার কথা, আমি যেন তাদের জন্যে তোমার কাছে অসিয়ত করে যাই। আমি আল্লাহকে তাদের অভিভাবক ও তাদের জন্যে অসিয়ত করে যাচ্ছি, যিনি কোরআন নাযিল করেছেন এবং তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবক।

আমার সন্তানেরা তো দুটি পথের একটি পথ গ্রহণ করবে। হয় তারা মুত্তাকী পরহেজগার হবে। তখন আল্লাহই তাদের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করে দিবেন অথবা তারা অবাধ্যে পতিত হবে আর আমি চাই না আল্লাহর অবাধ্যে তাদেরকে সহযোগিতা করি।

তারপর তিনি তার ছেলেদেরকে ডাকলেন। তাদের সংখ্যা দশজন থেকে বেশি ছিল। তারা আসলে তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ছেড়ে দিলেন।

তিনি বললেন, আমার সন্তানেরা! তোমাদের বাবা এখন দুটি সিদ্ধান্তের মাঝে, হয় সে তোমাদেরকে ধনী বানিয়ে যাবে আর নিজে জাহান্নামে প্রবেশ করবে অথবা সে তোমাদেরকে দারিদ্র্যতার মাঝে ছেড়ে যাবে আর নিজে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তোমাদেরকে ধনী বানিয়ে গিয়ে জাহান্নামে যাওয়া থেকে তোমাদেরকে দারিদ্র্যতার মাঝে ছেড়ে দিয়ে জান্নাতে যাওয়াই তার কাছে অধিক প্রিয়।

যাও..........আল্লাহই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

আমীরের চেহারা কিবলামুখী

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মৃত্যুশয্যায় দুই চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। তাঁর মৃত্যু অতি নিকটে চলে এসেছে।

তখন তিনি ক্ষীণ স্বরে রাজা বিন হাইয়ানকে বললেন, আমার মৃত্যুর পর তোমরা যখন আমাকে গোসল দিয়ে, কাফন পরিয়ে কবরে রাখবে তখন যদি দেখ আমার চেহারা কেবলামুখ তবে তোমরা আল্লাহর প্রশংসা করবে। আর যদি দেখ আমার চেহারা অন্যদিকে ঘুরে গেছে তবে তুমি কবরের কাছে অবস্থানরত লোকদের কাছে গিয়ে বলবে, তারা যতক্ষণ আমার কবরের পাশে থাকবে ততক্ষণ যেন আমার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

রাজা বলেন, তাকে কবরে রাখার পর আমি লক্ষ্য করে দেখেছি তাঁর চেহারা উজ্জ্বল চাঁদের মতো কিবলার দিকে ফিরে আছে।

www.nagorikpathagar.org

ওমর যা করেছে তা আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি

আমীরুল মুমিনীন হিশাম বিন আব্দুল মালিক তখন সিংহাসনে বসা। এক লোক এসে অভিযোগ করে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনার পিতা আমার দাদাকে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন। ওয়ালিদ এবং সুলাইমান তা বহাল রেখেছিলেন, কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খিলাফতে বসার পরপর তা নিয়ে গেলেন।

হিশাম বললেন, তুমি যা বলেছ তা আবার বল।

লোকটি আবার বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনার পিতা আমার দাদাকে একখণ্ড জমি দান করেছিলেন। ওয়ালিদ এবং সুলাইমান তা বহাল রেখেছিলেন, কিন্তু ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) খিলাফতে বসার তা নিয়ে গেলেন।

হিশাম বিস্ময় কণ্ঠে বললেন, তুমি অদ্ভুত লোক! যে তোমাকে জমি দিলেন এবং যারা তা বহাল রেখেছেন তাদের জন্যে একটি বার রহমত কামনা করনি (অর্থাৎ রহ. বলনি) অথচ যে জমি বাজেয়াপ্ত করল তার জন্য রহমত কামনা করেছ। ওমর যা করেছে তা আমরা স্বীকৃতি দিয়ে ফেলছি।

ওমর (রহ) মারা গেছেন, বাঘ হিংস্র হয়ে গেছে

এক দুপুরে একটি গোলাম তাঁর মনিবের কাছে দৌড় দিয়ে এসে অবাক হয়ে বলতে লাগল, বাঘ এসে আমাদের ছাগলের ছানা শিকার করে নিয়ে গেছে একই বারে দিন দুপুরে।

গোলামের কথা শুনে মনিব নিজ বুকে হাত মেরে চিৎকার দিয়ে আফসোস করতে লাগল।

তখন কেউ একজন তাকে বলল, সুবহানাল্লাহ! দুই দিরহামের একটি ছাগলছানার জন্যে আপনি এত আফসোস করছেন!

তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি এ ছাগলের ছানার জন্যে আফসোস করিনি। নিশ্চয়ই ওমর বিন আব্দুল আযীয মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা ওমর জীবিত থাকা অবস্থায় বাঘের এত সাহস হতে পারে না।

এরপর তারা অপেক্ষা করতে লাগল আর এরই মধ্যে সংবাদ এল ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মারা গেছেন।

মুসা বিন আ'য়ান বলেন, ওমর বিন আব্দুল আযীযের সময়কালে আমরা এমন একটি বাগানে ছাগল চরাতাম যেখানে বাঘেরও চলাফেরা ছিল, কিন্তু বাঘ ছাগল আক্রমণ করত না। হঠাৎ এক রাতে বাঘ ছাগল আক্রমণ করে বসল।

তখন আমি বলেছি, মনে হয় আল্লাহর নেক বান্দা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। এভাবেই তাদের দিন অতিবাহিত হতে লাগল। এরই মধ্যে একদিন সংবাদ এল আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) মারা গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

ওমরের চিঠি অগ্রাহ্য হবে না

একদিন জীর্ণ-মলিন বস্ত্র পরিহিতা এক ইরাকী মহিলা আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দরবারে এসে উপস্থিত হলো। মহিলাটির চেহারায় দারিদ্র্যতার ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

মহিলাটি ঘরের দরজায় এসে জিজ্ঞেস করল, আমীরুল মুমিনীনের ঘরে কোনো পাহারাদার আছে?

ঘরে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর স্ত্রী ফাতেমা ছিলেন। মহিলাটি তাঁকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে তাকে ঘরে আসার অনুমতি দিলেন।

মহিলাটি বসার পর চারদিকে তাকিয়ে ঘরে কোনো মূল্যবান আসবাবপত্র দেখল না।

ঘরের এ অবস্থা দেখে সে বলল, আমার ঘর বানাতে আমি এ শূন্য ঘরে আসলাম! তখন ফাতেমা বললেন, তোমার ঘরের মতো অনেক ঘর তৈরি করতে গিয়েই এ ঘরটি শূন্য হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) বাড়িতে এসে বালতি দিয়ে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তা ঘরের সামনের তৃণলতার বাগানে ঢাললেন। তখন তিনি বার বার ফাতেমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

মহিলাটি ফাতেমাকে বলল, এ শ্রমিক লোকটি তোমার দিকে বার বার তাকাচ্ছে, একটু আড়ালে এসে বস।

ফাতেমা বললেন, ইনি শ্রমিক না, ইনিই স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন।

কিছুক্ষণ পর তিনি ফিরে এসে সালাম দিলেন। তারপর মেহরাবে ঢুকে নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি একটি বাটি নিলেন যে বাটিতে তাঁর জন্যে আঙুর রাখা ছিল। তিনি সে আঙুরগুলো থেকে ভালো ভালোগুলো মহিলাটির জন্যে রেখে নিজে নিম্নমানেরগুলো খেলেন।

এরপর তিনি মহিলাটির কাছে এসে বললেন, আপনার কি প্রয়োজন?

সে বলল, আমি এক ইরাকী মহিলা, আমার পাঁচটি অচল মেয়ে আছে। আর তাই আমি তাদের ব্যাপারে আমি আপনার সুদৃষ্টি কামনা করছি। অচল বলতে অসুন্দর ও আকর্ষণীয় হীন যার কারণে বিয়ে হচ্ছেনা।

মহিলাটির কথা শুনে তিনি কাগজ ও কালি নিয়ে ইরাকের গভর্নরের কাছে লিখে পাঠালেন সে যেন মহিলাটির জন্যে ভাতা নির্দিষ্ট করে দেয়।

মহিলাটি চিঠিটা নিয়ে ইরাকের গভর্নরের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

ইরাকের গভর্নর চিঠিটা দেখে কেঁদে ফেললেন। ধীরে ধীরে তাঁর কান্নার আওয়াজ বাড়তে লাগল।

তিনি আফসোসের সাথে বললেন, আল্লাহ এ চিঠির লেখককে রহম করুক।

মহিলাটি বলল, তিনি কি মারা গেছে?

সে বলল, হ্যাঁ।

এ কথা শুনে মহিলাটি মৃত খলিফার নির্দেশ কার্যকর হবে না ভেবে আহাজারি শুরু করল।

www.nagorikpathagar.org

তখন গভর্নর বললেন, তোমার কোনো সমস্যা নেই, আমি তাঁর আদেশকে অগ্রাহ্য করব না।

এরপর গভর্নর মহিলাটির প্রয়োজন মিটিয়ে দিল এবং তাঁর মেয়েদের জন্যে ভাতা নির্ধারণ করে দিল।

ওমর (রহ)-এর প্রতি অভিযোগ

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর মৃত্যুর পর মুসলিম জাহানের খলিফা হিসেবে ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক নিযুক্ত হলেন।

একদিন ইয়াজিদের ভাতিজা ওমর বিন ওয়ালিদ এসে তার কাছে অভিযোগ করল, আমীরুল মুমিনীন! আপনার পূর্বের খলিফা যিনি গতকাল মারা গেছেন (ওমর বিন আব্দুল আযীয) তিনি তো মণিমুক্তা যা পেয়েছেন সব কবজা করে নিজের ঘরে রেখেছেন।

ইবনে ওয়ালিদের কথা শুনতে পেয়ে ইয়াজিদ নিজের বোন ফাতেমা যিনি ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর স্ত্রী, তার কাছে লোক পাঠিয়ে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন।

তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! ভাই, ওমর তো এ রুমাল ব্যতীত অন্য কোনো কাপড়ও রেখে যায়নি।

ইয়াজিদ তা খুলে দেখলেন তাতে শুধু পুরাতন একটি চাদর আর ধুলায় মলিন একটি জামা।

এসব দেখে ইয়াজিদ বলল, আমি তো তোমাকে এগুলোর কথা বলিনি; বরং তালাবদ্ধ ওই ঘরের কথা জিজ্ঞেস করেছি।

ফাতেমা বললেন, আল্লাহর শপথ! ওমর খলিফা নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে আমরা সে ঘরে একটি বারও প্রবেশ করিনি। কেননা সে এটি অপছন্দ করত। এই ধর, সে ঘরের চাবি, দেখ তাতে কি আছে। যদি তাতে তোমার কোনো প্রাপ্য থেকে থাকে তাহলে তা বায়তুল মালে নিয়ে যেও।

ইয়াজিদ চাবিগুলো নিয়ে সে ঘরের সামনে আসল। তার সাথে অন্যান্য মানুষও আসল।

সে চাবি দিয়ে ঘরের তালা খুলল। তারপর তারা দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দেখল, তাতে একটি চেয়ার, ছোট একটি পানির পাত্র ও ছোটখাট সামান্য জিনিসপত্র ব্যতীত আর কিছুই পেল না।

ইয়াজিদ কোনো কিছু না পেয়ে বলল, أَسْتَغْفِرُ اللهَ আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এরপর দ্বিতীয় ঘর খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন মাটিতে একটি জায়নামায বিছানো, এর উপরে ছাদের সাথে একটি শিকল বাঁধা যার অগ্রভাগ ফাঁসের মতো করে পেঁচ। নামাযের সময় ঝিমুনি আসলে ওমর তার মাথা ও ফাঁসের ভেতরে ঢুকাতেন যাতে ঝিমুনি দূর হয়ে যায়।

তারা আরো দেখলেন সেখানে তালাযুক্ত একটি বাক্স পড়ে আছে। বাক্সটি খুলে দেখতে পেল তাতে পুরাতন একটি জামা পড়ে আছে।

www.nagorikpathagar.org

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর এসব জিনিসপত্র দেখে ইয়াজিদ কেঁদে ফেলল। তার সাথে অন্যান্য মানুষও কেঁদে ফেললেন। পরে তারা ওমর বিন আব্দুল আযীযের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার কারণে ওমর বিন ওয়ালিদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল।

সৎ আমল পরবর্তী বংশদেরকে উপকৃত করে

একদিন আল মানসুর, আব্দুর রহমান বিন কাসেমকে বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করুন।

আব্দুর রহমান বললেন, কি থেকে, যা আমি দেখেছি, নাকি যা কিছু শুনেছি?

মানসুর বললেন, আপনি যা দেখেছেন, তা থেকে নসিহত করুন।

আব্দুর রহমান বললেন, ওমরের মৃত্যুর সময় আমি তার কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মাত্র এগারোটি ছেলে রেখে মারা গেছেন। তার পরিত্যক্ত সম্পদ ছিল মাত্র সতেরো দিনার।

এর মধ্যে দুই দিনার দিয়ে তাঁর দাফনের জন্যে জায়গা ক্রয় করা হয়েছে। আর পাঁচ দিনার দিয়ে তাঁর কাফনের কাপড় কেনা হয়েছে। বাকি দশ দিনার তাঁর সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রত্যেকে মাত্র উনিশ দিরহাম করে ভাগে পেয়েছে।

একইভাবে হিশামের মৃত্যুর সময়ও আমি ছিলাম। তিনি এগারোটি সন্তান রেখে মারা গেছেন। তাঁর সন্তানরা প্রত্যেকে দশ লাখ করে পেয়েছে।

কিন্তু পরে আমি দেখেছি ওমরের মৃত্যুর পর তার এক ছেলে একশত ঘোড়া বোঝাই করে জিহাদে যাচ্ছে।

কিন্তু হিশামের এক সন্তানকে আমি দেখলাম সে লোকদের মাঝে ভিক্ষা করছে।

সে আল্লাহকে ধোঁকা দিয়েছে আল্লাহ তাকে তেমন করবেন

আল ওয়ালিদ বিন হিশাম লোক দেখানোর জন্যে কাজ করত। একবার সে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-কে ধোঁকা দেওয়ার জন্য লিখে জানাল- আমার জন্য মাসিক যে ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। আমীরুল মুমিনীন যদি মনে করেন কমিয়ে দিবেন তাহলে যেন দেন।

চিঠিটি পড়ে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) উপস্থিত লোকজনকে বলল, ওয়ালিদ আমাদের কাছে তার এমন ভালোগুণ তুলে ধরতে চাইল যা আমরা তার ব্যাপারে ধারণা করি না। যদি আমি কোনো ব্যক্তিকে আমার ধারণা অনুযায়ী অপসারণ করতাম তাহলে তাকেই প্রথম করতাম।

তারপর তিনি তার বেতন-ভাতা কমিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি তাঁর পরবর্তী নির্বাচিত খলিফা ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিকের কাছে লিখে জানালেন, ওয়ালিদ বিন হিশাম আমার কাছে চিঠি লিখে তাঁর সম্পর্কে এমন কিছু গুণাগুণ উল্লেখ করল যা আমরা তার ব্যাপারে কখনো ধারণা করি না। যদি আমি তার

www.nagorikpathagar.org

ধারণা মতো কোনো পদক্ষেপ নিই তাহলে সে আমার জন্যে কাজ করবে না, কিন্তু আমি বহ্যিকতার ওপর ভিত্তি করেই পদক্ষেপ নিব আর অদৃশ্যের ব্যাপারে আল্লাহ ভালো জানেন........।

আমি তোমাকে শপথ করে বলছি, আমাকে নিয়ে যদি কোনো ঘটনা ঘটে আর এ বিষয় সে তোমার কাছে পেশ করে এবং তোমার কাছে বেতন ভাতা বাড়িয়ে দিতে আবদার করে আর অভিযোগ করে আমিই তার বেতন ভাতা কমিয়ে দিয়েছি। তবে তোমাকে বিষয়টি যেন ধোঁকা না দেয়। কেননা সে আল্লাহর কাজে ধোঁকা দিয়েছে আর আল্লাহ তাকে পাকড়াও করতে কৌশল অবলম্বন করবেন।

ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর মৃত্যুর পর ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক খলিফা নিযুক্ত হলে কপট ওয়ালিদ তার কাছে চিঠি লিখে বলে, ওমর আমার বেতন ভাতা কমিয়ে দিয়ে আমার ওপর জুলুম করেছে।

তার চিঠি পড়ে ইয়াজিদ রেগে গিয়ে তার লোক পাঠিয়ে তার পদ, বেতন ভাতা আরো যা কিছু সে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর সময় লাভ করেছে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়েছে।

বন্দি ও রোমের বাদশাহ

একবার ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) রোমের বাদশার কাছে একজন দূত প্রেরণ করলেন। লোকটি বাদশার সাথে কথা সেরে বের হওয়ার সময় দেখল এক লোক বসে কোরআন তেলাওয়াত করছে আর হাতে বীজ চূর্ণ করছে। আগত দূত লোকটিকে দুই তিনবার সালাম দিল, কিন্তু তবুও লোকটি কোনো উত্তর দিল না।

এবার লোকটি বলল, এ শহরে সালাম দিবে কে?

দূত লোকটিকে বলল, আমি আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীযের দূত রোমের বাদশার কাছে দেখা করতে এসেছি।

সে তাকে বলল, তুমি কি অবস্থা?

লোকটি বলল, আমি অমুক জায়গায় থেকে বন্দী হয়েছি। আমাকে রোম সম্রাটের দরবারে নিয়ে আসা হলে সে আমাকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে বলে। আমি তা গ্রহণে অস্বীকার করি।

সে আমাকে বলল, যদি তুমি তা না কর তাহলে তোমার চোখ উপড়ে ফেলা হবে। তখন আমি চোখের পরিবর্তে ইসলামকেই প্রাধান্য দিয়েছি। পরে সে আমার দু চোখ উপড়ে ফেলে। তারা প্রতিদিন আমার কাছে গম পাঠায় সেগুলো আমি চূর্ণ করি আর আমার খাওয়ার জন্যে একটি রুটি পাঠায় সেটি খাই।

দূত দেশে ফিরে আসার পর ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর কাছে লোকটির কথা বর্ণনা করে। তিনি এ করুণ কাহিনী শুনে দু চোখের পানিতে তার বুক ভেসে গেল।

তখন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) রোমের বাদশার কাছে লিখে পাঠান........

www.nagorikpathagar.org

পরকথা, অমুকের ছেলে অমুকের কথা আমি জানতে পেরেছি। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, হয়তো তুমি তাকে ফিরত পাঠাবে নতুবা আমি তোমার বিরুদ্ধে এত পরিমাণ সৈন্য পাঠাব যার অগ্রভাগ থাকে তোমার কাছে আর শেষভাগ থাকবে আমার কাছে।

এরপর একজন দূত চিঠি নিয়ে রোম সম্রাটের দরবারে পৌছে গেলেন। সম্রাট চিঠিটা পড়ে বলল, আমরা একজন সৎ লোকের সাথে যুদ্ধ করতে চাই না; বরং একে পাঠিয়ে দিব।

বন্দিকে ফেরত যাওয়ার অনুমতি দানের অপেক্ষায় ওই দূত সেখানে অবস্থান করছিল। এরই মধ্যে একদিন দরবারে দূতের ডাক পড়ে। সে এসে দেখল রোমের সম্রাট সিংহাসন ছেড়ে জমিনের ওপর বসে আছে।

সম্রাট দূতকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি কি বলতে পার আমি এমনটি কেন করেছি।

দূত বলল, না।

সম্রাট বলল, আমি বিভিন্ন দিক থেকে সংবাদ পেয়েছি সে সৎ লোক মারা গেছেন। এ কথা শুনে দূত বন্দিকে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েন। তাই সে রোম সম্রাটকে বলল, আপনি কি আমাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন?

রোম সম্রাট দূতের চেহারায় হতাশার ভাব দেখে বলল, আমরা তো এমন নই যে, জীবিত অবস্থায় তাঁর কথা মেনে নেওয়ার পর তাঁর মৃত্যুর পর তা ভঙ্গ করব।

অতঃপর সম্রাট দূতের সাথে বন্দিকে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন।

সৎ লোকটি মারা গেছেন

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ) রোমানদের হাতে বন্দি মুসলিমদের ফিরত আনতে বন্দি বিনিময় চুক্তির ভিত্তিতে মুসলমানদের কাছে আটক রোমানবাসীদের ফেরত পাঠালেন।

মুহাম্মদ বিন মা'বাদ বলেন, আমি যখন রোম সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করতে চেয়েছি তখন রোমের বড় বড় নেতারা দরবারে প্রবেশ করায় আমি বের হয়ে পড়ি। পরে একদিন আমি সম্রাটের দরবারে প্রবেশ করে দেখি তিনি জমিনের উপর বিষণ্ন হয়ে বসে আছে।

তখন আমি বললাম, সম্রাটের কি হয়েছে?

সম্রাট বলল, তুমি কি জান কি দুর্ঘটনা ঘটেছে?

আমি বললাম, কি ঘটেছে?

সম্রাট বলল, একজন সৎ লোক মারা গেছেন।

আমি জানতে চাইলাম, কে?

সে বললেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয মারা গেছেন।

www.nagorikpathagar.org

সে আরো বলল, আমার ধারণা যদি ঈসা রুহুল্লাহর ন্যায় মৃত্যুর পর পুনরায় কাউকে জীবন দান করা হতো তবে সে হতো ওমর বিন আব্দুল আযীয।

সে আরো বলল, যদি কোনো পাদ্রী দুনিয়াদারি ত্যাগ করে দরজা বন্ধ করে সারাটি জীবন ইবাদতে কাটিয়ে দেয় তবে তাতে আমি আশ্চর্য হব না। কিন্তু আশ্চর্য তো ওই লোককে নিয়ে যার পদতলে দুনিয়া এসেছে, কিন্তু তিনি তা ত্যাগ করে ইবাদতে মগ্ন হয়েছেন।

একদিন দিনার বিন মালিককে জনৈক এক ব্যক্তি ডাক দিয়ে বলল, হে দুনিয়াবিরাগী.........

তখন তিনি লোকটিকে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি দুনিয়াবিরাগী নই। দুনিয়াবিরাগী তো হচ্ছেন ওমর বিন আব্দুল আযীয যার পদতলে দুনিয়া এসেছিল, কিন্তু তিনি তা ত্যাগ করেছেন।

মানুষের কান্না

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দূত যখনই বসরাতে এসে পৌঁছতেন তখন লোকজন আনন্দে তার দিকে দ্রুত ছুটে আসত। কারণ তারা জানত যে, ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর দূত কোনো না কোনো সুসংবাদ দিবে অথবা ভালো নির্দেশ দিবে অথবা কোনো খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিবে।

এসব নিশ্চয়তার কারণেই তারা দ্রুততার সাথে আনন্দচিত্তে মসজিদে এসে উপস্থিত হতো এবং দূত আমীরুল মুমিনীনের চিঠি পাঠ করে শেষ করা পর্যন্ত তারা বসে থাকত।

একইভাবে একদিন দূত এসে উপস্থিত হলো। পূর্বের ন্যায় এবারও তারা ছুটে আসল কোনো সুসংবাদের আশায়, কিন্তু না, তারা দেখলেন স্বয়ং দূতই কাঁদছে।

উপস্থিত লোকেরা তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করল।

সে বলল, আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয মারা গেছেন।

এতে উপস্থিত লোকদের মাঝে কান্নার রোল পড়ে গেল। তারা কাঁদতে কাঁদতে মসজিদে প্রবেশ করল। মসজিদে প্রবেশ করার পর সকলের সম্মুখে দূত আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহ)-এর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করল।

****

www.nagorikpathagar.org

বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
কুরআনুল কারীম (সহজ-সরল অনুবাদ)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ	১০০০ টাকা
শব্দার্থে তাফসীরুল কুরআন (১-১০ খণ্ড)	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	প্রকাশিতব্য
আল কুরআনের সারমর্ম (সংক্ষিপ্ত তাফসীর)	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	৫০০ টাকা
পথের সম্বল (হাদীস সংকলন)	মাওলানা জলীল আহসান নদভী	প্রকাশিতব্য
বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-১	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৩৫০ টাকা
বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-২	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৪০০ টাকা
দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১	মুহাম্মদ ইসরাফিল	১৪০ টাকা
দারুসুল কুরআন (শেষ ১৪ সূরা)	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	১৫০ টাকা
Quranic Vocabulary তিন ভাষায় উচ্চারণসহ	আব্দুল করিম পারেখ	২৯৫ টাকা
আল কুরআনে নারী (নারীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
মহানবী (স)-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন কাসেমী	২৫০ টাকা
কেমন ছিলেন রাসূল (স)	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেল বিন আলী আশ শিদ্দী	২০০ টাকা
রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৩০ টাকা
খোলাফায়ে রাশেদা (রা)	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
মহিলা সাহাবীদের জীবনচিত্র	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	১৫০ টাকা
সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ১	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩৪০ টাকা
সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ২	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	২৬০ টাকা
মুক্তির একমাত্র পথ শিরকমুক্ত ইবাদাত	মাওলানা আহসান ফারুক	১৮০ টাকা
রাসূল সা.-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
বারো চান্দের ফজিলত	ত্বকী উসমানী	প্রকাশিতব্য
শব্দার্থে হিসনুল মুসলিম	সাঈয়েদ ইবনে আলী আল কাহ্তানী	১২০ টাকা
তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	ডক্টর ফযলে এলাহী	১৩০ টকা

২৬.	রমজানের ৩০ শিক্ষা ৫০০ মাসআলা	আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান
২৭.	৩০ তারাবীতে ৩০ শিক্ষা	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন
২৮.	নাসিরুদ্দীন আলবানী, মুফতি আমীমুল ইহসান ও আব্দুল হামীদ ফাইযী রহ.-এর গ্রন্থাবলম্বনে **রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায**	মাওলানা ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মাওলানা জি এম মেহেরুল্লাহ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন
২৯.	সোনামণিদের সুন্দর নাম	মো ঃ আব্দুল লতীফ
৩০.	মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী
৩১.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে **কবীরা গুনাহ**	ইমাম আয যাহাবী
৩২.	বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি
৩৩.	আসুন আল্লাহর সাথে কথা বলি	মাওলানা মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান
৩৪.	আল কুরআনে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন
৩৫.	ইসলামে নারী	আল বাহি আল খাওলী
৩৬.	ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসা	আল্লামা ইবনুল জাওযী
৩৭.	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না	প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী
৩৮.	আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর সাথে প্রতিদিন (৩৬৫ দিনের ডায়েরী)	মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন
৩৯.	খাতামুন নাবীঈন (সা)	ডক্টর মাজেদ আলী খান
৪০.	গল্পে গল্পে আবু বকর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী
৪১.	গল্পে গল্পে ওমর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী
৪২.	গল্পে গল্পে ওসমান রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী
৪৩.	গল্পে গল্পে আলী রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী
৪৪.	গল্পে গল্পে ওমর বিন আব্দুল আযীয	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী
৪৫.	আবু বকর আস সিদ্দিক রা.	আবদুল মালিক মুজাহিদ
৪৬.	ওমর ইবনুল খাত্তাব রা.	আবদুল মালিক মুজাহিদ
৪৭.	ওসমান ইবনুল আফ্ফান রা.	আবদুল মালিক মুজাহিদ
৪৮.	আলী ইবনে আবী তালিব রা.	আবদুল মালিক মুজাহিদ
৪৯.	ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা	ডক্টর মুহাম্মদ নুরুল আমিন
৫০.	বিষয়ভিত্তিক হাদীসে কুদসী	তাহকীক : নাসিরুদ্দিন আলবানী
৫১.	কিভাবে সফল হবেন	জি এম মেহেরুল্লাহ
৫২.	সালাতঃ মহাকল্যাণ পাওয়ার উপায় ও মহানবী (সা.) প্রদর্শিত যিক্‌র	মাওলানা আহসান ফারুক

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

دار السلام

DARUSSALAM
BANGLADESH

www.nagorikpathagar.org